বেদান্তভূষণ-গ্রন্থাবলী　৩৪　[গ্রন্থাঙ্ক ৩য়

শ্রীশ্রীসাম্ব-শিবায় নমঃ।

গন্ধর্ব্বরাজ-শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য্য-বিরচিত-শ্রীশিবমহিম্নঃ-

স্তোত্রবার্ত্তিকব্যাখ্যানাত্মক-

শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-

নামধেয়-মহাগ্রন্থাবয়বভূত-তৃতীয়

মদন-ভস্ম-খণ্ড।

শ্রীশাণ্ডিল্যগোত্রজ-শ্রীমদ্দুর্গাদাসদুগ্ধাব্ধিকৌস্তুভ-শ্রীশিবসাযুজ্যসম্পন্ন-

মহোদয়-শ্রীমদঘোরনাথস্বামিসূনু-

ব্রহ্মচারি-

শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-বিরচিত।

শ্রীকালীঘট্টস্থ-শ্রীকালিকাভৈরবদৈবতশ্রীনকুলেশ্বর-মন্দির-সুসন্নিহিত-

শ্রীমদঘোর-যোগাসন হইতে

শ্রীশিব-মহিম-প্রচারিণী সমিতির তত্ত্বাবধানে

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ-

মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে

শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীবিজয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী বি, এ, ।
১০৭ নং আশুমুখাৰ্জ্জিব বোড,
ভবানীপুর, কলিকাতা ।

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,
"বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ।

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীবিশ্বনাথদেবের পরমানুগ্রহবলে শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানাত্মক শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ নামা মহাগ্রন্থের প্রথমভাগ **দর্শন-খণ্ডে** প্রথমাবধি নয়টীমাত্র শ্লোক-সমাশ্রয়ণে ষড়ধিক-চতুঃ-শত-পত্র-পৃষ্ঠে যথাক্রমে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্তুতি-নিরাকরণ, স্তুতি-সমর্থন, প্রকারান্তরে স্তুত্যনর্হতা, স্তুত্যতা-সমর্থন, অস্মদাদিকৃত-স্তুতির ব্যর্থতা, স্তুতি-সার্থক্য, পরমেশ্বর-সদ্ভাবে বিবাদ-পরায়ণ-বাদিগণের নিরাকরণ, প্রতিকূল-তর্ক-নিরাস, অনুকূল-তর্কের উদ্ভাবন, সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরাবশে শাস্ত্র-সমূহের শ্রীপরমেশ্বরে তাৎপর্য্যাবধারণ, অর্ব্বাচীন-পদ-প্রদর্শন ও স্তুতি-প্রকার-নিরূপণ, এই দ্বাদশটী বিষয় যথাক্রমে সুচারুরূপে আলোচিত, বা বিচারিত হইয়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-ভাগ **পঞ্চামৃত-খণ্ডে** দশম হইতে চতুর্দ্দশ-পর্য্যন্ত পাঁচটীমাত্র শ্লোকাবলম্বনে একবিংশত্যধিক-ত্রিশত-পত্র-পৃষ্ঠে হংস ও বরাহরূপধারী বিরিঞ্চি ও বিষ্ণুর ঈশ-সাক্ষাৎকার, রাবণের প্রতি শ্রীভগবদনুগ্রহ, দর্পিত-রাবণের নিগ্রহ, বাণরাজার সমুন্নতি, ও সমুদ্র-মন্থনে বিষপান, এই পাঁচটী বিষয় সুন্দররূপে অনুশীলিত ও আলোচিত হইয়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তথা তৃতীয়-ভাগ এই **মদন-ভস্ম-খণ্ডে** একমাত্র পঞ্চদশ-শ্লোকাবলম্বনে সার্দ্ধ-দ্বি-শতাধিক-পত্র-পৃষ্ঠে **মদন-ভস্ম**-মাত্র বিষয়টী সুন্দররূপে অনুশীলিত আলোচিত ও বিচারিত হইয়া, গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই **মদন-ভস্ম**-বিষয়টী ভারতবর্ষীয়, বা বঙ্গীয়-বিদ্বজ্জন-সমাজের অবিদিত না হইলেও, ইহার মধ্যে যে কীদৃশ-গূঢ়-রহস্য-সমূহ নিহিত রহিয়াছে, তাহা বোধ করি, অনেকেরই বিশিষ্টতরা অবগতির বহির্ভূত। এই **মদন-ভস্ম**-বিষয়টীকে সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে হইলে, ইহার অন্তর্গত অপরাপর অনেকগুলি বিষয়ের সবিশেষ-পরিজ্ঞান যে নিতান্ত

আবশ্যক, বা অপেক্ষিত, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ প্রশ্নবচনে বলা যাইতে পারে যে, মদন কে? কাহার পুত্র? কীদৃশ উপক্রমে কোন সময়ে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? মদন যোনিজ? কিম্বা পিতামহের মানস-সম্ভূত? পুষ্পময়-কোদণ্ড ও পঞ্চবিধ-পুষ্পবাণ মদন কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? কে তাঁহাকে বিশ্ব-বিমোহন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন? কে তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন? মন্মথ, কাম, মদন, দর্পক ইত্যাদি নামের সার্থকতা কীদৃশী? বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বা রৌদ্রাস্ত্র হইতেও, মদনের আশুগ-পঞ্চকের বীর্য্যাধিক্যের কারণ কি? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও ব্রহ্মলোকে, অধিক কি,—যে সকল-দেশে নব-নব-বহুল-তৃণাদি উৎপন্ন হয়, বা যে কোন জাতীয়-প্রাণী বাস করে, আব্রহ্মভবন সেই সেই স্থানে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-দেশে মদনের আবাস-স্থান কে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? শ্রীশিব-বিমোহন-কার্য্যে মদনকে কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? শ্রীশিব-সম্মোহন কি অল্প কথা? মুখের কথা? অথবা অল্প উদ্যম-উদ্‌যোগে সম্ভবপর হইতে পারে? ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের সংক্ষিপ্ত-শাস্ত্রসম্মত-সপ্রমাণ-যথাযথ উত্তর এই **মদন-ভস্ম-খণ্ডে** প্রদত্ত হইয়াছে।

অপিচ, মদনের মনোবৃত্ত্যনুসারিণী-পত্নী-রতি কাহার কন্যা? কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কিরূপে মদন তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইলেন? মদনদেব সখা বসন্ত, সেনাপতি শৃঙ্গার ও মারগণ নামে প্রসিদ্ধ-সৈনিক-পুরুষ-সকলকে কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? ইহাদিগের উৎপত্তি প্রকার কিরূপ? কিঞ্চ, উক্তরূপ-প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর-দানকল্পে অবশ্য অপেক্ষিত-বোধে অবতারিত-পৌরাণিক ইতিহাস-সমাশ্রয়ণে সঙ্কলিত, গগনাঙ্গন-গাত্র-গত শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সন্ধ্যাসক্তি-দর্শনে বিস্মিতমানসে উপহসিত-ব্রহ্মা ও প্রজাপতি-মুখ্য-দক্ষের যথাক্রমে দিব্য-শত-বর্ষ-ব্যাপিনী স্তুতি এবং দিব্য-ত্রি-সহস্র-বর্ষ-ব্যাপিনী দুশ্চরতরা-তপস্যার সহিত সমনুষ্ঠিত-যজ্ঞাবসানে তাঁহাদিগের অভিপ্রেত-ফল-দানার্থ বিশ্বরূপিণী-সনাতনী-পারমেশ্বরী-শক্তি-স্বরূপা শ্রীমতী কালিকাদেবী পূর্ব্বাতিপূর্ব্বকালে সতী-রূপ-ধারণ-পুরঃসর মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণা হইয়া,

যতি-প্রবর-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন? সর্ব্বথা সং বিমুখ, সর্ব্বদা ধ্যান-নিলয়ভূত, সংযমি-শ্রেষ্ঠ শ্রীশিব-হর-শঙ্করদেবকে সতীরূপা শ্রীমতী কালীদেবী কেমন করিয়া, সংক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন? কেমন করিয়াই বা প্রজাপতি-দক্ষের জায়া-গর্ভে শোভনা সতী সমুৎপন্না হইয়াছিলেন? কিরূপেই বা শ্রীহরদেব দার-সংগ্রহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন? কেনই বা পিতা-দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ পুরাকালে শ্রীমতী সতীদেবী নিজ-দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন? পুনশ্চ সমাগতা দেবী সতী হিমালয়-তনয়া পার্ব্বতীরূপে কি কারণে সঞ্জাতা হইয়াছিলেন? প্রথমতঃ শ্রীশিব-মানসে সংক্ষোভ সমুপস্থিত করিয়াও, মন্মথদেব দগ্ধ, নিহত, বা ভস্মীভূত হইলেন না কেন? দ্বিতীয়তই বা শ্রীশঙ্কর-মানসোন্মথনে প্রবৃত্ত হইয়া, কামদেব দগ্ধ, নিহত, বা ভস্মীভূত হইলেন কেন? ইত্যাদিরূপ-প্রশ্ন-বচন-নিচয়ের প্রকৃত উত্তর-বচন-কথনে যাঁহারা সমর্থ নহেন, তাঁহারা "মদনভস্ম"-বিষয়ক-গূঢ়-রহস্য অনুভব করিবেন কিরূপে?

কুমার-সম্ভব ও অন্নদা-মঙ্গলাদি-গ্রন্থে মদন-ভস্ম বিষয়িণী কথার অবতারণা করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু ঐ সকল গ্রন্থে মৎকৃত উক্তরূপ-প্রশ্ন সমূহের যথাযথ উত্তর-বচন-প্রাপ্তি নিতান্তই দুর্ঘটতরা। পক্ষান্তরে মৎকৃত শ্রীশিব-মহিম-বিকাশান্তর্গত-তার্ত্তীয় এই "**মদন-ভস্ম-খণ্ডে**" উক্তরূপ-প্রশ্ন-সকলের অতিবিশদ-সুখদোদারতর উত্তর-বচন-নিচয়-পাঠ করিয়া, তত্ত্বানুসন্ধান-তৎপর-বিদ্যা-রসিক-বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ যে অনাস্বাদিত, অপূর্ব্বতর-বিমল-বিপুলানন্দানুভবসহ অনধিগতপূর্ব্ব-বিবিধ-বিষয়ক-বিচারজ-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য-লাভ-পুরঃসর মানসে অবশ্য অবশ্য অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফল-কথা এই যে, যাঁহারা বিবিধ-বিচিত্রতর-জ্ঞান-গাম্ভীর্য্য-প্রদ-তত্ত্বোপদেশ-পূর্ণ-**মদন-ভস্ম**-বিষয়ক-যাবতীয়-রহস্য-বিজ্ঞানার্থ হৃদয়ে সমুৎসুক, তাঁহারা অবশ্যই শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রান্তর্গত "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে, নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ। স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ, স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা নহি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥" এতাদৃশ-পঞ্চদশ-শ্লোকের

ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে সমুত্থাপিত-মদন-ভস্ম-বিষয়ক-মদীয় এই বহু-বিচিত্র-তর-সার্দ্ধ-দ্বি-শতাধিক-পত্র-পৃষ্ঠ-ব্যাপী শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-মধ্য-পতিত **মদন-ভস্ম-খণ্ড**-পাঠে বিদ্যারসিক-বিদ্বজ্জনের অনুভবনীয়া মার্জ্জিত-মুকুর-স্বচ্ছ-মানস-দর্পণোদরে দৃশ্যমানা প্রতিবিম্বিতা পরমা-প্রীতি পরমা-পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবেন। "অলমধিকেনেতি শিবম্।"

কালীঘাট, নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল,
তারিখ ১৩ই শ্রাবণ।

ভবদীয়-বশম্বদ-বিনীত-ব্রহ্মচারি-
শ্রীবিপিনবিহারি-দেবশর্ম্ম-বেদান্তভূষণ।

অকালোপরত-স্বর্গীয়-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা

বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য-স্মৃতি-কল্পে

ভক্তি-উপহার

কি লোক-ব্যবহার, আর কি শাস্ত্রীয়-ব্যবহার, উভয়ত্রই জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার প্রতি যথেষ্টতর সম্মান-গৌরব প্রদর্শিত হইয়াছে। উত্তরা-রণিস্থানীয় প্রজাপতি-মূর্ত্তি পিতৃদেবের মহাপ্রস্থানের অনন্তর পিতৃ-কার্য্যে প্রথমাধিকারিতা, পিতৃ-সমতা, বা আত্ম-মূর্ত্তিতা-প্রভৃতি-কারণে ভরত-ভীম-শ্রীরাম-যুধিষ্ঠির-দৃষ্টান্তে শিষ্ট-জনোচিত-বিশিষ্ট-সম্মান-গৌরব-ভক্তি-ভাজন-জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতার পূজনীয়তা সুস্থিতা হওয়ায়, তন্নিবন্ধন জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-গৌরব-স্মরণ-পুরঃসর তৎ-পূজনে প্রবৃত্ত হইয়া, এতাবন্মাত্রই বলিতে হইতেছে যে, ভো অগ্রজন্মন্! ভ্রাতঃ! তোমার নিজের হাতের ইংরাজী ও বাঙ্গালা লেখা ভাল ছিল বলিয়া; আমার হাতের বাঙ্গালা-লেখাটীও যাহাতে ভাল হয়, তজ্জন্য তুমি সবিশেষ চেষ্টা করিতে, প্রতিদিন ৮৷১০ খানি কাগজে লেখা দেখাইতে না পারিলে, আমার নিস্তার ছিল না, যদি কোন দিন ৮৷১০ খানি লেখা দেখাইতে না পারিতাম, তবে তুমি আমার প্রতি "জলবিছুটীর" প্রয়োগ করিতেও, ছাড়িতে না, তোমার অনুগ্রহে, বা শাসনগুণে আমার হাতের লেখা দেখিয়া, এক্ষণে অনেকেই ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। ভো ভ্রাতঃ! সম্প্রতি আমি শ্রীশিব-মহিম্নঃ স্তোত্রের বার্ত্তিক-ব্যাখ্যানরূপে শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ নামে একখানি অভিনব অতি-বৃহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর পুস্তক লিখিতেছি। এই মহাগ্রন্থের "মদন-ভস্ম" নামে অভিহিত **তৃতীয়-খণ্ড** তোমার মধুর-মূর্ত্তি-স্মরণ করিয়া, ভক্তি-উপহার-স্বরূপে সমর্পিত হইল। যদিচ তুমি ষোড়শ-বৎসর-বয়ঃকালে এই মর্ত্ত্যলোক হইতে চির-তরে চলিয়া গিয়াছ, তথাপি আশা আছে যে, অমর-নগর হইতে প্রেরিত তোমার শুভ আশীর্ব্বাদের বলে আমি এই সমারব্ধ "শ্রীশিব-কার্য্য" নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্বতোভাবে সত্বর সুসম্পন্ন করিতে পারিব। ইতি—

কালীঘাট,—নকুলেশ্বরতলা।
সন ১৩৪০ সাল।
তারিখ ১৩ই শ্রাবণ,

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
তোমার স্নেহের **বিপিন**।

শ্রীশিবমহিম্ন-বিকাশ



বিংশ পরিচ্ছেদ—প্রথম অধ্যায়

মদন-ভস্ম

অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে,
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ,
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ॥ ১৫ ॥

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-গ্রন্থের দ্বিতীয়-প্রতিপাদ্য-পরিচ্ছেদের চরমভাগে সমুদ্দিস্ট-বিষয়-সকলের মধ্যে মদন-ভস্ম বিংশতিতম বিষয়; সুতরাং সমুদ্র-মন্থনে বিষপান-লক্ষণ ঊনবিংশতিতম-বিষয়ের বিবরণোপসংহারের অনন্তর মদন-ভস্ম ক্রমপ্রাপ্ত হওয়ায়, গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে," ইত্যাদি-নিজনির্ম্মিত-পঞ্চদশ-শ্লোকে কাম-দেবের নিধন-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের যে স্তুতি করিয়াছেন, তদ্বিবরণে প্রবৃত্ত হইয়া, অধুনা আমি বস্তুবৃত্তাপেক্ষাবশে "জন্মনা লব্ধসত্তাকস্য ধর্ম্মিণঃ স্থিতিপ্রলয়সম্ভবাৎ" মদনের নিধন-প্রদর্শন করিতে হইলে, জন্ম ও স্থিতি-নিরূপণ অপেক্ষিত মনে করিয়া, উক্ত পঞ্চদশ-শ্লোকের মূল-ভিত্তি-প্রণয়নার্থ পুরাণ-প্রসিদ্ধ ইতিহাসানুসরণে প্রথমতঃ মনোভবের সম্ভবাদি-প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতেছি।

মদন-ভস্ম-প্রসঙ্গ-সমাশ্রয়ণে শাস্ত্রার্থানুসন্ধানে বা চিন্তন-মননে কুশল বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণের মানসে যদি পূর্ব্বকালে যতিপ্রবর পরমেশ্বর

শ্রীশঙ্করদেবকে শ্রীকালিকাদেবী সতীরূপ-ধারণ-পুরঃসর কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন ? কিঞ্চ, সর্ব্বথা সংসার-বিমুখ-যতি-প্রবর সর্ব্বদা ধ্যান-নিলয়ভূক্ত-সংযমি-শ্রেষ্ঠ শ্রীহরদেবকে সতীরূপা কালী কেমন করিয়া সংক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন ? কেমন করিয়াই বা প্রজাপতি-দক্ষপত্নীর উদরবিবরে শোভনা-সতী সমুৎপন্না হইয়াছিলেন ? কিরূপেই বা শ্রীহর-দেব দার-সংগ্রহকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ? কেনই বা পিতা দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ পুরাকালে সতীদেবী নিজদেহ ত্যাগ করিয়া-ছিলেন ? পুনশ্চ সমাগতা-দেবী-সতী হিমালয়-তনয়া পার্ব্বতীরূপে কি কারণে সঞ্জাতা হইয়াছিলেন ? প্রথমতঃ শ্রীশিব-মানসে সংক্ষোভ সমুপস্থিত করিয়াও, মন্মথ-দেব নিহত বা দগ্ধ হইলেন না কেন ? দ্বিতীয়তই বা শ্রীশঙ্কর-মানসোন্মথনে প্রবৃত্ত হইয়া, কামদেব ভস্মীভূত বা নিহত হইলেন কেন ? এবং পুনরপি মেনা-কন্যা শ্রীমতী উমাদেবী স্মর-বিনাশন শ্রীশম্ভুদেবের শরীরার্দ্ধহরণে কিরূপে সমর্থা হইয়াছিলেন ? এইরূপ প্রশ্ন-পরম্পরা-সমুল্লসিতা হয়, তবে আমি পাঠক-গণের কৌতূহল-বিনি-বৃত্তির জন্য অর্থাৎ যাহাতে পাঠক-মহোদয়গণ উক্তপ্রশ্ন-সকলের যথাযথ-তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন, তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন অবলম্বন করিয়া, আবশ্যকমত-বিস্তার-সাধনপূর্ব্বক উত্তর-বচন কীর্ত্তন করিতেছি, পাঠক-মহোদয়গণ ! আপনারা অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন। এই পুণ্যজননী-শুভকরী-সম্যক্-জ্ঞানপ্রদায়িনী পরম-পাবনী-পুরাতনী-তত্ত্ব-কথা লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার মুখে শ্রবণ করিয়া, দেবর্ষি-নারদ বালখিল্য-মুনিগণ-সমীপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাত্মা বালখিল্য-মুনিগণ পৃষ্ট হইয়া, যবক্রীত-সমীপে উক্ত-তত্ত্ব-কথা কীর্ত্তন করিলে, মুনি-প্রবর-যবক্রীত এই পুণ্য-কথা অসিত-সমীপে কীর্ত্তন করেন। পশ্চাৎ অসিত-প্রমুখাৎ উক্ত তত্ত্ব অবগত হইয়া, মহর্ষি-মার্কণ্ডেয় আমাদিগের প্রতি দয়া-পরবশতা-প্রযুক্ত কমঠাদি-মুনিগণের কৃত প্রশ্নের উত্তর-প্রদান-ছলে জগতী-তলে প্রকাশিত করিয়াছেন। এক্ষণে আমি যথামতি-বিভব পুরাণ-প্রবন্ধ হইতে "গুহ্যাৎ" গুহ্যতরা পুরাতনী-কথা সংগ্রহ করিয়া, পাঠক-মহোদয়-গণকে উপহার-প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

যিনি ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপ, সদসদ্ব্যক্তি-রূপী, "স্থূলাৎ" স্থূলতর, "সূক্ষ্মাৎ" সূক্ষ্মতর, বিশ্বরূপ ও বেধাঃ, তথা নিত্য-নির্ব্বিকার, নিত্যজ্ঞান ও তেজঃ-স্বরূপ, যিনি বিদ্যা ও অবিদ্যা-স্বরূপ, কালরূপ, নির্ম্মল, উর্ম্মি-ষট্‌কাদি-বিরহিত এবং বিরাগী, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্ত-কর্ত্তা, তথা বেদান্ত-পারংগতপরমার্থ-তত্ত্ব-চিন্তক-যোগিজন-কর্ত্তৃক সতত চিন্ত্যমান এবং পরমার্থতঃ অন্তরন্তঃ পর-জ্যোতিঃ-স্বরূপ ও ব্যবহারতঃ জগৎপতি-শূলপাণি, সেই পরমাত্মদেবকে প্রণাম করিয়া, তথা বাঙ্মনঃ-কায়-সাহায্যে সম্যক্ আরাধনা করিয়া, জ্যোতিঃস্বরূপ-শ্রীভগবদনুগ্রহবশে লব্ধসামর্থ্য-লোকপিতামহ-ব্রহ্মা সেই পরম-পুরুষের নিদেশানুসরণে দক্ষ-প্রমুখ-প্রজাপতি-গণের সর্জ্জনানন্তর যথাবিধি সুরাসুর-নরাদি প্রজা-সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন। পিতামহ-ব্রহ্মা যখন মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, নারদ, প্রচেতাঃ এবং ভৃগু-নামে-প্রসিদ্ধ দশটী মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন, তৎকালে তাঁহার মানস হইতে সন্ধ্যানামে-বিখ্যাতা-চারুরূপা অপরা এক বরাঙ্গনা জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। জয়ন্তিকা সায়ংসন্ধ্যানাম্নী সেই কন্যার সদৃশী সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী অপরা কোন বরাঙ্গনা কি দেবলোকে, কি মর্ত্ত্যলোকে, কি রসাতলে, অতীতকালে, কি বর্ত্তমানে, অদ্য-পর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। অথবা ভবিষ্যৎকালেও উৎপন্না হইবেন বলিয়া, ধারণা করা যায় না।

এই জয়ন্তিকা-সন্ধ্যা বর্ষাকালে নবজলধর-নির্ম্মুক্ত-ধারা-সিক্তা ময়ূরীর ন্যায় পৃষ্ঠপতিত-নিসর্গতঃ চারুনীল-বিচিত্র-কচভারে পরম-সুন্দর-শোভা-ধারণ করিয়াছিলেন। তথা জলদাগমে নবোদিত-বালেন্দু, অথবা সুররাজ-ধনুঃ যেমন স্বীয় আরক্ত-গৌর-মলিন-কান্তির বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক পরম-রমণীয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রজানাথের মানসী-কন্যা সন্ধ্যাও আকর্ণান্ত-বিতত অলক-কলাপ অর্থাৎ নিসর্গসুন্দর-নিজ-নীল-চূর্ণ-কচভারে মুখ-মণ্ডলে অপূর্ব্ব-শোভা প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। তথা ব্রহ্ম-তনয়ার প্রফুল্ল-নীলনলিন-শ্যামল-নয়ন-দ্বয় ভয়-চকিতা কুরঙ্গীর লোচন-যুগল-সদৃশ পরম-দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই ব্রহ্ম-তনয়া সন্ধ্যা-

দেবীর শ্রবণায়ত-স্বভাব-সুন্দর-চঞ্চল-চারু-ভ্রূযুগল মীনাঙ্ক-কোদণ্ড-সমানাকারে নীলবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া, স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য-ধারণ করিয়াছিল। সন্ধ্যাদেবীর ভ্রূমধ্যাধো-নিম্নভাগ হইতে আয়ত-প্রাংশু-নাসিকা ললাটদেশ হইতে তিল-পুষ্পবৎ লাবণ্য-নিচয় বিকীর্ণ করিয়াছিল। পুনশ্চ, কমলাসন-নন্দিনীর শোণ-পদ্মাভ-শারদ-পূর্ণ-চন্দ্রসমপ্রভ-রাগি-জন-মনোহর-সৌন্দর্য্য-লাবণ্য-গুণে আপূর্ণ-রক্তবর্ণ-বদন-মণ্ডল বিম্বাধরারুণ্য-সাহায্যে লোকলোচনের উৎসবানন্দ-সম্পাদন করিয়াছিল।

অপিচ, সন্ধ্যাদেবীর পরস্পরে সংশ্লিষ্ট অন্যোন্য উৎপীড়নকারী পীনোত্তুঙ্গ-রাজীব-কুড্মলাকার, অভিতঃ চিবুক-প্রদেশ-স্পর্শনে সমুত্থিত, শ্যামচুচুক-শোভিত-কুচদ্বয় মুনিজনেরও মানস-মোহনে সমর্থ হইয়াছিল। বেদিবিলগ্নমধ্যা-বালা-সন্ধ্যার নবযৌবন-কর্ত্তৃক কামদেবের আরোহণার্থ "সোপান-মিব" প্রযুক্ত-বলিত্রয়ে শোভমান-ক্ষীণ-মধ্য মুষ্টি-গ্রাহ্য-অংশুকপ্রায় হওয়ায় মনোভবের শক্তি-তুল্য-ক্ষীণ-শরীর-মধ্যভাগ-দর্শন করিয়া, মুনীন্দ্র-প্রবরগণও মানসে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। চতুরানন-দুহিতার করভ বা করিশাবককরায়ত, আনমদ্বারণ-কর-প্রতিম, অতএব মৃদু-মন্থর-স্থূলোর্দ্ধ উরু-যুগল রাম-রম্ভা-তরুর সৌন্দর্য্য-সমূহ সম্যক্ অপহরণ করিয়াছিল। সায়ংসন্ধ্যাদেবীর কুসুমায়ুধ-বাণবৎ অঙ্গুলী-দলে সঙ্কীর্ণ সৎপার্ষ্ণি-রাজিত-স্থলাম্বুজারুণ-পাদ-পদ্ম-যুগ্ম কমলালয়ার চরণ-প্রভা আহরণ করিয়াছিল।

স্থলষট্‌কে সমুন্নতা, স্থল-ত্রয়ে গম্ভীরা, চারু-কর্ণ-যুগলা, কান্ততরা, সস্বেদ-বদনা, দীর্ঘ-নয়না, তনুরোমাবলীবৃতা, তন্বী, চারুহাসিনী, চারুদর্শনা, মানসী সন্ধ্যা-দেবীকে তৎকালে তথাবিধ-রূপ-শালিনী অবলোকন করিয়া, ধাতা ব্রহ্মা সমুত্থান অর্থাৎ সঙ্কুচিত বা বক্র-শরীরের দীর্ঘতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক দিক্‌বিদিক্‌সকলে দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্বীয়-নাসিকাগ্র-মাত্র-সম্প্রেক্ষণ সহকারে সম-কায়-শিরো-গ্রীবাবস্থায় নবোদিত-হৃদ্‌গত-ভাব-সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন। পিতামহ-ব্রহ্মা চিন্তাবিষ্ট হইলে, পূর্ব্বোক্ত-দক্ষাদি-প্রজাপতি-গণ, তথা মরীচ্যাদি-মানস-পুত্র-গণও সেই বরবর্ণিনী-সন্ধ্যা-দেবীকে দর্শন করিয়া, অত্যন্ত সমুৎসুক অন্তঃকরণে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই চারুহাসিনী সন্ধ্যা-দেবীর

সৃষ্টি-বিষয়ে উপযুক্ত কীদৃশ কর্ম্ম নিরূপিত হইবে ? এবং কোন্ সৌভাগ্যবান্ পুরুষ-প্রবরই বা এই বরবর্ণিনীর পাণি-গ্রহণ করিবেন ?

সৃষ্টিকর্ত্তা দক্ষাদি-প্রজাপতি, তথা মরীচ্যাদি-মানসপুত্রগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা উক্তরূপে চিন্তাপরায়ণ হইলে, সহসা চিন্তান্বিত ব্রহ্মার মানস হইতে প্রথমতঃ হৃদয়কমলে আবির্ভূত হইয়া, পশ্চাৎ বল্গু অর্থাৎ অতি সুন্দর এক পুরুষ বহির্দ্দেশে বিনিঃসৃত হইলেন। পীনোরস্ক সুনাসিক এই পুরুষের বর্ণ হরিদ্রারূপ-কাঞ্চনীচূর্ণবৎ পীতাভ, উরুযুগল, কটিদেশ, তথা জঙ্ঘাদ্বয় সুবৃত্ত এবং ভ্রূযুগল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন। কিঞ্চ, কাঞ্চনী-চূর্ণ-পীতাভ শরীরে নীলকেশর বা কিঞ্জল্কে বেষ্টিত লোল বা সর্ব্বদা চঞ্চল এই পুরুষ-প্রবরের আনন-মণ্ডল পূর্ণ-শরচ্চন্দ্র-সন্নিভ, কপাট-বিস্তীর্ণ-হৃদয় রোমরাজি-দ্বারা বিরাজিত, বাহুদ্বয় শুভ্র-মাতঙ্গ বা ঐরাবত-করবৎ পীন ও নিস্তল, পাণি-যুগল, নয়ন-দ্বয়, মুখমণ্ডল এবং পাদ-করোদ্ভব-নখর-সকল আরক্ত, মধ্য-দেশ ক্ষীণ, কুন্দ-দন্ত-পংক্তি মনোহরা, পরাক্রম বা বল-বীর্য্য প্রমত্ত-গজ-যূথেরও বন্ধনে ও বেগ-নিয়মনে কুশল, আকর্ণ-বিশ্রান্ত-লোচন-যুগল প্রফুল্ল-শতদল-দল-সদৃশ আয়ত ও শরীর-সংলগ্ন-কেশর-সমূহ ঘ্রাণ-তর্পণ। কিঞ্চ, কম্বুগ্রীব অর্থাৎ গ্রীবাদেশে শঙ্খের ন্যায় রেখা-যুক্ত মীন-কেতন মকর-বাহন শাল-প্রাংশু এই পুরুষ-শার্দ্দূল পঞ্চ-পুষ্পায়ুধে শোভিত, কুসুম-কোদণ্ডে মণ্ডিত, অতীব-বেগবান্, কান্ততর ও কটাক্ষ-পাত-সাহায্যে নয়ন-দ্বয়ের ভ্রামণে সতত তৎপর। সুগন্ধ-বিশিষ্ট-নিশ্বাস-মারুতের সহায়তায় প্রকাশমান শৃঙ্গার-রস-সেবিত এই পুরুষকে অবলোকন করিয়া, দক্ষ-প্রমুখ প্রজাপতিগণ ও মরীচ্যাদি-দশ-সংখ্যক-মানস-পুত্র, ইঁহারা সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে পরম ঔৎসুক্য প্রাপ্ত হইলেন এবং বৈকারিক-মানসে তাদৃশ-পুরুষের স্বর্গীয় অপূর্ব্বরূপাবলোকনে পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উপরিবর্ণিত প্রশস্তরূপবান্ বিনয়াবনতকন্ধর সেই পুরুষ জগৎপ্রতি জগৎস্রষ্টা বিধাতাকে অবলোকন করিয়া, প্রণাম-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যেহেতু আপনি চরাচরাত্মক এই জগন্মণ্ডলের

স্রষ্টা এবং মদীয়-শরীরের জনক, অতএব প্রণামান্তে ভবদীয়-শ্রীচরণ-প্রান্তে আমার সবিনয় বিজ্ঞাপন এই যে, আপনি কি জন্য আমাকে আবির্ভাবিত করিয়াছেন? আমার জন্য কীদৃশ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? কোন্ কার্য্য করিয়া, আমাকে নির্দ্দিষ্ট-জীবনকাল অতিবাহিত করিতে হইবে? এবং এক্ষণে আমি আপনার সন্তোষার্থ কীদৃশ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব? হে দেব! আপনি অবিলম্বে আমাকে আপনার অভিপ্রেত কার্য্যে নিযোজিত করুন। কিঞ্চ, হে লোকেশ! আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনি আমাকে অন্যায্য কার্য্যে নিযোজিত করিবেন না। পক্ষান্তরে আপনি আমাকে মদুপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া, সর্ব্বজন-সমাদৃত-ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবেন। হে বিধে! পুরুষ কখনও অন্যায়োচিত কার্য্যে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হইয়া, শোভাপ্রাপ্ত হন না। প্রত্যুত যথোপযুক্ত-কার্য্যে নিযুক্ত বা প্রবৃত্ত হইয়াই, নৈপুণ্য-প্রদর্শন-পুরঃসর পুরস্কৃত, প্রশংসিত, পূজিত এবং পরম-শোভা-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে বিধাতঃ! পাদ-ভূষণ শিরোদেশে ও শিরোভূষণ পাদ-যুগলে সংলগ্ন হইয়া, কখনও কি পরিশোভিত হইতে পারে? কৃষী-বল রাজজনোচিত কার্য্যে এবং রাজা কৃষকোপযুক্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, কখনও কি কুশলতা-প্রদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকেন? কখনই নহে। অতএব হে কমলাসন! আপনি যেমন আমাকে ন্যায্য কার্য্যে নিযোজিত করিবেন, সেইরূপ আপনি আমার যথাযোগ্য সান্বয়-নাম বা অভিধান, উপযুক্ত-স্থান এবং মনোবৃত্ত্যনুসারিণী পত্নীরও নির্দ্দেশ করিবেন। কারণ, আপনি জগতের ধাতা বা বিধাতা, আপনি যদি স্বসৃষ্ট-জীব-জাতের শরীর-যাত্রা-নির্ব্বাহোপযোগিনী ব্যবস্থা প্রণয়ন না করেন, তবে আর কে করিবে? অতএব আমার প্রার্থনা এই যে, যাহাতে আমি সুখ-শান্তি ও স্বচ্ছন্দতার সহিত নিজ-জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হই, আপনি আমার জন্য তাদৃশী ব্যবস্থা প্রণয়ন করুন।

উপরিবর্ণিত মহাত্মা পুরুষের উক্তরূপ প্রার্থনা-বচন শ্রবণ করিয়া, স্বসৃষ্ট হইলেও, উক্ত পুরুষের রূপ-সৌন্দর্য্য অবলোকনে অতীব বিস্মিত ব্রহ্মা ক্ষণকাল যাবৎ বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতেও সমর্থ হইলেন না। অনন্তর

নিজ মানস সুসংযত করিয়া এবং সর্ব্বথা বিস্ময় পরিত্যাগ করিয়া, সম্যক্ প্রশান্ত অন্তঃকরণে তথাবিধ পুরুষের উপযুক্ত কর্ম্মোদ্দেশ আবহন-পুরঃসর ব্রহ্মা সেই পুরুষকে এই বাক্য বলিলেন যে, তুমি এবম্বিধ-চারু-রূপ-মাধুর্য্য এবং পুষ্পময়-পঞ্চবাণ-সাহায্যে জগন্মণ্ডলান্তর্গত-স্ত্রী-পুরুষ-সমূহের মোহ-সম্পাদন-পূর্ব্বক এই সৃষ্টি-প্রবাহ সনাতন অর্থাৎ নিত্য সুনিশ্চল বা সুদৃঢ় কর। হে বৎস! যক্ষ-পিশাচ-ভূত-প্রেত-বিনায়ক-গুহ্যক-সিদ্ধ-মনুষ্য-পক্ষি-পশু-মৃগ-কীট-পতঙ্গ-মৎস্যাদি, অথবা দেব-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-মহোরগাসুর-দৈত্য-দানব-বিদ্যাধর-রাক্ষসগণের মধ্যে তাদৃশ কোন প্রাণীই আত্মসত্তালাভে সমর্থ হইবে না, যাহারা তোমার পুষ্পময়-পঞ্চ-শরের শরব্য বা লক্ষ্য হইবে না। অধিক কি বলিব? আমিই হই, আর বাসুদেবই বা হউন, অথবা পুরুষোত্তমস্থাণু শ্রীশঙ্করদেবই হউন, আমরা সকলেই তোমার পুষ্পময় শরের বশবর্ত্তী হইব। কিঞ্চ, আমি, স্বয়ং বাসুদেব ও ত্রিভুবন-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেব, আমরা সকলেই যদি তোমার শরের লক্ষ্যভূত হই, তবে অন্যান্য-প্রাণধারি-জীবগণ-সম্বন্ধে তোমাকে কোনরূপ চিন্তাই করিতে হইবে না।

কিন্তু একটীমাত্র কথা এই যে, বাক্য-মনো-বিষয়তা-পথের অতীত অবাঙ্মানসগোচর অত্যন্ত-সুদুর্ব্বিজ্ঞেয়-গতি পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্থাণু-দেবের সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু বলিতে পারি না; পরন্তু ইহাও সুনিশ্চিত যে, শ্রীস্থাণুদেবের প্রতি তোমার ন্যায়তঃ বিচার-পূর্ব্বক-প্রেরিত-পুষ্প-বাণের আপাততঃ কথঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষিতা হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, অন্যায়তঃ অবিচার-পূর্ব্বক-প্রেরিত-পুষ্পবাণের সম্যক্-গৌরব পরিরক্ষিত হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু অকাণ্ডে বাণপ্রযোক্তারও পুরুষোত্তম-স্থাণুদেব-কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট যথেষ্ট নিগ্রহ-ভোগেরও সমধিক সম্ভাবনা আছে। ফলতঃ হে কমনীয়তর-পুরুষবর! আকৃমি-কীট-পতঙ্গ-বাসুদেব-পর্য্যন্ত, আমরা সকলেই তোমার পুষ্পবাণ-নিবহের বশীভূত শরব্যরূপে ব্যবস্থিত রহিলাম; সুতরাং তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে প্রচ্ছন্নরূপে সদাকাল সর্ব্বজাতীয়-জন্তু-সকলের হৃদয়-কন্দরে প্রবেশ করিয়া, স্বয়ং সুখহেতুভূত হইয়া, সনাতনী-সৃষ্টির প্রতি সহায়তা কর। অপিচ, হে

পুরুষবর! তুমি সদাকাল সর্ব্বজাতীয়-জীব-নিবহের মদ-মোদকর হইবে এবং তোমার পঞ্চ-পুষ্পবাণের নিত্যকাল মনোমাত্রই মুখ্য লক্ষ্যস্বরূপ হইবে। হে কান্ততর! এই আমি তোমার সম্বন্ধে সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তক অবশ্য-করণীয় কর্ম্ম কথন করিলাম। পুনশ্চ, যে নাম তোমার যোগ্য বিবেচিত হইবে, তাহাও আমি অবিলম্বে কীর্ত্তন করিব, এই কথা বলিয়া, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা মানস-পুত্রগণের মুখ-মণ্ডল-সকল আলোকন করিয়া, সমকায়শিরোগ্রীবভাব-পরিহার-পুরঃসর স্বীয় পদ্মলক্ষণ আসনে ক্ষণ-কালমাত্রেই সাধারণ-শরীর-সংস্থান-সমাশ্রয়ে স্বচ্ছন্দতঃ সুখোপবিষ্ট হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে প্রথম অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বিতীয় অধ্যায়

অনন্তর মরীচি ও অত্রি-প্রমুখ-মানস-পুত্রগণ পিতা কমলাসন-দেবের মুখাবলোকন-লক্ষণ ইঙ্গিতমাত্রেই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, পূর্ব্ব-বর্ণিত পুরুষের যথোচিত নামকরণ করিলেন এবং তৎকালে মরীচি-প্রমুখ-মুনিগণের উক্ত পুরুষের নামকরণে আগ্রহ উপলব্ধি করিয়া, স্রষ্টৃপদাভিষিক্ত-দক্ষাদি-প্রজাপতিগণও প্রাগভিহিত পুরুষের যথোচিত বাসস্থান ও পত্নী নিরূপণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর প্রজানাথ-কর্ত্তৃক-কৃত-মুখাবলোকন-হেতুবশতঃ অন্যতঃ অর্থাৎ পরেঙ্গিতজ্ঞানফল-শোভনা বুদ্ধির সাহায্যে সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাত হইয়া, মরীচি-প্রমুখ-দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋষি-গণ পরস্পরের সহিত পরামর্শান্তে সঙ্গত অর্থাৎ অন্বর্থ-নাম-নিচয় নিশ্চিত করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পুরুষকে সম্বোধনপুরঃসর কহিলেন, হে পুরুষবর! যেহেতু তুমি আমাদিগের, তথা জগৎস্রষ্টা বিধির চিত্ত প্রমথিত করিয়া, সঞ্জাত হইয়াছ, অতএব তুমি সর্ব্বলোকে মন্মথ নামে বিখ্যাত হইবে। কিঞ্চ, হে মনোভব! যেহেতু লোক-সকলে, অথবা কল্পভেদে বিভিন্ন-বহু-জগৎ-প্রপঞ্চে তুমি কামরূপ এবং যেহেতু তোমার সমান রূপবান্ অপর কেহ বিদ্যমান নাই, অতএব সর্ব্বাতিশায়ী রূপ, বা শ্রীসৌন্দর্য্যবত্তানিবন্ধন তুমি সংসার-মণ্ডলে কাম-নামে বিখ্যাত হইবে। অপিচ, হে কাম! তুমি মদনমাদনোন্মাদ-চিত্তবিভ্রমোন্মাদনকরণবশতঃ মদন নামে, তথা শ্রীশম্ভুদেবের প্রতিও স্পর্দ্ধা বা দর্পোক্তি-প্রয়োগ-বশতঃ দর্পক নামে, অথবা কন্দর্প-নামেও লোকে পরিচিত বা বিখ্যাত হইবে। অপরঞ্চ, তোমার আশুগ অর্থাৎ পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চকের যে বীর্য্য, ব্রহ্মাস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, অথবা রৌদ্রাস্ত্রেরও তাদৃশবীর্য্য অনুভূত হইবে না।

হে সনাতন! স্বর্গলোকে, মর্ত্ত্য-লোকে, পাতালে, ব্রহ্মলোকে এবং বিষ্ণুলোকেও তোমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবে। তথা যেহেতু তুমি সর্ব্বব্যাপী, অতএব সর্ব্বস্থানেই তোমার সমান অধিকার থাকিবে।

অথবা আমরা আর অতি বিশেষ করিয়া অধিক কি বলিব ? কেবল-মাত্র এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, জগতীতলস্থ-জনসমূহে তোমার সমান অপর কেহই থাকিবে না এবং শাদ্বল অর্থাৎ নব-তৃণ-বহুল-দেশে, পাদপ-সমাচ্ছন্ন-দেশে, এমন কি, ব্রহ্মলোক হইতে আরম্ভ করিয়া, যে যে স্থানে প্রাণিগণ নিবাস করিবে, "আব্রহ্মসদোদয়ং" সেই সেই স্থানই তোমার নিবাস-স্থান-রূপে পরিগণিত হইবে। অপরঞ্চ, হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম-সৃষ্ট-প্রজাপতিগণের মধ্যে যিনি আদ্য-প্রজাপতি, সেই এই দক্ষ-প্রজাপতি স্বয়ং তোমার যথা ইষ্ট মনোবৃত্ত্যনুসারিণী শোভনা পত্নী তোমাকে প্রদান করিবেন। অধিকন্তু ব্রহ্মমনোভবা চারুরূপা এই কন্যকা "সন্ধ্যা", এই নামে সর্ব্বলোকে বিখ্যাতা হইবেন। যেহেতু ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মদেবের শরীর হইতে এই বরাঙ্গনা সম্যক্ জাতা হইয়াছেন, অতএব এই বরবর্ণিনীর ইহলোকে, অথবা পরত্র-লোকে "সন্ধ্যেতি", নামে বিখ্যাতি অনুচিতা হইবে না। এই কথা বলিয়া, মরীচি ও অত্রি প্রভৃতি দ্বিজোত্তম মুনিগণ ব্রহ্মদেবের প্রফুল্ল-পঙ্কজ-সমান-শোভন-বদন-নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বিনয়াবনতাননে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে পিতার অগ্রতঃ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কামদেবও উন্মাদন-নামে বিখ্যাত কান্তা-ভ্রূ-তুল্য-বেল্লিত অর্থাৎ কুটিল কুসুমোদ্ভব-কোদণ্ড-গ্রহণ করিয়া, তথা হর্ষণ-রোচন-মোহন-শোষণ-মারণ-নামে প্রসিদ্ধ, মনুজ-জন, অথবা দেব-মুনি-জনেরও মোহকর পঞ্চবিধ কৌসুমাস্ত্র-গ্রহণ করিয়া, সেই স্থানেই প্রচ্ছন্নরূপে অন্তরে অন্তরে কার্য্য-নিশ্চয়বিষয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ব্রহ্মদেব-কর্তৃক আমার সম্বন্ধে যে সদাতন কার্য্য সমুদ্দিষ্ট হইল, মুনিগণ ও সাক্ষাৎ বিধির সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া, আমি এই স্থানেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, কারণ, এই স্থানে মরীচি ও অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ, স্বয়ং চতুরানন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিশেষতঃ বরস্ত্রী এই সন্ধ্যা দেবী এবং দক্ষপ্রজাপতি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। এই সকল মহাপ্রাণ মহানুভবগণ এবং ত্রৈলোক্য-সুন্দরী সন্ধ্যা অদ্য নিশ্চিতই আমার শরব্য-ভূতা হইবেন। এই ক্ষণ-মাত্রেই দেব ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে, আমিই

বা কি ? আর বিষ্ণুই বা কি ? অথবা শ্রীহরদেবই বা কি ? আমরা সকলেই তোমার অস্ত্রের বশবর্ত্তী হইব ; সুতরাং ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ, কিম্বা অন্যান্য-জন্তুগণ যে তোমার অস্ত্রের বশবর্ত্তী হইবে, তদ্বিষয়ে আর অধিক বক্তব্য কি আছে ? অতএব ব্রহ্মদেবোক্ত উক্তরূপবচনমাত্র শ্রবণ করিয়া, সন্তোষ অবলম্বন-পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত থাকা আমার পক্ষে কদাপি উচিত নহে। পক্ষান্তরে ব্রহ্মদেব-কথিত উক্ত বাক্য সার্থক ? কিম্বা নিরর্থক ? তাহা পরীক্ষা-দ্বারা বিজ্ঞাত হওয়া অবশ্য-কর্ত্তব্য। অতএব আমি এইক্ষণ-মাত্রেই ব্রহ্মবাক্যের সার্থকতা-সম্পাদনে চেষ্টা করিব।

এইরূপে সম্যক্ চিন্তা ও মনে মনে স্থির-নিশ্চয় করিয়া, মনোভব-দেব নিজ-পুষ্প-চাপে যোজিত-পুষ্পজ্যা-মধ্যদেশে কৌসুম-মার্গণ বা বাণ-নিচয় সংযোজিত করিলেন। অনন্তর আলীঢ়-স্থান প্রাপ্ত হইয়া, অর্থাৎ ধন্বি-জনোচিত-দক্ষিণ-জঙ্ঘা-প্রসার-সহকৃত-বাম-পাদ-সঙ্কোচন-রূপ-সংস্থানে সংস্থিত হইয়া, যত্ন-পূর্ব্বক আকর্ণান্তাকর্ষণ-দ্বারা ধন্বিবর কামদেব নিজ-কৌসুম-কোদণ্ডকে বলয়াকারে পরিণত করিলেন। অপিচ, উক্তরূপে কন্দর্প-কর্ত্তৃক কার্ম্মুক সংহিত হইলে, তৎকালমাত্রেই বিবিধ-সুগন্ধ-সম্পন্ন মলয়-মারুত বহমান হইল এবং মলয়-মারুত-স্পর্শনে তত্রস্থ মুনিশ্রেষ্ঠগণ উল্লসিত অন্তঃকরণে পরস্পরে কথোপকথন পুরঃসর সম্যক্ আহ্লাদ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মোহনা-পরনামা মদন পূর্ব্বোক্ত মরীচি ও অত্রি-প্রভৃতি-সমস্ত-মানস-পুত্রগণকে, তথা দক্ষ-প্রভৃতি-প্রজাপতিগণকে, অধিক কি, সন্ধ্যা ও লোকপিতামহ বিধাতাকে লক্ষ্য করিয়া, পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশর-প্রহারে তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে মুগ্ধ করিলেন। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত মুনি-সকল, তথা চতুরানন ব্রহ্মা এবং দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ একতঃ যেমন পরিতঃ মোহিত হইলেন, সেইরূপ অপরদিকে আদিতঃ মানসে কিঞ্চিৎ বিকারও প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কাম-শর-পীড়িত লোকপিতামহ ব্রহ্মা, মানস-পুত্রগণ ও দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ সবিকারান্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ বরবর্ণিনী সন্ধ্যাদেবীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রবৃদ্ধ-মদন হইয়া, কামকৃত-চাঞ্চল্য অনুভব করিতে লাগিলেন।

বিকার-কারণ-সমবধান সত্ত্বেও যাঁহাদিগের চিত্ত বিক্রিয়াপ্রাপ্ত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে ধীরপদবাচ্য সত্য; কিন্তু যদিচ স্বয়ং লোককর্ত্তা কমলাসন, মরীচি ও অত্রি-প্রভৃতি-মানস-পুত্রগণ এবং দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ "ধীরাদপি" ধীরজনেরও গুরুস্থানীয়, তথাপি মাদক-দ্রব্য-সমূহের মধ্যে যেহেতু স্ত্রী সর্ব্বতোভাবে মদ-বর্দ্ধিনী, অতএব ললনা-কুল-ললামায়মানা সন্ধ্যাদেবীর সন্নিধান-বশতঃ তাঁহারাও তৎকালে মনো-বিকার বা কাম-কৃত-চাঞ্চল্য অনুভবে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনন্তর সেই মদন ললিত-যোষিৎগণের ভ্রূলতা-সদৃশ-বেল্লিত-চারুশৃঙ্গ-শোভিত-চাপ-সাহায্যে পুনঃ পুনঃ হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-পুষ্পবাণ-বিক্ষেপণ-দ্বারা ব্রহ্মা, মানসপুত্রগণ, প্রজাপতিগণ ও বরস্ত্রী-সন্ধ্যাকে পরিমোহিতা করিয়া, যাহাতে তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হন, তথাবিধ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর উদীরিতেন্দ্রিয় ধাতা বিকৃত-মানসে যৎকালে বারম্বার সন্ধ্যার রমণীয়-রূপ-লাবণ্য বীক্ষণ করিতে লাগিলেন, তৎকালমাত্রেই কন্দর্প-শর-বিদ্ধা সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত শরীরদেশ হইতে নেত্রপ্রান্ত-বিলোকন-লক্ষণ কটাক্ষ, অবগুণ্ঠন বা বস্ত্রাঞ্চলাদি সাহায্যে শারদ-শশধর-সন্নিভ আনন-মণ্ডলাচ্ছাদন, অথবা অন্যান্য শরীরাবয়বের আবরণাদি, তথা লোচনচাতুর্য্য-স্মিত-বিভ্রম-চিত্রাঙ্গহার-বাক্যাদিরূপ-বিভিন্নানুভাব-সাহায্যে পরিব্যক্ত রত্যাদি-রস অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশদ্‌বিভেদ-বিভিন্ন স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্ত্বিকভাব বা কামক্রোধাদিকৃত চিত্ত-বিকার আবির্ভূত হইল।

"ভাবয়তি অভিপ্রায়ং," এই অর্থে নির্ব্বিকার-চিত্তে প্রথমোৎপন্ন বিক্রিয়াত্মকভাব নানাভিনয়-সম্বন্ধ-রস-সকলকে ভাবিত করে বলিয়া "ভাব," এই আখ্যা-প্রাপ্তির অনন্তর আলঙ্কারিকগণ-কর্তৃক অলঙ্কার-শাস্ত্রে স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্ত্বিক-ভেদে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভাব অর্থাৎ যাহা হইতে "রস আস্বাদনে," এই চুরাদিগণীয় রস-ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে অল্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন রস-শব্দ-বাচ্য রস উৎপন্ন হয়, তথা অনুভাব অর্থাৎ উৎপন্ন-রস-সকলের ব্যঞ্জক, তথা বক্ষ্যমাণ-লক্ষণ-সাত্ত্বিক-ভাব এবং ব্যভিচারী ভাব হইতে আনীয়মান বা উৎপন্ন

অতএব আত্মত্ব-সম্পন্ন যে স্থায়ী ভাব, আলঙ্কারিকগণের ভাষা-সাহায্যে তাহাকেই "রস" বলা হইয়া থাকে। যে ভাব যথোচিত-সময়ে সমুদ্ভূত হয় এবং অবসানকালেও সুন্দররূপে অবস্থিতি করে, বিজ্ঞজন তাহাকেই স্থায়ী ভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন ভাবের নাম ব্যভিচারী। সে যাহা হউক, এক্ষণে স্থায়ী ভাবরূপ রসের নিরূপণ আবশ্যক হইয়াছে বলিয়া, স্থায়ী ভাবরূপ রসের বিভাগ বা বিভেদ-প্রদর্শনে চেষ্টা করিতে হইবে।

শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানক-বীভৎস-রৌদ্র-ভেদে রস বা স্থায়ী ভাব অষ্টবিধ। প্রমোদাত্মকভাব রতি নামে প্রসিদ্ধ, এই প্রমোদাত্মক ভাবের ঘনীভাব, অর্থাৎ রতির উপচয়াত্মক মানস-বিকার-বিশেষ উত্তম-প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া, শৃঙ্গাররস নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ, পুরুষের স্ত্রীজনে ও স্ত্রীজনের ব্যূঢ়োরস্ক বৃষস্কন্ধ পুরুষ-বিষয়ে পরস্পর যে সম্ভোগ-স্পৃহা, রতিক্রীড়াদি-কারণ সেই সম্ভোগস্পৃহাই অলঙ্কারশাস্ত্রে শৃঙ্গার-নামে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছে। সাহিত্যদর্পণেও উক্ত হইয়াছে যে, "শৃঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ। উত্তমপ্রকৃতিপ্রায়ো রসঃ শৃঙ্গার উচ্যতে॥" তাৎপর্য্য এই যে, শৃঙ্গের অর্থাৎ মন্মথের আর অর্থাৎ আগমন হয় যাহাতে, যে রসে স্ত্রীশরীরে পুরুষের ও পুরুষশরীরে কামিনীজনের সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে, "উত্তমা উৎকৃষ্টা প্রকৃতিঃ প্রধান-পুরুষঃ নায়কঃ প্রায়েণ যস্য ইত্যর্থে" উত্তম-প্রকৃতি-প্রায় সেই রসকেই শৃঙ্গাররস বলা যায়। পরকীয়া নারী এবং অননুরাগিণী বেশ্যাকে বর্জ্জন-পূর্ব্বক অন্য-নায়িকা, তথা দক্ষিণ, অনুকূল ও ধৃষ্টাদি-নায়কাবলম্বনে চন্দ্র, চন্দন, রোলম্ব অর্থাৎ ভ্রমররুত ও কোকিল-কূজনাদি উদ্দীপন এবং ভ্রূবিক্ষেপ-কটাক্ষাদি অনুভাববশে উৎপন্ন-রতি-স্থায়ি-ভাবাত্মক এই শৃঙ্গার-রস শ্যামবর্ণে অনুরঞ্জিত এবং বিষ্ণুদৈবতাধিষ্ঠিত কথিত হইয়াছে।

উৎসাহাত্মক বীররস দানবীর, ধর্ম্মবীর এবং যুদ্ধবীর-রসভেদে ত্রিবিধ। "উত্তম-প্রকৃতির্বীর উৎসাহস্থায়িভাবকঃ। মহেন্দ্রদৈবতো হেমবর্ণোঽয়ং সমুদাহৃতঃ॥" অর্থাৎ অলঙ্কার-শাস্ত্রে মহেন্দ্র-দৈবতাধিষ্ঠিত

উৎসাহাতিশয়ের স্থায়িত্ব-সম্পাদক, তথা উত্তম-প্রকৃতি-প্রায় হেমবর্ণ-বিশিষ্ট যে রস, যে রসে সতত উৎসাহ পরিবর্দ্ধিত করে, সেই রস বীর-রস নামে সমুদাহৃত হইয়াছে। শোকোপচয়াত্মক যে রস, তাহাকে করুণ-রস বলা যায়। "ইষ্টনাশ-ধনাপায়-বধবন্ধন-তাড়নৈঃ। শাপ-ক্লেশোপতাপাদ্যৈর্জ্জায়তে করুণো রসঃ॥" তথা সাহিত্য-দর্পণে, "ইষ্টনাশাদনিষ্টাপ্তেঃ কারুণ্যাখ্যরসো ভবেৎ। ধীরৈঃ কপোতবর্ণোঽয়ং কথিতো যমদৈবতঃ॥" অর্থাৎ ইষ্টনাশ, ধনাপায়াদি অনিষ্টাপ্তি, বধ, বন্ধন, তাড়ন, অভিশাপ, শারীরিক-মানসিক ক্লেশ, তথা বিবিধ উপ-তাপাদি হইতে করুণ-রস আত্মলাভ করে। ধীরজন-কর্ত্তৃক এই কপোত-বর্ণ-বিশিষ্ট করুণ-রস যমদৈবতাধিষ্ঠিত কথিত হইয়াছে।

তথা বিস্ময়োপচয়াত্মক যে রস, যে রস হইতে বিস্ময় বা আশ্চর্য্যের উৎপত্তি হয়, সেই রস অদ্ভুত নামে পরিচিত। "প্রাসাদোদ্যান-শৈলাদি-গমনৈর্দ্দিব্য-দর্শনৈঃ। সভা-বিমান-মায়েন্দ্রজাল-শিল্পাদি-দর্শনৈঃ। হৃদয়েপ্সিতলাভৈশ্চ বিভাবৈস্তস্য সম্ভবঃ॥" অর্থাৎ প্রাসাদ, উদ্যান ও শৈলাদিগমন, তথা দিব্যবস্তু-দর্শন এবং সভা, বিমান, মায়া ও ইন্দ্রজাল বা বিচিত্র-শিল্পাদি-দর্শন, তথা হৃদয়েপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তি-লক্ষণ বিভাব অর্থাৎ পরিচয় বা রসোদ্দীপনাদি হইতে অদ্ভুত রসের সম্ভব কথিত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণে "অদ্ভুতো বিস্ময়-স্থায়ি-ভাবো গন্ধর্ব্বদৈবতঃ। পীতবর্ণো বস্তুলোকাতিগমালম্বনং মতম্।" অর্থাৎ পীতবর্ণে অনুরঞ্জিত, গন্ধর্ব্ব-দৈবতাধিষ্ঠিত, বিস্ময়-স্থায়ি-ভাবাত্মক এই অদ্ভুত-রসের লোকাতিগ-বস্তুমাত্রই আলম্বনস্বরূপে অভিহিত হইয়াছে। হাসোপচয়াত্মক যে রস, যে রস হইতে হাস্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই হাস্য-রস বলা যায়। "সাবহিত্থৈঃ সবিকৃতৈর্নেপথ্যৈর্ব্ব্যঙ্গ-দর্শনৈঃ। অসম্বদ্ধ-প্রলাপৈশ্চ হাস্যং স্যাৎ কুহকাদিভিঃ।" অর্থাৎ লজ্জাবশতঃ রতি-চিহ্ন-গোপনার্থ আকারগুপ্তি অবহিত্থা, তথা বিকৃত অর্থাৎ বক্তব্য-কালে বচনাবসরে ব্রীড়া-বশতঃ অবচন-সহিত কুহক বা মায়া, তথা নেপথ্য, ব্যঙ্গ-দর্শন ও অসম্বদ্ধ-প্রলাপ হইতে হাস্য রসের সম্ভব কথিত হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যদর্পণেও উক্ত হইয়াছে যে, "বিকৃতাকার-বাগ্-বেশ-চেষ্টাদেঃ

কুহকাৎ ভবেৎ। হাসো হাস্য-স্থায়ি-ভাবঃ শ্বেতঃ প্রমথ-দৈবতঃ॥” অর্থাৎ বিকৃত আকার, বিকৃতা বাক্, বিকৃত বেশ এবং বিকৃত-চেষ্টাদি-সম্পন্ন-কুহক হইতে শ্বেত-বর্ণ-বিশিষ্ট প্রমথ-দৈবতাধিষ্ঠিত হাস্য-স্থায়ি-ভাবাত্মক হাস্যরসের আবির্ভাব হইয়াছে।

ভয়োপচয়াত্মক যে রস, যে রস হইতে নীচজনের ও স্ত্রীজনের ভয় উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভয়ানক রস বলা যায়। “উচ্চৈর্ভৈরব-সংরাব-রক্ষঃ-প্রেতাদি-দর্শনৈঃ। শূন্যাগার-মহারণ্য-বধ-বন্ধন-বীক্ষণৈঃ। ত্রাসা-য়াস-কৃতোদ্বেগ-শিবোলূক-রুতাদিভিঃ। বিভাবৈর্জ্জায়তে স্ত্রীণাং নীচানাঞ্চ ভয়ানকঃ॥” অর্থাৎ ভয়জনক অত্যুচ্চ শব্দ, রাক্ষস ও প্রেতাদির দর্শন, তথা শূন্যাগার, মহারণ্য, বধ, অথবা বন্ধনাদি-বিলোকন, কিম্বা ত্রাস ও আয়াস-জনক উদ্বেগ, তথা শিবা এবং উলূকাদির কর্ণ-কঠোর চীৎকার-শব্দ-শ্রবণ-লক্ষণ-বিভাব অর্থাৎ উদ্বোধকদ্বারা স্ত্রীলোক ও নীচ-লোক-গণের আশ্রয়ে এই ভয়ানক রস সঞ্জাত হইয়া থাকে। এইরূপ সাহিত্যদর্পণেও উক্ত হইয়াছে যে, “ভয়ানকো ভয়-স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ। স্ত্রী-নীচ-প্রকৃতিঃ কৃষ্ণো মতস্তত্ত্ববিশারদৈঃ॥” অর্থাৎ স্ত্রী ও নীচ নিকৃষ্ট লোক যে রসের প্রকৃতি বা প্রধান, কৃষ্ণবর্ণানুরঞ্জিত কালাখ্য-যমদৈবতাধিষ্ঠিত ভয়-স্থায়ি-ভাবাত্মক সেই রসই রসতত্ত্ব-বিশারদ-গণের নিকটে ভয়ানকনামে পরিচিত ও সমাদৃত। জুগুপ্সাত্মক যে রস, রসতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সেই রসকেই বীভৎসনামে অভিহিত করিয়াছেন। “বিকৃতৈঃ পূতি-মাংসাদি-দর্শন-শ্রুতি-কীর্ত্তনৈঃ। বিভা-বৈর্জ্জায়তে চাসৌ বীভৎসো নীচ-সংশ্রয়ঃ॥” অর্থাৎ ঘৃণাজনক-বিকৃত-পূতি-মাংসাদি-বস্তু-নিবহের দর্শন, শ্রবণ ও কীর্ত্তন-লক্ষণ-বিভাব-সাহায্যে উৎপন্ন বীভৎস-সংজ্ঞিত এই রস নীচজনের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে। এইরূপ সাহিত্যদর্পণেও অভিহিত হইয়াছে যে, “জুগুপ্সা-স্থায়ি-ভাবশ্চ বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ। নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতোঽয়-মুদাহৃতঃ॥” অর্থাৎ জুগুপ্সা-স্থায়ি-ভাবাত্মক রসকে বীভৎস রস বলা যায়। উদাহৃত এই বীভৎস রস মহাকাল-দৈবত-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত এবং নীলবর্ণবিশিষ্ট।

ক্রোধোপচয়াত্মক যে রস, আলঙ্কারিকগণ-কর্ত্তৃক সেই রস রৌদ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। "অস্ত্র-সঙ্গর-চেষ্টাভিরুগ্রকর্ম্ম-ক্রিয়াত্মকম্। সমুদ্ধত-নয়প্রায়ং রৌদ্রং সংগ্রাম-হেতুকম্। সর্ব্বাধিক্ষেপ-মাৎসর্য্যৈরভি-প্রেতৈশ্চ ধর্ষণৈঃ। উপঘাতানৃতালাপ-বাক্-পারুষ্যাদিভির্ভবেৎ ॥" অর্থাৎ পরিমার্জ্জিত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রসকলের নয়নপ্রভাপহারী ঔজ্জ্বল্য-সম্পাদন, সঙ্গর-সমাগম, অথবা সংগ্রামোপকরণাদি-সংগ্রহ-লক্ষণ সমুদ্যোগ, বা চেষ্টা-প্রভৃতি-দ্বারা উগ্র-কর্ম্ম-বাহুল্য-বশতঃ প্রধানতঃ ক্রিয়াত্মক যুদ্ধ-দুর্ম্মদ-সমুদ্ধত-রাজজনোচিত-নয় বা নীতি-প্রচুর, অতএব সংগ্রাম-হেতুক রৌদ্ররস, সকলের প্রতি প্রভুত্ব বা ক্রোধ-ব্যঞ্জক স্বরে অধিক্ষেপ অর্থাৎ ভর্ৎসনা বা তিরস্কার, মাৎসর্য্য-প্রকাশ, অভিপ্রেত ধর্ষণ, কিম্বা উপঘাত, অনৃতালাপ, বা বাক্-পারুষ্যাদি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ সাহিত্যদর্পণেও উক্ত হইয়াছে যে, "রৌদ্রং ক্রোধ-স্থায়ি-ভাবো রক্তো রুদ্রাধিদৈবতঃ। আলম্বনমরিস্তত্র তচ্চেষ্টো-দ্দীপনং মতম্ ॥" অর্থাৎ রক্তবর্ণ, রুদ্রাধিদৈবত, ক্রোধ-স্থায়ি-ভাবাত্মক রৌদ্র-রস অরিলক্ষণ আলম্বনে সতত অবস্থিতি-পুরঃসর শত্রু-কৃত-চেষ্টা-প্রভৃতি-দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে, রত্ন-কোষ-গ্রন্থে "শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ। করুণাদ্ভুত-শান্তাশ্চ নব নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥" এই নববিধ রসের কথা বলা হইয়াছে ; পরন্তু অমরকোষে "শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ। বীভৎস-রৌদ্রে চ রসাঃ" এই অষ্টবিধ রসেরই উল্লেখ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তথা রভসে "শৃঙ্গার-বীর-বীভৎস-রৌদ্র-হাস্য-ভয়ানকাঃ। করুণাদ্ভুতশান্তাশ্চ বাৎসল্যঞ্চ রসা দশ ॥" এই দশবিধ রসের গণনা দেখা যাইতেছে। পুনশ্চ, কেহ কেহ "শৃঙ্গারানুগতো হাস্যঃ করুণো রৌদ্রকর্ম্মজঃ। বীরাদদ্ভুত উৎপন্নো বীভৎসাচ্চ ভয়ানকঃ ॥" এই চারিটী মাত্র রসের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা রসের নব-বিধত্ব কীর্ত্তন করেন, অথবা যাঁহারা রসের দশবিধত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মত-সিদ্ধ শান্ত ও বাৎসল্য' রস, অর্থাৎ যে রসে দয়া-ধর্ম্মাদির, কিম্বা স্নেহ-প্রীত্যাদির উদ্রেক বা সমুদয় হয়, তাদৃশ

শান্ত ও বাৎসল্য রস, রস-মধ্যে পরিগণিত না হইলে, রসের চাতুর্ব্বিধ্য এবং অষ্টবিধত্ব-পক্ষে শান্ত বা বাৎসল্যাখ্য-রসদ্বয়ের অভাব, তথা নববিধত্ব-পক্ষে কেবলমাত্র বাৎসল্য-রসের অনুপস্থিতি নিবন্ধন, উক্ত পক্ষত্রয়ে সমুৎকর্ষ-বিঘাতক ন্যূনতা-সমাগম পরিহৃত হইবে কিরূপে? এবং কোন্ পক্ষই বা সমীচীন বলিয়া সমাদৃত হইবে? এই রস-সঙ্কট-কালে পরমাশ্রয়ণীয়-প্রকৃত আর্ষ-সিদ্ধান্তই বা কি? এই সকল প্রশ্নের উত্তরে আবশ্যকমত আমরা বলিব, রসের অষ্টবিধত্ব-পক্ষাবলম্বনই সর্ব্বতোভাবে প্রশস্ত।

কারণ, হাসো রতিশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ন্তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতে স্থায়িভাবাঃ ক্রমাদমী॥" এই বচনানুসারে স্থায়ি-ভাব-রূপা রস-প্রকৃতির অষ্ট-সংখ্যত্ব অবগত হওয়ায়, অমরকোষে অষ্টবিধ রসই উক্ত হইয়াছে। রসের অষ্টবিধত্ব-পক্ষে ন্যূনতা-পরিহার-কল্পে এইরূপ বলিতে হইবে যে, শান্তরসধর্ম্ম শৃঙ্গারত্বপ্রযুক্ত শৃঙ্গার-রসেরই অন্তর্গত হওয়ায়, পৃথক্‌রূপে অভিহিত হয় নাই। এইরূপ করুণাত্মকত্ব-নিবন্ধন বাৎসল্য-রসেরও পৃথক্ উপাদান নিরর্থক। অতএব "শৃঙ্গার-বীর-করুণাদ্ভুত-হাস্য-ভয়ানকাঃ। বীভৎস-রৌদ্রে চ রসাঃ", এই অমরোক্ত রসের অষ্টবিধত্ব-পক্ষই সর্ব্বথা শ্রেয়ান্। বিশেষতঃ শ্রীকালিকা-পুরাণে মন্মথোৎপত্তিপ্রসঙ্গে "তদৈব হ্যূনপঞ্চাশৎভাবা জাতাঃ শরীরতঃ। বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টি-কলাস্তথা। কন্দর্প-শর-বিদ্ধায়াঃ সন্ধ্যায়া অভবন্ দ্বিজাঃ।" মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়োক্ত এই বচনে কন্দর্প-শর-বিদ্ধা সন্ধ্যার শরীর হইতে ঊনপঞ্চাশৎপ্রকার ভাবের উৎপত্তি দৃষ্টা হইতেছে। যদি স্থায়ি-ভাব-লক্ষণ রস নববিধ বা দশবিধ স্বীকৃত হয়, তবে "নির্ব্বেদো গ্লানিরাশঙ্কা তথাসূয়া মদঃ শ্রমঃ। আলস্যমথ দৈন্যঞ্চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ম্মতিঃ। ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেশো জড়তা ধৃতিঃ। গর্ব্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ। ত্রাসোঽমর্ষঃ প্রবোধশ্চ অবহিত্থা তথোগ্রতা। বিতর্কো ব্যাধিরুন্মাদো মরণং শৌচমেব চ। ত্রয়স্ত্রিংশদিমে ভাবা বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ॥" এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ-প্রভেদ-ভিন্ন সঞ্চারী, বা ব্যভিচারী ভাব এবং "স্বেদস্তম্ভোঽথ

রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ। বৈবর্ণমশ্রুপাতশ্চ ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা গুণাঃ॥” এই অষ্টবিধ-সাত্ত্বিকভাবের সহিত নবধা অথবা দশধা-বিভিন্ন-রসলক্ষণ-স্থায়িভাব মিলিত হইলে, স্থায়ী, সঞ্চারী ও সাত্ত্বিকভেদে ত্রিবিধ ভাব সমষ্টি-সংখ্যায় পঞ্চাশৎ, কিম্বা একপঞ্চাশৎ সংখ্যক হইবে।

যদি ভাবনিবহের পঞ্চাশৎ, বা একপঞ্চাশৎ-সংখ্যা স্বীকার করা যায়, তবে “তদৈব হ্যূনপঞ্চাশৎ ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ।” মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়োক্ত এই প্রমাণ-বচনে ঊনপঞ্চাশৎ-সংখ্যা-সন্নিবেশের কিছুমাত্র সার্থক্য থাকে না। অতএব রসের অষ্টবিধত্ব-পক্ষই যে সর্ব্বথা প্রশস্ততর, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। “উদীরিতেন্দ্রিয়ো ধাতা বীক্ষাঞ্চক্রে যদাথ তাং। তদৈব হ্যূনপঞ্চাশৎ ভাবা জাতাঃ শরীরতঃ॥” মহামুনি-মার্কণ্ডেয়-কথিত এই শ্লোক-শরীরে ঊনপঞ্চাশৎ-সংখ্যক ভাবের উল্লেখ পরিদৃষ্ট হওয়ায়, তথা অন্যান্য-ভাব-নিবহের নামোল্লেখ-মাত্রেই বুদ্ধি-প্রতিভা আদি কারণ-কলাপসাহায্যে অর্থবোধের সম্ভাবনা থাকায়, বর্ণ-দৈবতাদি-বিষয়ে অপেক্ষাকৃত-দুর্ব্বোধ্য-রস-লক্ষণ-স্থায়ি-ভাবসকলের লক্ষণনিরূপণ-পুরঃসর ভাব-সমূহের তথা-সংখ্যক-প্রকার-ভেদ-প্রদর্শন-মাত্রেই আবশ্যক মনে করিয়া, গ্রন্থ-গৌরবভয়, প্রকৃতানুপযোগ এবং নিষ্প্রয়োজন-বোধে প্রদর্শিত-ভাব-বৃন্দের একৈকশঃ উদাহরণোপন্যাসে বিরতি অবলম্বন করাই আমি এক্ষণে যুক্তি-সঙ্গত বিবেচনা করিতেছি। কিঞ্চ, যাঁহারা অধি-কার্থ-বিজ্ঞানে আগ্রহ-পরায়ণ, দণ্ডি-কাব্য-প্রকাশ, সাহিত্য-দর্পণ, অলঙ্কার-কৌস্তুভ, চন্দ্রালোক, উজ্জ্বলনীলমণি, কাব্য-চন্দ্রিকা, কুবলয়ানন্দ ও সরস্বতী-কণ্ঠাভরণাদি-গ্রন্থাধ্যয়নে তাঁহাদিগের আগ্রহ চরিতার্থ হইবে।

কুসুমচাপ-শরায়ত্ত উদীরিতেন্দ্রিয় লোক-পিতামহ ব্রহ্মা যখন স্বাত্মজা সন্ধ্যার অলোকসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য্য বীক্ষণ করিতে-ছিলেন, তৎকালে কন্দর্প-শর-বিদ্ধা সন্ধ্যার শরীর হইতে স্ত্রীঅঙ্গজ ভাবসকল যেমন উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইরূপ “বিব্বোকাদ্যা-স্তথা হাবাশ্চতুঃষষ্টিকলাস্তথা” আবির্ভূত হইয়াছিল। যৌবন-সমাগমে স্ত্রীসকলের সত্ত্বগুণ-সঞ্জাত-স্বাভাবিক-শরীরশোভাজনক অষ্টা-বিংশতি-সংখ্যক অলঙ্কার-স্থানীয় ধর্ম্ম আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে।

তন্মধ্যে ভাব, হাব ও হেলা, এই তিনটী অঙ্গজ, বা শরীরোৎপন্ন; শোভা, কান্তি, দীপ্তি, মাধুর্য্য, প্রগল্‌ভতা, ঔদার্য্য ও ধৈর্য্য, এই সাতটী অযত্নজ বা অপ্রয়াসসিদ্ধ, লীলা, বিলাস, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, কিলকিঞ্চিত, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, বিভ্রম, ললিত, মদ, বিকৃত, তপন, মৌগ্ধ্য, বিক্ষেপ, কুতুহল, হসিত, চকিত এবং কেলি, এই আঠারটী স্বভাবজ। কিঞ্চ, উক্ত অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক শরীর-শোভা-জনক অলঙ্কারের মধ্যে ভাবাদি-ধৈর্য্যান্ত দশটী ধর্ম্ম যদিচ কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগেরই অধিকারে অবস্থিত নহে ; পরন্তু পুরুষশরীরেও আত্মপ্রভাব বিস্তার করে, তথাপি উক্ত সমস্ত ধর্ম্মই নায়িকামাত্রের আশ্রিত হইয়া, বিচ্ছিত্তিবিশেষ অর্থাৎ বৈচিত্র্যাতিশয় পোষণ করিয়া থাকে।

জন্মতঃ প্রভৃতি নির্ব্বিকারচিত্তে প্রথম-বিক্রিয়া অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ-মাত্র-বিকার-লক্ষণ ভাব উপরিতন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। ভ্রূ-নেত্রাদি-বিকার-সাহায্যে প্রবলতর-সম্ভোগেচ্ছাপ্রকাশকভাবে যৎকালে মান্মথ-চাঞ্চল্য-লক্ষণ বিকার অল্পমাত্রায় সংলক্ষিত হয়, তৎকালে অল্প-সংলক্ষ্য বিকার-ভাবই হাব-রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। স্ত্রীজনের যৌবনে শরীর-শোভা-জনক-ভাব-হাব-রূপ অলঙ্কার-নিরূপণ-প্রসঙ্গে তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য অলঙ্কারগুলির স্বরূপ-কথন অসঙ্গত হইবে না ভাবিয়া, প্রথমতঃ হেলাদির স্বরূপ-প্রদর্শন-পুরঃসর পশ্চাৎ হাবের বিশেষ-বিবরণে চেষ্টা করিব। যে ভাবে অতিমাত্রায় বিকার সমালক্ষিত হয়, অর্থাৎ যে ভাবে অভিরূপা নারীজাতির সুরতোৎসব প্রতি প্রৌঢ়েচ্ছা উৎপন্না হয়, শৃঙ্গার-শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ-কর্ত্তৃক তাদৃশভাব হেলা-নামে অভিহিত হইয়াছে। রূপ, যৌবন, লালিত্য এবং ভোগ, অর্থাৎ সম্ভোগাদি দ্বারা যে অঙ্গ-বিভূষণ, তাহাকেই শোভা বলা যায়। উক্ত শোভাই মন্মথ-কর্ত্তৃক আপ্যায়িতা বা বর্দ্ধিতদ্যুতিসম্পন্না হইয়া, কন্দর্পাপ্যায়ন-বশতঃ অত্যন্ত উজ্জ্বল-ভাব ধারণ করিলে, কান্তি-নামে আখ্যাতা হইয়া থাকে। কান্তি যদি বয়ঃ, ভোগ, দেশ, কাল ও গুণাদি দ্বারা উদ্দীপিতা হইয়া, অতিবিস্তারপ্রাপ্তা হয়, তাহা হইলে তাদৃশী অতিবিস্তীর্ণা কান্তিই দীপ্তি নামে অভিহিতা হয়।

সকল-প্রকার অবস্থা-বিশেষে স্ত্রীজনের সর্ব্ববিধ-চেষ্টার যে চারুতা, অর্থাৎ রমণীয়তা, তাহাকে মাধুর্য্য বলা যায়। প্রয়োগ অর্থাৎ সম্প্রয়োগ বা সুরতোৎসবের সর্ব্ববিধ উপকরণে যে নিঃসাধ্বসত্ব বা নিঃশঙ্কত্ব, অর্থাৎ কান্ত-কৃত-চুম্বনে চুম্বন, দংশনে দংশন, আলিঙ্গনে আলিঙ্গন প্রভৃতি, তাহাকে প্রগল্ভতা কহে। সর্ব্বাবস্থাগত যে বিনয়, তাহাই ঔদার্য্য নামে কথিত হইয়াছে। মুক্তাত্মশ্লাঘনা অর্থাৎ বিকত্থনা-বিরহিতা যে অচঞ্চলা মনোবৃত্তি, অথবা স্থিরচিত্তোন্নতি, তাহাই বুধগণ-কর্ত্তৃক ধৈর্য্য নামে কীর্ত্তিতা হইয়াছে। অঙ্গ-রম্য বেশ, ক্রিয়া, অলঙ্কার, প্রেমবচন এবং প্রীতি-প্রযোজিত-সাহায্যে প্রিয়জনের অঙ্গ-চেষ্টাদির যে অনুকৃতি, তাহাকেই বুধগণ লীলা নামে অবগত হইয়াছেন। গতি, স্থান, যান ও আসনাদি, তথা মুখ, নেত্র ও কর্ম্মসকলের ইষ্ট-সন্দর্শ-নাদি, বা প্রিয়-সঙ্গজ যে তাৎকালিক বৈশিষ্ট্য, তাহাই বিলাস নামে বিখ্যাত। স্তোক অর্থাৎ অল্পমাত্রও আকল্প-কল্পনা বা অলঙ্কার-রচনা কান্তিপোষকরী বিচ্ছিত্তি নামে পরিচিতা হইয়াছে। অতিগর্ব্ব অর্থাৎ অহঙ্কারাতিশয়-প্রযুক্ত ইষ্ট-প্রিয়-বস্তু-সকলেও যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলা যায়। অভীষ্টতম-প্রিয়তম-সঙ্গমাদিজ হর্ষ অর্থাৎ প্রচুরা-নন্দ-বশতঃ গর্ব্ব, অভিলাষ, শুষ্ক-রুদিত, স্মিত, অসূয়া, ভয়, ক্রোধ, হসিত ও শ্রমলক্ষণ আয়াসাদি সকলের যে সাঙ্কর্য্য, অর্থাৎ সঙ্করীকরণ বা সম্মেলন, পণ্ডিতগণ তাহাকে কিলকিঞ্চিত বলিয়াছেন।

বল্লভের কথাদি-বিষয়ে অর্থাৎ কান্তস্মরণ-বার্ত্তালাপাদি-কালে তদ্ভাব-ভাবিত-চিত্তে অভিলাষের প্রাকট্য-পরিচায়ক অর্থাৎ কান্ত-বিষয়ক স্থায়ি-ভাবের ভাবনা-হেতুক হৃদয়ে উৎপন্ন-কাম-ভাব-জ্ঞাপক যে কর্ণ-কণ্ডূয়-নাদি, তাহাকে মোট্টায়িত বলে। কেশ-গুচ্ছ, স্তন-মণ্ডল ও অধর-বিম্বাদির গ্রহণ-কালে হৃদয়ে প্রীতি বা হর্ষের সমুদয় হইলেও, সম্ভ্রম-বশতঃ ব্যথিতবৎ বহিঃ ক্রোধ-প্রকাশ-পূর্ব্বক যে শিরঃ-কর-বিধূনন, তাহাকে রসতত্ত্বজ্ঞ বুধগণ কুট্টমিত বলিয়া থাকেন। বল্লভ-প্রাপ্তি-বেলায় অর্থাৎ দয়িতাগমনাদিকালে হৃদয়ে হর্ষ ও অনুরাগের সমাবেশ এবং মদনাবেশসম্ভ্রম-বশতঃ ত্বরা-প্রযুক্ত অস্থানে বা অযোগ্য-স্থানে

হার-মাল্যাদিভূষা-স্থান-সকলের বিপর্য্যয়-ক্রমে ভূষণাদির যে বিন্যাস বা ধারণ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ বিভ্রম বলিয়াছেন। সুকুমার-সুকোমলতররূপে অঙ্গসকলের যে বিন্যাস, অর্থাৎ ভ্রূ-বিলাস-মনোহরা সুকুমারতরা যে অঙ্গ-বিন্যাস-ভঙ্গি, তাহাই বিদ্বজ্জনকর্তৃক ললিত নামে উদীরিতা হইয়াছে। সৌভাগ্য এবং যৌবনোদ্ভেদ-জনিত অবলেপার্থক গর্ব্ব হইতে সঞ্জাত যে বিকার, অলঙ্কার-শাস্ত্রে তাহাকেই মদ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বক্তব্য-কাল সমাগত হইলেও ব্রীড়া-বশতঃ যে অবচন, অর্থাৎ যে স্থলে হ্রী, মান ও ঈর্ষ্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায়, নিজ-বিবক্ষিত-বিষয় ভাষা-সাহায্যে কথিত হয় না, কিন্তু কেবল চেষ্টা দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, বিদ্বদ্‌বৃন্দ তাদৃশ স্থলে তথাবিধ অবচনকেই বিকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

প্রিয়-বিচ্ছেদ বা কান্ত-বিরহ-কালে শ্বাস-মোচন, ভূতলে বিলুণ্ঠন, তন্মার্গাবলোকন এবং দীর্ঘ-রোদনাদি-লক্ষণ যে স্মরাবেশোত্থ চেষ্টিত, তাহাকে তপন বলা হইয়াছে। প্রতীত অর্থাৎ স্বরূপতঃ বিজ্ঞাত বস্তু-সকলের ও "অজ্ঞানাদিব" অর্থাৎ অজ্ঞবৎ বল্লভের পুরতঃ বা প্রিয়াগ্রে তত্ত্বাধিগমেচ্ছা-বশতঃ যে পৃচ্ছা, মৌগ্ধ্যতত্ত্ববেদিগণ তাহাকেই মৌগ্ধ্য আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। দয়িতান্তিকে বা প্রিয়জন-সমীপে ভূষা বা অলঙ্কৃতি-সকলের অর্দ্ধ-রচনা, নিরর্থক সমন্তাৎ অবেক্ষণ এবং গোপ-নীয়-রহস্যের ঈষৎ অর্থাৎ মন্দ মন্দ যে আখ্যান, তাহাকে বিক্ষেপ বলা যায়। রমণীয়-বস্তুর সমালোকন-সময়ে চিত্তের যে লোলতা অর্থাৎ সতৃষ্ণতা বা ঔৎসুক্য, তাহাকে কুতুহল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যৌবনোদ্ভেদ অর্থাৎ যৌবন-প্রকাশ-সম্ভব যে বৃথা হাস, তাহাই অলঙ্কার-শাস্ত্রে হসিত নামে অভিহিত হইয়াছে। "কুতোঽপি" অত্যল্পমাত্র-কারণ-বশতঃ দয়িতাগ্রে যে ভয়-সম্ভ্রম, তাহাকে চকিত বলা যায় এবং বিহার-কালে কান্তসহ যে ক্রীড়িত, তাহাকেই আলঙ্কারিকগণের ভাষায় কেলি বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববৎ এস্থলেও গ্রন্থ-গৌরব বা অনুপযোগ-বশতঃ ভাবাদি-কেলি-পর্য্যন্ত-নায়িকা-জনোচিত অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক শরীর-শোভাজনক অলঙ্কারনিচয়ের উদাহরণসমূহ উপদর্শিত হইল না।

অধিকার্থ-প্রতিপিৎসু পাঠকগণ সাহিত্যদর্পণ এবং উজ্জ্বল-নীলমণি প্রভৃতি অলঙ্কার-শাস্ত্রে অনুসন্ধান করিলে, উদাহরণ-সকল প্রাপ্ত হইবেন।

উপরিবিবৃত অষ্টাবিংশতি-সংখ্যক-শরীর-শোভাজনক অলঙ্কারের মধ্যে অমরকোষ অভিধানে বিলাস, বিব্বোক, বিভ্রম, ললিত, হেলা ও লীলা, এই ছয়টী স্ত্রীদিগের শৃঙ্গারভাবজনিত এক একটী ক্রিয়ামাত্র বলা হইয়াছে এবং তথাবিধ-ষড়্‌বিধ-ক্রিয়াই হাবশব্দবাচ্য কথিত হইয়াছে। "বিব্বোকাদ্যাস্তথা হাবাঃ" "বা গতৌ, বিবানং বিবুঃ, শঙ্ক্বা-দিত্বাৎ কুঃ, বিবুর্গতিবিশেষঃ। উচ্যতি সমবৈত্যস্মিন্নিতি উচ্‌ সমবায়ে ঘঞ্‌"। তথা "হূয়ন্তে রাগিণোঽত্র, হ্বোহুশ্চাভ্যুপনিবিযুচেতি ঘঞ্‌।" বিবুঁর অর্থাৎ গতিবিশেষের ওক অর্থাৎ স্থান, অথবা দয়িতের আগমনাদি-দর্শনে হৃষ্ট ও অনুরক্ত হইয়া, অতি গর্ব্বের সহিত স্বীয় বস্তু সকলে যে অনাদর, তাহাকে বিব্বোক বলা যায়। আর অনুরাগিগণ আহূত হয় ইহাতে, এই ব্যুৎপত্তিবশে ভ্রূনেত্রাদি-বিকার দ্বারা সম্ভোগেচ্ছা-প্রকাশক অল্পসংলক্ষ্য বিকার অর্থাৎ যে ভাবে অল্পমাত্রায় বিকার পরিলক্ষিত হয়, তাদৃশ ভাবকে হাব কহে। এতাদৃশ বিব্বোকাদি-হাবোৎপত্তির অনন্তর কন্দর্পশরবিদ্ধা সন্ধ্যার শরীর হইতে চতুঃষষ্টিকলার উৎপত্তি হইয়াছিল। বর্ত্তমান শ্রীশিবমহিম-বিকাশ-প্রবন্ধে দ্বাদশ-পরিচ্ছেদের শেষভাগে চতুঃষষ্টিকলার নামতঃ উল্লেখ করিয়াছি; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখে বিরত হইলাম। আবশ্যক বোধ করিলে, পাঠকমহোদয়গণ নির্দ্দিস্ট স্থান হইতে চতুঃষষ্টিকলার নামগুলি অবগত হইতে সমর্থ হইবেন।

পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরমব্রহ্ম-শ্রীসদাশিবদেবের অভিপ্রেতা সনাতনী সৃষ্টির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা-সম্পাদনকল্পে উপযোগী কন্দর্প-শর-ভাবিত ভাব ও হাবাদি সন্ধ্যা-শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইলে, মন্মথ-শরোন্মথিত ব্রহ্মাদি-কর্ত্তৃক বারম্বার বীক্ষ্যমাণা সন্ধ্যাদেবীও কন্দর্প-শর-পাতজ লোচন-চাঞ্চল্য-মুখাবগুণ্ঠন-কপোলাকুঞ্চনাদি-ভাব-হাব-সকল মুহুর্ম্মুহুঃ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নিসর্গসুন্দরী সন্ধ্যা যৎকালে মদনোদ্ভব-ভাব-সকল প্রকাশ করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি মৃদুমন্দ-পবন-প্রবাহ-

সম্ভূত-তনূর্ম্মিমালা-সাহায্যে স্বর্ণদী যেমন পরম-শোভা প্রাপ্তা হইয়া থাকেন, তদ্বৎ স্বশরীর-সঞ্জাত-হাব-ভাব-মাধুর্য্যে পরম-রমণীয়তা, অতিতরাং প্রদীপ্তি প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। অনন্তর ভাবযুতা সন্ধ্যাকে অবলোকন করিয়া, মদনাবেশ-বশতঃ ঘর্ম্ম-জল-সিক্ত-শরীরে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার পূর্ণ-শশধর-সম-সমুজ্জ্বল ও আহ্লাদ-জনক-বদন-মণ্ডলে সতৃষ্ণ-নয়নযুগল স্থাপিত করিয়া, মনে মনে অভিলাষ-পরায়ণ হইলেন। তদনন্তর পূর্ব্বকথিত-মরীচি ও অত্রি-প্রমুখ মুনি-সকল এবং দক্ষাদি-প্রজাপতিগণও মদনাবেশ-বশতঃ ইন্দ্রিয়-বিকার অনুভব করিতে লাগিলেন। যখন দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ, মরীচি আদি মানসপুত্রগণ, স্বয়ং বিধি এবং দেবী সন্ধ্যা বৈকারিক ইন্দ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া, কামচাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগকে তদনস্থ অবলোকন করিয়া, মদন ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট-নিজ-কার্য্যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক আমার সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাণিবিমোহন-লক্ষণ এই যে কর্ম্ম সমুদ্দিষ্ট হইয়াছে, আমিও এই কার্য্যসম্পাদনে সর্ব্বথা সমর্থ হইব, এইরূপে পিতৃবাক্যে স্থিরবিশ্বাসলক্ষণ-শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া, ভাবিতাত্মা মদন তৎকালে অতীব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অতঃপর বিয়দ্গত শ্রীশম্ভুদেব দক্ষপ্রভৃতি-প্রজাপতি ও মরীচি আদি মানসপুত্রগণের সহিত বিধিকে সন্ধ্যার প্রতি তথাবিধরূপে অন্যায়তঃ আসক্ত অবলোকন করিয়া, উপহাস-ব্যঞ্জক উচ্চ হাস্য করিলেন। কিন্তু, ভগবান্ বৃষধ্বজদেব সদক্ষ-মানসপুত্রগণকে ও প্রজাপতিকে সন্ধ্যা-সৌন্দর্য্যমুগ্ধ দেখিয়া, হাস্য-সহকারে পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ-প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিলজ্জিত করিয়াই যেন এই কথা বলিলেন যে, হে ব্রহ্মন্! তুমি সর্ব্বলোকপিতামহপদে অভিষিক্ত হইয়াছ; পরন্তু অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি সর্ব্বলোকপিতামহপদে অভিষিক্ত হইয়া, স্বীয়-সুতা সন্ধ্যার বিশিষ্টতম-রূপাবলোকনে মুগ্ধ হইয়াছ। হে ব্রহ্মন্! বল দেখি, তোমার এরূপ কামভাব সমুদ্গত হইবার কারণ কি? বেদ-মতানুসারী ধার্ম্মিক মহাত্মগণ ত কখনও এরূপ ঘৃণিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। হে প্রজানাথ! বেদমতে যেমন মাতা শ্রদ্ধা, ভক্তি,

সম্মান, সমাদর ও বিশিষ্ট-পূজার পাত্রী, সেইরূপ জামি অর্থাৎ স্বসা বা কুলস্ত্রীগণও নিশ্চিতই ভক্তি বা পূজা-পাত্রী-স্বরূপে অবলোকনীয় এবং যেমন জামি, সেইরূপ সুতাও সর্ব্বথা পরিরক্ষণীয়া। কিঞ্চ, হে প্রজাপতে! বেদমার্গের এবম্বিধ ধর্ম্মনিশ্চয়বাদ তোমারই মুখবিবর হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! তুমি বেদমার্গানুসারিগণের অযোগ্য কার্য্যে লোকবেদনিন্দিত-কন্যাভিলাষলক্ষণ-ঘৃণিত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ কেন? হে বিধে! তুমি কামমাত্রদ্বারা কেমন করিয়া, বেদের উক্তরূপ মর্য্যাদা বিস্মৃত হইলে? হে ব্রহ্মন্! হে চতুরানন! ধৈর্য্যের তুল্য বল নাই, ধৈর্য্য-মাত্রেই এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ অবস্থিতি করিতেছে। ক্ষুদ্র-কামহতক-কর্ত্তৃক হে বিধে! কিরূপে তোমার তাদৃশ ধৈর্য্য বিঘটিত হইল? কিঞ্চ, একান্ত যোগধর্ম্ম-পরায়ণ সর্ব্বদা দিব্যদর্শন-সম্পন্ন মরীচ্যাদি-মানসপুত্রগণ ও দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ কামমাত্রের প্রভাববশতঃ কেমন করিয়া, স্ত্রীজনের বিশেষতঃ ভগিনীজনের রূপ-যৌবন-সৌন্দর্য্যে লোলুপ-মানস হইলেন? অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অকালজ্ঞ অল্পচেতন মন্দাত্মা কাম এইক্ষণমাত্রেই প্রাপ্তকর্ম্মা হইয়া, কিরূপে তোমাদিগকে শরব্যভূত করিল? অতএব হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদিগকে শত ধিক্। সম্ভোগের অযোগ্য-নিষিদ্ধ-কান্তাজনও যখন তোমাদিগের ধৈর্য্য আকর্ষণপূর্ব্বক হঠাৎ তোমাদিগকে লৌল্যমধ্যে পরিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তোমাদিগের মানসকে কলুষিত করিয়া, লৌল্যসাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তখন তোমরা কি শত শত ধিক্কারপ্রাপ্তির যোগ্য নহ?

ভগবান্ শ্রীগিরিশদেবের উক্তরূপ-তিরস্কার-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, লোকেশ্বর-প্রজাপতি নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং ব্রীড়াবশতঃ ক্ষণকালমধ্যেই দ্বিগুণীভূত-স্বেদজলে আর্দ্র-কলেবর হইলেন। অনন্তর চতুরানন ব্রহ্মা ঐন্দ্রিয়ক-বিকার বা উদীরিত-কামেন্দ্রিয়কে নিগৃহীত করিয়া, মনে মনে কামরূপিণী সন্ধ্যাকে রত্যর্থে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও শ্রীশঙ্করদেবের শাসনভয়ে তাদৃশী পাপবাসনা পরিত্যাগ করিলেন। অপিচ, লোকপিতামহ ব্রহ্মা অতিসুন্দরী চারুহাসিনী

সন্ধ্যাকে পরিত্যাগ করিলেন বটে, পরন্তু মনোমধ্যে কামজনিত সন্তাপের আধিক্য-প্রযুক্ত তাঁহার সুদীর্ঘ শরীরে যে বিপুল ঘর্ম্মাম্ভঃ সমুদ্গত হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে ভূমিতলে নিপতিত হইল এবং ব্রহ্ম-শরীর-নির্গত-ভূপতিত উক্ত-স্বেদজল হইতে তৎকাল-মাত্রেই অগ্নিষ্বাত্তা ও বর্হিষদঃ-সংজ্ঞক পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। নিতান্ত সংযতমানস সর্ব্বদা পুণ্যপরায়ণ সংসারবিমুখ ভিন্নাঞ্জন-নিভ ফুল্লরাজীবলোচন এই অগ্নিষ্বাত্তাদি-পিতৃগণের সংখ্যা শাস্ত্রে চতুঃষষ্টিসহস্র প্রকীর্ত্তিতা হইয়াছে। এইরূপ বর্হিষদঃ-সংজ্ঞক পিতৃগণের সংখ্যাও শাস্ত্রানুসারে ষড়শীতি-সহস্র জানিতে হইবে।

পশ্চাৎ দক্ষ প্রজাপতির শরীরদেশ হইতে যে ঘর্ম্মাম্ভঃ ভূতলে পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তপ্তকাঞ্চনবৎ সুপ্রভাশালিনী চারুদশনা মৃদ্বঙ্গী শুভাবহা তনুরোমাবলী-বিরাজিতা তনুমধ্যা তন্বঙ্গী এবং সমস্ত-গুণসম্পন্না এক বরাঙ্গনা সঞ্জাতা হইলেন। কিঞ্চ, পিতামহ ব্রহ্মার পূর্ব্বকথিত দশটী মানস-পুত্রের মধ্যে ক্রতু, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, এবং অঙ্গিরাঃ ব্যতীত মরীচি ও অত্রি প্রমুখ ছয়জন মহামুনি তৎকালে ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-নিগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রতু ও বশিষ্ঠ-প্রভৃতি-মানসপুত্রচতুষ্টয়ের শরীরদেশ হইতে তৎকালে যে ঘর্ম্মজল ভূমিতলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই সকল ঘর্ম্মজল হইতে সোমপ আজ্যপ সুকালী এবং হবিষ্মান্ নামে প্রসিদ্ধ অপরাপর কব্যবাহ পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। তন্মধ্যে "ক্রতোস্তু সোমপাঃ পুত্রা বশিষ্ঠস্য সুকালিনঃ। আজ্যপাখ্যাঃ পুলস্ত্যস্য হবিষ্মন্তোঽঙ্গিরঃসুতাঃ॥" জানিতে হইবে। পুনশ্চ "হবির্ভুজস্তু তে সর্ব্বে কব্যবাহাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" এইরূপে লোকসকলের পিতৃবর্গভূত অগ্নিষ্বাত্তাদিক পিতৃগণ এবং সোমপ-প্রভৃতি কব্যবাহ অপর পিতৃগণ সমস্ততঃ উৎপন্ন হইলে, কমলাসন ব্রহ্মা সঞ্জাত-ভূতসকলেরই পিতামহ-পদে অভিষিক্ত হইলেন এবং "সন্ধ্যা পিতৃপ্রসূর্ভূতা তদুদ্দেশাৎ যতোঽভবৎ।"

অনন্তর ভূতবর্গের পিতামহ ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া, অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং

অত্যল্পকাল পরেই বিপুল-ক্রোধ আহরণ-পূর্ব্বক শীঘ্রগতি আননে ভ্রূকুটি বন্ধন করিয়া, রোষকষায়িত-কুটিল-নয়নে কন্দর্পের প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে সুচতুর মন্মথও ভ্রূকুটিকুটিলানন ব্রহ্মাকে বক্রভাবে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া, প্রথম হইতেই ব্রহ্মার অভি-প্রায় অবগত হইয়া, স্বয়ং শ্রীভগবান্ পশুপতিদেব ও বিধি হইতে ভয়-প্রাপ্তি সম্ভাবনা অনুভব করিয়া, সত্বরতার সহিত ব্রহ্মাদির উদ্দেশ্যে স্বপ্র-যুক্ত বাণ-সকলের উপসংহারসাধন করিলেন। অনন্তর ক্রোধসমাবিষ্ট ব্রহ্মা যে কার্য্য করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে লোকপিতামহকৃত সেই কার্য্যের বিবরণ-প্রণয়ন-পুরঃসর পাঠকমহোদয়গণের তুষ্টিবিধানে যত্ন করিব। আশা করি, পাঠকমহোদয়গণ মৎকর্ত্তৃক-বিবৃত মদনের ভস্মতাপ্রাপ্তির পূর্ব্ববৃত্তান্ত সুসমাহিত-মানসে শ্রবণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে—দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—তৃতীয় অধ্যায়

দাবানল অর্থাৎ বন-দিধক্ষু প্রচণ্ড-কানন-বহ্নি সমুদায় অরণ্যানীকে গ্রাস করিবার জন্য যেমন বলবৎরূপে প্রজ্বলিত হয়, সেইরূপ কোপ-সমাবিষ্ট জগৎপতি পদ্মযোনি মদনকে দগ্ধ করিবার জন্যই যেন অতি বলবদ্বেগ অবলম্বন-পূর্ব্বক সহসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কোপ-প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম প্রজাপতি অবনত বদনকমল কথঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, গগন-গত-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে কহিলেন, হে হর! যেহেতু এই দুষ্টাত্মা মদন কালাদি বিচার না করিয়া, আপনার সমক্ষেই পুষ্পেষু-পঞ্চক দ্বারা প্রহার-পূর্ব্বক আমার মর্য্যাদাভঙ্গ করিয়াছে, অতএব মদন এতাদৃশ অন্যায়োচিত-দুষ্টকার্য্যের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবার অবশ্যই উপযুক্ত পাত্র। হে চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচন! এই দুষ্টাত্মা মদন দর্পমোহিত হইয়া, যেমন আমার মর্য্যাদা বিনষ্টা করিয়াছে, তেমনই উপযুক্ত প্রতিফলস্বরূপে দর্পমোহিত এই কন্দর্প অতি সুমহৎ দুষ্কর কর্ম্মসাধন করিয়া, আপনার ললাট-তলস্থ-বৈশ্বানর-লোচন-প্রভাপ্রাচুর্য্যে প্রদীপ্ত, নির্দ্দগ্ধ এবং অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ব্যোমকেশ শ্রীমন্মহাদেব ও যতাত্ম-মুনিগণ-সমক্ষে স্বয়ং বেধাঃ যখন কন্দর্পের প্রতি "তুমি অবশ্যই ত্রিনয়ন-নেত্রাগ্নি-জ্বালা-নিচয়-সাহায্যে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, ভস্মীভূত হইবে," এইরূপ শাপবচন উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণ-মাত্রেই তথাবিধ অতিদারুণ শাপবচন শ্রবণ করিয়া, পুষ্পচাপ ও পুষ্পবাণ-পঞ্চক-পরিত্যাগ-পুরঃসর পদ্মযোনির পুরতঃ প্রত্যক্ষতঃ প্রাদুর্ভূত হইয়া, পশ্চাৎ ভয়ভীত-রতিপতি গুণহানিকরী ভীতি সমুপস্থিতা হওয়ায়, ভীতিপ্রযুক্ত গদগদ-তথ্যভূত-বচনে সদক্ষ ও সমরীচিক ব্রহ্মাকে নিম্নোক্তা এই সকল কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কামদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! হে লোকেশ! আপনি ন্যায়মার্গানুসারী, আমি আপনার নিকটে কি এমন পাপাচরণ, অথবা গুরুতর

অপরাধ-জনক কার্য্য করিয়াছি যে, আমি নিরপরাধ হইলেও, আপনা-কর্ত্তৃক এই দারুণাতিদারুণ-শাপবাক্যে অভিশপ্ত হইলাম ? হে ব্রহ্মন্! আমি প্রযত্ন-পুরঃসর অনুসন্ধান করিয়াও, কি জন্য যে আপনাকর্ত্তৃক দারুণ অভিশাপবচনে অভিশপ্ত হইলাম, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ করিব, হে বিভো! আপনাকর্ত্তৃকই আমার প্রতি তাদৃশ কর্ম্ম ইতঃপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। আমি যদি আপনার নিদেশবচন লঙ্ঘন করিয়া, অন্যায়রূপে বাক্যাতিরিক্ত কোন কার্য্য করিতাম, তবে অবশ্যই আমার প্রতি শাপ-প্রদান উপযুক্ত বিবেচিত হইত। আমি যখন আপনার আদেশের বহির্ভূত কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই, প্রত্যুত আপনাকর্ত্তৃক সম্যক্ আদিষ্ট কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছি, তখন আমার প্রতি অন্যায়-রূপে এই ভীষণ শাপপ্রদান কখনই যোগ্য বলিয়া সমর্থিত হইতে পারে না। "আমি, বিষ্ণু অথবা শ্রীশম্ভুদেব আমরা সকলেই তোমার শরগোচরে অবস্থিতি করিব," আপনি যে এবম্বিধ বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমিও ভবদুক্ত তথাবিধ বাক্যের কেবলমাত্র যাথার্থ্য-পরীক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। এ অবস্থায় আমার কি অপরাধ হইতে পারে ? হে ব্রহ্মন্! আমি যখন নিরপরাধ, তখন আমার প্রতি এই অতিদারুণ অভিশাপ প্রদান করা কখনই আপনার পক্ষে উচিত হয় নাই। হে জগৎপতে! যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এক্ষণে এই দারুণ অভিশাপের উপশমবিধান করুন। যাহাতে আমি এই অতি ভয়ঙ্কর শাপবচন হইতে নির্ম্মুক্ত হইতে সমর্থ হই, তদ্বিষয়ে যথোচিত-ব্যবস্থা-প্রণয়ন করুন, হে বিভো! এতাবতী মাত্র মদীয়া বিনীতা প্রার্থনা।

জগৎপতি বিধাতা মদনের উক্তরূপ-প্রার্থনাবচন শ্রবণ করিয়া, প্রতিবচনাবসরে যতাত্মা মদনকে সদয়ভাবে এই কথা বলিলেন যে, এই সন্ধ্যা আমার আত্মজা, তুমি যেহেতু আত্মজা সন্ধ্যার সকাশে আমাকে পুষ্পশরের শরব্যভূত করিয়াছ, অতএব আমি তোমার প্রতি শাপ প্রদান করিয়াছি। হে মনোভব! অধুনা আমার রোষ শান্ত হইয়াছে, অতএব যে প্রকারে তোমার শাপোপশমন ঘটিবে, তাহা

কীৰ্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মদন! তুমি শ্রীভর্গদেবের ললাট-চত্বরস্থ-লোচন-বহ্নিদ্বারা প্রথমতঃ ভস্মীভূত হইয়া, পশ্চাৎ শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবেরই অনুগ্রহবশে শরীর সম্প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ যখন হরাপর-পর্য্যায় শ্রীমন্মহাদেব দারপরিগ্রহ করিবেন, তৎকালে সেই মহেশ্বরদেবই স্বয়ং তোমাকে শরীরপ্রাপ্ত করাইবেন। মদনকে এই কথা বলিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা পিতৃচরণকমলাবলোকনপরায়ণ মুনীন্দ্র ও মানসপুত্র-গণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। সর্ব্বজগদ্বিধাতা ব্রহ্মা কায় অর্থাৎ শরীরগত-চক্ষুর্গ্রাহ্য-রূপে সংযম-বশে রূপের গ্রাহ্যত্বরূপা শক্তির প্রতিবন্ধ-সম্পাদন-পূর্ব্বক গ্রাহ্য-শক্তি-স্তম্ভন-বলে অন্যদীয়-চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সত্ত্বধর্ম্ম-লক্ষণ যে প্রকাশ, তাহার অসম্প্রয়োগ অর্থাৎ রূপগ্রহণানুকূল-ব্যাপারা-ভাব-নিবন্ধন যোগ-বিভূতিবলে অন্তর্হিত হইলে, শ্রীশম্ভুদেবও মনো-মারুত-বেগাবলম্বনে যথেষ্টদেশে গমন করিলেন। এইরূপে জগৎপতি ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে ও শ্রীশঙ্করদেব নিজ আস্পদ অভিমুখে গমন করিলে, পশ্চাৎ প্রজাপতি দক্ষ মদনের পত্নীনির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কন্দর্পকে এই কথা বলিলেন যে, হে মনোভব! আমার সমান রূপ ও গুণ-শালিনী আমারই দেহজাতা এই কন্যা অবস্থিতি করিতেছেন। তোমার রূপের ও গুণের সদৃশী অর্থাৎ অনুরূপা এই মদীয়া কন্যাকে তুমি ভার্য্যার্থে গ্রহণ কর। কিঞ্চ, আমার এই মহাতেজস্বিনী কন্যা যথাকামং ধর্ম্মতঃ তোমার বশবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বদা তোমার সহচারিণী হইয়া, সর্ব্বথা তোমার কৃত্য-সম্পাদনে সহায়তা করিবেন। এই কথা বলিয়া, স্বীয়-দেহ-স্বেদাম্বুসম্ভবা সেই কন্যাকে অগ্রতঃ স্থাপিতা করিয়া, 'রতি,' এই নামকরণ-কার্য্য সমাপনান্তে প্রজাপতি দক্ষ সেই রতিনাম্নী কন্যাকে কন্দর্পের করে সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর মদন রত্যাখ্যা সুমনোহরা সেই রামাকে অবলোকন করিয়া, আত্মাশুগ অর্থাৎ স্বীয় পুষ্পবাণে স্বয়ং বিদ্ধ হইয়া, রতিরঞ্জিত অবস্থায় পরম-মোহ প্রাপ্ত হইলেন। এদিকে ক্ষণ-প্রভাবৎ একান্ত-গৌরী মৃগীর ন্যায় সর্ব্বদা লোলাপাঙ্গী মৃগদৃশী কামদেবের সদৃশী পত্নী সেই রতিনাম্নী দক্ষকন্যা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী সরোজালয়া লক্ষ্মীর ন্যায় মদনের

অগ্রভাগে বিভাতা হইতে লাগিলেন। মদন রতিদেবীর ভ্রূযুগল বীক্ষণ করিয়া, মনে মনে এইরূপ সংশয় করিতে লাগিলেন যে, বিধাতা কি উন্মাদকৃৎ মদীয় কোদণ্ড এই বরবর্ণিনীর আকর্ণ-বিশ্রান্ত-কমল-দল-বিশাল-রক্তপ্রান্ত-লোচনযুগলের উপরিভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছেন? তথা মদন রতিকৃত-নেত্রপ্রান্ত-বিলোকন-লক্ষণ কটাক্ষসকলের আশুগতি দর্শন করিয়া, নয়নদ্বয়ের চারুতা এবং নিজ অস্ত্রসকলের আশুগত্বের প্রতি শ্রদ্ধা-স্থাপন করিলেন। কিঞ্চ, রতি-পতি নিজ-পত্নীর স্বভাব-সুরভি ধীর শ্বাসানিল আঘ্রাণ করিয়া, মলয়ানিলে একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইলেন। তথা মদন রতিদেবীর ভ্রূলক্ষ্ম-লক্ষিত-শারদ-পূর্ণেন্দু-সদৃশ বক্ত্র দর্শন করিয়া, কান্তামুখ ও আকাশারূঢ় পূর্ণচন্দ্রের ভেদ-নিশ্চয়ে অসমর্থ হইলেন। "ভ্রমরেণেব" সেবিত সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্য রতি-দেবীর কুচদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ-চুচুকযুগ্মে ভূষিত হইয়া, সুন্দররূপে মদনাগ্রে বিরাজিত হইয়াছিল। শ্রীমতী রতিদেবীর দৃঢ়-পীন-সমুন্নত-ঘন-স্তন-মণ্ডল-মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া, নাভিদেশ-পর্য্যন্ত বিলম্বিত-শুভায়ত-চারু-তন্বী-রোমরাজী-দর্শনে কামদেব নিজ-পুষ্প-চাপের ষট্‌পদাবলি-সংভৃত-শিঞ্জিনীর সৌন্দর্য্য বা রমণীয়তা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

এই কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে সময় হইতে রতিদেবীর "ভ্রমরেণেব" সেবিত-সুবর্ণপদ্মকলিকাতুল্য-কৃষ্ণবর্ণ-চুচুক-যুগ্মসেবিত-দৃঢ়-পীনোন্নত-ঘন-স্তনমধ্যাদ্বিলম্বিনী ষট্‌পদাবলিসংভৃতা পুষ্প-চাপ-কোটি-দ্বয়ে সংলগ্না জ্যাসদৃশী নাভিদেশস্পর্শনোন্মুখী চার্ব্বায়তা তন্বী রোমরাজী কুসুমায়ুধের নয়নপথে নিপতিতা হইয়াছিল, তদবধি তাঁহার মানসে এতদতিরিক্ত-মৌর্ব্বী-মাধুর্য্যস্পৃহা সমুদিতা হয় নাই, মদন মনে করিয়া-ছিলেন, এই বুঝি আমার কুসুমচাপের ষট্‌-পদাবলি-সংভৃত-জ্যা। পশ্চাৎ বিশেষতঃ নিরীক্ষণে যখন স্থির করিলেন যে, এটী কুসুমচাপের রোলম্বরুত-সমন্বিত-শিঞ্জিনী নহে, পরন্তু রতিদেবীর শুভায়তা রোমরাজী, তখনই মন্মথমানসে চাপ-সংশ্লিষ্ট-জ্যা-সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরিতা হইয়াছিল। যেহেতু কামদেব তৎক্ষণমাত্রেই অর্থাৎ স্মৃতি-পটে রোলম্বাবলি-সাদৃশ্যানুকারিণী অথবা রোলম্ব-রাজি-বিরাজিতা

শিঞ্জিনীর পৃথক্ অস্তিত্ব সমুল্লসিত হইবামাত্র ললিত-যোষিদ্‌গণের ভ্রূলতা-সমানাকার-চারু-শৃঙ্গদ্বয়ে শোভিত বামস্কন্ধাবসক্ত-কৌসুম-কোদণ্ডের শরীর-চরমভাগে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে বামাংশে বিলম্বিনী শিঞ্জিনী গ্রহণ করিয়া, সম্মুখে আনয়নপূর্ব্বক একবার শিঞ্জিনী এবং একবার রতি-দেবীর রোমরাজী নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, গম্ভীর নাভি-রন্ধ্রের অন্তরদেশে চতুঃপার্শ্বে সুকোমল-মসৃণ-ত্বক্‌সমূহে আলবালাকারে সমাবৃতা, আননাব্জে, তথা ঈক্ষণ-দ্বন্দ্বে আরক্তকমলসদৃশী, শরীর-মধ্য-দেশে মুষ্টিগ্রাহ্যা অর্থাৎ অতীবক্ষীণা, আপাদ-মস্তক-শারীর-বর্ণে অষ্টাপদ অর্থাৎ নিসর্গতঃ প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-প্রভাবা সৌন্দর্য্যশালিনী রত্নবেদী, অথবা রুক্মময়ী-দেবীস্বরূপিণী, ফলতঃ "হিরণ্ময়ী শাললতেব জঙ্গমা, চ্যুতা দিবঃ স্থাস্নুরিবাচিরপ্রভা", অথবা শশাঙ্ককান্তির অধিদেবতাকৃতি-রমণী-মণি রতির রমণীয়-রূপ-লাবণ্য-রাশি মুগ্ধ-হৃদয়ে সতৃষ্ণ-নয়নে কেবল-মাত্র আপরিতোষ অবলোকনে তৎপর হইয়া, ত্রৈলোক্য-মধ্যে এক-সুন্দর কামদেব স্বর্ণ-প্রতিমা রতির রম্ভা-স্তম্ভায়ত-মনোহর স্নিগ্ধ ও মৃদু উরুযুগল নিজশক্তিসমবোধে দেখিতে লাগিলেন।

অপিচ, রতির রূপ-মাধুর্য্য আলোকন-কালে দক্ষকন্যকার রক্ত-কমল-কোমল-সুন্দর-সুগঠিত-পদদ্বয় পার্ষ্ণিপ্রদেশে, পাদাগ্রে ও পাদ-প্রান্তভাগে আরক্ত হওয়ায়, মনোভব মনে করিলেন, এই "আরক্ত-পার্ষ্ণি-পাদাগ্রপ্রান্তভাগং পদদ্বয়ং" রতি-শরীর-গত-কর্ম্মেন্দ্রিয়-সকলের মধ্যে তৃতীয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আশ্রয়-স্বরূপে রাগিজনের অনুরাগ আকর্ষ-ণার্থ সজাতীয় অনুরাগপ্রায় অবস্থিতি করিতেছে। কিংশুক-কুসুমোপম-রক্তনখরসকলে পরিবৃত সূক্ষ্মাগ্র অঙ্গুলীসমুদায়ে অতি মনোহর রতি-দেবীর করযুগল দর্শন করিয়া, স্মরাপরনামা কামদেব মনে করিলেন যে, হর্ষণ-রোচন-মোহন-শোষণ-মারণাখ্য-মদীয়-বাণ-পঞ্চককে দ্বিগুণীকৃত করিয়া, দশ-সংখ্যক তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্গুলীরূপ অস্ত্র-সাহায্যে কি এই রতিদেবী আমাকে সম্মোহিত করিবার জন্য উদ্‌যুক্তা হইতেছেন? বাস্তবিক-পক্ষে তৎকালে স্মরলোচনোৎসবানন্দকর মৃণালযুগলায়ত কান্ততর রতিদেবীর মৃদু-স্নিগ্ধ বাহুযুগল দ্বিধাবিভক্তকান্তিতোয়প্রবাহবৎ অতিশয়

দীপ্তি-সম্পন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। কিঞ্চ, রতিদেবীর নীলনীরদ-সঙ্কাশ-মনোহর-স্মরপ্রিয়-কুঞ্চিত-কেশ-পাশ চমরীবালভরবৎ সুন্দররূপে বিভাত হইয়াছিল। এবম্বিধা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দেবীকে দর্শন করিয়া, "কান্তিতোয়ৌঘ-সম্পূর্ণাং কুচবক্ত্রাব্জকুড্মলাং। বক্ত্রপদ্মাং চারুবাহুমৃণালীশকলান্বিতাম্। ভ্রূযুগ্মবিভ্রমব্রাততনূর্ম্মিপরিরাজিতাম্। কটাক্ষপাতভৃঙ্গৌঘাং নেত্রনীলোৎ-পলান্বিতাম্। তনুলোমালিশৈবালাং মনোদ্রুমবিশাতিনীম্। নিম্ননাভিহ্রদাং দক্ষ-প্রালেয়াদ্রিসমুদ্ভবাম্। গঙ্গামিব মহাদেবো রতিমতিমনোহরাম্। সাগ্রহং মদনো হর্ষাৎ জগ্রাহোৎফুল্ললোচনঃ" ॥

এইরূপে অতিমনোহরা দেবী রতিকে গ্রহণ করিয়া, মদভরান্বিত মদন বিধিদত্ত সুদারুণ শাপের কথা বিস্মৃত হইলেন এবং তৎকালে দক্ষ প্রজাপতিকে এই কথা বলিলেন যে, সম্যক্ সুন্দররূপা এই সহচারিণীর সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, অধুনা আমি ভগবান্ শ্রীশম্ভুদেবেরও মানসমোহনে সমর্থ হইয়াছি। হে বিভো! অন্যান্য জন্তুগণের কথা আর আপনাকে কি বলিব? হে অনঘ! যেখানে যেখানে মৎকর্ত্তৃক ধনুকের লক্ষ্য স্থিরীকৃত হইবে, সেই সেই লক্ষ্যেই অতি-মনোহরা এই রতি রমণা-নাম্নী-মায়া-সাহায্যে চেষ্টাপরায়ণা হইবেন। কিঞ্চ, আমি যখন দেবালয়ে অর্থাৎ স্বর্গপুরে, রসাতলে অথবা পৃথিবী-লোকে গমন করিব, তৎকালে এই চারুহাসিনী রতি আমার সধ্রীচী বা সখীস্বরূপে সর্ব্বদা সহ-গামিনী হইবেন। হে প্রজাধ্যক্ষ! যেমন বিষ্ণুবক্ষঃস্থলে পদ্মালয়া লক্ষ্মী, যথা বা জলদজাল-ক্রোড়ে তড়িল্লতা, যেমন শশাঙ্কাঙ্কে রোহিণী, কিম্বা যেমন বলসূদনের বামাঙ্গে পুলোমজা শচী, সহায়িনীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সেইরূপ মুনি-মানস-মোহিনী অতি মনোহরা এই রতি আমারও সহায়িনী হইবেন। এই কথা বলিয়া, সাগরগর্ভ হইতে সমুত্থিতা স্ত্রীগণের মধ্যে উত্তমা লক্ষ্মীদেবীকে সোৎসুকহৃদয়ে হৃষীকেশ যেমন গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রতিরাগ-রঞ্জিত সোৎসুক মদন দেবী রতিকে সাগ্রহে হৃদয়ে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সন্ধ্যাকালীন ভিন্ন-পীতপ্রভ জীমূত সৌদামিনীসহ যেমন পরম-শোভাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ ভিন্ন-পীত-প্রভ ভগবান্ কুসুমায়ুধদেবও পত্ন্যর্থে পরিগৃহীতা

মনোজ্ঞা রতিদেবীর সহিত মিলিত হইয়া, নিরতিশয়-দীপ্তি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে প্রকৃষ্টপ্রকাশ-সম্পন্ন অত্যুচ্চ-প্রমোদযুক্ত রতিপতি যোগদর্শী জন হৃদয়ে যেমন চিরারাধিত-ব্রহ্মবিদ্যা ধারণ করেন, সেইরূপ রমণীকুল-শেখর-মণি সেই দেবী রতিকে হৃদয়ে পরিগ্রহণ করিয়া, পরমা প্রীতি অনুভব করিলেন। এইরূপ রতিদেবীও পূর্ণচন্দ্রোপমাননা কমলোত্থা দেবী লক্ষ্মী শ্রীহরিকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া, যেমন যার-পর-নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বৎ অগ্র্য পতিকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম-পরিতোষ লাভ করিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে তৃতীয় অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্থ অধ্যায়

যদা প্রভৃতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা মদনের শাপাবসানসময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া, মহামহিম-মুনিসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, তদা প্রভৃতি কমলাসনদেব কি ব্রহ্মলোকে, কি বৈকুণ্ঠে, কি সুমেরুপৃষ্ঠে, কি সমুদ্রোপকূলে, কি নিলিম্প-নির্ঝরীতীরে যে কোন রমণীয় স্থানে গমন করিয়াও, প্রাণে কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন নাই। ততঃ প্রভৃতি শ্রীশম্ভুদেবের বাক্য-বিষে বিষম অর্দ্দিত ধাতা পরমপরিতপ্তচিত্তে বিষম-বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে সতত মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার কান্তাভিলাষমাত্র দর্শন করিয়া, মুনিসকলের সমক্ষে শ্রীশঙ্কর-দেব যে আমাকে তথাবিধরূপে গর্হিত করিলেন, তিরস্কার এবং নিন্দা-বচন-প্রয়োগে আমাকে অপদস্থ বা মর্য্যাদাভ্রষ্ট করিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, ইহার উপযুক্ত প্রতিকার অবশ্যই আমাকে করিতে হইবে। কান্তাভিলাষমাত্রেই যদি আমি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বিচারে অপরাধী বিবেচিত হইয়া থাকি, তবে আমিও অবশ্যই শ্রীদেবাদি-দেব মহাদেবকে দারপরিগ্রহ করাইয়া, প্রাণের জ্বালা, হৃদয়ের বেদনা ও মনের দুঃখ দূর করিব। কিন্তু, সম্প্রতি গুরুতর-চিন্তার বিষয় এই যে, "কস্মাৎ স দারান্ সংগ্রহিষ্যতি ?" "কা বা ভবিত্রী তজ্জায়া ?" "কা চ তন্মনসি স্থিতা ?" এবং এই জগতীতলে সতীশিরোমণি এমন রমণী-মণিই বা কে আছেন—যিনি স্বাত্মযোগমার্গে অবজ্ঞা উৎপাদনপূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মানস-মোহনে সমর্থ হইবেন ? ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলস্থ কৃমি-কীটপতঙ্গমাতঙ্গকুরঙ্গভৃঙ্গ ও মীনমকরপ্রকর হইতে আরম্ভ করিয়া, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্র-চন্দ্র-পর্য্যন্ত যাবতীয়-জীবজগতের মানস-মোহনে বা মন্থনে সমর্থ হইলেও, মন্মথও ত শ্রীমন্মহাদেবের মানসমোহনে সমর্থ হইবে না।

কারণ, সর্ব্বদেবশিরোমণি সেই শ্রীশঙ্করদেব মিতাত্ম-যোগী, তিনি ত

রম্যবামারামাগণের নাম-পর্য্যন্তও শ্রবণে বা সহনে সমর্থ নহেন। পক্ষান্তরে সেই নিতান্ত-যোগী ত্রিনয়নদেব চিরদিনই যদি অগৃহীতদার থাকেন, শ্রীহরদেবকে যদি সর্ব্ববিধ-প্রযত্নাবলম্বনেও "দারগ্রহণকর্ম্মণি" সম্মত করিতে না পারি, তবে আদিতঃ এবং মধ্যযোগে স্থষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হইবে কিরূপে? সৃষ্টজীববৃন্দের বধলক্ষণ-বিনাশ বা সংহার ত অন্যকারিত নহে। বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডলে মহাবল-দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণের মধ্যে কেহ আমার বধ্য হইবে, কেহ কেহ বা বিষ্ণুকর্ত্তৃক বধনীয় হইবে, কেহ কেহ বা শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক উপায়তঃ সংহরণীয় হইবে। শ্রীশঙ্করদেব যদি দারগ্রহণ-পূর্ব্বক সংসারধর্ম্মপরায়ণ হন, তবেই তাঁহার দ্বারা সংসারের কার্য্যসম্পাদন সম্ভবপর হইতে পারে। পরন্তু ভাবগতিকে বাহ্য আচারব্যবহারে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তদ্দ্বারা অনুমিত হইতে পারে যে, একান্ত-বৈরাগ্য-ধর্ম্মপরায়ণ নিতান্ত-সংসারবিমুখ সেই মহাযোগীশ্বর মহাদেব সংসারধর্ম্ম-পরিগ্রহে কখনই সম্মত হইবেন না। শ্রীশঙ্করদেব যে একান্তাত্যন্ত-বৈরাগ্যধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন কর্ম্ম করিবেন না, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

লোকপিতামহ-লোকেশ্বর ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিয়া, গগনগাত্রে অবস্থিতি-পুরঃসর পুনরপি ভূমিষ্ঠ-দক্ষাদিপ্রজাপতিগণকে অবলোকন করিলেন। কিঞ্চ, সেই মুনি-সমাজে রতি-দ্বিতীয় মোদযুক্ত-মদনকে নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরপি ত্বরা সহকারে তথায় গমন-পূর্ব্বক সান্ত্বনা-বচনে পুষ্পসায়ক-মদনকে পরিসান্ত্বিত করিয়া, লোকপিতামহ-ব্রহ্মা এই কথা বলিলেন যে, হে মনোভব! তুমি অতিমনোহরা-রতিকে সহচারিণী বা পত্নীরূপে লাভ করিয়া, সহধর্ম্মচারিণীর সহিত সুন্দরভাবে শোভিত বা বিরাজিত হইয়াছ এবং এই বরনারী-রতিও তোমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-পুরুষপ্রবর-পতির সহিত যুক্তা বা মিলিতা হইয়া, ভৃশং সংশোভিতা হইয়াছে। যেমন পদ্মালয়া শ্রীরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত হৃষীকেশ, কিম্বা গোবিন্দের সহিত সংযুক্তা হইয়া হরিপ্রিয়া, যেমন ক্ষণদাদেবীর সহযোগে নিশানাথ, অথবা শশধর-সহযোগে নিশীথিনী পরম-শোভা প্রাপ্তা হইয়াছেন, সেইরূপ তোমরাও পরস্পরের

সহিত সংযুক্ত হইয়া, দাম্পত্যপুরস্কৃত-পরম-রমণীয়-শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছ। যেহেতু তোমাদের দুইজনের মিলন-জনিত-শোভা বিশ্বাতিশায়িনী এবং দাম্পত্য-প্রণয়-পুরস্কৃতা হইবার উপযুক্তা, অতএব তুমি জগন্মণ্ডলের কেতু, বা বিশ্বকেতুরূপে সমাদৃত হইবে। বৎস মনোভব! যেরূপে সুখাসক্তমনাঃ শ্রীশঙ্করদেব দারপরিগ্রহকার্য্য সম্পন্ন করেন, তুমি জগতের হিতার্থে তথাবিধরূপে পিনাকী শ্রীমহাদেবকে সম্মোহিত কর।

অপিচ, এই শ্রীপরমেশ্বরদেব বিজন-বনে, স্নিগ্ধদেশে, পর্ব্বতমস্তকে, সরিৎসাগরতীরে এবং অবশ্যায়বহুল-প্রদেশে, অধিক কি, যে কোন স্থানে গমন করিবেন, সেই সেই স্থানে এই অতিমনোহরা-রতির সহিত গমন করিয়া, বৎস মদন! তুমি যতাত্মা বনিতা-বিমুখ শ্রীহরদেবকে সম্মোহিত কর। হে মন্মথ! তুমি ভিন্ন এজগতে শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহক অপর কেহই বিদ্যমান নাই। হে মনোভব! তুমি যদি যে কোন প্রকারেই হউক না কেন, শ্রীমহাদেবকে সানুরাগ বা সংসার-সুখাসক্ত করিতে পার, তবে তোমারও শাপোপশান্তি অবশ্যম্ভাবিনী জানিবে। অতএব হে মনোজ! কেবল জগতের হিতের জন্য নহে, পরন্তু আত্মহিতার্থে তুমি শ্রীশঙ্করদেবের মোহ উৎপাদনে যত্নাবলম্বন কর। হে রতিপতে! যদি তুমি যে কোন প্রকারে সংসার-ভোগ-সুখে দেবদেবের চিত্তকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হও, তবে অনুরাগযুক্ত অন্তঃ-করণে শ্রীমহেশদেব যে সময়ে বনিতা-সঙ্গজাত-সম্ভোগ-সুখরসাস্বাদনার্থ বরারোহা-রমণী ইচ্ছা করিবেন, হে মনোভব! তৎকালে "তবোপ-ভোগায়" অর্থাৎ কামোপভোগবাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদনার্থ স্বয়ং শ্রীমন্মহাদেব তোমাকে সম্ভাবিত, বা পুনরুজ্জীবিত করিবেন। অতএব তুমি জগতের হিতের জন্য শ্রীহরদেবের সম্মোহনে যত্ন-পরায়ণ হও এবং তুমি শ্রীমহেশ্বরদেবকে মুগ্ধ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে কেতু অর্থাৎ যোগোৎপাতবিশেষরূপে, অথবা পুংচিহ্নস্বরূপে, কিম্বা রমণীয়-রমণী-রমণজ-সুখ-স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তীরূপে অবস্থিত হও।

পরমেষ্ঠীদেবের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, মন্মথদেব লোক-পিতামহ-ব্রহ্মাকে জগতের হিতজনক তথ্যভূত এই বাক্য বলিলেন

যে, হে বিভো! আমি আপনার বচনানুসারে শ্রীশম্ভুদেবের মোহন-কার্য্য সম্পন্ন করিব; কিন্তু দেব! যৌবন-সুলভ-ভাব-হাব-লীলা-বিলাস-সৌভাগ্য-সুখ-শালিনী রমণীয়-রমণী-কুল-শেখর-মণিভূতা যোষিৎপ্রবরা আমার অস্ত্রসকলের মধ্যে প্রধান অস্ত্র। অতএব শ্রীশঙ্করদেবের মোহন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে, হে প্রভো! অগ্রে শ্রীশঙ্কর-দেবের বীর্য্যবেগধারণে কুশলিনী কাচিৎ কান্তার সৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যকী। মৎকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেব সম্মোহিত হইলে, যিনি তাঁহার অনুমোহন করিবেন, হে কমলাসন! আপনি তাদৃশী সর্ব্ব-গুণ-সম্পৎ-শোভনা কান্তার সৃষ্টি করুন। হে লোকভৃদ্ ব্রহ্মন্! যাঁহার দ্বারা মৎকর্ত্তৃক সম্মোহিত শ্রীমহেশদেবের অনুমোহন সম্ভবপর হইবে, দূরাতিদূরদর্শিনী-দৃষ্টি-সাহায্যে সম্যক্ অবেক্ষণ করিয়াও, আমি তাদৃশী শ্রীশিব-মানস-মোহিনী কান্তা অবলোকন করিতেছি না; হে ব্রহ্মন্! আপনি তাদৃশী শ্রীহর-মনোরমা রামার নির্দ্দেশ করুন। হে বিধাতঃ! প্রথমতঃ কান্তা-সংগ্রহ-বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারিত না হইলে, মৎকর্ত্তৃক দেবদেবের সম্মোহন সম্ভবপর হইবে না। অতএব হে প্রজাপতে! এক্ষণে আপনার তথাবিধ উপায় অবধারণ করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, যাদৃশ উপায়াবলম্বনে শ্রীশিব-মানস-মোহিনী সুলভা হইতে পারেন।

কিঞ্চ, যৎকালে কন্দর্পদেব উক্তরূপ-বচন-বিন্যাসে তৎপর ছিলেন, তৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ধাতা মন্মথ-বচন-শ্রবণে মনে মনে সম্মোহিনী-যোষা-নির্ম্মাণে উপায় কি? যোষিন্নির্ম্মিতি কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে? অথচ অধুনৈব যোষিন্নির্ম্মিতি ব্যতীত শ্রীশিব-মানস-মোহন মনোরথ-দ্রুম-মাত্রে পরিণত হইবে, হায়! আমি এক্ষণে কিরূপে যোষিন্নির্ম্মাণে সফল-কাম হইব? কিরূপে শ্রীহর-মনোরমা রামার নির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিব? এইরূপ আলোচনা-পরবশ হইয়া, ঘোর-চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ব্রহ্মা যখন উক্তরূপে ঘোর-চিন্তাবিষ্ট অন্তঃকরণে কালযাপন করিতেছিলেন, তৎকালে বিপুল-চিন্তা-সমাক্রান্ত ব্রহ্মার নাসারন্ধ্রযুগল হইতে যে একটী সুদীর্ঘ-নিশ্বাস বিনিঃসৃত হইয়াছিল, সেই নিশ্বাস-পবন হইতে তৎক্ষণ-মাত্রেই বিবিধ-জাতীয় সুগন্ধ-সম্পন্ন পুষ্প এবং মলয়বাত-বিভূষিত বসন্ত

সঞ্জাত হইলেন। মদনের সহচর বসন্ত উৎপন্ন হইয়া, নিজ সহভাবী মুকুলিত-চূতাঙ্কুর, ভ্রমদ্-ভ্রমরসংহতি, কিংশুকাদি কুসুম, সারস-কুল, বা কোকিল-কলাপ প্রভৃতি-ধারণ-পূর্ব্বক প্রফুল্ল-পাদপ-প্রায় পরিশোভিত হইলেন।

বর্ণে শোণ-রাজীব-সঙ্কাশ, ঈক্ষণযুগলে বিকসিত-তামরস, অর্থাৎ প্রফুল্ল-পদ্ম-প্রতিম, আস্যে সন্ধ্যাকালে সমুদিত-শারদ-সম্পূর্ণ-শশধর-সদৃশ, নাসা-সৌন্দর্য্যে তিলকুসুমকল্প অর্থাৎ সুনাসিক, শ্রবণাবর্ত্তে শঙ্খাবর্ত্তোপম, মূর্দ্ধজে শ্যাম-কুঞ্চিত, কর্ণাভরণে সন্ধ্যাকালীন অংশুমালীর সদৃশ মণি-কুণ্ডলদ্বয়ে মণ্ডিত, গমনে প্রমত্ত-মাতঙ্গেরও লজ্জাপ্রদ, বক্ষঃস্থলে ঘন-বিশাল-শিলাতল-বিস্তীর্ণ, ভুজ-যুগলে পীন বা স্থূলায়ত, কর-যুগ্মকে কঠোর, ঊরু, কটি ও জঙ্ঘাপ্রদেশে সুবৃত্ত, গ্রীবাদেশে কম্বুবৎ রেখাযুক্ত, অংসকদ্বয়ে সমুন্নত, জত্রু অর্থাৎ স্কন্ধ-সন্ধিস্থলে গূঢ়, হৃদয়ে পীন এবং পুরুষোচিত-সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্যব্যঞ্জক-লক্ষণে সর্ব্বথা সম্পূর্ণ, তথা অবয়বতঃ বা উপকরণতঃ সুপরিপূর্ণ-কুসুমাকর-বসন্ত সমুৎপন্ন হইলে, তাদৃশ বসন্তের আবির্ভাব-সূচনার্থ সুরভি-বায়ু মলয়ানিল বহমান হইল, পাদপ-সকল পুষ্পিত হইল, মধুরস্বর-পিকগণ চূতমুকুলের রসপান করিয়া, শত শত আম্রশাখান্তরালে উপবিষ্ট হইয়া, বিকস্বর-বিকাশশীল-মধুর-পঞ্চমস্বরে মনোমোহকর-শ্রোত্রসুখাবহ-কুহুধ্বনি করিতে লাগিল এবং পুষ্ট-পুষ্কর সরোবর-সকল প্রফুল্ল-পদ্ম-প্রকর-সৌন্দর্য্যে পরম-শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা তথাবিধ ভৃশমুশত্তম বা অত্যন্ত শোভমান কামসখা বসন্তকে উৎপন্ন হইতে দেখিয়া, অতি সুমধুর-বাক্যে মদনকে এই কথা বলিলেন যে, হে মন্মথ! এই সদ্যঃ-সমুৎপন্ন বসন্ত তোমার মিত্রমধ্যে পরিগণিত হইবেন, সদাকাল সহচররূপে তোমার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থিতি করিবেন এবং তোমার অবশ্য অনুষ্ঠেয় কার্য্যমাত্রে এই বসন্ত সর্ব্বদৈব আনুকূল্য করিবেন। যেমন শ্বসন বা পবনদেব অনলদেবের মিত্রস্থান অধিকার করিয়া, সর্ব্বত্র উপকার করিয়া থাকেন, হে মনোভব! সেইরূপ এই বসন্তও তোমার মিত্রস্থলাভিষিক্ত হইয়া, সদাকাল তোমার অনুগমন করিবে। প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা স্ত্রীজনের, অথবা বিপত্নীক-পুরুষ-

সকলের বতহেতু অর্থাৎ খেদকারণস্বরূপে "বসতে", বা বাস করে বলিয়া, এই কুসুমাকর বসন্ত-নামে পরিচিত হইবে এবং অদ্য হইতে তোমার অনুগমন, তথা সর্ব্বলোকানুরঞ্জন, এই বসন্তের কর্ম্মস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। বসন্তাবির্ভাবকালে তরুলতাদির নব নব পত্র, পুষ্প ও ফলাদির সমুদ্গমজনিত এই শৃঙ্গারবেশ, বা শোভাসজ্জা, তথা বসন্ত-সমাগমে মলয়ানিল-প্রভৃতি-ভাব-সকল তোমার সুহৃৎপদের পূর্ণতা-সম্পাদনপূর্ব্বক সর্ব্বদা তোমার বশবর্ত্তী হইবে।

কিন্তু, তোমার এই সুহৃদ্‌গণ যেমন তোমার সহিত সৌহৃদ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সেইরূপ বিব্বোকাদি হাব এবং চতুঃষষ্টিকলা রতির সহিত সদাকাল সৌহৃদ্যস্থাপনে তৎপরা হইবে। হে কাম! তুমি বসন্ত-প্রমুখ এই সকল সহচরের সহিত এবং পরিবারভূতা এই সহচারিণীর সহিত সংযুক্ত হইয়া, শ্রীমন্মহাদেবকে পরিমোহিত কর এবং শ্রীমন্মহা-দেবের পরিসম্মোহন-লক্ষণ-কার্য্য-সম্পাদন দ্বারা সনাতনী-সৃষ্টির স্থায়িত্ব-কল্পে সহায়তা কর। কিন্তু, হে কুসুমায়ুধ! তুমি নিজ-সহচরগণে পরিবৃত হইয়া, যথেষ্ট-দেশে গমন কর এবং আমি তোমার প্রস্তাবিত শ্রীমন্মহাদেবের বেগধারণে কুশল-কলত্র-সংগ্রহে অর্থাৎ যিনি শ্রীহর-দেবের সম্মোহনে সমর্থা হইবেন, তাদৃশী জায়া-সঞ্জননে, বা সম্ভাবনে প্রবৃত্ত হইতেছি। অনন্তর সুরজ্যেষ্ঠ-পিতামহ-কর্ত্তৃক এইরূপে উক্ত হইয়া, সগণ-মদন প্রহৃষ্ট অন্তঃকরণে যেখানে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব স্বাত্ম-যোগধ্যানে সমাহিত-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমনা-ভিপ্রায়ে মনোরমা রামা রতিলক্ষণা পত্নী ও অনুচরগণের সহিত পূর্ব্বোক্ত দক্ষ-প্রভৃতি-প্রজাপতি এবং মরীচি-প্রভৃতি-মানস-পুত্রগণকে প্রণাম করিয়া, অভিবাদনান্তে তৎক্ষণমাত্রেই প্রস্থিত হইলেন। যে প্রদেশে শ্রীশম্ভুদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎস্থানাভিমুখে শৃঙ্গারভাবাদিযুত-সানুচর-মন্মথদেব গমন করিলে, অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা মরীচি ও অত্রি প্রমুখ-মুনীশ্বরগণের সহিত অবস্থিত প্রজাপতি-দক্ষকে সম্বোধন-পূর্ব্বক মধুরাক্ষরস্বরসম্বলিত বাক্যে বক্ষ্যমাণ বচন সকল কহিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্থ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চম অধ্যায়

অনন্তর তৎকালে ব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রজাপতে দক্ষ! হে মরীচি ও অত্রিপ্রমুখ মানসপুত্রগণ! আমি তোমাদের সমক্ষে যথার্থবচনে এই কথা বলিতেছি যে, "ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা ? কা তং সম্মোহয়িষ্যতি ?" অর্থাৎ কোন্ রমণী শ্রীশম্ভুদেবের পত্নী হইবেন ? এবং কোন্ রমণী-মণিই বা শ্রীশঙ্করদেবের পত্নীস্থান অধিকার করিয়া, তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে মোহিত করিতে সমর্থ হইবেন ? এই বিষয়ে বিশেষরূপ-চিন্তা করিয়াও, শ্রীশিব-কান্তা-স্থিরীকরণে আমি সমর্থ হইতেছি না। সর্ব্বব্যাপনশীল, সত্য, জ্ঞান ও অনন্তাত্মক, পরমব্রহ্ম-পরাৎপর-সচ্চিদানন্দ-তুরীয়ভূত-পরশিরাখ্য শ্রীপরমেশ্বরদেবের অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তিস্বরূপিণী মায়াদেবী অর্থাৎ জগন্ময়ী-মহামায়ার সহায়তা ব্যতীত শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহন প্রকারান্তরে সম্ভবপর নহে। যেহেতু জগন্ময়ী-মহামায়া, সন্ধ্যা, সাবিত্রী এবং উমাদেবী ভিন্ন অন্য কোন নারী শ্রীমন্মহাদেবের মোহকর্ত্রী হইতে সমর্থা নহেন; অতএব আমি অনলের দাহিকাশক্তি, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, বা সহস্রাংশু সূর্য্যের দীধিতি-প্রভৃতির ন্যায় আশ্রয় হইতে অভিন্না, ব্যাপনশীল-তুরীয়াদ্বৈত-শিবস্বরূপ-শ্রীপরমব্রহ্মদেবের মহিষী-পদাভিষিক্তা চিদাশ্রয়া চিন্ময়া জগৎ-প্রসূ যোগনিদ্রা মহামায়া-দেবীকে ব্যবহার-কার্য্য-পরিচালনানুরোধে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বা বসুধাধিপতি হইলেও, বিশেষতঃ কৈলাসাধিপতি প্রমথনায়ক ত্রিজগন্নায়ক ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীশঙ্করদেবের জন্য ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণীরূপে শরীরধারণার্থ স্তুতি-প্রণয়ন-পূর্ব্বক প্রসন্না করিতে ইচ্ছা করিতেছি, উদ্দেশ্য তিনিই চারুতররূপধারণপুরঃসর শ্রীশঙ্করদেবকে পরিমোহিত করিবেন। পরন্তু, হে দক্ষ! তুমিও সেই বিশ্বস্বরূপিণী দেবীকেই বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান, অর্চ্চনা ও বিবিধ-দানাদিদ্বারা আরাধনা করিয়া, তথারূপে সম্যক্ প্রসন্না করিতে যত্নবান্ হও, যাহাতে সেই পরমব্রহ্মমহিষী তোমার

কন্যারূপ স্বীকারপূর্ব্বক আবির্ভূতা হইয়া, শ্রীহরদেবের মনোমোহিনী জায়া হইতে পারেন।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মদেবের এবম্বিধ বচন শ্রবণ করিয়া, মরীচ্যাদি-মানস-পুত্ত্রগণ-কর্ত্তৃক ঈরিত হইয়া, প্রজাপতি-দক্ষ জগৎস্রষ্টা বিধাতাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে ভগবন্! হে লোকেশ! আপনি জগতের হিতজনক তথ্যভূত যে সকল উপদেশবাক্য কথন করিলেন, আমি অবশ্যই তদনুসারে সম্যক্ অনুষ্ঠান করিব, যদ্দ্বারা সেই পরমব্রহ্ম-মহিষী মহামায়া মহাদেবী শ্রীশঙ্করমনোহরা হইতে স্বীকৃতা হন। হে দেব! পিতামহ! আমি তথা তথা যত্ন অবলম্বন করিব, যেরূপে সেই মহামায়া মহাদেবী স্বয়ং আমার কন্যারূপে উৎপন্না হইয়া, মহাযোগী মহাত্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পত্নী হইতে সম্মতা হন। সুমহাত্মা দক্ষের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ উক্তরূপ তদীয় অঙ্গীকারবচন তৎকালমাত্রেই মরীচি-প্রমুখ-মুনীশ্বর-মানসপুত্ত্রগণ-কর্ত্তৃক হর্ষভরে "এবমেব" ইত্যাকারে সম্মতি-জ্ঞাপন-পূর্ব্বক পরিগৃহীত হইলে, যজ্ঞানুষ্ঠানে সমুৎসুক বা উদ্যোগ-পরায়ণ দক্ষপ্রজাপতি ক্ষীরোদসমুদ্রের উত্তরতীরপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া, পূর্ব্বকথিতা জগন্ময়ী মহামায়া মহাদেবীকে হৃদয়পুণ্ডরীকে সংস্থাপিতা করিয়া, মহামায়ার তুষ্টিবিধানার্থ যথাবিধি দীক্ষিত হইয়া, যথোপযুক্ত যজ্ঞকার্য্য আরব্ধ করিলেন। মহামতি দক্ষ তপোযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, জগন্ময়ী অম্বিকাদেবীর প্রত্যক্ষতঃ দর্শনমানসে দিব্যবর্ষমানে ত্রিসহস্রসম্বৎসর যাবৎ কঠোর-তপস্যা করিলেন। সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রত প্রজাপতি দক্ষ দুশ্চর-তপশ্চরণকালে কখনও মারুতাশী, কখনও নিরা-হার, কখনও জলাহারী হইয়া, তথা কখনও পর্ণভুক্ অর্থাৎ স্বয়ং বিশীর্ণ-দ্রুমপত্র-ভোজনমাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, তপস্যার পরাকাষ্ঠায় আরোহণ-পূর্ব্বক সর্ব্বময়ী জগন্ময়ী সেই মহাদেবী মহামায়াকে সতত হৃদয়কমল-মধ্যে সম্যক্ চিন্তা করিতে করিতে, তৎকাল অর্থাৎ দিব্য-বর্ষ-সহস্র-ত্রয়-পরিমিত কাল পরিযাপিত করিলেন।

এইরূপে প্রজাপতি-দক্ষ ক্ষীরোদসাগরের উত্তর তীরে গমন-পূর্ব্বক অতি দুশ্চর তপশ্চরণে আত্মনিয়োগ করিলে, সর্ব্বজগৎপতি ব্রহ্মাও

"পুণ্যাৎ"পুণ্যতর-বর-রমণীয়-মন্দর-পর্ব্বতাভ্যাশে অর্থাৎ মন্দরাচল-সমীপে গমন করিলেন। কিঞ্চ, তত্র তত্র মন্দর-পর্ব্বতপ্রদেশে অবস্থিত হইয়া, প্রজাপতি-ব্রহ্মা জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী পরম-ব্রহ্ম-মহিষী পরমেশ্বরী শ্রীমতী মায়াদেবীকে দেব-পরিমাণে শত-সম্বৎসর পর্য্যন্ত একতানমানসে অগ্র্য-বচনাবলী-সাহায্যে স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবি! আপনি বিদ্যা এবং অবিদ্যাত্মিকা শুদ্ধস্বভাবা ও সকলের আলম্বনস্বরূপা হইয়াও, স্বয়ং নিরালম্বা, তথা সর্ব্বথা নিরাকুলা। কিঞ্চ, আপনি জগদ্ধাত্রী স্থূলাণীয়ঃ-স্বরূপিণী এবং দেবীভূতা, অতএব আমি আপনাকে স্তুতি-পূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি। উক্তরূপে বহুবিধ-স্তুতিবচন-কথন-পূর্ব্বক পরিশেষে ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবি! আপনি সর্ব্বজগতের জননী, তথা স্ত্রীস্বরূপিণী, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। কিঞ্চ, হে দেবি! আপনি বিশ্বরূপিণী সনাতনী এবং বিশ্বেশ্বরী, অতএব আমি আপনাকে স্তুতিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন। ব্রহ্মা এইরূপে দিব্যশতবৎসর যাবৎ স্তুতি ও প্রণামপূর্ব্বক দেবী মহামায়াকে প্রসন্না করিতে সচেষ্ট হইলে, শতসম্বৎসরান্তে বিরিঞ্চি-দেব-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মানা সেই দেবী ভগবতী মহামায়া ব্রহ্মদেবের প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূতা হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজগদ্‌গুরু স্রষ্টা স্নিগ্ধাঞ্জন-দ্যুতিশালিনী চারুরূপোত্তুঙ্গা চতুর্ভুজা সিংহস্থা খড়্গহস্তা নীলাব্জধারিণী মুক্তকচোৎকরা সেই দেবীকে সম্মুখে অবলোকন করিয়া এবং দর্শন-মাত্রেই সম্ভ্রমসহকারে উন্নতস্কন্ধ অবনত করিয়া, প্রণামপূর্ব্বক পুনরপি স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি জগতের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপা, অথবা স্থিতি-সর্গস্বরূপা, তথা চর ও অচর-সকলের শক্তিভূতা, সনাতনী, সর্ব্ববিমোহিনী ও মায়াস্বরূপিণী, অতএব আমি আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি। জগৎস্রষ্টা বিধাতাকর্ত্তৃক উক্তরূপে সংস্তুতা প্রমিতি-প্রমিতা যমাদিপূত-হৃদয়ে যোগিগণ-কর্ত্তৃক-বিভাবিতা প্রকাশ-শুদ্ধস্বভাবা পরমার্থ-সারভূতা দেবী ভগবতী মহামায়া সর্ব্বজগদ্বিমোহিনী সর্ব্বলোকপাবনী কালী ব্রহ্ম-কৃত-স্তুতিবচন শ্রবণ করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে

সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্, আমি কি জন্য তোমাকর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়াছি ? এই জগতীতলে যদি কেহ বা কিছু তোমার অধৃষ্য থাকে, তবে তাহা অবধারণ-পূর্ব্বক শীঘ্র আমার সমীপে বল, আমি যখন তোমার সমক্ষে প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূতা হইয়াছি, তখন তোমার কার্য্যসিদ্ধি সুনিশ্চিতা জানিবে। অতএব ভাবিতা পরিভাবিতা পরিজ্ঞাপিতা সমারাধিতা বা আগ্রহান্বিতা হইয়া, পশ্চাৎ যাহা আমি করিব, তোমার সেই বাঞ্ছিত কি ? তাহা সত্বর কীর্ত্তন কর। ব্রহ্মা কহিলেন, হে জগন্ময়ি! মহামায়ে! সর্ব্বভূতেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অদ্যাপি একাকী বিচরণ করিতেছেন। দ্বিতীয়া বা শরীরার্দ্ধহারিণী-সংগ্রহে তাঁহার কিছুমাত্র চেষ্টা পরিলক্ষিতা হয় না। এমন কি, সেই সংসার-বিরাগী বনিতা-বিমুখ শ্রীবিশ্বেশ্বরদেব স্ত্রীজনের নাম-শ্রবণেও ইচ্ছুক নহেন। আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে আমার প্রতি কৃপা-প্রদর্শন-পূর্ব্বক আপনি সেই দেবদেবেশ্বরকে এরূপভাবে মোহিত করুন, যাহাতে তিনি স্বয়ং দারপরিগ্রহণে ইচ্ছা করেন। পরন্তু একমাত্র আপনি ভিন্ন অপরা কোন প্রমদাবরা তাঁহার মনোহরা পত্নী হইবার উপযুক্তা নহেন। অতএব আপনি অপর কোন একটী রূপ ধারণ করিয়া, শ্রীভবদেবের মনোমোহিনী পত্নীর স্থান অধিকার করুন; আপনি যেমন বিশ্বসংসারের হিতের জন্য শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক লক্ষ্মীরূপে কেশবকে আমোদিত করিতেছেন, সেইরূপ শরীরান্তর-ধারণ করিয়া, সংসার-সুখ-রস-বিমুখ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সংসার-সুখাসক্তি-সম্পাদন দ্বারা আনন্দিত করুন। দেবি! মহামায়ে! আমার কান্তাভিলাষমাত্র অপরাধ-বশতঃ শ্রীবিশ্বনাথদেব সর্ব্বজনসমক্ষে আমার যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন। অধুনা আপনার মোহিনী-শক্তি-প্রভাবে পরিমুগ্ধ শ্রীবৃষভ-ধ্বজদেব স্বেচ্ছাবশে কিরূপে বনিতা-সংগ্রহ করেন, তদ্দর্শনে আমি নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছি।

কিঞ্চ, সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তে হেতুভূত অর্থাৎ কারণত্রয়কারণ, চিরসংসারবিরাগী সেই শ্রীশম্ভুদেব যদি চিরদিনই কান্তা-গ্রহণে পরাঙ্মুখ থাকেন, তাহা হইলে, সনাতনী সৃষ্টির প্রবৃত্তি কিরূপে

হইবে ? অতএব অগৃহীতকান্ত শ্রীহরদেবকে চিরদিনই সংসারপরাঙ্মুখ, বা বৈরাগ্য ধর্ম্ম-পরায়ণ অবলোকন করিয়া, আমি নিরতিশয় চিন্তাপরতন্ত্র হইয়াছি এবং অত্যন্ত-চিন্তাপরহৃদয়ে আমি একমাত্র আপনি ভিন্ন এই জগন্মণ্ডলে শরণান্তরলাভে সমর্থ হইতেছি না। এই কারণবশতঃ আপনার শ্রীচরণে আমার একান্ত-প্রার্থনা এই যে, বিশ্বমণ্ডলের হিতের জন্য আপনি শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহন-কার্য্যে সর্ব্বথা যত্ন অবলম্বন করুন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহ-সমুৎপাদনে শ্রীবিষ্ণুদেব সমর্থ নহেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবী কুশলিনী নহেন, তথা সসহায় মনোভবও নিজ-সামর্থ্যে বিশ্বাস-স্থাপনে উৎসাহসম্পন্ন নহে। বিশেষ আর কি বলিব ? হে জগন্মাতঃ! আমিও শ্রীবিশ্বনাথদেবের সম্মোহ-সঞ্জননে সর্ব্বথা অসমর্থ ; অতএব আমি আপনার শ্রীপাদ-পঙ্কজ-যুগলে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি, আপনি বিশ্বহিতার্থে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে পরিমোহিত করুন। আপনি যেমন কীর্ত্তিমান্ ভূতসকলের কীর্ত্তিরূপে বিরাজিতা রহিয়াছেন, সংযতাত্মা ধার্ম্মিকগণের অন্তঃকরণে হ্রী অর্থাৎ লজ্জারূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং বৈকুণ্ঠাধিনাথ শ্রীবিষ্ণুদেবের প্রিয়া একপত্নীরূপে বক্ষো-বিলাসিনী হইয়াছেন, সেইরূপ রূপান্তর-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীঈশ্বরদেবকে সম্মোহিত করুন। অনন্তর ব্রহ্মদেবের উক্তরূপ প্রার্থনাবচন শ্রবণ করিয়া, কমলযোনি-প্রজাপতিদেবকে আভাষণ-পূর্ব্বক মহাভাগা যোগ-ময়ী কালী পুনরপি যে বাক্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, অধুনা পরবর্ত্তী গ্রন্থে তাহা আমি পাঠকগণের গোচর করিব।

বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চম অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠ অধ্যায়

দেবী কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি যাহা কথন করিয়াছ, তৎসমস্তই সত্য; একমাত্র আমি ভিন্ন এই সংসার-প্রপঞ্চে শ্রীশঙ্করদেবের মোহকর্ত্রী অপর কেহ বিদ্যমানা নাই। শ্রীশঙ্করদেব যাবৎকাল অগৃহীতদার অবস্থায় থাকিবেন, তাবৎকাল সনাতনী সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, তুমি যদি নিরন্তর রজোবহুলব্রহ্মমূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক বিশ্বোৎপত্তি-বিষয়ে ব্যাপৃত থাক এবং বিষ্ণু যদি সত্ত্বোদ্রেক-নিবন্ধন নিয়ত-পালক-রূপে বিশ্ব-পালনে রত থাকেন, তথা প্রবল-তমোগুণাবলম্বনে শ্রীরুদ্রদেব যদি বিশ্বসংহারে প্রবৃত্ত না হন, তবে কেবলই বিশ্বরচনা ও পালনে ধরা-ভার বর্দ্ধিত হইলে, দুরাচারাদি-পাপবাহুল্যবশতঃ ধরাতলের রসাতলে গমন-সম্ভাবনা অবশ্যম্ভাবিনী। অতএব সৃষ্টির অনুপাতে সংহার-বিধান নিতান্ত আবশ্যক, পরন্তু শ্রীশঙ্করদেব যদি দারপরিগ্রহ না করেন, তবে তাঁহার দ্বারা বিশ্ব-সংহার-কার্য্য কোনরূপে সম্পাদিত হইতে পারে না, ইহাও তোমাকর্ত্তৃক যথার্থরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। আমারও পূর্ব্ব হইতেই এই জগৎপতি শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহনে মহান্ যত্ন ছিল, অধুনা তোমার প্রার্থনাবচনানুরোধে আমার সেই সুনির্ভর প্রযত্ন দ্বিগুণ হইল। আমি তথা প্রকারে যত্নাবলম্বন করিব, যথা স্বয়ং বিমোহিত শ্রীহরদেব অবশভাবে অবশ্যই দারপরিগ্রহ করেন। হে মহাভাগ! আমি যেমন হরি-প্রিয়া লক্ষ্মীরূপে বিষ্ণুদেবকে বিমুগ্ধ করিয়াছি, সেইরূপ অপরা চার্ব্বী মূর্ত্তি-ধারণপূর্ব্বক আমি সেই জগৎপতি শ্রীশঙ্করদেবেরই বশবর্ত্তিনী হইব। কিঞ্চ, ইতরসাধারণ প্রাণিগণ যেমন দারানুগত অবস্থায় অবস্থিতি করে, আমি এরূপ কৌশল অবলম্বন করিব, যথা সেই জগৎপতি শ্রীশঙ্করদেবও এই সংসারমণ্ডলে সদাকাল আমার বশ-বর্ত্তী হইয়া অবস্থিতি করেন।

অপিচ, হে বিধে! প্রতি সর্গের আদি, মধ্য ও অবসানকালে

অন্ততঃ বিশিষ্ট স্ত্রীরূপধারণ-পূর্ব্বক আমি নিরাকুল শ্রীশঙ্করদেবের অনুগমন করিব। সম্প্রতি আমি দক্ষপ্রজাপতির জায়াগর্ভে উৎপন্না হইয়া, সম্প্রতিতন সর্গবৎ প্রতি সর্গেই চারুতর স্ত্রীরূপ-সাহায্যে শ্রীশঙ্কর-দেবকে সভাজিত করিব। হে পিতামহ! যদিচ আমি সর্ব্বব্যাপক পরমব্রহ্ম শ্রীপরমেশ্বরদেবের সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা জগন্ময়ী মহামায়া বা যোগনিদ্রাস্বরূপিণী, তথাপি এই কারণ-বশতঃ ত্রিদিববাসী দেববৃন্দ আমাকে শঙ্করী বা দেবী রুদ্রাণী নামে অভিহিতা করিবে। আমি যেমন উৎপন্নমাত্র প্রাণিবর্গকে নিজ-সামর্থ্য-প্রভাবে সতত পরিমোহিত করিয়া থাকি, সেইরূপ প্রমথাধিপ শ্রীশঙ্করদেবকেও সম্মোহিত করিব। যেমন অবনীতলে অন্যান্য জীবগণ বনিতাবশে অবস্থিতি করে, হে ব্রহ্মন্! "ততোহপি" অধিকতররূপে শ্রীহরদেব বামাবশবর্ত্তী হইবেন। কিঞ্চ, হে পদ্মযোনে! নিজহৃদয়াভ্যন্তরে ভুবনাধীনা বিভিন্নাকারা যে সকল লীলা সুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেছে, সেই সকল লীলার বিভেদ-বিনিশ্চয়-পূর্ব্বক আমাকেই সর্ব্ববিধ-লীলার একমাত্র আধারস্বরূপা অব-গত হইয়া, সংসার-লীলার্থে শ্রীমন্মহাদেব মোহপ্রযুক্ত অবশ্যই আমার পাণিগ্রহণ করিবেন। এইরূপে সেই ভুবনাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী কালিকাদেবী স্তুতিপরায়ণ ব্রহ্মাকে তাঁহার অভীপ্সিততম বরপ্রদানদ্বারা সম্ভাবিত করিয়া, স্নেহসম্ভাষণ-পুরঃসর জগৎস্রষ্টা বিধাতাকর্ত্তৃক বিশেষতঃ দৃশ্যমানা হইয়া, সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন।

দেবী মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে, লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা যেখানে মনোভবদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদভিমুখে গমন করিলেন এবং হংসযানে আরোহণ-পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে, পথি-মধ্যে মহামায়া অম্বিকাদেবীর বাক্যাবলী স্মরণ করিয়া, অত্যর্থং প্রমুদিত-মানসে তৎকালে আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করিলেন। অনন্তর মদন মহাত্মা বিরিঞ্চিদেবকে হংসযানারোহণে আগমন করিতে দেখিয়া, ত্বরা সহকারে অভ্যুত্থিত হইলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল-বিলোচনে মোদযুক্ত-মানসে সমীপবর্ত্তী সর্ব্বলোকেশ সরোজাসনদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, আনন্দভরে বন্দনা করিলেন। অতঃপর মনোভব-কর্ত্তৃক অভিবন্দিত ভগবান্ বিধাতা

প্রীতিবাহুল্যবশতঃ মধুরগদ্‌গদবচনে মদনকে প্রমুদিত করিয়া, ব্যাপনশীল শ্রীপরমেশ্বরদেবের শক্তিভূতা জগন্মোহয়িত্রী মহামায়া-কর্ত্তৃক যে সকল সুশোভন-বচন-পরম্পরা অভিহিতা হইয়াছে, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! শ্রীশর্ব্বদেবের বিমোহন-বিষয়ে তুমি পূর্ব্বে যে সকল বাক্য কথন করিয়াছ, অর্থাৎ তুমি বলিয়াছিলে যে, আমি শ্রীশঙ্কর-দেবের মোহনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, যিনি শ্রীমন্মহাদেবের অনুমোহনকর্ত্রী হইবেন, আপনি তাদৃশী বরবর্ণিনী রমণীর সৃষ্টি করুন। হে মনোভব! আমি তোমার সেই কথানুসারে শ্রীশঙ্করমানসানুমোহনকর্ত্রী মনোরমা রামার্থে মন্দরাচলকন্দরে অবস্থিত হইয়া, দেবমানের শতসম্বৎসর যাবৎ একতান অন্তঃকরণে জগন্ময়ী যোগনিদ্রা দেবী ভগবতী মহা-মায়াকে স্তুতিদ্বারা প্রসন্না করিতে চেষ্টা করিয়াছি। বৎস! সেই দেবী পরমেশ্বরী মহামায়া মৎকর্ত্তৃক সংস্তুতা হইয়া, প্রসন্নচিত্তে স্বয়ং আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন। পশ্চাৎ যেহেতু কান্তাভিলাষমাত্র-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বজনসমক্ষে আমার প্রতি উপহাসসহকৃত তিরস্কার-বচনপ্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে যথেষ্টরূপে অবজ্ঞাত করিয়াছেন, অতএব তৎপ্রতিশোধকল্পে আমার মনে মনে বাসনা এই যে, প্রথমতঃ মনোভবকর্ত্তৃক পরিমোহিত শ্রীশঙ্করদেব আপনার রূপলাবণ্য-মাধুর্য্য-সাহায্যে অনুমোহিত হইয়া, যাহাতে স্বয়ং দারপরিগ্রহণে সমুদ্‌যোগী হন, তদ্বিষয়ে আপনাকে সুদৃঢ়-ব্যবস্থা করিতে হইবে, এইরূপ প্রার্থনা-বচনদ্বারা মৎকর্ত্তৃক প্রার্থিতা প্রত্যক্ষীভূতা এবং পরিতুষ্টা সেই দেবী কহিলেন, আমি অচিরকালমধ্যে দক্ষভবনে রূপান্তরে উৎপন্না হইয়া, শ্রীশম্ভুদেবের অনুমোহনকার্য্য সুসম্পন্ন করিব। হে মনোভব! আমি দেবীকৃত-সত্যভূত এই অঙ্গীকারবচন-শ্রবণ করিয়া, দেবী মহামায়ার অন্তর্দ্ধানের অনন্তর তোমার নিকটে সমাগত হইয়াছি। হে মন্মথ! অত্যল্পকালমধ্যে দক্ষালয়ে সমুৎপন্না সেই দেবীকর্ত্তৃক শ্রীহরদেব যে মোহনীয় হইবেন, তদ্বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র সংশয় করিও না। পক্ষান্তরে, দেবীকথিত অবিকৃত এই সত্যবচনে তুমি সম্পূর্ণরূপে আস্থাস্থাপন কর।

লোকপিতামহ ব্রহ্মার তথাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মদন কহিলেন, ব্রহ্মন্! যিনি জগন্ময়ীরূপে লোকত্রিতয়ে বিখ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সেই যোগনিদ্রা কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ? তিনি কিরূপেই বা শ্রীহরদেবকে বশীভূত করিবেন? যিনি তপস্যা ব্যতীত ক্ষণমাত্র কালও বিষয়ভাবের ভাবুক নহেন, সেই "নিবৃত্তচক্ষুঃ" শ্রীশঙ্করদেবকে বশীভূত করা ত সহজ কথা নহে। হে ব্রহ্মন্! কিম্প্রভাবা? কুত্র বা সংস্থিতা সেই দেবী? যিনি নিরন্তর "তপসি সংস্থিতং" শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে বশীভূত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? হে লোকপিতামহ! আমি আপনার শ্রীমুখ হইতে সেই সকল তত্ত্বকথা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আর এক কথা এই যে, সমাধিত্যাগকালে যাঁহার দৃষ্টিগোচরে আমরা ক্ষণকালমাত্রও অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহি, সেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে দেবী যোগনিদ্রা কেমন করিয়া বিমোহিত করিবেন? যাঁহার লোচন-ত্রিতয় জ্বলদগ্নি-প্রকাশ-সমান সমুজ্জ্বল, জটাটবীকরালিত সেই শূলপাণি দেবদেবকে বীক্ষণ করিয়া, কে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে? হে ব্রহ্মন্! তাদৃক্স্বরূপ সেই শ্রীপরমেশ্বরদেবের সম্যক্ মোহন-বাঞ্ছা-বশবর্ত্তিনী হইয়া, যে দেবী আপনাকে অঙ্গীকারবচন দান করিয়াছেন, সেই দেবী কে? তাহা আমি তত্ত্বতঃ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মনোভবদেবের তথাবিধ উৎসাহকারক বাক্য শ্রবণ করিয়া, চতুরানন ব্রহ্মা কিঞ্চিৎ বচন বলিতে ইচ্ছা করিয়াও, শ্রীশর্ব্বদেবের বিমোহন-বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে, তবে কি শ্রীশঙ্করদেবকে বিমুগ্ধ করিতে কেহই সমর্থ নহে? এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হওয়ায়, কোন কথা না বলিয়া, কেবল মুহুর্ম্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কমলাসন-দেব-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ঐ সকল সুদীর্ঘ-নিশ্বাস হইতে অত্যন্ত চঞ্চল-প্রকৃতি, অতি ভয়ঙ্কর, তুরঙ্গ-বদন, গজ-মুখ, সিংহ-ব্যাঘ্র-মুখ শ্ব-বরাহ-খরানন, তথা মহাদীর্ঘ, মহাহ্রস্ব, মহাস্থূল, মহাকৃশ, পিঙ্গাক্ষ, বিরলাক্ষ, ত্র্যক্ষ, একাক্ষ, মহোদর, একপার্ষ্ণি, এককর্ণ, ইত্যাদি বিবিধাকার-সম্পন্ন গণ-সকল উৎপন্ন হইয়া, শঙ্খ-পটহ-পরিবাদিনী-মৃদঙ্গ-ডিণ্ডিম-প্রভৃতি-বাদ্যযন্ত্রসমূহ বাদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর

এক-দ্বি-ত্রি-চতুঃ-পঞ্চ-পাদ, তথা হ্রস্ব-দীর্ঘ-স্থূল-মহাপাদ, ক্রৌঞ্চ-বক-হংস-সারস-কঙ্ক-কাক-সমাকার উক্ত মহাবল গণ-সকল শূল-পাশ-খড়গ-ধনুঃ-শক্ত্যঙ্কুশ-গদা-বাণ-পট্টিশ-প্রাস-প্রভৃতি নানাবিধ আয়ুধ কর-নিকরে ধারণ করিয়া, মহানাদ করিতে করিতে চতুরানন ব্রহ্মদেবের পুরোভাগে গমন-পূর্ব্বক "মারয় ছেদয়", ইত্যাদি কর্ণ-কঠোর-বচন সকল কথন করিতে লাগিলেন।

যৎকালে অর্দ্ধনীল, অর্দ্ধরক্ত, কপিল, পিঙ্গল, নীল, শুক্ল, পীত, হরিত ও চিত্ররূপধারী পূর্ব্বোক্ত-গণ-সকল "মারয় ছেদয়", ইত্যাদিরূপ-বিকট-ভাষণ করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহাদিগের সান্ত্বনার জন্য যোগ-নিদ্রাপ্রভাববশে ব্রহ্মা কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন। অনন্তর ব্রহ্মদেবকে বিবক্ষু দেখিয়া এবং নিরন্তরোৎপন্ন পিঙ্গ-তুঙ্গ-জটাভারে করালিত উক্ত-গণ-সকলকে ঘোরতর-তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে দেখিয়া, মনোভবদেব লোকপিতামহ-কমলাসনকে আভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, ব্রহ্মন্! অধুনা আপনার অপর কোন কথা বলিবার আবশ্যক নাই। পরন্তু, এই সকল গণ কোন্ কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, জীবনকাল অতিবাহিত করিবেন, কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিবেন এবং এই সকল গণের নামধেয়ই বা কি হইবে? এই সকল বিষয়ে বিশেষ-বিবেচনা-সহকারে যথোপযুক্ত-কার্য্যে গণসকলকে নিযুক্ত করিয়া, তথা গণসকলের যথোচিত-নামকরণ-কার্য্য-সমাপনান্তে যথাযোগ্য-স্থান-দান-পূর্ব্বক পশ্চাৎ মৎকৃত-প্রশ্নের উত্তরে জগন্ময়ী মহামায়ার প্রভাব কীর্ত্তন করিবেন। অনন্তর লোকপিতামহ ব্রহ্মা মনোভবের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত-গণসকলের কর্ম্মাদি-বিনির্দ্দেশ অভিপ্রায়ে সমদন-গণনিচয়কে কহিলেন, এই সকল গণ উৎপন্ন হইয়াই, যেহেতু উচ্চৈস্তরাং "মারয়", এই কথা বলিয়াছে, অতএব মুহুর্ম্মুহুঃ "মারয়", এই ক্রিয়াপদ উচ্চারণ করায়, ইহাদিগের "মার", এই নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। অপিচ, মারাত্মকত্ব-প্রযুক্তও ইহারা "মার" নামে অভিহিত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তথা সর্ব্ববিধ-শুভকার্য্যে অর্চ্চনা বিনা জীবগণের আরব্ধ-কার্য্যের সমাপ্তির প্রতি সতত বিঘ্নোৎপাদনই

ইহাদিগের সাধারণ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইল এবং হে মনোভব! তুমি স্বকার্য্য-সাধনার্থ যখন যখন যে যে স্থানে গমন করিবে, তত্তৎকালে তোমার সাহায্যার্থে ইহারাও সেই সেই স্থানে গমন করিবে, এইরূপে সর্ব্বদা তোমার অনুগমন, ইহাদিগের মুখ্য-কর্ম্মরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিঞ্চ, হে মন্মথ! যাহারা তোমার পঞ্চধা-বিভিন্ন-পুষ্পময়-বাণের বশবর্ত্তী, তাহাদিগের চিত্তোদ্‌ভ্রান্তি-সম্পাদন এবং জ্ঞানিগণের জ্ঞান-মার্গে সর্ব্বদা বিঘ্নোৎপাদন, ইহাদিগের অপরবিধ-কার্য্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ফলতঃ এই সংসারমণ্ডলে সৃষ্ট যাবতীয় জন্তুগণ যাহাতে সতত সাংসারিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত থাকে, এই মারগণ তথাবিধ-যত্ন অবলম্বন করিবে এবং সাংসারাসক্ত-জীবগণের অনুষ্ঠিত সাংসারিক-কর্ম্ম-সমূহেও সর্ব্বতঃ বিঘ্নোৎপাদন-সহকারে কামরূপী অত্যন্ত বেগ-সম্পন্ন এই মারগণ সংসার-মণ্ডলে সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিবে, ইহাদিগের বাসের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিবে না। অপিচ, হে মদন! যাঁহারা নিত্যক্রিয়া-বান্, অথবা প্রসিদ্ধ-পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত নিত্যক্রিয়াবসরে প্রদত্ত তোয় এবং পঞ্চযজ্ঞাংশ অবলম্বনে জীবনধারণ-পরায়ণ এই মারগণের গণাধ্যক্ষপদে অদ্য হইতে আমি তোমাকে নিযুক্ত করিতেছি। অনন্তর মারগণ সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার তথাকথিত বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, নিজ-নিজ-গতি অবধারণ-পূর্ব্বক পুষ্পায়ুধ মদন ও লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সমন্তাৎ পরিবৃত করিয়া, যথাকাম অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা যেন এই "মার"-নামক-দেবগণকে সামান্য-লোকমধ্যে পরিগণিত করিবেন না। কারণ, ইঁহারা সকলেই সদাকাল ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ বা ঊর্দ্ধরেতাঃ, মহাত্মা, ত্যাগশীল, জায়া অথবা তনয়াদি-সম্পর্কশূন্য; সুতরাং নিঃসমীহ এবং তপঃশালী। অতএব তথাকথিত মহাত্মা মারগণের মাহাত্ম্য এই ভূমণ্ডলে সর্ব্বথা অবর্ণনীয়।

অতঃপর ব্রহ্মা প্রসন্ন অন্তঃকরণে মদনের পরিজ্ঞানার্থ দেবী যোগ-নিদ্রার মহনীয়-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য সম্যক্‌রূপে প্রস্তুত হইলেন। যোগনিদ্রার সম্যক্-মাহাত্ম্য-বর্ণনোপক্রমে ব্রহ্মা কহিলেন, অব্যক্ত অর্থাৎ

মহাপ্রলয়কালে অব্যাকৃত বা প্রধানাপরনামা আকাশাখ্য অজ্ঞানগর্ভে নিহিত বীজভাবাপন্ন ব্যক্তরূপে গ্রহণে অযোগ্য অপ্রকটিতনামরূপাত্মক জগৎপ্রপঞ্চকে ব্যক্তরূপে অর্থাৎ সৃষ্টি-কাল-সমাগমে পরমেশ্বর-সিসৃক্ষা-বশে নিজগর্ভ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, প্রকটিতনামরূপাকারে স্বাত্মভূতসত্ত্ব-রজস্তমোগুণ-সাহায্যে বিভাগ-পূর্ব্বক যিনি অর্থ অর্থাৎ আকাশাদিভূত এবং ভৌতিক কার্য্যজাতের সৃষ্টি করেন, অথবা অব্যক্ত-ব্যক্তরূপে অর্থাৎ কার্য্যকারণ বা প্রকৃতি-বিকৃতিরূপে সত্ত্বরজস্তমোগুণ-সমাশ্রয়ণে বিভাগ করিয়া, যিনি এই জাগতিক পদার্থসকলের সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্যাপনশীল-বিষ্ণুশব্দিত শ্রীপরমেশ্বরদেবের মায়া বলিয়া, অভিহিতা হইয়াছেন। যে জলরাশির অন্তঃস্থল বা মধ্যভাগ নিম্ন বা অতি গভীর, তাদৃশ-বিশাল-জলরাশিমধ্যে অবস্থিতা হইয়া, যিনি নিম্নোর্দ্ধ অণ্ডকপাল-দ্বয়ে জগৎকে বিভক্তরূপে অবস্থাপিত করিয়া, ভোগ-সুখার্থ "পুরুষং যাতি", অর্থাৎ পরমেশ্বর পরমপুরুষের স্বরূপ হইতে বিস্ফুলিঙ্গন্যায়ে সমুৎপন্ন জীবগণের আশ্রয়ে গমন করেন, তিনি যোগনিদ্রা নামে অভিহিতা হইয়াছেন। প্রত্যেক-সর্গারম্ভকালে পরমানন্দরূপিণী যে দেবী ব্রহ্মা, বিশ্বামিত্র, সিন্ধুদ্বীপ, কৌৎস্য, প্রভৃতি-যোগিগণের অন্তর্হৃদয়ে সত্ত্ববিদ্যাস্বরূপে অবস্থিতা হইয়া, মন্ত্রসকলের অন্তর্ভাবনে অর্থাৎ আবির্ভাব-সাধনে তৎপরা ছিলেন, সেই দেবী মহাজনগণকর্ত্তৃক জগন্ময়ী-নামে নিগদিতা হইয়াছেন। জননী-জঠরাভ্যন্তরে অবস্থিতিকালে জ্ঞানসম্পন্ন জীবগণ সূতি-মারুত-কর্ত্তৃক-প্রেরিত হইয়া, উৎপন্ন বা ভূমিষ্ঠ হইলে, প্রাণিগণকে যিনি নিরন্তর-জ্ঞানরহিত করেন এবং পূর্ব্বাতিপূর্ব্বকালে অনুভূত-বিষয়সকলের সন্ধানার্থ সংস্কারের সহিত নিযুক্ত করিয়া, আহারাদিবিষয়ে প্রবৃত্তিসম্পন্ন করেন, তথা অনন্তরকালে মোহ, মমত্বজ্ঞান এবং সংশয়-সম্পন্ন করিয়া, জীবগণকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ, উপরোধ ও লোভমধ্যে পরিক্ষিপ্ত করেন, কিঞ্চ, "ক্রোধোপরোধমোহেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ", পশ্চাৎ আশুতর-গতি-সাহায্যে কামোপভোগে বিনিযুক্ত করিয়া, যিনি জীবসকলকে অহর্নিশ চিন্তানিমগ্ন করেন, তথা যে দেবী প্রাণি-নিচয়কে সতত আমোদযুক্ত, ব্যসনাসক্ত এবং সর্ব্বতঃ

ব্যবহারপরায়ণ করিয়া, সনাতনী সৃষ্টির স্থায়িত্ব বা দৃঢ়তা-সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই দেবী বেদবিদ্ বুধজন-কর্ত্তৃক মহামায়া নামে আখ্যাতা হইয়াছেন।

কিঞ্চ, যেহেতু এই দেবী মহামায়া নামে জগতীতলে বিখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, অতএব শাস্ত্রতত্ত্ববেত্তা মহাজনগণ এই দেবী মহামায়াকে জগদীশ্বরী নামেও আখ্যাতা করিয়া থাকেন। অহঙ্কারাদিসংসক্ত-সৃষ্টির প্রভব অর্থাৎ মুল-কারণ, বা সচ্চিদানন্দময়-পরমব্রহ্মলক্ষণ-পরশিবাখ্য-শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রতিবিম্বসমন্বিতা তমোরজঃসত্ত্বগুণ-সাম্যাবস্থা-স্বরূপিণী প্রকৃতিদেবীর ক্ষুত-পরিপূরণবশে অহঙ্কারাদি হইতে পশ্চাদ্ভাবিনী যে সৃষ্টি বা উৎপত্তি, সেই উৎপত্তির ইয়ত্তা অদ্যাপি অবধৃতা না হওয়ায়, উৎপন্ন-পদার্থের অনন্তরূপভেদে উৎপত্তিও অবশ্যই অনন্তরূপিণী স্বীকার করিতে হইবে। পরিকর্ম্মিত বা সংস্কৃত-ভূতলে পতিত বীজ হইতে ভূতপঞ্চক-কৃতসাহায্যবশে উৎপন্ন অঙ্কুর-সকলকে মেঘসম্ভব জল-সকল যেমন পরিবর্দ্ধিত, বা প্ররোহসম্পন্ন করে, সেইরূপ উৎপন্ন-জন্তু-সকলকে প্ররোহযুক্ত করেন বলিয়া, উৎপন্ন-পদার্থ-সকলের সৃষ্টি-স্বরূপা সেই শক্তিস্বরূপিণী দেবী মহামায়া, অনন্তরূপিণী, বা ঈশ্বরী-নামে অবশ্যই খ্যাতিলাভ করিতে পারেন। অপিচ, সেই মহাদেবী মহামায়া ক্ষমাবান্ সজ্জনগণের হৃদয়ে ক্ষমারূপে, তথা দয়ালু-মহাপুরুষগণের অন্তঃকরণে করুণারূপে নিত্যকাল অবস্থিতি করিতেছেন।

এইরূপ নিত্যভূতা সনাতনী সেই দেবী জগদ্গর্ভে নিত্যরূপে প্রকাশ-প্রাপ্তা হইতেছেন এবং সেই পরাদেবী নিজজ্যোতিঃ-স্বরূপ-সাহায্যে ব্যক্ত বা অব্যক্ত সকলেরই প্রকাশসাধন করিতেছেন। তথা ব্যাপনশীল-বিষ্ণুশব্দিত-পরমব্রহ্ম-সম্বন্ধিনী সেই দেবী বিদ্যাস্বরূপে যোগিগণের মুক্তি-হেতুরূপে বিরাজিতা রহিয়াছেন ও সাংসারিক জীবগণের বিদ্যাবিপর্য্যয়ে সংসারবন্ধহেতুরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মদন! "যা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥" ইত্যাদি-সপ্তশতীবাক্যও উপরি-উক্ত বাক্যার্থতাৎপর্য্যের সমর্থন করিতেছে। কিঞ্চ, এই দেবী লক্ষ্মীরূপ-ধারণ করিয়া "কৃষ্ণস্য" সুমনোহরা

দ্বিতীয়া পত্নীরূপে তাঁহাকে বিমোহিত করিতেছেন। হে মনোভব! এই মহাদেবী মহামায়া ত্রয়ীরূপে সদাকাল আমার কণ্ঠদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। অধিক কি বলিব? এই জগদীশ্বরী অনন্তরূপিণী দেবী "সর্ব্বত্রস্থা সর্ব্বগা দিব্যমূর্ত্তির্নিত্যা দেবী সর্ব্বরূপা পরাখ্যা। কৃষ্ণাদীনাং সর্ব্বদা মোহয়িত্রী সা স্ত্রীরূপৈঃ সর্ব্বজন্তোঃ সমন্তাৎ ॥" অতএব অনন্তরূপিণী ব্যক্তাব্যক্তপ্রকাশিনী জ্যোতিঃস্বরূপিণী এই পরাখ্যা দেবী যে সর্ব্বথা শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহন বা অনুমোহনে সমর্থা হইবেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ষষ্ঠ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তম অধ্যায়

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মা মহামায়া-দেবীর যথার্থ-স্বরূপ-প্রতিপাদন করিয়া, পুনরপি মদনকে কহিলেন, হে মনোভব! তুমি কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না। শ্রীহরসম্মোহনে মৎকর্ত্তৃক-বিনিযুক্তা সেই দেবী মহামায়া যাদৃশ উপায় অবলম্বন করিলে, শ্রীমন্মহাদেব দারপরিগ্রহে অবশ্য সম্মত হন, তাদৃশ আচরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়া, সুদৃঢ় অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিশ্বব্যাপিনী সেই দেবী অবশ্যই দক্ষতনয়া-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, মহাত্মা শ্রীশম্ভুদেবের শরীরার্দ্ধহরা দ্বিতীয়া সহধর্ম্মচারিণী পত্নী হইবেন, হে স্মর! একথা তিনি আমার সাক্ষাতে স্বয়ং বারম্বার কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব হে মন্মথ! তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে উৎকৃষ্ট উৎসাহ-সহকারে এই সকল স্বগণ, তথা অতিমনোহরা রতিদেবী এবং সখা বসন্ত-প্রভৃতির সহিত শ্রীমন্মহাদেবের আশ্রমপ্রদেশে গমন-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেব যাহাতে দারপরিগ্রহ করেন, অর্থাৎ সত্বর দার-পরিগ্রহে ইচ্ছুক, বা উদ্যোগী হন, তথা যত্ন অবলম্বন কর। শ্রীশঙ্কর-দেব যখন দারপরিগ্রহে অভিলাষী হইয়া, গৃহীতদার হইবেন, হে স্মর! তৎকালেই আমরা প্রকৃতপক্ষে কৃতকৃত্যতা অনুভবে সমর্থ হইব। কিন্তু, শ্রীশম্ভুদেব গৃহীতদার হইলেই, এই সৃষ্টির মূল অবিচ্ছিন্ন হইবে, বিশেষতঃ সুবিরূঢ়মূলা সৃষ্টির প্রবাহবিচ্ছেদ-সম্ভাবনা তিরোহিতা হইবে, এবিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ব্রহ্মদেবের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, লোকেশ্বর পিতামহের বিশিষ্ট-তুষ্টিবিধানার্থ মনোভব কহিলেন, আপনি শ্রীমন্মহাদেবের মোহন-বিষয়ে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা মধুর হইতেও মধুরতর। হে ব্রহ্মন্! এক্ষণে শ্রীহরদেবের সম্মোহন-বিষয়ে সেই দেবদেবের প্রত্যক্ষে, বা পরোক্ষে, আমরা যে যে উপায় অবলম্বন করিব, তৎসমুদয় আমি কীর্ত্তন করিতেছি, আমার মুখ হইতে শ্রবণ করুন।

হে লোকেশ! যৎকালে বশী জিতেন্দ্রিয়প্রবর শ্রীশম্ভুদেব সমাধিযোগাবলম্বনে অবস্থিত হইবেন, তৎকালে সমাধ-সমাশ্রয়ণে অবস্থিত সেই দেবদেবকে বিশিষ্ট-বেগসম্পন্ন, কখনও বা বিগতবেগ অর্থাৎ মৃদুমন্দ-শীতল-সুগন্ধ-সম্পন্ন, নিত্যসম্মোহনকারী মলয়-সমীরণ দ্বারা অভিবীজিত করিব। তথা মদীয়-কৌসুম-শরাসনে পঞ্চধা-বিভিন্ন পুষ্পময় স্বীয় সায়কসমূহ সংযোজিত করিয়া, দেবাধিদেবের গণসকলের সম্যক্ মোহন-সম্পাদন-পূর্ব্বক আমি নিয়তকাল তাঁহার সন্নিধে ভ্রমণ করিব। তথা শ্রীশ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমের চতুঃপার্শ্বস্থ তপঃপরায়ণ সিদ্ধ-দ্বন্দ্বকে দিব্য-রম্য-রামা-রমণে দিবানিশ সংসক্ত করিব এবং যাহাতে ঐ সকল সিদ্ধ-দ্বন্দ্বে পূর্ব্বপ্রতিপাদিত ভাব ও হাবসকল প্রবেশ করে, তাহারও যথা-রীতি ব্যবস্থা-প্রণয়ন করিব। হে পিতামহ! আমি শ্রীশঙ্করদেবের সন্নিধে একবার প্রবিষ্ট হইলে, সেই আশ্রমমণ্ডলে এমন কে প্রাণী থাকিতে পারেন, যিনি মুহুর্ম্মুহুঃ দ্বন্দ্বভাব ভজন করিবেন না? ফলতঃ আমার প্রবেশমাত্রেই সমুদায় জন্তু অবশ্যই দ্বন্দ্বীভূত হইবে। যদি এইরূপই হয়, তবে শ্রীশম্ভুদেব কিম্বা তাঁহার বাহন নন্দীশ্বর বৃষভবর কি মানসী বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইবেন না? "যদা হিমবতঃ প্রস্থং" অর্থাৎ আপনার সুখবাসার্থ, অথবা ইষ্টচিন্তন, বা তপশ্চরণার্থ, কুঞ্জকাননরমণীয় বিশাল হিমবান্ পর্ব্বতের একদেশে সানুপ্রদেশে, অথবা সমতল ভূভাগে যখন প্রমথাধিপ শ্রীশঙ্করদেব গমন করিবেন, হে বিধে! তৎকালে আমিও রতি এবং মধু-নামা বসন্তের সহিত তথায় গমন করিব। কিঞ্চ, যদি কোন সময়ে সর্ব্বদেবশিরোমণি শ্রীশঙ্করদেব সুমেরু-পর্ব্বতে গমন করেন, কিম্বা যদি কোন সময়ে নাটকেশ্বরে, অথবা নিজ কৈলাসালয়ে গমন করেন, তবে তৎকালমাত্রেই আমিও সেই সেই স্থানে গমন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশদেবের সম্মোহনে যত্নপরায়ণ হইব।

আর এক কথা এই যে, যদি কোন সময়ে, বা ক্ষণে শ্রীশঙ্করদেব ত্যক্তসমাধি অবস্থায় অবস্থিত হন, তবে আমিও তৎকাল, বা ক্ষণমাত্রেই তাঁহার সম্মুখভাগে চক্রমিথুন নিযোজিত করিব। হে ব্রহ্মন্! উক্ত চক্রবাক-চক্রবাকী-যুগল মুহুর্ম্মুহুঃ হাবভাবযুত হইয়া, নানাভাবে

শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখভাগে উত্তম-দাম্পত্যক্রমের সুমহৎ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ মৎকর্ত্তৃক-নিযোজিত নীলকণ্ঠগণ স্ব-স্ব-জায়া-সমভিব্যাহারে শ্রীনীলকণ্ঠদেবের পুরোভাগে বিবিধ-বিশিষ্ট-কামক্রীড়ারসাস্বাদনে তৎপর হইয়া, সম্মোহিত অবস্থায় শ্রীশঙ্করদেবেরও সম্মোহ-সম্পাদনে সহায়তা করিবে। তথা শ্রীমন্মহাদেবের সবিধে আমি বিবিধ মৃগ ও পক্ষিগণকে নিযুক্ত করিব। তাহারা মৎকর্ত্তৃক-নিযুক্ত হইয়া, অত্যন্ত-কামাসক্ত অবস্থায় বিচিত্রভাব আহরণ-পুরঃসর যখন প্রকৃষ্ট-রতিক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইবে, তৎকালে ময়ূরমিথুনকে বিশেষতঃ অবলোকন করিয়া, কে এমন প্রাণী আছেন? যিনি হৃদয়ে সমুৎসুক হইবেন না? হে ব্রহ্মন্! শ্রীশঙ্করদেবের পুরোভাগে অবস্থিত মৎপ্রেরিত মৃগ ও পক্ষিগণ সোৎসুক-হৃদয়ে স্ব-স্ব-জায়া-সমভিব্যাহারে যখন কামকেলি-পরায়ণ হইবে, কিম্বা নববসন্তসমাগমে মত্তমানস অন্যান্য জীবগণ শ্রীশঙ্কর-দেবের পার্শ্বদেশ আশ্রয় করিয়া, বিবিধ-বিচিত্র-রুচিরভাবপ্রকর্ষোজ্জ্বল-শরীরে মধুর-মলয়সমীরণ-সেবনে প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে দাম্পত্যপ্রণয়-সুখসৌভাগ্য-ভোগে সমাসক্ত হইবে, তৎকালে এই সকল কামকিঙ্কর-কৃত-বিকারসহচর ভাব অবলোকনে অবশ্যই শ্রীমন্মহাদেবেরও মানস মুগ্ধ হইবে। ফলতঃ শ্রীশঙ্করদেবের কোনরূপ বিবর অবলোকন না করিয়া, মদীয়-সুপ্রসিদ্ধ-শরসকল যখন কদাচিদপি তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মৎকর্ত্তৃক নিপাত্য নহে, হে সর্ব্বলোককৃৎ! তখনই আমি বহুধা-বিচার-দ্বারা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, একমাত্র রামাসঙ্গ ব্যতীত প্রকারা-ন্তরে শ্রীহরদেবকে সম্মোহিত করা কখনই সম্ভবপর নহে। এমন কি, আমি যদি স্বয়ং সহায়সকলের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের সম্মোহনে যত্ন-পরায়ণ হই, তাহা হইলেও আমার মনে হয়, আমিও সেই নিত্যনিরঞ্জন-নিষ্কল-দেবকে সম্মুগ্ধ করিতে সমর্থ হইব না।

হে পিতামহ! রামাসঙ্গ বিনা শ্রীহরদেবের চিত্তাকর্ষণ সম্ভবপর, বা সহজসাধ্য নহে, একথা যে কেন বলিতেছি, শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহন-বিষয়ে মধুনামা বসন্তের কৃত্য-বর্ণন-প্রসঙ্গে আমি তাহার কারণ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে মহাভাগ! আপনি আমাকে

শ্রীশঙ্করদেবের বিমোহনে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক দেবীর আবির্ভাব-সাধনার্থ পুণ্যতর মন্দর-গিরি-শিখরে তপশ্চরণার্থ মনোনিবেশ করিলে, পশ্চাৎ আমাকে শ্রীহরদেবের চিত্তসমাকর্ষণে আগ্রহপরায়ণ অবলোকন করিয়া, মদীয় সহচর বসন্ত পুনরপি মৎসাহায্যার্থে শ্রীহরদেবের বিমোহনে নিজের নিত্যোচিত যে যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর হইয়া, চম্পক-কেশরাম্র-করুণ-পাটল-নাগকেশর-পুন্নাগ-কিংশুক-কেতক-ধব-মাধবী-মল্লিকা-পর্ণধার-কুরুবক-প্রভৃতি-পুষ্প-পাদপ ও লতা সকলকে নূতনোদ্গত পত্রপুষ্পে উৎফুল্ল, বিকশিত বা পরিশোভিত করিয়াছিলেন। শ্রীহরদেব যেখানে অবস্থিত ছিলেন, তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ-সরোবর-সকলকে মন্দমন্দমধুর-মলয়মারুত-বীজিত-প্রফুল্ল-পদ্ম-প্রকরে পরম-রমণীয়তার আস্পদে পরিণত করিয়াছিলেন। কিঞ্চ, মলয়ানিল-বীজিত-প্রফুল্ল-পদ্ম-পুঞ্জের সুমধুর-সুস্নিগ্ধ-সৌরভে শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-মণ্ডল সুরভিত বা সযত্নে অতীব সুগন্ধীকৃত করিয়াছিলেন। তথা শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-মণ্ডলস্থ-প্রফুল্ল-সুমনঃ-সম্পন্ন-লতা-সকল বসন্ত-প্রাদুর্ভাব-প্রভাবে ফুল্ল-পাদপ-সঞ্চয় বা বিবিধ-জাতীয়-নব-পল্লব-প্রসূন-শোভিত-বৃক্ষসকলকে রুচির-ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল। পরন্তু হে দেব! অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, চারু-পুষ্পৌঘ-ভূষিত এবং সুগন্ধি-সমীরণ দ্বারা আন্দোলিত সেই সকল বৃক্ষের বিপুল-শোভা-সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়াও, তত্রস্থ মুনিগণও কিঞ্চিন্মাত্রও বিকার-প্রাপ্ত, অথবা কাম-বশবর্ত্তী হইলেন না।

কিঞ্চ, হে লোকেশ! শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমে কৃতনিবাস তপঃ-পরায়ণ সিদ্ধগণ, মুনিগণ, সুরগণ, তথা শ্রীশঙ্কর-সেবক প্রমথগণ, অথবা সেই তপোবনে যে যে অতি তপোধনগণ অবস্থিত ছিলেন, তাঁহারা যেমন সুশোভন-নানা-ভাবদ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত হইলেন না, পরন্তু সুখে-স্বচ্ছন্দে নিবাস করিতে লাগিলেন, সেইরূপ আমরা বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও, সেই ধ্যান-নিমীলিত-নয়ন শ্রীশঙ্করদেবের কিঞ্চিন্মাত্রও মোহের কারণ অবলোকনে সমর্থ হইলাম না। এমন কি, শ্রীশঙ্করদেব কায়োত্থ-ভাবমাত্রও প্রকাশ করিলেন না। হে দেব! আমি এই সকল

ব্যাপার নিজ-নয়ন-যুগলে প্রত্যক্ষ করিয়া এবং শ্রীহরদেবের ভাবন বা বিমোহন যে সহজসাধ্য নহে, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বিমোহন-ব্যাপার হইতে বিরত বা বিমুখ হইয়াছি। হে পিতামহ! আমার দৃঢ়তর বিশ্বাস এই যে, শ্রীশিব-সুন্দরী-সমাগম, অথবা শ্রীহরমনোমোহিনীর সহায়তা ভিন্ন শ্রীশম্ভুবিমোহন কদাপি নিয়ত হইতে পারে না। অতএব হে দেব! যাঁহার সাহায্য ব্যতীত শ্রীশিবসম্মোহন সম্ভাবিত বা নিয়ত নহে, আপনার প্রার্থনা-পরিপূরণ-কালে সেই দেবী স্বয়ং যোগ-নিদ্রা-কর্ত্তৃক উদিত-মধুর-বচন-পরম্পরা, অর্থাৎ দেবীকথিত যে সকল বাক্য ইদানীং আপনি আমার নিকটে কীর্ত্তন করিলেন, ঐ সকল ভবদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুনশ্চ সেই দেবীর প্রভাব অবগত হইয়া, অনন্তর সহায়ক-স্থানীয় এই সদ্যঃ-সমুৎপন্ন গণসকলকে দর্শন করিয়া, অধুনা আমি শ্রীশম্ভুদেবের বিমোহনার্থ বারম্বার সুদৃঢ় উদ্যমের আশ্রয় গ্রহণ করিব।

হে ত্রিলোকেশ! আপনিও বিশেষতঃ যত্ন অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে সেই দেবী যোগনিদ্রা দ্রুততর শ্রীশম্ভুজায়ারূপে আবির্ভূতা হন, তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট বিধান প্রবর্ত্তিত করুন। পুনশ্চ, হে দেবেশ! এক-মাত্র সেই দেবী মহামায়ার আবির্ভাব বিনা শ্রীমহেশদেব-কর্ত্তৃক সদাকাল অনুষ্ঠিত যমনিয়ম, নিত্যশঃ প্রাণায়াম, আসন, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধির গোচরে বিঘ্ন-সম্ভব অর্থাৎ বাধা বা ব্যাঘাত উৎপাদন আমার বিবেচনায় শতশত মারগণও করিতে পারিবে না। যদ্যপি ভবৎসৃষ্ট-মার-শত-কর্ত্তৃক শ্রীমহেশদেবানুষ্ঠিত যমাদির বিঘ্নসম্ভব কদাপি করণীয় নহে, ইহা আমি মনে মনে নিশ্চিতরূপে অবগত আছি, হে দেব পিতামহ! তথাপি শ্রীমন্মহেশদেবের অনুষ্ঠিত যোগাঙ্গে যাবৎ সম্ভব, তাবৎ এই মারগণ বিকার-বিঘ্ন উৎপাদন করিবে। পরন্তু হে দেব! আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সমক্ষে অন্যের তেজঃ, অথবা বল কিছুই করিতে সমর্থ হইবে না।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তম অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টম অধ্যায়

অনন্তর সরোজাসন ব্রহ্মাও মদনের উক্তরূপ বচনসকল শ্রবণ করিয়া, যোগনিদ্রা-কথিত বাক্যার্থ-স্মরণ-পূর্ব্বক সবিশেষ-তাৎপর্য্য-বিনিশ্চয়-সহকারে পুনরপি মধুরবচনে মদনকে এই কথা বলিলেন যে, হে বৎস! জগন্ময়ী মহাদেবীর বাক্য কখনও বিফল বা বিতথ হইবার নহে। সেই দেবী যোগনিদ্রা অবশ্যই শ্রীশম্ভুদেবের মনোমোহিনী পত্নী হইবেন, এবিষয়ে তুমি কোনরূপ সন্দেহের বশবর্ত্তী হইও না। সেই দেবী যোগনিদ্রা শ্রীশঙ্করদেবের পত্নীরূপে শ্রীমন্মহেশমনোমোহনে তৎপরা হইলে, তুমি যথাশক্তি, যথাসম্ভব, তাঁহার সহায়তা করিবে। অধুনা শ্রীশঙ্করদেব যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, হে মনোভব! তুমি দ্রুততর বেগ অবলম্বনে সখা বসন্ত এবং অন্যান্য স্বগণ-সকলের সহিত সেই স্থানে গমন কর। কিন্তু, হে মন্মথ! তুমি রাত্রিন্দিব অর্থাৎ অহোরাত্রকে সমভাগে চতুর্দ্ধা বিভক্ত করিয়া, তুর্য্যাংশমাত্র-কাল নিত্যশঃ এই সংসারমণ্ডলকে মোহিত করিবে এবং অবশিষ্ট-ভাগত্রয়-পরিমিত-কালে শ্রীশঙ্করদেবের পার্শ্বে অবস্থিত হইয়া, স্বগণ-সমভিব্যাহারে শ্রীমন্মহাদেবের মানস-মোহন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে। এই কথা বলিয়া, সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা তৎক্ষণমাত্রে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে, অনন্তর পুষ্পধন্বা শ্রীমান্ কামদেবও ললিতযোষিদ্‌ভ্রূলতা-চারু-শৃঙ্গ-চাপ রতি-বলয়পদাঙ্কাঙ্কিত কণ্ঠে আসক্ত নিহিত স্থাপিত করিয়া, তথা সহচর মধুনামা বসন্তের করকমলে স্বীয় অমোঘ চূতাঙ্কুরাস্ত্র ন্যস্ত করিয়া, প্রফুল্ল-অন্তঃকরণে শ্রীশিবসম্মোহনসমুদ্যতমানসে শ্রীশঙ্করদেব-সকাশে মার নামে অভিহিত গণসকলের সহিত গমন করিলেন।

এতস্মিন্নন্তরে সুচিরকাল তপশ্চরণে নিরত সুব্রত প্রজাপতি দক্ষ বহুতর নিয়মানুষ্ঠানদ্বারা আরাধনা-সাহায্যে দেবী ভগবতীকে সুপ্রসন্না করিলেন। অনন্তর দেবী ভগবতী যোগনিদ্রা পূজন-পরায়ণ নিয়ম-যুক্ত

প্রজাপতি দক্ষের পুরোভাগে কালীরূপে প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূতা হইলেন। অতঃপর প্রজাপতি দক্ষ প্রত্যক্ষতঃ সর্ব্বব্যাপক শ্রীপরমেশ্বর-দেবের জগন্ময়ী মায়াদেবীকে দর্শন করিয়া, নিরন্তর নিজ আত্মাকে কৃতকৃত্য মনে করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, "সিংহস্থাং কালিকাং কৃষ্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাম্। চতুর্ভুজাং চারুবক্ত্রাং নীলোৎপলধরাং শুভাম্। বরদাঽভয়দাং খড়গহস্তাং সর্ব্বগুণান্বিতাম্। আরক্তনয়নাং চারুমুক্তকেশীং মনোহরাম্॥" সেই মহামায়া দেবীকে দর্শন করিয়া, অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ পরম-প্রীতি-যুক্ত-মানসে বিনয়াবনত-কন্ধরে স্তুতি-প্রণয়ন-পূর্ব্বক পুনরপি মহাদেবীর মানস-সন্তোষণে প্রবৃত্ত হইলেন।

অপিচ, প্রযতাত্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক বহুবিধ-সারগর্ভ-স্তুতিবচনে সংস্তুতা সেই দেবী মহামায়া স্বয়ং প্রজাপতি দক্ষের ঈপ্সিত অবগত হইয়াও, দক্ষপ্রজাপতিকে কহিলেন, হে দক্ষ! মদ্‌বিষয়িণী তোমার এই ভক্তি-দ্বারা আমি অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছি এবং তোমার অনুষ্ঠিত নিয়ম, তপস্যা ও স্তুতিদ্বারাও আমি অতীব সন্তোষ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তোমার অভীষ্ট বরণীয় বর কি? তাহা বল, আমি তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিতেছি। প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন, হে ভগবতি! জগন্ময়ি! মহামায়ে! যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়া, আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তবে আপনি অধুনা আমার কন্যারূপে জন্ম-গ্রহণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের জায়াস্থলে অবস্থিতি করুন। হে দেবি! ভগবতি! এই বরণীয় বর কেবল আমারই বাঞ্ছনীয় নহে, পরন্তু সমগ্র জগৎ আপনার নিকটে উক্ত বর ভিক্ষা করিতেছে। হে প্রজেশ্বরি! লোকেশ্বর ব্রহ্মা, প্রজাপালক বিষ্ণু এবং অন্যান্য সমস্ত দেবগণও আপনার নিকটে উক্ত একমাত্র বরের প্রার্থী, জানিবেন।

দেবী কহিলেন, হে প্রজাপতে! আমি তোমার জায়াগর্ভে সুতা-রূপে উৎপন্না হইয়া, অচিরকালমধ্যে হরজায়া হইতে অঙ্গীকার করিতেছি। পরন্তু হে প্রজাপতে! আমি বরদানাবসরে এ কথাও বলিয়া রাখিতেছি যে, আমি তোমার জায়াগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের জায়াস্থান অধিকার করিব, ইহা যেমন ধ্রুব সত্য, সেইরূপ

তুমি যখনই আমার প্রতি মন্দাদর হইবে, অথবা আমার প্রতি যখনই কোনরূপ বিপ্রিয়াচরণ করিবে, সুখিনী, অথবা দুঃখিনীই বা হই না কেন? আমি তৎক্ষণমাত্রেই তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত সেই কন্যকাশরীর পরিত্যাগ করিব। হে প্রজাপতে! এই আমি তোমাকে তোমার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলাম। পুনশ্চ বলিতেছি, হে প্রজাপতে! আমি প্রতি সর্গে তোমার সুতারূপে উৎপন্না হইয়া, সর্ব্বদেবশিরোমণি শ্রীহরের প্রিয়া হইব, তথা সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীমন্মহাদেবকে সম্মোহিত করিব। কিঞ্চ, প্রতি সর্গে তোমার কন্যাস্বরূপে আবির্ভূতা হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব স্বভাবতঃ নিরাকুল হইলেও, যাহাতে তিনি সম্মোহ-প্রাপ্ত হন, আমি তাহার যথোচিত-ব্যবস্থা করিব। এই কথা বলিয়া, জগন্ময়ী মহামায়া প্রজাপতিমুখ্য-দক্ষ যখন তাঁহার দৈবী রূপমাধুরী নির্নিমেষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে সহসা অন্তর্হিতা হইলেন। এদিকে প্রজাপতি দক্ষও দেবী মহামায়া অন্তর্হিতা হইলে, নিজ আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক সেই জগন্ময়ী দেবী জগদীশ্বরী আমার সুতাস্বরূপে উৎপন্না হইবেন, এই অভাবনীয় ভাবী সৌভাগ্যোদয়-চিন্তা করিয়া, মনে মনে পরম-প্রমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর প্রজাপতিমুখ্য দক্ষ স্বীয় আশ্রমমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া, স্ত্রীসঙ্গম বিনা কখনও সঙ্কল্প দ্বারা, কখনও বা আবির্ভাব-সাধনী বিদ্যা দ্বারা, কখনও বা মনোমাত্র-সাহায্যে এবং কখনও বা চিন্তন-সাহায্যে প্রজোৎপাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। উক্তরূপ উপায় অবলম্বনে প্রজাপতি দক্ষ প্রজোৎপাদনে তৎপর হইলে, তৎকালে তাঁহার যে সকল তনয় জাত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সংখ্যায় অল্প নহেন। পরন্তু প্রজাপতি দক্ষের মানস-সম্ভূত বহুশঃ তনয় দেবর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে এই সপ্তদ্বীপা বসুমতীর প্রান্তোপান্তপ্রদেশে কেবলমাত্র পরিভ্রমণে তৎপর হইলেন। ঐ সকল পুত্রকে প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে সহায়করূপে প্রাপ্ত না হইয়া, প্রজাপতি দক্ষ পুনঃ পুনঃ সহস্রশঃ পুত্র উৎপাদন করিলেন। প্রজাপতি দক্ষের সঙ্কল্প বা চিন্তন দ্বারা তৎকালে যে যে তনয়-সকল সঞ্জাত হইলেন, তাঁহারাও নারদ-বাক্যানুসারে সকলে মিলিত হইয়া,

ভ্রাতৃপদবীর অনুসরণ করিলেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ যে সকল মানসপুত্র উৎপন্ন হইলেন, তাঁহারা সকলেই "প্রজাপতি দক্ষ এই পৃথিবীতলে তোমাদিগকে সৃষ্টিকর্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উৎপাদিত করিয়াছেন, অতএব কোন্ স্থানে কিরূপ সৃষ্টির প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশিষ্টতর অভিজ্ঞতালাভার্থ তোমরা সকলে প্রান্ত এবং উপান্তভাগে আয়তা এই কৃৎস্না পৃথিবী পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক পরিদর্শন কর", এতাদৃশ নারদবাক্যপ্রভাবপ্রণোদিত হইয়া, সেই যে পৃথিবী-পরিভ্রমণে বিনির্গত হইয়াছেন, অদ্যাপিও তাঁহারা প্রতিনিবৃত্ত হইতেছেন না।

প্রজাপতি দক্ষ পুত্রগণের অপুনরাবর্ত্তন-বশতঃ অতীব দুঃখিত অন্তঃকরণে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, মানস-সঙ্কল্প-প্রভব-পুত্রকগণ শুক্র-শোণিতাদি-বীজ, অথবা গর্ভবাস, কিম্বা যোনি-নিপীড়নাদি-দূষণ-সম্পর্ক-বর্জ্জিত হওয়ায়, বিশুদ্ধসত্ত্বোৎকর্ষবাহুল্যবশতঃ স্বভাবতঃ জ্ঞান-বৈরাগ্য-পরায়ণ হইয়া, পৃথিবী-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইয়াছে এবং অদ্যাপি প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে না। অতএব আমি অধুনা মানস-প্রজার পরিবর্ত্তে মৈথুন-সম্ভব-প্রজা-সর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইব। এইরূপ আলোচনা করিয়া, অনন্তর মৈথুন-সম্ভব-প্রজা-সমুৎপাদনার্থ প্রজাপতি দক্ষ অসিক্নী এবং বীরণী নামে প্রসিদ্ধা ঈপ্সিতা বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন। এই বীরণকন্যা বীরণীকে বিবাহ করিয়া, প্রজাপতি দক্ষ যখন তাঁহার প্রতি প্রথম সঙ্কল্প করিলেন, তৎকালমাত্রেই তিনি গর্ভধারণ পূর্ব্বক এক কন্যা প্রসব করিলেন। কন্যা উৎপন্না হইবামাত্র প্রজাপতি দক্ষ সদ্যোজাতা কন্যাকে অবলোকন করিয়া, পরম-প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর সুপ্রীত প্রজাপতি তৎকালে মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিলেন যে, জাতমাত্রা এই কন্যা যখন অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-সৌন্দর্য্য এবং তেজঃ-প্রাচুর্য্যে অতীব সমুজ্জ্বল-শোভা ধারণ করিয়া, দশ দিক্ বিভাসিতা করিতেছেন, তখন নিশ্চিতই সেই করুণাময়ী দেবী মহামায়া আমার প্রতি অনুকম্পা-প্রদর্শনার্থ মদীয় আশ্রমে কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছেন।

এইরূপে দেবী মহামায়া সঞ্জাতা হইলে, দেবগণ তাঁহার সম্বর্দ্ধনার্থ

সমুদ্গত হইয়া, আকাশতলে অবস্থিতি-পূর্ব্বক দিব্য-পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মেঘ-সকল বারি-বর্ষণ করিতে লাগিল, ত্রিদশগণ বিয়দ্গত অবস্থায় পুষ্পবৃষ্টির অনন্তর বিবিধ-দিব্য-বাদ্যসকল বাদিত করিয়া, ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ধ্বনিত করিলেন। সরিৎ-সরোবরাদির সলিল-সকল স্বচ্ছতা-নিবন্ধন প্রসন্নভাব ধারণ করিল এবং যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞশালাস্থ শান্ত যজ্ঞাগ্নিনিচয় প্রজ্বলিত হইলেন। অতঃপর নিজ-জায়া বীরণীদেবী কর্ত্তৃক লক্ষিত অর্থাৎ তাঁহার দর্শনগোচরে অবস্থিত হইয়া, প্রজাপতি দক্ষ সর্ব্ব-ব্যাপক-পরম-ব্রহ্ম-দেবের মহিষীস্থানীয়া জগদীশ্বরী মহামায়াকে দর্শন করিয়া, সদ্ভক্তি-প্রদর্শন-দ্বারা তাঁহার সন্তোষসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। দক্ষ কহিলেন, যিনি বেদজ্ঞপণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক শিবা, শান্তা, মহামায়া, যোগনিদ্রা ও জগন্ময়ী নামে অভিহিতা হইয়াছেন, আমি সেই সনাতনী পারমেশ্বরী মায়াদেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি। যিনি পূর্ব্বকালে বিধাতাকে জগৎ-সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, যিনি সৃষ্ট জগতের স্থিতি বা পালন-কার্য্যে শ্রীবিষ্ণুদেবকে নিযুক্ত করিয়া, জগৎপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছেন, যাঁহার নিয়োগবশে জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু-কর্ত্তৃক-পরিপালিত-বিশ্ব-প্রপঞ্চের বিনাশসাধনে শ্রীরুদ্রদেব অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই মহীয়সী দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিতেছি। যে দেবী সর্ব্বথা বিকাররহিতা, শুদ্ধস্বভাবা, সর্ব্বপ্রমাণাতীতা অথচ প্রমাণমানমেয়াখ্যা, আমি সেই সুখাত্মিকা জগদীশ্বরীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিতেছি।

ইত্যাদিরূপে প্রজাপতি দক্ষ কর্ত্তৃক সংস্তুতা বিদ্যাবিদ্যা-প্রকাশিকা সেই দেবী প্রভাবতী তত্রস্থ সর্ব্বজনগণকে সম্যক্‌রূপে মুগ্ধ করিয়া, যাহাতে মাতা তথা অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাঁহার বাক্যশ্রবণে সমর্থ না হন, অথচ পিতার কর্ণগোচর হয়, এরূপ অনুচ্চস্বরে কহিলেন, হে মুনিসত্তম! আমি পূর্ব্বকালে তোমাকর্ত্তৃক যে জন্য সমারাধিতা হই-য়াছি, সম্প্রতি তুমি তোমার সেই ঈপ্সিত সিদ্ধপ্রায় অবধারণ কর। এই কথা বলিয়া, দেবী মহামায়া প্রজাপতি দক্ষের সমক্ষেই নিজ-মায়া-সাহায্যে শৈশব-ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক জননীর অঙ্কতলে উত্তানভাবে শয়ানাবস্থায় সাধারণী বালিকার ন্যায় সহসা রোদন করিয়া উঠিলেন। অনন্তর

বীরণীদেবী যথোচিত যত্নের সহিত সেই কন্যারূপিণী জগদীশ্বরী দেবী মহামায়াকে সুরীতিক্রমে সংস্কৃতা করিয়া, পশ্চাৎ শিশুপালন-বিধানানুসারে জগন্মাতাকে স্তন্যাদি প্রদান করিলেন। এইরূপে সুমহাত্মা দক্ষ এবং মাতা বীরণীকর্ত্তৃক যথারীতি পরিপালিতা সেই কন্যা শুক্লপক্ষে নিশানাথ যেমন প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ অন্বহ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হইতে লাগিলেন। কিঞ্চ, শুক্লপক্ষীয় শশধরে যেমন মনোহর কলাসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ দক্ষকন্যকাশরীরে শৈশবকালেই সমুদায় সদ্‌গুণ ক্রমে ক্রমে প্রবিষ্ট হইল।

দক্ষকন্যা দেবী মহামায়া সখীগণের মধ্যে অবস্থিতা হইয়া, যখন নিজভাবে ক্রীড়া করিতেন, তখন তিনি প্রতিদিন বারংবার শ্রীভর্গদেবের প্রতিমা অঙ্কিতা করিতেন। জগন্ময়ী দেবী যখন সখীগণমধ্যগতা হইয়া, বাল্যোচিত গীত-সকল গান করিতেন, তৎকালে অন্বহ স্মর-পরিগৃহীতমানসে উগ্র, স্থাণু, হর বা শ্রীরুদ্রদেবকে স্মরণ করিতেন। সর্ব্বগুণে প্রশস্তা সেই দেবী মহামায়া উক্তরূপে যৎকালে বাল্য-ক্রীড়ারসে আসক্তা ছিলেন, তৎকালে প্রজাপতি দক্ষ নিজ তনয়ার "সত্ত্বাদপি নয়াদপি" সতী, এই নাম রক্ষা করিলেন। সতী প্রজাপতি দক্ষের ও মাতা বীরণী দেবীর অতুল করুণা-প্রাচুর্য্যে যেমন প্রতিদিন বর্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন, সেইরূপ ক্রমশঃ তাঁহার শ্রীশঙ্করানুরাগও বিশিষ্টরূপে বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। অপিচ, সতী যেমন বাল্যকালেই শ্রীশঙ্করদেবের অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, সেইরূপ পিতা দক্ষ এবং মাতা বীরণীর অত্যন্ত ভক্তা ও অনুরক্তা হওয়ায়, স্নেহ-পুত্তলী অতিমনোহারিণী সতীর প্রতি তাঁহাদিগেরও গঙ্গাপ্রবাহবেগে বর্দ্ধিতা উপমাহীনা করুণা নিত্যই মুহুর্ম্মুহুঃ বিবর্দ্ধিতা হইতে লাগিল। শ্রীমতী সতী দেবীও পিতামাতার নিরুপম লালন-পালনগুণে সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণ এবং বিনয়াদি-শিক্ষা দ্বারা নিত্য নিত্যই জনকজননীর আনন্দোৎসব বা সন্তোষসম্পাদন-সহকারে ক্রমশঃ বাল্যকাল অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর একদা সর্ব্ববিধ কান্তগুণে সমাক্রান্তা সর্ব্বথা নয়শালিনী শ্রীমতী সতী দেবী পিতা প্রজাপতি দক্ষের পার্শ্বদেশে অবস্থিতি

করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মাসন ব্রহ্মা এবং দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া, অনন্তর পৃথিবীতলে রত্নভূতা সেই শুভা সতীদেবীকে দর্শন করিলেন। সতীদেবীও চতুরানন ব্রহ্মা ও মুনিপ্রবর নারদকে অবলোকন করিয়া, মুদিতান্তঃকরণে বিনয়াবনতমস্তকে তৎক্ষণাৎ দেব ব্রহ্মা ও নারদকে প্রণাম করিলেন। কৃতপ্রণামা বিনয়াবনতা সতীদেবীকে দর্শন করিয়া, প্রজাপতি বিধি ও নারদ তাঁহার প্রতি এইরূপ আশীর্ব্বাদ-বাক্য কীর্ত্তন করিলেন যে, হে শুভে! যিনি তোমাকে সর্ব্বদা মনে মনে কামনা করেন এবং তুমিও মানসে সর্ব্বদা যাঁহাকে পতিরূপে কামনা করিতেছ, সেই সর্ব্বদেব-শিরোমণি-সর্ব্বজ্ঞ-জগদীশ্বরকে তুমি পতিরূপে প্রাপ্তা হও। যিনি অন্যা পত্নীকে গ্রহণ করেন নাই, সম্প্রতিও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না এবং ভবিষ্যৎকালেও তোমাভিন্ন অন্য-পত্নীকে গ্রহণ করিবেন না, যিনি একমাত্র তোমাকেই জায়ারূপে প্রার্থনা করেন, সেই অনন্য-সদৃশ শ্রীশঙ্করদেব তোমার পতিস্থানে অধিরূঢ় হউন। এবংবিধ আশীর্ব্বচন কথনের অনন্তর সুচিরকাল যাবৎ দক্ষপ্রজাপতির আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া, পশ্চাৎ কার্য্যাতিপাত বশতঃ ব্রহ্মলোকে গমনেচ্ছু চতুরানন ব্রহ্মা ও নারদ প্রজাপতিমুখ্য-দক্ষাদি-মুনিবৃন্দ-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট হইয়া, স্বস্থানাভিমুখে প্রস্থিত হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টম অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—নবম অধ্যায়

এইরূপে বাল্যকাল ব্যতীত করিয়া, অনন্তর প্রজাপতি দক্ষের নয়না-নন্দদায়িনী নন্দিনী সতী দেবী ধীরে ধীরে নবযৌবন-সীমায় পদার্পণ করিলেন। শোভন-নবযৌবনকালের প্রথম-সমাগমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গনিচয়ের অতীব রূপলাবণ্যমাধুর্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুমনোহরা সেই সতীদেবীকে দর্শন করিয়া, প্রজাপতি দক্ষ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, প্রোত্থিন্নান্তর্বয়ঃ-স্থিতা এই সুতাকে কেমন করিয়া, শ্রীভর্গদেবের করকমলে সম্প্রদান করিব। তথা সতীদেবীও তৎকালে প্রতিদিন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি কেমন করিয়া, দ্যুপতি ধরণীপতি জগৎপতি শ্রীপশুপতিদেবকে প্রাণপতিরূপে প্রাপ্তা হইব। অনন্তর সতীদেবী শ্রীভর্গদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, মাতা বীরণীর অনুজ্ঞা-গ্রহণ-পূর্ব্বক তথা নিজগৃহে অবস্থিতি-পুরঃসর কঠোরতর-নিয়মানুষ্ঠান সহকারে অন্বহ শ্রীশঙ্করদেবের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। সতীদেবী আশ্বিনমাসে নন্দকাখ্যা-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, গুড়োদন-সহিত-লবণদ্বারা শ্রীহরদেবের পূজাকার্য্য-সমাপনান্তে তাঁহার বন্দনা করিলেন। কার্ত্তিকমাসের চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, অপূর্ব্ব অপূপ অর্থাৎ পিষ্টক এবং সমাকীর্ণ-পায়সদ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের সম্যক্ আরাধনা করিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবের সংস্মরণে মনোনিবেশ করিলেন। মার্গশীর্ষমাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথি প্রাপ্তা হইয়া, যব এবং ওদন-সহিত-সলিলদ্বারা শ্রীনীলকণ্ঠদেবের পূজা করিয়া, পশ্চাৎ নীলবর্ণ বৃষ, নীলদূর্ব্বা-দল, নীল পুষ্প ও নীল-পত্র-সমর্পণ-পুরঃসর দিবস অতিবাহিত করিলেন। পৌষমাসের কৃষ্ণা-সপ্তমী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, ত্রিযামাজাগরণ করিয়া, কৃশরান্ন অর্থাৎ তুল্যতিলান্ন, অথবা দ্বিদলমিশ্রিতান্নদ্বারা প্রাতঃকালে শ্রীশিবদেবের পূজা করিলেন। তথা শ্রীমতী সতীদেবী মাঘমাসের পৌর্ণমাসী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, নিশীথিনী-জাগরণ-পূর্ব্বক আর্দ্রবস্ত্রধারণ করিয়া, নদীতীরে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূজন করিলেন।

কিন্তু, শ্রীমতী সতী শ্রীহর-সংস্মরণ-তৎপরমানসে সমগ্র-মাঘমাস তৎকালসম্ভব-নানাবিধ-ফলমূল ও পুষ্প-প্রভৃতির দ্বারা সম্যক্ নিয়তাহার অবলম্বন-পূর্ব্বক পরিযাপিত করিলেন। বিশেষতঃ তপস্য অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, রাত্রিকালে জাগরণ-পুরঃসর দেবদেবের অখণ্ড অসংখ্য-বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিলেন। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, বহুসংখ্যক পলাশ-কুসুমদ্বারা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের পূজা করিয়া, দিবা ও রাত্রিকালে কেবলমাত্র শ্রীশঙ্কর-স্মরণপূর্ব্বক সেই বাসর অতিবাহিত করিলেন। তথা বৈশাখ-মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয়াতৃতীয়া-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, যবোদনাদিসহ বিবিধ উপকরণসমর্পণ-সহকারে শ্রীবিশ্বনাথদেবের পূজা করিয়া, গব্যঘৃতমাত্র-ভোজনাবলম্বনে একপ্রকার নিরাহার অবস্থায় শ্রীবৃষভবাহনদেবের শ্রীচরণ-স্মরণপূর্ব্বক মাসব্রতের আচরণদ্বারা পশ্চাৎ সতী দেবী সমগ্রবৈশাখমাস যাপন করিলেন। এইরূপ জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমারাত্রি প্রাপ্তা হইয়া, বিবিধ-বিচিত্র-সূক্ষ্ম-কৌশেয়-বসন ও বৃহতী-পুষ্পপ্রভৃতি উপহার অর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৈলাসাধিনাথের পূজা করিয়া, স্বয়ং নিরাহারা সতীদেবী জ্যৈষ্ঠীয়-পূর্ণিমারাত্রি অতিবাহিতা করিলেন। আষাঢ়-মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, সতীদেবী প্রচুরতর-বৃহতীকুসুমদ্বারা শ্রীকৃত্তিবাসদেবের পূজা করিলেন। তথা শ্রাবণমাসের সিতাষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীমতী সতীদেবী যজ্ঞোপবীত, বিচিত্র বাসোযুগল এবং পবিত্র-প্রভৃতি উপহার অর্পণ-পুরঃসর শ্রীপ্রমথাধিনাথদেবের সম্যক্ অর্চ্চনা করিলেন। তথা ভাদ্র-মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, শ্রীমতী সতীদেবী নানাবিধ ফল ও পুষ্প-প্রভৃতির দ্বারা শ্রীমন্মহেশদেবের সম্যক্ পূজা করিয়া, অনন্তর চতুর্দ্দশী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, ফলমাত্র ভোজন করিলেন।

পূর্ব্বকালে শ্রীমতী সতীদেবী যে সময়ে এই ব্রত আরব্ধ করিয়াছিলেন, শ্রীমান্ চতুরানন-দেব শ্রীমতীসাবিত্রীদেবীর সহিত সেই সময়েই ত্রিভুবন-মহারাজ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেবসকাশে গমন করিলেন। এদিকে সুন্দর অবসর প্রাপ্ত হইয়া, ভগবান্ বাসুদেবও শ্রীমতীলক্ষ্মীদেবীর

সহিত, স্বগণসমভিব্যাহারে যেখানে সর্ব্বলোকেশ্বর প্রমথনায়ক শ্রীশঙ্কর-দেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, সর্ব্বনগাধিরাজ সেই হিমবান্ পর্ব্বতের প্রস্থদেশে শ্রীহরান্তিকে গমন করিলেন। নিজ আশ্রমমণ্ডলে হিমবৎ-প্রস্থে সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ লোকপিতামহ ব্রহ্মা ও শ্রীবিষ্ণুদেবকে সস্ত্রীক সঙ্গত বা মিলিত হইতে দেখিয়া, শ্রীহরদেব শিষ্ট-জন-সম্মত-লোক-ব্যবহারা-নুসারে যথোচিত-সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিঞ্চ, স্ব-স্ব পদমর্য্যাদার উপযুক্ত ঐশ্বর্য্যসম্ভারে স্ফীত তথাবিধ-স্ত্রীসহায়বান্ লোকপিতামহ ব্রহ্মাও বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুদেবকে মধুর-দাম্পত্যভাবসংযুক্ত অবস্থায় স্বকীয় আশ্রমে সমাগত অবলোকন করিয়া, স্ত্রীসৌন্দর্য্য-প্রধান সংসারাশ্রমে রমণীর রমণীয়তা অনুভব-পুরঃসর শ্রীশঙ্কর-দেব তৎকালে "কাঙ্ক্ষিদীহাঞ্চ মনসা চক্রে দারপরিগ্রহে।" অনন্তর শ্রীশম্ভু-দেব বশি-প্রবরত্বনিবন্ধন ক্ষণকালমধ্যেই গগনগাত্রে জলদজালগর্ভে সমুল্ল-সিত ক্ষণপ্রভাপ্রভার ন্যায় হৃদয়গগনগাত্রে মনোমেঘমধ্যে সকৃৎ সমুন্মীলিত-সৌদামিনী-প্রভা-স্থানীয়-দার-পরিগ্রহ-বিষয়িণী ঈহালক্ষণা চেষ্টাকে নিরুদ্ধা করিয়া, স্ত্রী-সৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত বিধি ও বিষ্ণুদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহি-লেন, হে ব্রহ্মন্! হে বিষ্ণো! মদীয় এই আশ্রমপদে অধুনা তোমা-দের কোন্ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? কোন্ কার্য্যসাধনের জন্য তোমরা এখানে সমাগত হইয়াছ? তোমাদের আগমনের বিশিষ্ট কারণ কি? তাহা তত্ত্বতঃ আমার নিকটে কীর্ত্তন কর।

শ্রীত্র্যম্বকদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, শ্রীবিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক-পরিচোদিত লোকপিতামহ ব্রহ্মা সম্ভ্রম-সহকারে সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীমন্মহে-শ্বরদেবকে কহিলেন, হে দেবদেব! হে ত্রিলোচন! আমরা যে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া, এখানে সমাগত হইয়াছি, তাহা অবিতথরূপে আপনার সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে বৃষধ্বজ! বিশেষতঃ দেব-গণের হিতসাধন এবং বিশ্বের মঙ্গলবিধান উদ্দেশ্যেই আমাদিগের এখানে আগমন হইয়াছে, জানিবেন। হে জগন্নিবাস! আপনার সকৃদ্বিভাত অজ এক অব্যয় অলেপক সর্ব্বগত সতত-বিমুক্ত অদ্বয়-পরশিবাখ্য-তুরীয়-চিন্মাত্রাত্মক-ব্রহ্মস্বরূপ হইতে সমুৎপন্ন ঈশ্বর-প্রাজ্ঞ-সূত্রাত্ম-

তৈজস-বৈশ্বানর-বিশ্ব-চৈতন্য-পরিচালিত, দর্পণোদরে দৃশ্যমাননগরী-তুল্য হইলেও, ভবদীয় অবিদ্যাবিলাসবশে বিলসিত, সাগরোর্ম্মিকল্প এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে হিরণ্যগর্ভান্তা সৃষ্টির অনন্তরভাবিনী সৃষ্টিরূপ কার্য্যে আপনাকর্ত্তৃকই নিযুক্ত হইয়া, চতুরানন, কমলাসন, পদ্মযোনি, প্রজাপতি, লোকপিতামহ, ইত্যাদি অভিধান-গ্রহণ-পূর্ব্বক আমি ভবদভিপ্রেত-সৃষ্টিকার্য্যে রত রহিয়াছি। তথা আপনারই পরশিবাখ্য-সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপের প্রেরণা-বশে প্রেরিত হইয়া, ঐই শঙ্খ-চক্রগদা-পদ্ম-ধারী হরি বিশ্ববিপালকের পদ-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক যথারীতি বিশ্ববিপালন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। তথা আপনিও স্বয়ং উপনিষৎ-প্রমাণ-সকলের প্রমেয়ভূত-শুদ্ধ-চৈতন্য-স্বরূপে একাংশে, পাদৈকদেশে ভাগত্রয়ে পৃথক্‌রূপে অবস্থিত হইয়া লোকবৎ লীলা-কৈবল্যাভিপ্রায়ে ঊর্ণনাভদৃষ্টান্তসমাশ্রয়ণে স্বাত্মভূতচৈতন্য-প্রাধান্যবশতঃ নিমিত্ত-ভাব স্বীকার-পূর্ব্বক নিজ উপাধিপ্রাধান্যে উপাদানভাব-ভজন-সহকারে স্বোপাদেয়, বা স্বকার্য্যভূত, অর্থাৎ স্বসৃষ্ট এই বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্ত, বিনাশ, অথবা সংহার-হেতুভূত এই রূপ প্রতি সর্গেই ধারণ করিয়া থাকেন।

কিঞ্চ, আপনার এবং বিষ্ণুদেবের সহায়তা ভিন্ন, আমি যেমন সৃষ্টি-কার্য্যে সদাকাল সফলতালাভে সমর্থ নহি, অথবা আমার এবং আপনার সহায়তা ভিন্ন, বিষ্ণু যেমন সদাকাল সৃষ্টজগতের পরিপালনকার্য্যে সমর্থ নহেন, সেইরূপ আমার এবং বিষ্ণুর সহায়তা ভিন্ন, স্বপ্রণীতবিধানানুসারে আপনিও বিষ্ণুপরিপালিত-বিশ্বসংসারের সংহরণকার্য্যে সমর্থ নহেন। অতএব হে বৃষধ্বজ! অন্যোন্য-কৃত্যসমূহে আমাদিগের মধ্যে সকলেরই পরস্পরের প্রতি সদাকাল সাহায্যপ্রদান যোগ্য বা সমুচিত বিবেচিত হইতেছে। অন্যথা জগৎপ্রপঞ্চের স্থায়িত্ব, বা সনাতনী সৃষ্টির প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। হে মহেশ্বর! ভবদীয় অভিধ্যান, বা সঙ্কল্প, ঈক্ষণ, অথবা তপঃপ্রভাববশে উৎপন্ন এই জগন্মণ্ডলে বিশিষ্ট-প্রভাবসম্পন্ন কোন কোন অসুর আমার বধ্য হইবে, তথা কোন কোন অসুর বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণুর বধ্য হইবে, এইরূপ অপরাপর অসুরগণ আপনার বধ্য হইবে, তথা কোন কোন দেববৈরী ত্বদ্বীর্য্যজাত কার্ত্তিকেয়ের, কেহ কেহ বা মদংশসম্ভব দেবগণের, কেহ কেহ বা মায়াদেবীর, অর্থাৎ আপনার

শরীরার্দ্ধহারিণী চণ্ডী, চামুণ্ডা, বা কালিকাদি-দেবীর বধ্য হইবে। পরন্তু হে দেববর! আপনি যদি সদাকাল রাগদ্বেষাদি-বিবর্জ্জিত হইয়া, তথা দয়ামাত্রৈকনিরত হইয়া, কেবলমাত্র-স্বাত্মযোগযুক্ত অবস্থায় সমাধিধ্যানে সমাসক্ত থাকেন, তবে অসুর-সকল আপনার বধ্য হইবে কিরূপে? কিঞ্চ, হে ঈশ! ত্রিপুর, গজ ও অন্ধকাদি অসুর-সকল যদি আপনা-কর্ত্তৃক বাধিত, বা বিনষ্ট না হয়, তবে হে ত্রিলোচন! সৃষ্টি ও স্থিতি-কার্য্য অব্যাহতবেগে প্রচলিত হইবে কিরূপে? এবং হে বৃষধ্বজ! এই সৃষ্ট, তথা পালিত জগতের অন্তকার্য্যই বা সম্পন্ন হইবে কিরূপে? অত-এব হে পিনাকপাণে! আমি ও বিষ্ণু, আমরা দুইজনে যেমন প্রতিদিন সৃষ্টি ও পালনকার্য্য-সম্পাদন করিতেছি, সেইরূপ আপনারও নিত্য নিত্য সংহরণ-কার্য্যে তৎপর হওয়াই, যুক্তিযুক্ত মনে করিতেছি।

হে হর! সৃষ্টি, স্থিতি এবং অন্তকার্য্য আমরা যদি নিয়মিতরূপে অন্বহ না করি, তবে "ইদমিদানীং স্রষ্টব্যং", "ইদমিদানীং পালয়িতব্যং","ইদমিদানীং সংহর্ত্তব্যং," ইত্যেবংরূপা স্রষ্টব্যাকারা, পালয়িতব্যাকারা ও সংহর্ত্তব্যাকারা বৃত্তির বশে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদি-সংজ্ঞালাভপূর্ব্বক আমরা শরীরভেদ স্বীকার করিয়াছি কি জন্য? যেমন সৃষ্টি, পালন এবং সংহরণ-কার্য্যানুষ্ঠান ব্যতীত আমাদিগের শরীরভেদ উপপন্ন হয় না, সেইরূপ পরমব্রহ্ম-মহিষী মহামায়া-দেবীরও অনন্ত-শরীরভেদ উপপন্ন হইতে পারে না। হে দেববর! জগদুৎ-পত্তির প্রাক্‌কালে আপনি নিরীহ-নিষ্কল-শান্ত-নিরবদ্য, তথা নিরঞ্জনরূপে অবস্থিত ছিলেন, এবং আমরাও তৎকালে আপনার অনন্ত অপার চৈতন্য-স্বরূপে মহাকাশে ঘটাকাশের ন্যায় একীভূত হইয়াছিলাম। পশ্চাৎ যখন আপনি বহুভবনেচ্ছাবশে রূপে রূপে প্রতিরূপ-ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, অগ্নিদেব যেমন ভুবনবিবরে প্রবিষ্ট হইয়া অন্তরে-বাহিরে রূপে রূপে প্রতিরূপ ধারণ করিয়াছেন, আপনিও সেইরূপ যখন জলসূর্য্যকাদি দৃষ্টান্তে অনেক-প্রতিবিম্বভাব ভজন করিলেন, তখনই কার্যভেদবশতঃ আমরাও ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছি। যদি আপনার ঔদাস্যপ্রযুক্ত কার্য্যভেদ সিদ্ধ না হয়, তবে আমাদের মধ্যে পরস্পরের রূপভেদে প্রয়োজন কি?

হে মহেশ্বর! আপনার সচ্চিদানন্দময়-পরমাদ্বৈত-স্বভাব একমাত্র-স্বরূপ

হইতে মহাপ্রলয়কালাবসানে সৃষ্টিকাল প্রবৃত্ত হইলে, রজঃ সত্ব ও তমোগুণের বিবৃদ্ধিবশে ক্রমে আমরা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ধারণ করিয়াছি, এই সনাতন-তত্ত্ব কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন ? কিঞ্চ, হে সর্ব্বদেবশিখামণে! আপনার পারমেশ্বরী-শক্তিস্বরূপা মহামায়াদেবীও যে কমলা-সরস্বতী-সাবিত্রী-কালী-কৌশিকী-চণ্ডী-চামুণ্ডা-তারা-বগলা-সন্ধ্যা, ইত্যাদি-নানা-নাম-ধারণ-পূর্ব্বক কার্য্যভেদবশতঃ ভিন্ন-ভিন্ন-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, ইহা কি আপনি অবগত নহেন ? হে মহেশ্বর! প্রবৃত্তি বা অনুরাগের যে একমাত্র মূল নারী, ইহা ত আপনার অবিদিত নহে। হে দেব! রামা-পরিগ্রহের অনন্তর কালেই কাম-ক্রোধাদির উদ্ভব হইয়া থাকে। এইরূপে কাম-ক্রোধাদি-কারণবশে অনুরাগ সঞ্জাত হইলে, পশ্চাৎ জীবগণ এই সংসার-সুখভোগে অত্যন্ত আসক্তি-নিবন্ধন যত্ন-পূর্ব্বক বিরাগহেতুসকলকে পরিসান্ত্বিত, বা উপশমিত করিয়া থাকে। অপিচ, অনুরাগ-বৃক্ষ হইতে প্রথমতঃ সঙ্গরূপ সুমহৎ ফল উৎপন্ন হয়। অনন্তর উৎপন্ন-সঙ্গরূপ-মহৎ ফল হইতে কাম সঞ্জাত হয় এবং পশ্চাৎ কাম হইতে ক্রোধের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তথা বৈপরীত্যে "অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা" কাম্য ও নিষিদ্ধ-কর্ম্ম-বর্জ্জন-পূর্ব্বক "ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা" অনুষ্ঠীয়মান নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনানুষ্ঠানরূপ-কর্ম্মবশে স্বান্ত অর্থাৎ অন্তঃকরণ নিতান্ত-নির্ম্মল হইলে, বিশুদ্ধচিত্তে উক্ত স্বাভাবিক-কারণকলাপবশে, অথবা আকস্মিক-শোক হইতে বৈরাগ্য এবং নিবৃত্তি আত্মলাভ করে। এইরূপে সংসারবিমুখতার প্রতি একমাত্র সদাতন অসঙ্গই কারণ-স্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

এইপ্রকারে সংসারবিমুখতা উপস্থিতা হইলে, হে মহেশ্বর! সংসার-বিমুখ-পর-বৈরাগ্য-পরায়ণ জনে নিত্যই দয়া, শান্তি, অহিংসা, তপঃ, সত্য, শৌচ, সন্তোষ, ঈশ্বর-প্রণিধান এবং জ্ঞানমার্গানুসন্ধান, বা সাধন-চতুষ্টয়ে সদিচ্ছা বলবতী হয়। হে শম্ভো! আপনি যদি নিত্যকাল বিগত-সঙ্গ ও দয়াযুত অবস্থায় প্রতিনিয়ত তপোনিষ্ঠ হইয়া, কালাতিপাত করেন, তাহা হইলে, সদাকাল অহিংসা, তথা শান্তি আপনার দাসীভাব

ভজন করিতে পারে সত্য, কিন্তু সংসার-সুখ-সংবিধান-বিষয়ে আপনার যত্ন, বা আগ্রহ উপস্থিত হইবে কিরূপে ? হে মহাদেব! দার-পরিগ্রহ না করিলে, যে সকল-দূষণের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী, তাহা আমি আপনার সমক্ষে যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিলাম। অতএব আপনি বিশেষ-বিবেচনা-সহকারে ঐ সকল-বিষয়ের আলোচনা করিয়া, বিশ্বহিতার্থে, তথা দেবগণের কল্যাণসাধনের জন্য, হে জগৎপতে! সুশোভনা মনোরমা অনুরূপা কোন একটী বামাকে ভার্য্যার্থে পরিগ্রহণ করুন। হে শম্ভো! যেমন পদ্মালয়া বিষ্ণুদেবের সহচরী, অথবা যেমন সাবিত্রী আমার সহচরী, সেইরূপ যিনি আপনার সহচরী হইতে পারেন, সম্প্রতি আপনি তাদৃশী কোন রমণীমণিকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করুন।

শ্রীহরির পুরোভাগে উপবিষ্ট ব্রহ্মদেবের উক্তরূপা বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্মিত-বিকসিত আননে তৎকালমাত্রেই লোক-পিতামহ ব্রহ্মাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বিশ্বহিতার্থে এবং দেবগণের মঙ্গলার্থে তুমি যে সকল-বচন কথন করিয়াছ, তাহা সত্য ; বা যথার্থই বটে ; কিন্তু তুমি ইহাও অবগত আছ যে, সম্যক্ স্বাত্মভূত-ব্রহ্মবিচিন্তন-পরায়ণতা-নিবন্ধন আমার স্বার্থতঃ কোনরূপ প্রবৃত্তি উৎপন্না হইতেই পারে না। যদিচ আমি কোনদিনই স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া, কোনরূপ প্রবৃত্তির অনুশীলন করি নাই, তথাপি তোমাদের অনুরোধে পরার্থা প্রবৃত্তির অনুশীলনাবসরে আমি জগতের হিতার্থে যাহা করিব, তাহা তোমাদিগের সমক্ষে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! আমার যুক্তি-সঙ্গত-বচন হইতেছে যে, যদি আমাকে তোমাদিগের ন্যায় দারপরিগ্রহ করিতেই হয়, তবে যিনি আমার তেজোধারণে সমর্থা হইতে পারেন, এই সংসারমণ্ডলে যিনি ভাগশঃ আমার বীর্য্যগ্রহণে কুশলিনী, যোগিনী, অথচ কামরূপিণী, তাদৃশী কোন রমণীমণিকে আমার ভার্য্যার্থে নির্দ্দেশ কর। আমি স্বাত্মযোগধ্যানে নিরত হইলে, যিনি যোগযুক্তা হইবেন, তথা আমি কামাসক্ত হইলে, যিনি মোহিনীরূপে আমার মানস-মোহনে সমর্থা হইবেন, হে ব্রহ্মন্! তাদৃশী যোগিনী মোহিনী পুনশ্চ বরবর্ণিনী কোন রমণীমণিকে আমার ভার্য্যার্থে নির্দ্দেশ কর।

কিন্তু হে ব্রহ্মন্! বেদবিদ্ বিদ্বদ্‌বৃন্দ যাঁহাকে অক্ষর পরম-পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, স্বাত্মজ্যোতিঃস্বরূপ সেই সনাতন পরমব্রহ্ম-দেবকে আমি সদাকাল চিন্তা করিয়া থাকি, ইহা তোমার অবিদিত নহে। হে প্রজাপতে! আমি সেই স্বাত্মভূত-জ্যোতির্ম্ময়-পরমব্রহ্ম-দেবের চিন্তায় সদাকাল আসক্ত হইয়া, যখন তাঁহার ভাবের ভাবুক হইব, তৎকালে যিনি আমার স্বস্বরূপ-ভাবনায় কোনরূপ বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না, তাদৃশী পতিধর্ম্মানুরাগিণী রমণীই আমার ভার্য্যা হইতে পারেন। অন্যথা যিনি আমার স্বাত্মযোগধ্যানে বিঘ্নজননী হইবেন, তিনি আমার ভার্য্যা হইবার উপযুক্তা নহেন। হে কমলাসন! তুমি, আমি, বা বিষ্ণু, আমরা সকলেই যে সৃষ্টিকার্য্যে, সংস্থিতি-কার্য্যে এবং সংহৃতি-কার্য্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য পরস্পরে অঙ্গভাবাপন্ন হইয়াছি, তোমার এই অনুচিন্তন সর্ব্বথা যোগ্য হইলেও, হে মহাভাগ! আমি আমার স্বরূপভূত-পরমব্রহ্ম-চিন্তনে বিরত হইয়া, সদাকাল অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইব না। আমাকে যদি তোমাদের অনুরোধে একান্তই দারপরিগ্রহ করিতে হয়, তবে সদাকাল মৎকর্ম্মানুগতা জায়ার বিনির্দ্দেশ কর।

সর্ব্বজগৎপতি শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ বচন শ্রবণ করিয়া, মোদিত-মনাঃ ব্রহ্মা হাস্যসহকারে এইরূপ বক্ষ্যমাণ বাক্য-কথন করিলেন। কমলাসন ব্রহ্মা কহিলেন, হে মহাদেব! আপনি যাদৃশী ভার্য্যার অনুসন্ধান করিতেছেন, আমি ঈদৃশী ভার্য্যার বিনির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। হে দেবদেবেশ! আপনি নিশ্চিতই অবগত আছেন যে, প্রজাপতিমুখ্য দক্ষের সুশোভনা সতীনাম্নী এক তনয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই দক্ষকন্যা সতী অদ্য-পর্য্যন্ত অবিবাহিতা অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছেন। যিনি বাল্যকালে সখীসকলের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া, বাল্যক্রীড়াবসরে আপনার প্রতিকৃতি অঙ্কিতা করিয়া, নির্নিমেষ-নয়নে সতত নিরীক্ষণ করিতেন, যিনি আপনাকে পতিরূপে কামনা করিয়া, ভবদর্থে তপশ্চরণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, "ত্বৎপ্রাপ্তিংপ্রতি" কামিনী সুধীমতী সেই দক্ষতনয়া সতীদেবীই আপনার মনোবৃত্ত্যনুসারিণী সদৃশী

ভার্য্যা হইবেন। হে দেবদেবেশ! আপনি সকল-জীবেরই হৃদয়ে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং স্বভাবসিদ্ধ-স্বীয়-সর্ব্বজ্ঞতা-প্রভাবে সকলেরই হৃদয়ের ভাব অবগত আছেন। অতএব হে মহেশ্বর! "তাং ত্বদর্থে তপস্যন্তীং ত্বৎপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীং ভবদ্ভার্য্যাং বিদ্ধি।"

অনন্তর ব্রহ্মবাক্যাবসানে কমলাপতি মধুসূদন কহিলেন, হে যোগিজনমানসরাজহংস! হে সর্ব্বলোকেশ্বর! লোকপিতামহ ব্রহ্মা যে সকল-বাক্য কথন করিলেন, বিশ্বের এবং দেবগণের হিতসাধনকল্পে আপনি যাহাতে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করেন, তদ্বিষয়ে বিনীত-প্রার্থনা, বা অনুরোধ করিবার জন্য, আমি আপনার এই পবিত্র আশ্রমমণ্ডলে সমাগত হইয়াছি। আপনি যদি কৃপা-পূর্ব্বক অঙ্গীকার-বচন-প্রদান-দ্বারা আমাদিগকে সমাশ্বস্ত করেন, তবেই আমরা কৃতকৃত্যতার সহিত নিজ নিজ আশ্রমে প্রতিগমন করিতে পারি। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক "করিষ্যে", এইরূপ অঙ্গীকারবচন কথিত হইলে, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু সাবিত্রী ও পদ্মালয়া-সমভিব্যাহারে প্রহৃষ্ট-মানসে স্ব স্ব অভীষ্টদেশে গমন করিলেন। এদিকে সরতি-সমিত্র-কামদেবও শ্রীশঙ্করদেব-কথিত-বাক্যসকল শ্রবণ-পূর্ব্বক আমোদযুক্ত-মানসে শ্রীশম্ভুদেবের সমীপবর্ত্তি-দেশে উপসর্পণ-পুরঃসর চিরসহচর বসন্তকে শ্রীহরমনোমোহনার্থ বাসন্তী-শোভা-সঞ্জননে শশ্বৎ-বিনিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং বিবিক্ত, পবিত্র বা অসংপৃক্ত-রূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে নবম অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—দশম অধ্যায়

অনন্তর শ্রীমতী সতীদেবীও পুনঃ পুনঃ উত্তম অবলম্বনে সমারব্ধ নন্দাব্রতের পরিসমাপ্তি-বাসনায় আশ্বিন-মাসের শুক্লাষ্টমী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, উপবাসানুষ্ঠান-সহকারে নিরতিশয়-ভক্তির সহিত শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবকে সম্যক্ উপহার-প্রদান-পূর্ব্বক পূজা করিলেন। এইরূপে নন্দাব্রত পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইলে, নবমী-তিথি-সমাগমে দিবাভাগে শ্রীশঙ্কর-দেব ব্রতপরিখিন্না-ভক্তিবিনম্রা সেই শ্রীমতী সতীর প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূত হইলেন। ভক্তজনমনোহর শ্রীহরদেবকে প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিয়া, সামোদহৃদয়া অথচ লজ্জাবনতাননা শ্রীমতী সতীদেবী আনতমস্তকে তাঁহার পরমহংসাস্বাদিত-চরণ-কমল-যুগলে বন্দনা করিলেন। অনন্তর নন্দাব্রতধারিণী সেই সতীদেবীকে মনে মনে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াও, সতীর নন্দাব্রতচর্য্যার যথাভিলষিত-ফলপ্রদ শ্রীমন্মহাদেব কহিলেন, অয়ি দক্ষনন্দিনি! আমি তোমার এই নন্দাব্রতচর্য্যার দ্বারা পরমা প্রীতি লাভ করিয়াছি। এক্ষণে তুমি তোমার অভীষ্টবর-প্রার্থনা কর, আমি আনন্দের সহিত প্রদান করিব। এস্থলে যদি প্রশ্ন হয় যে, জগৎপতি সর্ব্বজ্ঞ শ্রীমন্মহাদেব সতীদেবীর মনোগত-ভাব অবগত হইয়াও, প্রার্থনার পূর্ব্বেই স্বেচ্ছাবশে অভিলষিত বর-প্রদান না করিয়া, বর-প্রার্থনা কর, একথা বলিলেন কেন? তবে উক্তরূপ-প্রশ্নের সহজ-ভাষায় এই উত্তর হইতেছে যে, যদিচ সর্ব্বজ্ঞত্বনিবন্ধন শ্রীমহেশদেব সতীদেবীর মনোগত-বর অবগত ছিলেন, তথাপি শ্রীমতী সতীদেবীর শারদ-শশধর-সম-মুখবিবর-বিনিঃসৃত-শ্রবণ-পুটপেয়-বাক্য-সুধা-রস-পান-তৎপর-মানসে "বরং বৃণু", এই কথা বলিয়াছিলেন। পরন্তু পরম পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীমহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্টা হইয়াও, ত্রপা-সমাবিষ্টা সতী-দেবী হৃদয়ে সংস্থিত অভিপ্রায় বাক্য-সাহায্যে বিবৃত করিতে সমর্থা হইলেন না। কারণ, বালা সতীর হৃদয়-কন্দরে নিহিত অভীষ্ট বা বরণীয় যে বর, তাহা লজ্জা দ্বারা সমাচ্ছাদিত হইয়াছিল।

কিঞ্চ, এইরূপ উপযুক্ত অবসরে এই সন্নিহিত কামদেবও তৎকালে রামাপরিগ্রহবিষয়ে শ্রীহরদেবকে অভিপ্রায়-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া এবং শ্রীশঙ্করদেবের আকর্ণবিশ্রান্তনয়নে বক্রব্যাপারলিঙ্গিত-বিবর সম্প্রাপ্ত হইয়া, নিজ-কৌসুম-কোদণ্ডে পুষ্পহেতি আরোপিত করিয়া, কর্ণান্ত আকর্ষণ-দ্বারা কৌসুমকোদণ্ডকে মণ্ডলীকৃত করিলেন। অনন্তর কামদেব-কর্ত্তৃক হর্ষণাখ্য-বাণ-দ্বারা হৃদয়দেশে বিদ্ধ হইয়া, শ্রীহরদেব হর্ষিত অন্তঃকরণে মুহুর্মুহুঃ শ্রীসতীদেবীকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীপরমেশ্বরদেব স্বরূপভূত-পরমব্রহ্ম-চিন্তন বিস্মৃত হইয়া, যৎকালে সতীদেবীর শ্রীমুখকমল বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তৎকালে পুনরপি অবসর বুঝিয়া, মনোভবদেব মোহনাখ্য-বাণ-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকে বিদ্ধ করিলেন। কিঞ্চ, কামদেব-কর্ত্তৃক প্রথমতঃ হর্ষিত এবং পশ্চাৎ মোহিত শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে পুনরপি মহামায়া-দ্বারাও অত্যন্ত বিমোহিত হইয়া, যখন হর্ষ ও মোহের ভাব অভিব্যক্ত করিলেন, তখনই শ্রীমতী সতীদেবীও নিজ-লজ্জাকে সংস্তম্ভিতা করিয়া, শ্রীহরদেবকে কহিলেন, হে বরদ! "বর", এই শব্দ-শ্রবণমাত্রে সাধারণতঃ যে অর্থ প্রতীত হয়, তাদৃশ অর্থকারক আমার যথাভিলষিত বর প্রদান করুন। সতী যখন উক্তরূপ-বরপ্রার্থনা-বাক্য ধীরে ধীরে কথন করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার বাক্যাবসানের অপেক্ষা না করিয়াই, শ্রীবৃষধ্বজদেব দেবী দাক্ষায়ণীকে "তুমি আমার ভার্য্যা হও, তুমি আমার ভার্য্যা হও", এই বাক্য বারম্বার কথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর চারুহাসিনী সেই সতীদেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নিজ অভীষ্ট-ফলভাবন উক্তরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং মনোগত বর প্রাপ্তা হইলাম ভাবিয়া, মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক প্রমুদিত-মানসে কামাভিলাষ-পরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, চারুহাসশোভনা সতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের পুরোভাগে যৎকালে নিজহাবভাবাভিনয়-পুরঃসর অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গারাখ্য-রসও স্বীয়-ভাবসকলকে গ্রহণ করিয়া, কল-হাবসকলের সহিত শ্রীসতী-শঙ্কর-শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। পূর্ণ-চন্দ্র-মণ্ডল-সমীপে

অভ্রলেখা যেমন পরম-শোভা প্রাপ্তা হইয়া থাকে, সেইরূপ সতীদেবীও নিজ-শরীর-গত-স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জন-প্রভার বিস্তার-সাধন করিয়া, শুদ্ধ-স্ফটিক-কোজ্জ্বলশরীরধারী শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রে পরম-রমণীয়-শোভা প্রাপ্তা হইলেন। অনন্তর যথোচিত-বিনীতভাবে শ্রীমতী সতীদেবী শ্রীশঙ্কর-দেবের নয়নত্রয়শোভিত-চারু-মুখ-চন্দ্রে সুধাপানতৎপরমানসে নিজ-নয়ন-চকোর-সকল বারম্বার ধাবনোন্মুখ হইলেও, যত্নের সহিত তাহাদিগকে নিগৃহীত করিয়া, অবনত-বদনে শ্রীহরদেবকে কহিলেন, হে জগৎপতে! আপনি আমার পিতার গোচরে আমাকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করুন। সতী-দেবী যখন "পিতুর্ম্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহ্লীষ্ব জগৎপতে!", এইরূপ মিত-বচনকথন করিতেছিলেন, শ্রীশঙ্করদেব তৎকালেও পুনঃ পুনঃ কাম-কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া, "মম ভার্য্যা ভব", "মম ভার্য্যা ভব", এই বাক্য কথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর সসখ-সরতি-মদন শ্রীহরদেবের উক্তরূপ মনশ্চাঞ্চল্য অবলোকন করিয়া, প্রমোদমান-মানসে নিরন্তর নিজ আত্মাকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। অতঃপর দেবী দাক্ষায়ণীও শ্রীশম্ভু-দেবকে সম্ভাষণ করিয়া, হর্ষ ও মোহসমন্বিত অবস্থায় মাতার নিকটে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেব দক্ষনন্দিনী নিজ অভিপ্রায় জ্ঞাপন-পূর্ব্বক মাতার নিকটে গমন করিলে, পশ্চাৎ হিমবৎ-প্রস্থে নিজ-আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, দাক্ষায়ণীকৃত-বিপ্রলম্ভ-জনিত-দুঃখ-প্রযুক্ত অত্যন্ত চিন্তা-পরায়ণ হইলেন।

অপিচ, উক্তরূপে বিপ্রলব্ধ হইয়াও, ভূতেশ্বর-শ্রীশঙ্করদেব জায়া-পরিগ্রহার্থে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, সেই সকল-বাক্য স্মরণ করিলেন এবং পূর্ব্বকথিত-ব্রহ্ম-বাক্যে অত্যন্ত-বিশ্বাস-বশতঃ শ্রীবৃষভধ্বজদেব মনে মনে ব্রহ্মদেবকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ব্রহ্ম-বাক্য-স্মরণ-সাহায্যে কথঞ্চিৎ সমাশ্বস্ত শ্রীহরদেব-কর্ত্তৃক সঞ্চিন্ত্যমান হইয়াই, পরমেষ্ঠীদেব শ্রীশূলপাণিদেবের সমীপে উপস্থিত হইলেন। হিমবৎ-প্রস্থে যেখানে শ্রীসতীদেবী-কর্ত্তৃক বিপ্রলব্ধ শ্রীহরদেব অবস্থিত ছিলেন, নিজ ইষ্ট-সিদ্ধি-প্রচোদিত ব্রহ্মা শীঘ্রগতি অবলম্বনে শ্রীমতী সাবিত্রী দেবীর সহিত তথায় প্রবিষ্ট হইলে, শ্রীশঙ্করদেব পুরস্তাৎ সাবিত্রী-সহিত

ধাতাকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সতীকর্ত্তৃক বিপ্রলব্ধ হইয়াও, সত্যর্থে সোৎসুক অন্তঃকরণে সম্বোধন-পূর্ব্বক প্রজাপতিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! বিশ্বার্থতঃ দার-পরিগ্রহ-স্কৃতি-বিষয়ে তুমি যে সকল কথা পূর্ব্বে আমার নিকটে কীর্ত্তন করিয়াছ, তাহা অধুনা সার্থপ্রায় প্রতিভাত হইতেছে। অতিভক্তি-মতী-দাক্ষায়ণী-কর্ত্তৃক অত্যন্ত ভক্তি-সহকারে আরাধিত, তথা প্রপূজিত হইয়া, অভীষ্ট-বর-প্রদান করিবার জন্য আমি যখন তাঁহার সকাশে গমন করিয়াছিলাম, তৎকালে কাম উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়া, হর্ষণ-মোহ-নাদি মহা মহা ইষু-সকল-সাহায্যে আমাকে নিতান্ত-নির্দ্দয়ভাবে বিদ্ধ করিয়াছে। পরন্তু হে কমলাসন! আমি তৎকালে পুষ্পবাণ এবং মহামায়া-প্রভাবে মোহিত হইয়া, শীঘ্রতা-সহকারে অভিতঃ প্রকৃত বা যথার্থরূপে তাহার কোন প্রতীকার করিতে সমর্থ হই নাই। হে প্রজাপতে! ব্রত-ভক্তি-সমাযুতা সেই সতীর মনোগত, বা বাঞ্ছিত-বর এই ছিল যে, আমি তাঁহার ভর্ত্তা, বা পতিরূপে পাণিগ্রহণ করি। হে পদ্মযোনে! আমি তাঁহার উক্তরূপ মনোভাব সম্যক্ অবেক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে ভার্য্যা হইতে অনুরোধ করিলে পর, সতীদেবী "পিতুর্শ্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহ্ণীষ্ব জগৎপতে!", এই কথা বলিয়াছেন।

অতএব হে বিধে! প্রজাপতি দক্ষ যথাবিধি-সম্মান-সহকারে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক যথাসম্ভব সত্বর যাহাতে আমার হস্তে স্বীয়-সুতা সতীকে সম্প্র-দান করেন, তুমি বিশ্ব-হিতার্থে এবং মদর্থে তদুপযোগিনী ব্যবস্থা কর। হে প্রজাপতে! তুমি শীঘ্রগতি দক্ষভবনে গমন-পূর্ব্বক আমার এই সকল-কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বল এবং হে চতুরানন! যাহাতে আমার এই সতীবিয়োগজনিত-দুঃখের ভঙ্গ, বা অবসান হয়, তুমি তাহাই কর। শ্রীমন্মহাদেব প্রজাপতি-সকাশে তথাকথিত বাক্যসকল কীর্ত্তন করিয়া, যেমন সাবিত্রীদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, তৎকাল-মাত্রেই তাঁহার শ্রীমতী সতীদেবীর বিপ্রয়োগ-জনিত-দুঃখানল চতুর্গুণ-বেগে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। শ্রীশঙ্করদেবকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া, ত্রিভুবন-মহারাজের চিত্ত-বিনোদন-বাসনায় প্রবোধ-বচনে তাঁহাকে সমাশ্বস্ত করিয়া, স্বাভিসন্ধি সুসিদ্ধ হইয়াছে জানিয়া, মুদান্বিত অবস্থায় কৃতকৃত্যতা অনুভব-পুরঃসর

শ্রীমন্মহাদেবকে সম্যক্‌রূপে আভাষণ-পূর্ব্বক লোকপিতামহ ব্রহ্মা জগতের হিতজনক এবং শ্রীধূর্জ্জটিদেবের রুচিকর-পথ্যস্বরূপ-বক্ষ্যমাণ-বাক্যসকল কীর্ত্তন করিলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, ভগবন্! শম্ভো! আপনি ইতঃপূর্ব্বে যে সকল-কথা বলিয়াছেন, সেই সকল-বাক্য যে বিশ্বের হিতার্থে কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং ঐ সমস্ত-বাক্য-কথনে কি আপনার, কি আমার, কোনরূপ স্বার্থসম্পর্ক যে নাই, হে বৃষভধ্বজ! তাহা আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত আছি। হে অমরমণে! প্রজাপতি দক্ষ স্বয়ং উপযাচক হইয়া, যাহাতে নিজসুতা সতীকে আপনার ভক্তাভয়প্রদ-ত্রৈলোক্য-ক্ষেমঙ্কর-করে সম্প্রদান করেন, আমি তদ্বিষয়ে যথারীতি যত্ন অবলম্বন-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষে আপনার বাক্যনিচয় অবশ্য কীর্ত্তন করিব। এই কথা বলিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, অতি বেগবিশিষ্ট-সর্ব্বোপকরণ-শোভিত-স্যন্দনবরে আরোহণ-পূর্ব্বক দক্ষনিলয়াভিমুখে গমন করিলেন।

পক্ষান্তরে, প্রজাপতি-মুখ্য দক্ষও স্বতনয়া শ্রীমতী সতীদেবীর শ্রীমুখ হইতে শ্রীশঙ্করদেব-সকাশাৎ বর-প্রাপ্তি-বিষয়ক সমুদায়-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, শ্রীশম্ভুদেবের শ্রীকর-কমলে নিজ-নন্দিনী সতী-দেবীকে কিরূপে সম্প্রদান করিবেন, তদ্বিষয়ে ঘোরতর-চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে শ্রীমন্মহা-দেব একবার আমার আলয়ে সমাগত হইয়া, প্রসন্ন-অন্তঃকরণে নিজ-আশ্রমে প্রতিগমন করিয়াছেন, সুতার্থে আমার অত্যন্ত অভীপ্সিত সেই শ্রীশঙ্কর-দেব কি পুনরপি মদীয় ভবনে শুভাগমন করিবেন? আমি কি শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের নিকটে শীঘ্রগতি একটী দূত প্রস্থাপিত করিব? অথবা দূত-প্রেরণ যোগ্য, বা উপযুক্ত বিবেচিত না-ও হইতে পারে; কারণ, ধৃষ্টতা মনে করিয়া, রোষ-বশতঃ আত্মার্থে শ্রীশঙ্করদেব আমার কন্যাকে গ্রহণ না করিতেও পারেন। কিম্বা আমি জপ, হোম, তপস্যা এবং সম্যক্ পূজনাদি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ, বা প্রসন্নতা উৎপাদনে চেষ্টা করিব? যদ্দ্বারা বৃষভ-বাহন শ্রীআশুতোষদেব ভক্তাধীনতা-নিবন্ধন স্বয়ং মদীয়-ভবনে সমাগত হইয়া, আমার তনয়ার ভর্ত্তা হইতে স্বীকৃত হন। কিন্তু, এরূপও বিবেচিত হইতে পারে যে, আমি যদি বিধিপূর্ব্বক শ্রীবিশ্বনাথদেবকে পূজা করি,

তবে মৎকর্ত্তৃক তথাপ্রকারে সম্পূজিত হইয়া, সেই শ্রীশঙ্করদেবও অতি-প্রযত্ন-সহকারে আমার কন্যার প্রতি বাঞ্ছা করিতে পারেন। কারণ, সতীদেবীর তপঃপ্রভাবে প্রসন্নান্তঃকরণে সতী-সকাশে সমাগত শ্রীশঙ্কর-দেব বরপ্রদান-অবসরে আমার কন্যাকর্ত্তৃক বরগ্রহণকালে "শম্ভুর্ভবতু মদ্ভর্ত্তা", এইরূপ বর প্রার্থিত হইলে, শ্রীমহেশদেবও সতীকে প্রার্থনানুরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন। প্রজাপতি দক্ষ এইরূপে কন্যা-সম্প্রদান-বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে তাঁহার পুরোভাগে সাবিত্রী-সহিত হংসরথ ব্রহ্মা শীঘ্রগতি সমুপস্থিত হইলেন।

সহসা সর্ব্বলোকপিতামহ বেধাকে সমুপস্থিত হইতে দেখিয়া, প্রণাম-পুরঃসর আসন-প্রদান করিয়া এবং যথোচিত সম্ভাষণে তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়া, প্রজাপতি দক্ষ বিনয়াবনত আননে তৎসমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ চিন্তাবিষ্ট হইলেও, বিধিসমাগমবশতঃ প্রহৃষ্টমানসে সর্ব্বলোকেশ ব্রহ্মাকে আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। দক্ষ কহিলেন, হে জগদ্‌গুরো! অধুনা মদীয় আশ্রমে সহসা আপনার আগমনের হেতু কি? তাহা কীর্ত্তন করুন। হে দেব! আপনি কি পুত্র-স্নেহ-সমাকৃষ্ট হইয়া, সমাগত হইয়াছেন? অথবা কার্য্যান্তরবশে আগত হইয়াছেন? কিম্বা কোন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমনসময়ে শ্রমবশতঃ এখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন? সুমহাত্মা দক্ষ-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা প্রহাস-সহকারে প্রজাপতি দক্ষকে আমোদযুক্ত করিয়াই যেন সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে দক্ষ! আমি যে জন্য তোমার আশ্রমপদে সমাগত হইয়াছি, সর্ব্বলোকহিতকর অথচ তোমার ঈপ্সিত এবং রুচিকর পথ্য-স্বরূপ সেই উদ্দেশ্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমার পুত্রী সতীদেবী জগৎপতি শ্রীমন্মহাদেবকে সম্যক্ আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, তাঁহার নিকটে যে বর-প্রার্থনা করিয়া-ছিলেন, সেই প্রার্থিত বর অদ্য তোমার গৃহে স্বয়ং আগতপ্রায় জানিবে। হে দক্ষ! তোমার পুত্রী সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিতে অত্যর্থং অভিলাষী শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক আমি তোমার সকাশে প্রস্থাপিত হইয়াছি।

অতএব অধুনা যাহা শ্রেয়ঃকৃত্য বিবেচনা কর, তাহার অবধারণ-সময় অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে জানিয়া, কর্ত্তব্য স্থির কর।

অপিচ, যে সময়ে তোমার কন্যাকে বরপ্রদানার্থ শ্রীশঙ্করদেব তোমার আলয়ে আগমন করিয়াছিলেন, তাবৎ প্রভৃতি তোমার কন্যা সতীদেবীর বিপ্রযোগজনিত দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া, তিনি প্রকৃত শর্ম্মলাভে সমর্থ হইতেছেন না। কিঞ্চ, সর্ব্বদা বিবরান্বেষী মদন শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ ছিদ্রলাভ করিয়া, পুষ্পময়-সর্ব্ববিধ বাণ-দ্বারা যুগপৎ জগৎ-প্রভুকে অতি নির্দ্দয়ভাবে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়াছে। কাম-কর্ত্তৃক কৌসুম-শরনিকরে ভৃশং আহত শ্রীমহেশদেব স্বরূপভূত-স্বাত্ম-চিন্তন-পরিত্যাগ করিয়া, প্রাকৃত-জনের ন্যায় অত্যন্ত ব্যাকুল-হৃদয়ে কেবল সতীদেবীকে চিন্তা করিতেছেন। অধিক কি বলিব? শ্রীমন্মহাদেব কামবাণবিদ্ধ-হৃদয়ে শ্রীমতী সতীর রূপ-গুণ-হাব-ভাব এবং নব-যৌবন-লাবণ্য-বিচিন্তন করিতে করিতে আমার, বিষ্ণুর, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেববৃন্দের, তথা দেবর্ষি-মহর্ষি-গণের উপস্থাপিত বা প্রস্তাবিত বিবিধ-বিষয়িণী প্রস্তুতবাণী অর্থাৎ প্রকরণ বা প্রসঙ্গপ্রাপ্তা বচনাবলী বিস্মৃত হইয়া, সতী-বিপ্রযোগ-বশতঃ বিরহ-কাতর হৃদয়ে সতী-সন্দর্শন-লালসায় অন্যবিধকৃত্যানুষ্ঠান-সময়েও গণসকলের অগ্রে "সতী কোথায়?" এইরূপ ভাষণ করিতেছেন। হে সুত! যখন "ক্ক সতীত্যেব গিরিশো ভাষতেঽন্য-কৃতাবপি", তখন তোমার, আমার, মদনের তথা মরীচ্যাদি-মুনিবরগণের পূর্ব্ববাঞ্ছিত যে বিষয়, অধুনা তাহা সিদ্ধ-প্রায় মনে করা যাইতে পারে।

কিঞ্চ, হে দক্ষ! তোমার পুত্রীকর্ত্তৃক সর্ব্বথা সমারাধিত শ্রীশঙ্কর-দেবও সতী-দেবী-কৃত পুনঃ পুনঃ বিচিন্তন-নিবন্ধন বিচলিত-মানসে "মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকং", তথা "পিতুর্ম্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহ্লীষ্ব জগৎপতে!", এবম্বিধ সতীর প্রার্থনাবচনে অনুমোদন করিতে অভিলাষী হইয়া, নগাধিরাজ হিমালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। সতী যেমন ইতঃপূর্ব্বে নানাবিধ-হাবভাব-প্রদর্শন এবং নন্দাব্রতানুষ্ঠান দ্বারা শ্রীশম্ভুদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন, ইদানীং শ্রীহরদেব-কর্ত্তৃক শ্রীমতী সতীও সেইরূপ আরাধিতা হইতেছেন। অতএব হে দক্ষ! শ্রীশম্ভু-দেবের ভার্য্যার্থে পরিকল্পিতা স্বীয়-তনয়া শ্রীমতী সতীদেবীকে কিছুমাত্র

বিলম্ব না করিয়া, তুমি শ্রীশঙ্করদেবের করে সমর্পণ কর। কিন্তু, যে উদ্দেশ্যে আমরা এতদিন পর্য্যন্ত বহু-ক্লেশসাধ্য-তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া, জগন্ময়ী মহামায়াকে সতীরূপে লাভ করিয়াছি, সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির যথোপযুক্ত সময় সমাগত হইয়াছে। এক্ষণে যথোচিত-সুব্যবস্থার সহিত সতীদেবীকে শ্রীমন্মহাদেবের শ্রীকরকমলে সসম্মানে সম্প্রদান করিতে পারিলেই তুমিও কৃতকৃত্য হইবে এবং আমরা সকলেও পরম-কৃতকৃত্যতা-লাভে সমর্থ হইব। হে দক্ষ! আমি শ্রীমান্ নারদের সাহায্যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে তোমার আলয়ে আনয়ন করিব। হে পুত্র! তুমি সযত্নে শ্রীশঙ্করার্থে পরিকল্পিতা এই সতীদেবীকে তাঁহার হস্তে প্রদান কর।

পরমেষ্ঠীদেবের উক্তরূপ আদেশবচন শ্রবণ করিয়া, প্রজাপতি দক্ষ কহিলেন, আপনি যেরূপ আদেশ করিতেছেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অবশ্য তদনুরূপ কার্য্য করিব, আপনি সে জন্য কোনরূপ চিন্তা করিবেন না। পরন্তু আপনি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সত্বর আমার আলয়ে আনয়নের যথোচিত-ব্যবস্থা করুন। দক্ষ প্রজাপতির সতী-সম্প্রদান-বিষয়ে উক্ত-রূপ সম্মতিসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রহৃষ্টান্তঃ-করণে হিমালয়প্রস্থে যেখানে শ্রীশঙ্করদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিলেন। অপিচ, সানন্দচিত্তে সর্ব্ব-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হিমালয়প্রস্থাভিমুখে প্রস্থিত হইলে, পশ্চাৎ সদারতনয় প্রজাপতি দক্ষ আনন্দপূর্ণদেহে পীযূষপরিপূরিতপ্রায় পরিলক্ষিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর প্রমোদ-প্রসন্ন পদ্মাসন পিতামহদেব হিমালয়-গিরি-শিখরে সংস্থিত শ্রীগিরিশদেবের নিকটে সমুপস্থিত হইলে, বৃষভধ্বজদেব লোকস্রষ্টা ব্রহ্মাকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সতী-প্রাপ্তি-বিষয়ে মনে মনে মুহুর্ম্মুহুঃ সংশয় করিতে লাগিলেন। যদিচ শ্রীশঙ্করদেব মদনোন্মাথী, তথাপি বর্ত্তমানে স্মরাধিকৃত-মানসে শ্রীমন্মহাদেব দূর হইতেই সাম্যসংযুত-বচনে লোকেশ্বর ব্রহ্মাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে কমলাসন! হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমার পুত্র স্বয়ং দক্ষপ্রজাপতি সতী-প্রদান-বিষয়ে কি বলিলেন? তাহা সত্বর কীর্ত্তন কর। যাবৎ মন্মথ-কর্ত্তৃক আমার

মানস বিদীর্ণ না হয়, আশা করি, তাবৎকালমধ্যে তুমি শ্রুতি-সুখকর মনঃ-সন্তোষজনক বাক্যসকল কথন করিবে। হে সুরশ্রেষ্ঠ! তোমাকে অধিক কি বলিব? ধাবমান বিপ্রযোগ অন্যান্য প্রাণধারী জীবগণকে পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র সতীদেবীর অভাবে আমাকেই অভিঘাত করিতেছে। হে ব্রহ্মন্! কার্য্যান্তরানুষ্ঠান-কালেও আমার মনে সতত সতীর কথা সমুদিতা হইতেছে। হে প্রজাপতে! আমি যখন "সতীতি সততং বেদ্মি", তখন যাহাতে অতি সত্বর আমি সতীকে প্রাপ্ত হইতে পারি, তুমি দ্রুতগতি তদুপযোগী বিধান-প্রণয়ন কর।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৃষধ্বজ! আপনার হস্তে সতী-সম্প্রদান-বিষয়ে আমার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনার নিকটে কথন করিতেছি, শ্রবণ করুন। শ্রীশম্ভুদেবের ভার্য্যার্থে সতী যখন পরিকল্পিতা হইয়াছেন, তখন আমি অবশ্যই শ্রীশঙ্করদেবের ভার্য্যার্থে নিজ-কন্যাকে প্রদান করিব। বিশেষতঃ শ্রীশঙ্করকরে কন্যা-সমর্পণ আমার পক্ষে অতীব-সৌভাগ্যের পরিচায়ক, সুতরাং শ্রীশম্ভুকরে কন্যা-সমর্পণ আমার অত্যন্ত ইষ্ট হইলেও, এক্ষণে আমি আপনার বাক্য-প্রণোদিত হইয়া, এই কন্যা-সম্প্রদান-কার্য্য অধিকতর-কল্যাণ-জনক মনে করিতেছি। কিঞ্চ, আমার পুত্রী-কর্ত্তৃক পত্যর্থে শ্রীশঙ্করদেব যখন সমারাধিত হইয়াছেন, পুনশ্চ শ্রীশম্ভুদেবও যখন সতীকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়া, ভার্য্যার্থে স্বয়ং তাঁহাকে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন অবশ্যই আমি পূর্ব্বোপার্জ্জিত-বহু-পুণ্য-পুঞ্জ-গমক-বিপুলতর-সৌভাগ্য-জ্ঞানে শ্রীহর-কর-কমলে কন্যা-সম্প্রদান করিব। পরঞ্চ, হে বিধে! আপনি শুভ লগ্নে ও শুভ-মুহূর্ত্তে শ্রীশঙ্করদেবকে আমার নিকটে আগমন করিতে বলিবেন। শুভ-লগ্নে ও মুহূর্ত্তে মদন্তিকে সমাগত শ্রীশম্ভুদেবের শ্রীকরে অবশ্যই আমি ভিক্ষার্থ নিজতনয়াকে সমর্পণ করিব।

হে পরমরমণীয়! প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত আনন্দের সহিত যেহেতু কন্যা-সম্প্রদান-বিষয়ে উক্তরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব আপনি শুভলগ্নে ও শুভ-মুহূর্ত্তে দক্ষ-ভবনে গমন-পূর্ব্বক শ্রীমতী সতী-দেবীকে ভার্য্যার্থে প্রার্থনা করুন। কিঞ্চ, হে দেব! আপনি যাহা

এতদিন সাধ্য মনে করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহা সিদ্ধপ্রায় অবধারণ করুন। ব্রহ্মদেবের উক্তরূপ বাক্যসকল শ্রবণ করিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেব কহিলেন, হে জগৎস্রষ্টঃ! আমি মহাত্মা নারদ এবং তোমার সহিত দ্রুতগতি সত্যর্থে প্রজাপতি দক্ষের ভবনে গমন করিব, অতএব তুমি নারদকে স্মরণ কর। অপিচ, হে ব্রহ্মন্! তুমি অবিলম্বে মরীচ্যাদি দশটী মানস-পুত্রকেও স্মরণ কর। তাঁহারা সকলে এখানে সমবেত হইলে, আমি তাঁহাদিগের সহিত, তথা নিজগণসকলের সহিত দক্ষ-নিলয়ে গমন করিব। অনন্তর কমলাসনদেব-কর্ত্তৃক স্মৃত হইবামাত্র লোকপিতামহ ব্রহ্মার মনোজব সনারদ-মানসতনয়গণ পিতৃ-কৃত-চিন্তন-পরিজ্ঞানান্তে যথাকাম যে স্থানে শ্রীশঙ্করদেব এবং প্রজাপতি ব্রহ্মা অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় সমাগত হইয়া, তৎকালোচিত কৃত্যে নিযুক্ত হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে দশম অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—একাদশ অধ্যায়

বাত-বিনোদিত-তৃণ-পর্ণাদি যেমন অতি দ্রুতবেগে সমাগত হয়, সেই-রূপ লোকপিতামহ-ব্রহ্মদেব-কৃত-স্মরণমাত্রেই মনোমারুতবেগে সনারদ-মানস-পুত্রগণ সমাগত হইলে এবং আবশ্যকমত উদ্বাহোপকরণসংগ্রহাদি-লক্ষণ আয়োজন পরিসমাপ্ত হইলে, অনন্তর ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীশঙ্করদেব বৈকুণ্ঠাধিপতি বিষ্ণু, লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা, দেবর্ষি নারদ এবং মরীচ্যাদি-মানস-পুত্রগণের সহিত, তথা ইন্দ্র-চন্দ্র-কুবের-যম-হুতাশনপ্রভৃতি-দেববৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া, স্বীয় অসংখ্যানন্ত-বিবিধাকার-গণ-সমভিব্যাহারে আমোদযুক্ত অন্তঃকরণে উদ্বাহকর্ম্মোপযোগিকালে দক্ষ-মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। যাত্রাকালে শ্রীপ্রমথাধিনাথের গণসকলের মধ্যে কেহ বা শঙ্খবাদন, কেহ বা পটহ-ডিণ্ডিমবাদন, কেহ কেহ বা তূর্য্যবংশকবাদন করিতে করিতে প্রমোদমান-মানসে শ্রীশঙ্করদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা গন্ধর্ব্বগণ-কৃত-সঙ্গীত-চর্চ্চাকালে উপযুক্ত অব-সরে করতল-দ্বারা তালধ্বনি, কেহ কেহ বা অঙ্ঘ্রি-তল-শব্দ করিতে করিতে, অতিবেগ-সম্পন্ন নিজ-নিজ-বিমান-সাহায্যে সপরিবার শ্রীশঙ্কর-দেবের অনুগমন করিলেন। এইরূপে সমুদ্র-গর্জ্জন-তুল্যতুমুল-কোলা-হলে দিগ্‌দিগন্তরাল পরিপূরিত করিয়া, তথা নানাবিধ-রবে চতুর্দ্দিক্ মুখরিতা করিয়া, অনেকাকৃতি সম্পন্ন গণসমূহ বিবিধ-বাদ্য-যন্ত্র-নির্গত-সুমধুর-শব্দযোগ-সহকারে শ্রীমন্মহাদেবের অনুসরণ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ আমোদ-পূর্ণ-হৃদয়ে বিবিধ-বাদ্যোদ্যম-সহকারে নৃত্য করিতে করিতে, শ্রীবৃষভধ্বজদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের অনুগমন-কালে গরীয়ান্ গন্ধর্ব্ব-সকলের, তথা প্রমথগণের গমন-শব্দে দশদিক্, তথা কাননকুন্তলা সাগরমেখলা পর্ব্বতপয়োধরা দেবী বসুন্ধরা পরিপূরিতা হইলেন। এইরূপ উপযুক্ত অবসরে সরতি-সসখ-সগণ কামদেবও মূর্ত্তিমান্

শৃঙ্গারাদিরসের সাহচর্য্যে যথাকাম শ্রীশঙ্করদেবকে মোদিত ও মোহিত করিয়া, তাঁহার সমক্ষতঃ গমন করিতে লাগিলেন। এবম্বিধ আনন্দোৎসব-সহকারে সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি চতুর্দ্দশ ভুবন-গোপ্তা ত্রিদশ-পাতা ভক্ত-জনের আনন্দদাতা বিশ্ব-বিধাতা ভব-ভয়ত্রাতা ভগবান্ ভূত-ভাবন শ্রীভূতনাথদেব ভার্য্যার্থে বিনির্গত হইলে, তৎকালে ব্রহ্মাদি-সুর-সকল স্বয়ং আগ্রহপরায়ণ হইয়া, ত্বরা সহকারে মনোহর-বাদ্য করিতে লাগি-লেন। দিক্‌সকল সুপ্রসন্নভাব ধারণ করিল, শান্তভাবাপন্ন অগ্নিসকল প্রজ্বলিত হইল, আকাশ হইতে অনন্তধারে পুষ্পবৃষ্টি পতিতা হইতে লাগিল, সুরভি বায়ু বহমান হইল, পাদপসকল বিবিধ পুষ্পে সুপুষ্পিত হইল। কিঞ্চ, প্রাণিগণের মধ্যে যে কেহ অস্বস্থভাবাপন্ন ছিল, তাহারা সকলেই স্বস্থভাব ধারণ করিল। তথা হংস-সারস-কাদম্ব-নীলকণ্ঠকুল এবং চাতক-কুল মধুরশব্দ করিতে করিতে, কবি-কুলের হৃদয়-কন্দরে বিবিধভাব উদ্দীপিত করিয়া, সত্বর সতী-বিরহোপশমার্থে ত্বরিত-গমনে শ্রীপরমেশ্বরদেবকে যেন প্রেরিত করিতে লাগিল।

শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে স্থিত ভুজঙ্গ-জাত ব্যাঘ্রকৃত্তি, জটা-সমূহ এবং চন্দ্রকলা, ইহারা সকলে স্বতই ভূষণ-স্বরূপ হইলেও, শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে আরূঢ়াবস্থায় রত্নাকল্লোজ্জ্বল-রজতভূধরকল্প-কলেবরের গাঢ়শ্বেত-কান্তি-প্রাচুর্য্যে তাহারা পরিদীপিত হইয়া, প্রকৃতরূপে ভূষণভাব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর মনোমারুত-বেগে গমন-শীল অত্যন্ত-বল-বীর্য্যসম্পন্ন-বলীবর্দ্দ-পৃষ্ঠে রত্নসিংহাসনে সমারূঢ় শ্রীমন্মহাদেব মরীচি-প্রভৃতি-মানসপুত্রগণ, দেবর্ষি নারদ এবং ব্রহ্মাদি-দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া, ক্ষণকালমধ্যে দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। মহাতেজাঃ দক্ষ ব্রহ্মাদিদেববৃন্দে বেষ্টিত বৃষভবাহন শ্রীমন্মহাদেবকে সমাগত হইতে দেখিয়া, সম্ভ্রম-সহকারে গাত্রোত্থান, বহির্গমন, অর্ঘ্যদান ও আবাহনাদি-লক্ষণ-বিশিষ্ট-শিষ্টজনোচিত-ব্যবহার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক অভ্যর্থিত করিয়া এবং ব্রহ্মাদিদেব-নিবহের যথোচিত-সম্বর্দ্ধনা করিয়া, পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশনার্থ অনুরোধ করিলেন। অনন্তর প্রজাপতিমুখ্য-দক্ষ শ্রীশঙ্করদেব, পদ্মযোনি ব্রহ্মা এবং কমলাপতি বিষ্ণু-প্রভৃতি-বিবুধ-বর্গ হেম-মণি-রত্নময় আসনে,

তথা বিষ্টরাদি আসনে সমুপবিষ্ট হইলে, পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি-প্রদান-পূর্ব্বক পুনরপি তাঁহাদিগের যথোচিতা পূজা করিয়া, মুনিপ্রবর-মরীচি-প্রভৃতি-মানসপুত্র এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবপ্রবরগণের সহিত পরামর্শান্তে শুভ-মুহূর্ত্তে ও শুভ-লগ্নে সতীনাম্নী স্বীয়-তনয়াকে হর্ষাতিশয়-সহকারে শ্রীশম্ভুদেবের শ্রীকর-কমলে সম্প্রদান করিলেন।

কিঞ্চ, বৃষভধ্বজদেবও উদ্বাহবিধির অনুসরণ-পূর্ব্বক তৎকালে প্রহৃষ্টান্তঃকরণে বর-তনু দেবী-দাক্ষায়ণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। উদ্বাহ-ক্রিয়া সমাপ্তা হইলে, ব্রহ্মাদি-দেবগণ, নারদাদি-মহামুনি-নিচয়, তথা অন্যান্য-মহর্ষি-সঙ্ঘ সুশ্রাব্য-যজুর্ব্বাক্য ও ঋগ্বেদোক্ত-মন্ত্রবিশেষ, বা পুরুষ-সূক্ত-প্রভৃতি-দ্বারা, তথা সাম-গীতি-সাহায্যে শ্রীপরমেশ্বর-সন্তোষ-সাধনে তৎপর হইলেন। এইরূপ শ্রীশঙ্করদেবের গণ-সকল বাদ্য করিতে লাগিলেন, অপ্সরোগণ নৃত্য-নৈপুণ্য-প্রদর্শনে ব্রতী হইলেন, গগন-গাত্র-সঙ্গত মেঘসকল পুষ্প-বৃষ্টি-বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। উক্তরূপে বিবাহ-মহোৎসবে যখন ঐকান্তিক-প্রাণে সকলে যোগদান করিয়াছেন, তৎকালে অতি-বেগবান্ গরুড় যাঁহার বাহন, সেই গরুড়ধ্বজ ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীমতী কমলাদেবীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে উপসর্পণ-পুরঃসর আনন্দভরে সসম্মানে তাঁহাকে কহিলেন, হে দেবদেব! মহেশ্বর! অধুনা আপনি স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যাম-শোভা-শালিনী দেবী-দাক্ষায়ণীর শরীর-শোভা-সহযোগে পরম-রমণীয়-শোভা ধারণ করিয়াছেন। প্রাতিলোম্যে অর্থাৎ দেবী-দাক্ষায়ণীর স্নিগ্ধ-নীলাঞ্জন-শ্যাম-শোভা-বৈপরীত্যে সুবর্ণ-পীত-বর্ণ-শালিনী কমলালয়বাসিনী-লক্ষ্মীদেবীকৃতসহায়তা প্রাপ্ত হইয়া, আমি যেমন বিশ্ব-পরিপালন-কার্য্য সম্পন্ন করিতেছি, হে সর্ব্বদেবশিখামণে! আপনিও সেইরূপ এই শ্যামবর্ণ-শোভনা সতীদেবীর সাহচর্য্যে দেবগণের, তথা মানবাদি-জীবনিবহের রক্ষাবিধান করুন।

কিঞ্চ, হে কৈলাসপতে! আপনি পরম-মঙ্গলময়স্বরূপে শ্রীমতী-জগন্ময়ী জগদীশ্বরী দেবী সতীর সহযোগে সংসারকে সার ভাবিয়া যাহারা সতত ভোগসুখে নিরত, সেই সকল-জীবের সদাকাল মঙ্গলসম্পাদন করুন এবং জাগতিক-জীব-বৃন্দের সুখ-শান্তি, বা সন্তোষ-সৌভাগ্য-বিবর্দ্ধনার্থ

দুষ্টদস্যু-দলকে দলিত করিয়া, তাহাদিগের সংহারসাধন করুন। উক্তরূপে জগতের হিতসাধন, দেবগণের ভয়-নিবারণ, শিষ্ট-গণের পরিপালন, সাধুগণের পরিত্রাণ বা পরিরক্ষণ, বেদোক্ত-ধর্ম্মের সংস্থাপন এবং দুষ্কৃতকারী দস্যুদলের বিনাশনার্থ আপনা-কর্ত্তৃক ভার্য্যার্থে পরিগৃহীতা এই সতীদেবীর বিশিষ্ট-রূপমাধুর্য্য-দর্শনে তথা অনন্ত-সদ্‌গুণরাশি-শ্রবণে তাঁহার প্রতি যে কোন প্রাণী অভিলাষ-সম্পন্ন হইবে, হে ভূতেশ! তাহার বধ-বিষয়ে কোনরূপ বিচারণা না করিয়া, আপনি অবিলম্বে সেই দুরাচারের সংহার-সাধন করিবেন। সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরমেশ্বর-দেব ভগবান্ বিষ্ণুর তথাকথিত-বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, কিঞ্চিৎ হাস্য-সহকারে কহিলেন, তাহাই হইবে, পরন্তু যে কেহই হউক না কেন? তাদৃশ-দুষ্ট বা দস্যু-দলন অবসরে তুমি যেন আমার কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্নাচরণ করিও না।

শ্রীশঙ্করদেব প্রীতি-প্রফুল্ল-মানসে প্রসন্ন-গম্ভীর আননে শ্রীবিষ্ণুদেবের সহিত যখন উক্তরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, তৎকালেই ভগবান্ বিষ্ণুর জ্ঞান-বিজ্ঞান বা শ্রীশিব-তত্ত্ব-নিষ্ঠা-পরীক্ষণার্থ শাম্ভবী-মায়া-সাহায্যে পরিলক্ষিত হইল যে, চারুহাসিনী দেবী দাক্ষায়ণীর ত্রৈলোক্যমোহন-মধুর-যৌবন-বিলাস অবলোকন করিয়া, চতুরানন ব্রহ্মা স্মরাবিষ্ট-মানসে সতীদেবীর ভুবন-মোহন-চারু-চন্দ্র-বদনে চঞ্চল-নয়নে বক্রভাবে বারম্বার দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কিঞ্চ, ব্রহ্মা যখন মুহুর্ম্মুহুঃ শ্রীমতী সতীদেবীর পূর্ণ-চন্দ্র-নিভ-মুখ অবলোকন করিতেছিলেন, তৎকালে তিনি নিরতিশয় স্মরাবেশ-বশতঃ যেন অবশ-ভাবেই অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর অতি শীঘ্রগতি উদীরিতেন্দ্রিয় কমল-যোনি ব্রহ্মার দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং অন্যান্য-দেব-মুনিজনের পুরোভাগে প্রজ্বলিতদহনাভাস শুক্রাপরপর্য্যায় তেজঃ তৎকালমাত্রেই ভূমিতলে পতিত হইল। অপিচ, ভূতলে ব্রহ্ম-বীর্য্য পতিত হইবামাত্র স্খলিত-ব্রাহ্ম-রেতঃপুঞ্জ হইতে আশুগতি সম্বর্ত্ত, আবর্ত্ত, পুষ্কর এবং দ্রোণ-নামা অতিভয়ঙ্কর-শব্দ-সংযুক্ত মেঘ-সকল সমুৎপন্ন হইল। তদনন্তর তোয় পূর্ণ-তোয়দ-সকল ঘোর-গভীর-গর্জ্জন-সহকারে

বিপুল-স্থূল-বারি-ধারা-বর্ষণ করিতে লাগিল। উক্ত মেঘসকল সত্ত্বশঃ আকাশতল আচ্ছাদিত করিয়া, সুভীষণ-গর্জ্জন-পূর্ব্বক যখন অজস্র জল-ধারা-মোচন করিতেছিল, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব নব-যৌবন-বিলাসবতী সর্ব্বতঃ সুমনোহরা চারুহাসিনী দেবী দাক্ষায়ণীর শারদ-পূর্ণ-শশধর-সমান-সমুজ্জ্বল ও আহ্লাদ-জনক মুখ-মণ্ডল অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত কাম-মোহিত হইয়া, বারম্বার তাঁহার সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-মণ্ডিত-বরতনু-নিরীক্ষণে বিপুলতর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

যদিচ শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে রমণীজনসুলভা রমণীয়তা, বা কমনীয়তা-দর্শনে উল্লসিত অন্তঃকরণে মুহুর্ম্মুহুঃ মুগ্ধ হইতেছিলেন, তথাপি "য এবৈনাং সাভিলাষো দৃষ্ট্বা শ্রুত্বাথবা ভবেৎ। তং হনিষ্যসি ভূতেশ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥" এই বিষ্ণুবাক্য সহসা স্মৃতিপটে সমুদিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ শ্রীশঙ্করদেব শূল উদ্যত করিয়া, সর্ব্বজন-সমক্ষে ব্রহ্মাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কামমোহিত-বিধিকে বধ করিবার জন্য শ্রীশম্ভুদেব-কর্ত্তৃক শূল উদ্যমিত হইলে, মরীচি ও নারদ আদি মহামুনিগণ অতি উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। অপিচ, প্রজাপতিমুখ্য দক্ষও তৎকালে স্বয়ং দূর হইতে হস্তযুগল ঊর্দ্ধে উত্থাপিত করিয়া, "মৈবং, মৈবং", করিতে করিতে ক্ষিপ্রগতি শ্রীভূত-ভাবন-দেবের পুরোভাগে গমন-পূর্ব্বক শঙ্কিতান্তঃকরণে লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বধ করা উচিত নহে, লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে বধ করা উচিত নহে,—বলিয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে ব্রহ্ম-বধ-ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সচেষ্ট হইলেন। অনন্তর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পুরোভাগে মিলিত প্রজা-পতি দক্ষকে ব্রহ্ম-বধ-বারণে প্রযত্নপরায়ণ অবলোকন করিয়া, পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-বৈষ্ণবী বাণী স্মরণ করাইয়া, এই অপ্রিয় বাক্য কথন করিলেন যে, হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ! অধুনা আপনাদেরই সম্মুখে কমলাপতি নারায়ণ-কর্ত্তৃক যে বাক্য উদীরিত হইয়াছে, তাহা আপনারা সকলেই শ্রবণ করিয়াছেন এবং আমিও আপনাদের সমক্ষে লোক-পালক নারায়ণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। অতএব হে বিপ্রেন্দ্র! হে প্রজাপতে! আমি আপনাদের সমক্ষে

এই স্থানে এই দুষ্কৃতকারী ব্রহ্মাকে বধ. করিয়া নিজ-প্রতিশ্রুতি পালন করিব।

"এনাং যঃ সাভিলাষঃ সন্ বীক্ষতে তং হনিষ্যসি", এই বাক্য স্মরণ করিয়া, নারায়ণদেবের পরামর্শানুসারে এই পাপকর্ম্মা বিধির বিনাশ-সাধন-পূর্ব্বক প্রতিশ্রুতি-প্রতিপালন বা স্বকৃত অঙ্গীকারের পূর্ণতা-লক্ষণ-সফলতা-সম্পাদন করিব, এই কথা বলিয়া, পুনরপি অপ্রিয়বচনে শ্রীশঙ্কর-দেব কহিলেন, হে প্রজাপতে! অধুনা আমি আপনাদিগকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি না কি যে, আপনার তনয়া আমার পরিণীতা পত্নী এই সতী-দেবীকে ব্রহ্মা সাভিলাষ-অন্তঃকরণে বারম্বার কেন নিরীক্ষণ করিতেছেন? বিশেষতঃ আপনারা দেখিতেছেন যে, আপনাদের সমক্ষেই এই ব্রহ্মা ত্যক্ততেজাঃ হইয়াছেন। এরূপ অবস্থায় নিতান্ত নির্ল্লজ্জ, অত্যন্ত অসংযত, স্বপ্রণীত-ধর্ম্ম-মর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী, যৎপরোনাস্তি অপরাধী ও পাপকর্ম্মা এই ব্রহ্মাকে এই উদ্যত শূলদ্বারা নিহত করিয়া, এই ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক-কৃত সুমহান্ অপরাধের অত্যুচ্চ-পাপের উপযুক্ত দণ্ড-বিধান বা যথোচিত-প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা করিলে কি আমি অনুচিত-কর্ম্মা বলিয়া, নিপুণতরপ্রজ্ঞাসম্পন্ন-জনগণ-কর্ত্তৃক লৌকিক-বৈদিক-সমাজে নিন্দনীয় হইব? কখনই নহে।

কৃতাপরাধ-লোকপিতামহ-দেবপ্রবর-কমলাসনকৃত-পাপের উপযুক্ত-প্রায়শ্চিত্ত-বিধানার্থ ব্রহ্ম-বধে সমুদ্যত শ্রীশঙ্করদেবকে ব্রহ্ম-বধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য নিবারণ বা নিষেধার্থক-বচনে ভাষণ-পরায়ণ প্রজাপতি দক্ষের প্রস্তাবে তীব্রপ্রতিবাদকল্পে কথনশীল শ্রীমন্মহাদেবের সম্মুখে ক্ষিপ্রগতি অগ্রসর হইয়া, কমলাপতি বিষ্ণু জগৎপ্রভু শ্রীশম্ভু-দেবকে ব্রহ্ম-বধ করিতে নিষেধ করিয়া, প্রবোধ-বচনে এই বাক্য বলিলেন যে, হে ভূতেশ্বর! আপনি জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা এই ব্রহ্মাকে বধ করিবেন না। কারণ, এই কমলাসনদেব-কর্ত্তৃকই ভবদর্থে এই সতী-ভার্য্যা প্রকল্পিতা হইয়াছেন। হে দেববর শম্ভো! এই চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রজা সকলের সৃষ্টি করিবার জন্যই আপনারই ইচ্ছাবশে ভবদীয়-সচ্চিদা-নন্দময়-তুরীয়-ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই লোকস্রষ্টা

ব্রহ্মা যদি অদ্য আপনা কর্ত্তৃক নিহত হন, তবে চিন্ময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব-সমন্বিতা তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতি-কর্ত্তৃক-নির্ম্মিত প্রাকৃত অন্য জগৎ-স্রষ্টার অভাব অধুনা আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে অনুভব করিতে হইবে। এই প্রাকৃত জগৎস্রষ্টা যদি নিহত হন, তবে আমরা মিলিতভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকার্য্য সম্পন্ন করিব কিরূপে ? কিঞ্চ, হে মহেশ্বর ! আপনি, আমি এবং এই প্রাকৃত জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা, আমরা তিনজনেই জগতের সংহার, পালন ও সৃষ্টিকার্য্যের সামঞ্জস্য অর্থাৎ ঔচিত্য রক্ষা করিতেছি। এক্ষণে আপনি যদি রোষ-বশতঃ প্রাকৃত-জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে বিনষ্ট করেন, তবে সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকার্য্যের সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হইবে কিরূপে ? সৃষ্টিকর্ত্তা নিহত হইলে, আমাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত্তার কার্য্য সম্পাদন করিবেন ? অতএব হে বৃষভধ্বজ ! চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা যদিচ অপরাধী, বা পাপী, তথাপি কার্য্য-গৌরব বিবেচনা করিয়া, আপনি সৃষ্টিকর্ত্তার বধ-কার্য্য হইতে বিরত হউন। বিধাতা যদি আপনা কর্ত্তৃক নিহত না হন, তবে সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকর্ম্মের সামঞ্জস্য-পরিরক্ষণার্থ আমাদিগকে কোনরূপ ক্লেশ-ভোগ করিতে হইবে না।

কমলাপতি বিষ্ণুর উক্তরূপ অনুরোধবাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, আমি এই মুহূর্ত্তেই চতুরাননকে নিহত করিয়া, নিজ-প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা-সম্পাদন করিব এবং আমিই স্থির-চর-সুর-নরাদি-সমগ্র-বিশ্বের সৃষ্টি-কার্য্য নির্ব্বাহ করিব। কিঞ্চ, হে বিষ্ণো ! আমি নিজ-তেজো-বলে অপর একজন বিধাতার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে সৃষ্টি-কর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করিব এবং মৎকর্ত্তৃক-সৃষ্ট বিধাতাই আমার অনুজ্ঞা অনুসারে স্থাবর, বা চর সকলেরই সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। হে চতুর্ভুজ ! আমি নিজ-তেজোবলে যদি অন্য একজন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকেই সৃষ্টি-কর্ত্তৃ-পদে নিযুক্ত করি এবং তিনি যদি সম্যক্‌রূপে বিধাতার কার্য্য পরিচালন করেন, তবে সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কর্ম্মের সামঞ্জস্য-পরিরক্ষণ-পূর্ব্বক এই পাপমতি-বিধিকে বধ করিয়া, আমি স্বীয়-প্রতিজ্ঞা-পালন করিব না কেন ? অতএব হে বিষ্ণো ! তুমি আমাকে বিধির

বধ-ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিও না। ভগবান্ শ্রীগিরিশদেবের "অহমেব প্রজাঃ স্রক্ষ্যে স্থাবরাণি চরাণি চ। অন্যং স্রক্ষ্যে বিধাতারমথবাহং স্বতেজসা॥ স এব সৃষ্টিকর্ত্তা স্যাৎ সর্ব্বদা মদনুজ্ঞয়া। হত্বৈনং বিধিমেবাহং প্রতিজ্ঞাং পালয়ন্ বিভো। স্রষ্টারমেকং স্রক্ষ্যামি ন বারয় চতুর্ভুজ॥" ইত্যেবংরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত শ্রীবিষ্ণুদেব স্মিত-প্রসন্ন-বদনে "পুনর্স্মৈবং", এই কথা বলিয়া, পুনরপি শ্রীপরমেশ্বরদেবের অভিমুখে কহিলেন যে, "প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্তুং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ"। অর্থাৎ অন্যত্র প্রতিজ্ঞা-পূরণ-কার্য্য সাধু-জন-সম্মত হইলেও, আত্মাধিকারে বধ-সাধন-পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা-পূরণ যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

সর্ব্বদেব-শিরোমণি ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব কমলাপতি চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু-দেবের মুখ-নির্গত উক্তরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, মেঘ-সমাচ্ছন্ন অংশু-মানের নিষ্প্রভতানুকল্প-মায়াচ্ছন্নতা-প্রযুক্ত অজ্ঞতার ভাণমাত্র-সমাশ্রয়ণে শ্রীবিষ্ণুদেবের শ্রীশিব-তত্ত্ব-নিষ্ঠা বা শ্রীশঙ্করপ্রেম-পরীক্ষার্থ পুনরপি এই কথা বলিলেন যে, "কথমাত্মা বিধির্ম্মম"? অর্থাৎ বিধি আমার আত্মা হইতে পারেন কিরূপে? পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষতঃ ইহা বিস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে যে, আমার পুরোভাগে এই চতুরানন ব্রহ্মা বিভিন্ন আকারে অবস্থিতি করিতেছেন। যদি বিধি আমার আত্মস্বরূপই হন, তবে ভিন্নরূপে পরিলক্ষিত হইতেছেন কেন? মধুর-বদনে সর্ব্ব-মহামুনিজন-সমক্ষে মৃদুমন্দমধুর-হাস্য-সহকারে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব যখন উক্তরূপ বচন কীর্ত্তন করিতেছিলেন, তৎকালে শ্রীমন্মহাদেবের নয়ন-ত্রয়-শোভিত-চারু-মুখ-পদ্ম-বিনিঃসৃতা উক্তরূপা বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের মানস-সন্তোষণাভিপ্রায়ে শ্রীগরুড়ধ্বজদেব এই কথা বলিলেন যে, হে ভগবন্ শম্ভো! মেঘাপায়ে অংশুমানের ন্যায় আপনার অত্যন্তাত্যন্ত-সমুজ্জ্বল-চন্দ্র-কোটি-সুশীতল-সচ্চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরম-রমণীয় পরব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে এই ব্রহ্মা ভিন্ন নহেন, তথা কার্য্যব্রহ্ম-চতুরানন, বা হিরণ্যগর্ভদেব হইতে কারণত্রয়-হেতুতা-বশতঃ আপনিও বিভিন্ন

নহেন। হে অমরমণে! যেমন আপনারা উভয়ে অভিন্ন, সেইরূপ আমিও আপনাদের উভয়ের স্বরূপ হইতে ভিন্ন নহি। হে দেব! এইরূপে আমাদের পরস্পরের অপৃথকৃত্ব বা অভিন্নত্ব সর্ব্বদাতন জানিতে হইবে।

তাৎপর্য্য এই যে, "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি," এই শ্রুতি-প্রমাণ-প্রসিদ্ধ অমৃতাত্মক-পাদত্রয়ে প্রধান এবং কার্য্যাত্মক-সগুণ-পাদৈকমাত্রে অপ্রধান, তথা "দৃশি স্বরূপং গগনোপমং পরং, সকৃদ্বিভাতমজমেকমব্যয়ম্। অলেপকং সর্ব্বগতং যদদ্বয়ং, তদেব চাহং সততং বিমুক্তম্॥" ইত্যাদি প্রমাণের প্রাধান্য-বলে অভাগ এবং "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ", ইত্যাদি-প্রমাণ-বলে জগন্মাত্রে ভাগ-ভাবাপন্ন আপনার যে জ্যোতির্গণেরও জোতিঃ-প্রদ-পরম-ব্রহ্ম-জ্যোতির্ম্ময়-স্বরূপ, সেই স্বরূপের সৃষ্টি-কাল-কৃত-প্রেরণা-বশে কল্পিত-ভাগ-মাত্রে সৃষ্টি-কার্য্য-সম্পাদনার্থ ব্রহ্মা, সংহার-কার্য্যসম্পাদনের জন্য আপনি এবং পালন-কার্য্য-পরিচালনার্থ আমি, এইরূপে ত্রিবিধ-কার্য্য-নির্ব্বাহার্থ আমরা তিনজনেই অংশকরূপে পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ ধারণ করিয়াছি। স্তিমিত-গম্ভীর-জলরাশিলক্ষণ সাগর-বক্ষে সমীরণ-বশে বিলসিত-তরঙ্গরাজি যেমন জলাত্মা সমুদ্র হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ আপনার পরমানন্দ জ্যোতির্ম্ময় পূর্ণচৈতন্যস্বরূপে মায়াবশে আবির্ভূত আমরা সকলেই আপনার চৈতন্যস্বরূপ হইতে অভিন্ন। অতএব হে মহেশ্বর! আপনিই বা কে? আমিই বা কে? আর এই ব্রহ্মাই বা কে? ফলতঃ জলাত্মা মহার্ণব হইতে তরঙ্গ-নিচয় যেমন অপৃথক্, তথা আপনার নিত্য-নির্ব্বিকার পরমাত্ম-স্বরূপ হইতে আমরা পরস্পরে অপৃথক্ হইয়াও, সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকারণীভূত এই অংশ-ত্রয়ে কার্য্য-রূপে ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছি মাত্র।

হে সতীপতে! যাঁহারা আপনার পরমানুগ্রহবশে অদ্বৈতবাসনা-বলে বেদান্তবিচার-জাত-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহায্যে মায়া-কল্পিত অসত্য-পদার্থ-পরিহার-পূর্ব্বক পরমার্থভূত-সত্যবস্তু-বিনিশ্চয়ে সমর্থ হইয়াছেন, অধ্যাত্ম-যোগানুশীলন-বশতঃ শুদ্ধ-সত্ত্ব সেই সকল যতি বা মহাজনগণ

পরম-কারণ-স্বরূপ আপনার শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহের একত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠ ও শ্রীশম্ভুদেবেরও একত্ব হৃদয়গত করিয়া, নিজ-নিজ-সংযতান্তঃ-করণ দ্বারা চৈতন্যময় আত্মার সংস্তব বা পরিচয়প্রাপ্তির অনন্তর নিরীহ, নিষ্কল, শান্ত, নিরবদ্য, নিরঞ্জন, এক, অদ্বিতীয় আত্মস্বরূপেরই চিন্তা করিয়া থাকেন। যেমন একমাত্র অবয়বী বা শরীররূপ ধর্ম্মীর শিরঃ, গ্রীবা, হৃদয়, হস্ত ও পাদাদি-ভেদে অবয়ব বা অঙ্গসকল প্রবিভক্ত হইয়াও, বাস্তবিকপক্ষে অবয়বী বা শরীররূপ ধর্ম্মী হইতে ভিন্ন, বা পৃথক্ অস্তিত্ব-সম্পন্ন নহে, পরন্তু অবয়বী বা ধর্ম্মীর অবয়ব, ভাগ, অংশ, অথবা ধর্ম্ম-মাত্র বিবেচিত হইয়া থাকে, তদ্বৎ হে সংসার-সন্তাপহর হর! আপনার তুরীয়-চিন্ময়-সত্য-জ্ঞানানন্তাত্মক একমাত্র পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাখ্য, এই ভাগত্রয় কার্য্য-কালে বিভক্ত, বা ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে এই ভাগত্রয় আপনার অদ্বিতীয়-পরম-ব্রহ্ম-লক্ষণ-পরমানন্দময়-স্বরূপ হইতে ভিন্ন, বা প্রবিভক্ত নহে। হে ভূত-ভাবন! অণু-হ্রস্ব-মহৎ-দীর্ঘ-কৃশ-স্থূল-কৃষ্ণ-গৌরাদি-বিশেষণদ্বারা বিহীন, নিত্যানন্তাব্যক্ত-কূটস্থ-স্বভাব, স্বপর-প্রকাশক আপনার যে অগ্র্য-জ্যোতির্ম্ময়-রূপ, আমরা ভবদীয় সেই পরমোৎকৃষ্ট-দিব্যাতিদিব্য-পররূপেরই অন্তর্ভূ্ত, অতএব সর্ব্বথা অভিন্ন।

শ্রীশঙ্করদেব বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্ বিষ্ণুদেবের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও, সদ্-বিস্মৃতি, বা অন্যচিন্তন-সমাশ্রয়ণে বিমোহিতজন-চিত্তানুকরণে ত্রিধাভেদ-বিশিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীত্র্যম্বকদেবের অভিন্নত্ব-লক্ষণ অনন্যত্ব-বিষয়ে পুনরপি শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রশ্ন করিলেন এবং অদ্বিতীয়-সচ্চিদেক-পরম-ব্রহ্মেরই বা বিশেষত্ব বা প্রভেদ-কারক কি? তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, নারায়ণদেব শ্রীশম্ভুদেব-সকাশে পূর্ব্বকথিত-দেব-ত্রয়ের যথাশাস্ত্র অনন্যত্ব কীর্ত্তন করিয়া, পশ্চাৎ পরম-ব্রহ্মদেবের একত্ব-সন্দর্শন-বিষয়ে শ্রীমন্মহাদেবকে স্বাত্ম-যোগাবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলেন। এইরূপে কমল-নয়ন-কমলাপতি-কর্ত্তৃক

অনুরুদ্ধ হইয়া, তথা বিষ্ণু-মুখাব্জকোশ হইতে বিষ্ণু, বিধি ও ঈশ্বরদেবের অনন্যতা-কীর্ত্তনপর বাক্যরাশি শ্রবণ করিয়া এবং বিষ্ণু, বিধি ও ঈশ্বরদেবের স্বরূপ-তত্ত্ব স্বীয় উদর-বিবরে স্বাত্ম-যোগাবলম্বনে সাক্ষাৎকার করিয়া, অনন্তর সর্ব্বজনসুখপ্রদ মৃড়নামা শ্রীশঙ্করদেব পুষ্প-মধু-সন্নিভ আরক্তবর্ণ বিধির বিনাশ-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে একাদশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাদশ অধ্যায়

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ক্রোধোপশমন এবং চিত্ত-সন্তোষণার্থে জনার্দ্দন-দেব-কথিত দেবত্রয়ের অনন্যত্ব-প্রতিপাদনপর-বাক্য-রাশি-শ্রবণে যদি আমাদের পাঠক-বর্গের মধ্যে কোন কোন পাঠক-মহোদয়ের ইচ্ছা উপস্থিতা হয়, তবে আমি সারভূত-নিগূঢ়-শাস্ত্রার্থমর্ম্মব্যাখ্যান শ্রবণে সমধিক অভিলাষী তথাবিধ শাস্ত্রার্থ-রসিক পাঠক-মহাশয়গণের বাসনার চরিতার্থতা-সম্পাদনের জন্য, তথা গ্রন্থের উপাদেয়তা, বা রমণীয়তা-বিবর্দ্ধনকল্পে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীশঙ্করদেবের অনন্যত্ব-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপনিরূপণ-দ্বারা আত্মীয়-কল্মষ-কলাপ-প্রক্ষালনে ও সর্ব্ববিধ-ব্যবহারের অতীত শ্রীশঙ্করদেবের যোগিজন-মৃগ্য-বাস্তব-স্বরূপ-প্রদর্শনে যথামতি-বিভব যত্ন-পরায়ণ হইয়া, বোধ করি অভিজ্ঞজন-সমাজে উপেক্ষিত, বা অনাদৃত হইব না। কিরূপে জনার্দ্দন-কর্ত্তৃক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীশঙ্করদেবের অনন্যত্ব, বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা একত্ব-দর্শন সমর্থিত হইয়াছিল, পাঠকমহোদয়গণ! তদ্বিষয়ে যদি আপনাদের পরম-কৌতূহল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমি সেই পরম-পবিত্র-পরম-গুহ্য-পরম-প্রযত-ব্রহ্ম-তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

শ্রীহরদেব-কর্ত্তৃক ভগবান্ বিষ্ণু দেবত্রয়ের অনন্যত্ব ও একত্ব-দর্শন-বিষয়ে পরিপৃষ্ট হইয়া, আদরানুরাগ-সম্মান-সহকারে সম্যক্ আভাষণ-পূর্ব্বক শ্রীসতীপতি শঙ্করদেবকে অভিন্নত্ব-প্রতিপাদক এই বাক্য কহিলেন যে, হে দেবদেবেশ্বর! আপনি যখন সর্ব্বথা জীবভাব এবং জগদ্ভাব স্বস্বরূপে উপসংহৃত করিয়া, "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তৎকালে চতুর্দ্দশভুবন-বর্জ্জিত এই জগৎ সর্ব্বতঃ প্রসুপ্তপ্রায়, তথা অলক্ষ্য ও অপ্রজ্ঞাত, অতএব তমোময়রূপে অবস্থিত ছিল। কিঞ্চ, তৎকালে এই ব্রহ্মাণ্ডোদরবিবরে দিবা বা রাত্রিভাগের ব্যবস্থা ছিল না,

আকাশ অবকাশদান করিত না, কাশ্যপী দেবগণকে প্রসব করিতেন না, জ্যোতির্গণ, চন্দ্র, তথা সূর্য্যদেব আলোকদান করিতেন না, জল জীবগণের স্নান আচমন ও পানাদি-কার্য্য সম্পাদন করিত না, বায়ু বহমান হইয়া, প্রাণিগণের প্রাণধারণে সহায়তা করিত না, অধিক কি, এই সংসার-মণ্ডলে জীববৃন্দের ব্যবহারোপযোগী কোন পদার্থই তৎকালে সংস্থিত ছিল না। হে দেববর! পরম-সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, অতএব অব্যক্ত, নিত্যভূত ও দ্বৈতহীন-প্রভৃতি-বিশেষণে বিশেষিত সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ ব্রহ্মরূপে একমাত্র আপনিই তৎকালে অবস্থিত ছিলেন। কিঞ্চ, হে ত্রিজগন্নিবাস! আপনার সর্ব্বময়-স্বরূপে অনাদিভূতা অথচ নিত্যা এই প্রকৃতি ও পুরুষ, ইঁহারা দুইজনেও যেমন সংহিত ছিলেন, সেইরূপ হে ভূতেশ! জগৎকারণ একক কালও আপনার সর্ব্বময়ী-চিন্মূর্ত্তিমধ্যে নিহিত ছিলেন।

হে হর! এই যে আমি আপনার ভুবন-বর্জ্জিত এক অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মময়-স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম, এই ব্রহ্মময়-স্বরূপেরই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক এই রূপ-ত্রয় অপর স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তথা হে জগৎপতে! ভুবন-কারণ আদ্যন্তরহিত কালও যদিচ আপনারই অপর একটী রূপ, তথাপি মহাপ্রলয়াবসরে পরম-ব্রহ্ম-লক্ষণ-চিন্ময়-স্বরূপের অন্তর্ভূত হইয়া, সকলভূতেরই অবচ্ছেদসাধন-পূর্ব্বক ভবদীয়-সচ্চিদানন্দময়-শরীরে সঙ্গত ছিলেন বলিয়া, তৎকালে পৃথক্-রূপে প্রতিভাত হইতেন না; পরন্তু বিজ্ঞ-জনগণ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক আপনার অপর-রূপ-ত্রয়ের ন্যায় কালকেও ব্যবহার অবস্থায় আপনারই অপর একটী রূপ অর্থাৎ ভূতসকলের অবচ্ছেদসাধন-দ্বারা জগৎকারণরূপে সঙ্গতা-মূর্ত্তি বলিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনন্তর রাত্রিকালের দিবসতুল্যত্ব-নিবন্ধন দিবস-কাল-পরিমিত-মহাপ্রলয়-কালের অবসানে অর্থাৎ চতুর্যুগ-সহস্র-পরিমিত-ব্রহ্মরাত্রি বিগতা হইলে, দিবস-কালের পূর্ব্বভাবী উষসমাগমের ন্যায় সৃষ্টিকালের পূর্ব্বভাবী ঈক্ষণকাল প্রাপ্ত হইয়া, হে বিশ্বোদর! আপনি যখন নিজ উদরবিবরবর্ত্তী "অপ্রজ্ঞাত-মলক্ষ্যঞ্চ প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ" ভুবনবর্জ্জিত তমোময় এই ব্রহ্মাণ্ডের

পুনরাবির্ভাবসাধনার্থ স্বপ্রকাশসাহায্যে ভাস্বদ্‌রূপে এককালে সমুদিত-শতকোটি-সহস্রকরকিরণানুকরণে অতুল-তেজোবিক্রমবলে তমঃস্তোম-নিরসনপূর্ব্বক স্বগত-প্রকৃতি-দেবীকে স্বয়ং ক্ষোভিতা করিয়াছিলেন, তৎকালে সৃষ্ট্যর্থে ভবদীয়-স্বয়ংপ্রকাশশীল-জ্ঞানময় তপঃপ্রভাবে সংক্ষুব্ধা প্রকৃতি-দেবীর গর্ভলক্ষণ-কোশ হইতে প্রথমতঃ মহত্তত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেন।

পশ্চাৎ প্রথমোৎপন্ন-মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিধা-বিভিন্ন অহঙ্কার আত্মলাভ করেন। অথবা অভিমান, একা-দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্রভেদে ত্রিধা-বিভিন্ন অহঙ্কার সঞ্জাত হইলে, অনন্তর শব্দতন্মাত্র হইতে হে অমরমণে! আপনি মূর্ত্তিবর্জ্জিত এই অনন্ত আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন। অতঃপর হে মহেশ্বর! আপনি রসতন্মাত্র হইতে জল-সকলের সৃষ্টি করিয়া, স্বয়ং নিরাধার হইয়াও, তৎকালে নিজ-মায়া-সাহায্যে উক্ত স্ব-সৃষ্ট-জল-সকলকে ধারণ করিয়া-ছিলেন। অনন্তর হে প্রভো! পরমেশ্বর! ত্রিগুণ-সাম্যে সংস্থিতা প্রকৃতি দেবীকে পুনরপি আপনি সৃষ্ট্যর্থে সংক্ষোভিতা করিয়াছিলেন। কিঞ্চ, হে দেবদেব! তদনন্তর আপনাকর্ত্তৃক-ক্ষোভিতা সেই প্রকৃতি-দেবী পূর্ব্বোৎপন্ন-জল-সকলের মধ্যে ত্রিগুণ-ভাগ-বিশিষ্ট-নিরাকুল-জগদ্বীজ সংসর্জ্জন করেন। দেবী-প্রকৃতি-কর্ত্তৃক জলগর্ভে আরোপিত উক্ত-নিরাকুল-জগদ্বীজ ক্রমে ক্রমে বিবৃদ্ধ হইয়া, সুমহৎ হৈম-অণ্ডে পরিণত হইয়াছিল। অপিচ, উক্ত-হৈম-অণ্ড নিজ-বিবৃদ্ধির সহিত পূর্ব্বোক্ত-সমস্ত-জলই স্বীয়-গর্ভমধ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। এইরূপে উক্ত-সলিলরাশি হৈম-অণ্ডগর্ভে সংস্থিত হইলে, হে প্রভো! মহেশ্বর! আপনি স্বয়ং নিজ-মায়া-সাহায্যে অতুলনীয় হৈম-ব্রহ্মাণ্ডের ধারণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। হে সর্ব্বেশ্বর! অনন্তর উক্ত হৈম-ব্রহ্মাণ্ড আকাশ, অনিল, অনল ও সলিলরাশি দ্বারা বহির্দ্দেশে সমন্ততঃ সংছন্ন হইয়া, আপনার পার্শ্বদেশে অবস্থিতি করিয়াছিল। হে দেব! শর্ব্ব! পশ্চাৎ কালকৃত-পরিপাকবশে সপ্তসাগরমানে তথা নদ্যাদিমানতঃ আবশ্যকমত তোয়রাশি হৈমব্রহ্মাণ্ডগর্ভে অবস্থিত হইলে, তদতিরিক্ত সলিলরাশি বহির্গত হইয়াছিল।

এইরূপে আবশ্যকাতিরিক্ত-সলিল-সকল হৈম-ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভ হইতে বহির্গত হইলে, হে সর্ব্বব্যাপনশীল! ভগবন্! আপনি স্বয়ং পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপে সেই হৈম-ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে দেব-পরিমাণে একবৎসর কাল বাস করিয়া, পশ্চাৎ হৈম-ব্রহ্মাণ্ডকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন। হে দেব! এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের প্রবিভেদ সাধিত হইলে, সম্ভিন্ন-ব্রহ্মাণ্ড হইতে মেরু উৎপন্ন হয় এবং মেরু সমুৎপন্ন হইলে, মেরুপৃষ্ঠে মহেশ্বরনামা ব্রহ্মা সম্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর হে দেব! গর্ভ নির্গত হইলে, জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন-চর্ম্মসমষ্টি বহুবিধ-পর্ব্বতের আকারে পরিণত হয় এবং ব্রহ্মাণ্ড-মধ্য-গত-জল-সকল হইতে সপ্ত-সাগর সমুৎপন্ন হয়। কিন্তু, হে জগৎপ্রভো! আপনার মাহেশ্বররূপ এবং পারমেশ্বরী প্রকৃতির প্রযত্ন-বশে যোজিতা ত্রিগুণাত্মিকা পৃথিবী পর্ব্বতাদির উৎপত্তির পূর্ব্বকালেই গন্ধতন্মাত্র হইতে উৎপন্না হইয়া, পর্ব্বত ও সাগরাদির আধারভাব প্রাপ্তা হইয়াছিলেন। এইরূপে পর্ব্বতাদির উৎপত্তির পূর্ব্বকালে সমুৎপন্না-দেবী-বসুন্ধরা ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ড-সংযোগবশে অত্যন্ত-দৃঢ়ীভাব প্রাপ্তা হইলে, তন্মধ্যে সর্ব্বলোকগুরু ব্রহ্মা স্বয়ং অবস্থিত হইলেন। অপিচ, ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়াও, ব্রহ্মা যখন পরিব্যক্ত হইলেন না, তৎকালে ঈশ্বরাধিষ্ঠিত-রূপতন্মাত্র হইতে সম্যক্ অর্থাৎ উপযুক্তরূপ তেজঃ উৎপন্ন হইয়াছিল এবং প্রকৃতি-কর্ত্তৃক-বিনিযোজিত-স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ুরও আবির্ভাব সাধিত হইয়াছিল। ভূতসকলের প্রাণভূত বায়ু উৎপন্ন হইলে, আকাশ, বায়ু, অনল, তথা জল-দ্বারা সমন্ততঃ সেই অণ্ডের অন্তর্ব্বহির্ভাগ পরিব্যাপ্ত হইলে, অনন্তর হে মহেশ্বর! আপনি অব্যক্ত ব্রহ্মশরীরকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

হে শম্ভো! শূলপাণে! প্রধানেচ্ছাবশে মহেশ্বরাখ্য অব্যক্ত ত্রিগুণ-ব্রহ্মশরীর ত্রিগুণীকৃত অর্থাৎ ত্রিধা-বিচ্ছিন্ন হইলে, চতুর্ব্বক্ত্রে ও ভুজ-চতুষ্টয়ে-বিলসিত-পদ্মকেশর-গৌরাঙ্গ-ব্রহ্মশরীরের ঊর্দ্ধভাগ ব্রাহ্ম-কায়রূপে প্রকটিত বা সঞ্জাত হইল। তথা এক আনন-পঙ্কজে এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম-পরিশোভিত-ভুজচতুষ্টয়ে সমুল্লসিত নীলাঙ্গ-মধ্যভাগ অর্থাৎ মহেশ্বরাখ্য-ব্রহ্মদেবের যে মধ্যকায়, তাহা

বৈষ্ণব-শরীররূপে বিখ্যাত হইল। এইরূপ মহেশ্বরাখ্য-ব্রহ্মদেবের বক্ত্র-পঞ্চকে সুশোভিত, ভুজ-চতুষ্টয়ে পরিদীপিত যে শরীরাধোভাগ, বর্ণে স্ফটিকাভ্র-সমান-শুভ্র সেই কায় হে চন্দ্রশেখর! ভবদীয়-নিখিল-ভুবনমোহন-শরীররূপে আমাদিগের লোচনানন্দোৎসব সম্পাদন করিতেছে। হে ত্রিভুবনবন্দিত! আপনি এইরূপে ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর-শরীর-নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক ব্রহ্মকায়ে সৃষ্টি-শক্তি নিযোজিতা করিয়াছেন বলিয়া, এই প্রজাপতি স্বয়ং জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতেছেন। তথা হে মহেশ্বর! আপনি বৈষ্ণব-শরীরে প্রকৃত্যাখ্যা-নিজমায়াদেবীকে স্থিতি-শক্তিরূপে নিযোজিতা করিয়া, পশ্চাৎ নিজ-জ্ঞান-শক্তি সঞ্চারিতা করিয়াছেন। হে মহেশ! উক্তরূপে আপনি এই বৈষ্ণব-শরীরে স্থিতি-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তির সমাবেশ সাধন করিয়া, সর্ব্বশক্তির নিয়োগ-পূর্ব্বক আমাকে জগৎ-পরিপালন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন বলিয়াই, আমি স্থিতি-কর্ত্তা বিষ্ণুরূপে অবস্থিতি করিতেছি। হে লোকভৃৎ! আপনার সর্ব্বশক্তি-নিয়োগদ্বারা আমার যেমন সদাকাল তদ্রূপতা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সেইরূপ আপনি আপনার এই শাম্ভব-কায়ে অন্ত-শক্তি নিযোজিতা করিয়া, স্বয়ং অক্ষয় অব্যয় শরীরে শম্ভুনাম-গ্রহণ-পূর্ব্বক জগতের অন্তকর্ত্তরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

হে পরমব্রহ্মস্বরূপধৃক্! যদিচ আপনি একমাত্র-পরম-জ্যোতির্ম্ময়-পরমেশ্বরস্বরূপে পূর্ব্বকালে অবস্থিত ছিলেন এবং অধুনা শরীর-ত্রিতয়ে ত্রিধা-বিভক্তরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি আপনার পূর্ব্ব-তন একত্বের কিঞ্চিৎমাত্রও বিপর্য্যয় ঘটে নাই। কারণ, সেই একমাত্র-পরমেশ্বরদেবই স্বেচ্ছাবশে লীলার্থে বিধৃত ত্রিধা বিভক্ত এই ব্রাহ্ম, বৈষ্ণব ও শাম্ভব-শরীরে প্রকাশিত হইতেছেন। হে মহেশ্বর! জ্ঞানরূপ-পরম-জ্যোতির্ম্ময় অনাদিভূত একমাত্র আপনার পারমেশ্বর-স্বরূপ সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্ত-করণ-প্রযুক্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব, এই পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞামাত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব আমরা পরস্পর পৃথক্ নহি। কিঞ্চ, ব্যক্তির একত্ব অবধৃত হইলেও, পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যের অনুষ্ঠান-বশতঃ পাচক, ধাবক, লাবক, ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন-সংজ্ঞা-লাভ

লোকেও অদৃষ্টচর নহে। প্রভু-শব্দিত ভগবান্ যখন নিত্য অবিকৃত বা সর্ব্বদা একরূপ, তখন পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য-ব্যপদেশ-বশে শম্ভু, বিধাতা বা বিষ্ণু, ইত্যাদি নামমাত্রে হে হর! আপনার পার্থক্য সম্ভাবিত হইতে পারে কিরূপে? অতএব শম্ভু, বিধাতা, বা বিষ্ণু-সংজ্ঞিত-শরীর, তত্তৎ-শরীর-সমবেতরূপ, অথবা স্রষ্টৃত্ব, পাতৃত্ব, বা সংহর্ত্তৃত্বাভিমান-লক্ষণ-জ্ঞান-বিষয়ে, আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে কথঞ্চিৎ অন্তর অর্থাৎ প্রভেদ সম্ভাবিত হইলেও, বাস্তবিক-পক্ষে হে সচ্চিদানন্দৈকমূর্ত্তে! মহেশ্বর! আপনার একমেবাদ্বিতীয়-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ, বা নামরূপকৃত-পার্থক্যের কিঞ্চিৎমাত্রও অবকাশ পরিদৃষ্ট হয় না।

মায়া-কপট-বিগ্রহ অমিত-তেজাঃ শ্রীশঙ্করদেব শ্রীবিষ্ণুদেবের যুক্তিপূর্ণ উক্তরূপ-বচন-সকল শ্রবণ করিয়া, হর্ষোৎফুল্ল-পঙ্কজাননে শ্রীজনার্দ্দন-দেবকে পুনরপি এই কথা বলিলেন যে, পদ্মকেশর-গৌরাঙ্গ-ব্রাহ্মকায়ে বিশিষ্টরূপা-সৃষ্টি-শক্তির নিয়োগ, একবক্ত্র-চতুর্ভুজ-নীলাঙ্গ-বৈষ্ণব-কায়ে স্থিতি-শক্তি, তথা নিজজ্ঞান-শক্তির নিয়োগ, তথা বিশুদ্ধ-স্ফটিকাভ্র-সমান-সুশুভ্র শাম্ভব-কায়ে অন্ত-শক্তির নিয়োগ-বশে আমি যদি সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকার্য্য-সম্পাদন-পূর্ব্বক ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবরূপে অবস্থিত হইয়াও, পরমার্থতঃ "এক এব মহেশশ্চ জ্যোতীরূপো নিরঞ্জনঃ" হই, তবে অদ্বিতীয়-মদীয়-পারমার্থিক-ব্রহ্মস্বরূপে "কা বা মায়াথ কঃ কালঃ, কা বা প্রকৃতিরুচ্যতে?" কিঞ্চ, "কে পুমাংসস্ততো ভিন্নাঃ? ভিন্নাশ্চেৎ কথমেকতা?" অর্থাৎ আমার তথাবিধ-নিরঞ্জনস্বরূপ হইতে ভিন্ন-রূপা এই মায়াই বা কে? কালই বা কে? প্রকৃতিই বা কে? আর এই পুরুষ-সকলই বা কে? অর্থাৎ ইহাদিগের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্ভাবিত হইতে পারে কিরূপে? আর যদি ইহারা বাস্তবিক-পক্ষে ভিন্ন, বা পৃথক্ অস্তিত্বসম্পন্ন হয়, তবে আমার নিরঞ্জন-স্বরূপের একতা স্থাপিতা হইতে পারে কেমন করিয়া? হে গোবিন্দ! তুমি নিজ-প্রভাব আশ্রয়ে মৎকৃত এই সকল-প্রশ্নের যথাযথরূপে উত্তরবচন-কথন-পূর্ব্বক মায়া-প্রভৃতির প্রভাব কীর্ত্তন কর।

শ্রীগোবিন্দদেব কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি ঈশ্বর-সকলের পরম-মহেশ্বর, দেবতাসকলের পরমদৈবত, প্রজাপতিসকলের পরমপতি এবং সর্ব্বজনবন্দিত অশেষ-ভুবনেশ্বর। তথা আপনার সমান কেহ নাই, অধিকগুণসম্পন্নও কেহই দৃষ্টিগোচর নহেন, তথা আপনার পরমা-বিবিধা শক্তি বেদে পরিশ্রুতা হইতেছেন এবং আপনার জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া স্বাভাবিকী। হে ভগবন্! আপনি যদিচ ভৌতিক ইন্দ্রিয়ান্তঃকরণ-সম্পর্ক-শূন্য, তথাপি সকলের দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞাতা, মন্তা ও বোদ্ধা হইয়াও, স্বয়ং অন্যের "দুর্দ্দর্শ" এবং দুর্জ্ঞেয়। হে দেব! আপনি ধ্যানাবস্থিত হইয়া, সদাকাল সমাধি স্বচ্ছ-বিশুদ্ধ-মানস-মুকুরতলে সদক্ষর-জ্যোতীরূপ-সত্য-জ্ঞানানন্তাত্ম-স্বরূপ-শ্রীপরমেশ্বরদেবকে অবলোকন করিতেছেন। হে মহেশ্বর! আপনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হইয়া, আমাকে যে জ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তজ্জন্য আমি কিছুমাত্র বিস্মিত হইতেছি না। আপনি পরমব্রহ্মস্বরূপে মদীয়-বৈষ্ণব-কায়ে স্থিতি-শক্তি সঞ্চারিতা করিয়া, পালন-কর্ত্তৃ-পদ-প্রদান-পূর্ব্বক আমাকে যে জ্ঞানশক্তি দান করিয়াছেন, সেই জ্ঞান-শক্তিবলে মদীয়-জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরীক্ষার্থ ভবৎকৃত-মায়া-কপট-প্রসূত-প্রশ্নের উত্তরদানাবসরে আমি এইমাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, হে বিভো! আপনি স্বয়ং ধ্যানযোগাবলম্বনে এই মায়া, প্রকৃতি, কাল এবং পুরুষ-সকলের স্বরূপ বা যথাযথ-প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। অতএব আপনি ধ্যানপরায়ণ হইয়া, ইঁহাদিগের স্বরূপ অবগত হইবার জন্য প্রযত্ন অবলম্বন করুন।

হে মহেশ্বর! আপনি স্বয়ং পরমব্রহ্মস্বরূপধৃক্ হইলেও, অধুনা লোকপিতামহ-ব্রহ্মা, প্রজাপতি-দক্ষ, সরতি-সগণ-সসখ মদন, দেবী-সাবিত্রী, দেবী-কমলা, মরীচ্যাদি-মহামুনিগণ এবং আমি, আমরা সকলে একযোগে পরামর্শ করিয়া, বিশ্বহিতার্থে তথা দেবগণের কল্যাণসাধনার্থ আপনাকে দারপরিগ্রহ করিতে সবিশেষ অনুরোধ করিয়াছি, এবং আপনিও দারপরিগ্রহ করিয়া, স্বয়ং আত্মমায়া-সাহায্যে মোহিত হইয়াছেন। যেহেতু আপনি নিজমায়াবশেই ইদানীং মোহিত হইয়াছেন, এবং দার-পরিগ্রহ করিয়া, বনিতারত হইয়াছেন, অতএব

মহারাজাধিরাজকুমারকের ন্যায়·আত্মরূপ অর্থাৎ পরম-জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্ম-স্বরূপ বিস্মৃত হইয়াছেন। বিশেষতঃ বনিতানুরাগ-দ্বারা আকৃষ্ট হওয়ায়, আপনি বনিতানুরাগের নিত্যসহচর-ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া, অধুনা প্রজাপতি-ব্রহ্মার বধ-সাধন করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। হে দেবদেবেশ্বর! এই কারণে কোপযুক্ত-অন্তঃকরণে আপনি জ্যোতির্ম্ময়-পরম-ব্রহ্মলক্ষণ-স্বতঃ-সিদ্ধ-স্বাত্মরূপ বিস্মৃত হইয়া, আমার নিকটে প্রকৃত্যাদির স্বরূপ-পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। হে প্রমথাধিপ! আপনি পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-স্বাত্ম-স্বরূপ-দর্শনে বিশিষ্ট-পরিপন্থী কাম ও ক্রোধ-পরিহার-পূর্ব্বক ধ্যানযোগ-অবলম্বনে প্রকৃতি-প্রভৃতির স্বরূপ-পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, অকিঞ্চিৎকর সন্দেহ বিদূরিত করিয়া, আত্মসন্তোষ-সম্পাদনে অগ্রসর হউন। হে সতীপতে! আপনি যদি ধ্যানপরায়ণ না হইয়া, কেবলমাত্র-বচন-বিন্যাস-সাহায্যে প্রকৃত্যাদির স্বরূপ-পরিচয় প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তবে হে দেব! আমার তাদৃশ-জ্ঞান-বিভব বা বাক্-পটুতার একান্ত অভাব জানিবেন, যদ্দ্বারা আপনার মানস-সন্তোষ-সাধনে আমি সমর্থ হইতে পারি। কিন্তু, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান বা ধ্যানাঞ্জনে অঞ্জিত-মানস-নয়নে স্বয়ং অপরোক্ষতঃ অনুভবনীয়-বিষয়-প্রতিপাদনে অস্মদীয়-বাগ্‌ব্যাপার কখনই সাফল্যলাভে সমর্থ হইতে পারে না।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ভগবান্ বিষ্ণুর উক্তরূপ সুনিশ্চিত-বাক্য-সকল শ্রবণ করিয়া, সর্ব্বমুনিজন-সমক্ষে পর্য্যঙ্ক-বন্ধ-সমাশ্রয়ণ-পূর্ব্বক নিমীলিত-লোচনে যোগাবলম্বন-পুরঃসর ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। অনন্তর শ্রীমন্মহে-শ্বরদেব মহামুনিজনসমাজে যোগযুক্ত অবস্থায় ধ্যান-নিমীলিত-লোচনে যখন নিজ-হৃদয়-কমলমধ্যে স্বাত্মভূত-পরমব্রহ্ম-জ্যোতিশ্চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে সতত-বিভাত-স্বাত্মভূত-স্বীয় অনাদি অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদানন্দময়-পূর্ব্বসিদ্ধ-পারমেশ্বর-জ্যোতীরূপ-চিন্তন-পরায়ণ-শ্রীমন্মহা-দেবের শুদ্ধস্ফটিকাচলসঙ্কাশ-কর্পূর-গৌর-শুভ-শরীর অর্থাৎ নানালঙ্কার-দীপ্ত-স্ফটিকমণিনিভ শ্রীঅঙ্গ বিপুল-জ্বালা-মালাদ্বারা পরিব্যাপ্ত হওয়ায়, বিষ্ণু-আদি দেবগণও তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইলেন না। অপিচ, সূর্য্য, শশাঙ্ক এবং পাবকাদি-জ্যোতির্গণেরও বিভাসক-

ব্রহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে অভিতঃ সমুজ্জ্বল-তপস্তেজঃ-প্রদীপ্ত শ্রীশাঙ্কর-শরীর-সন্দর্শনে অসমর্থ হইয়া, বিষ্ণু, তথা দুর্নিরীক্ষ্য-বোধে ব্রহ্মাদিদেবগণ, দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ ও মরীচি আদি মানসপুত্রগণ যখন নিজ-নিজ-নয়নকমল নিমীলিত করিলেন, তৎকালমাত্রেই শ্রীশম্ভুদেব সর্ব্বব্যাপনশীল-স্বস্বরূপ-ভূত-পরমব্রহ্ম-সম্বন্ধিনী-মহামায়া-দ্বারা সহসা পরিত্যক্ত হইয়া, মেঘমুক্ত-শতসহস্র-সূর্য্যশশধরের বিমল-প্রভাকে বিমলিনা, বা পরাভূতা করিয়া, স্বয়ং সূর্য্য-কোটি-প্রতীকাশ-চন্দ্র-কোটি-সুশীতল-নিতান্ত-নির্ম্মল-ব্রাহ্ম-তেজঃ-প্রাচুর্য্যে অত্যন্ত-সমুজ্জ্বল পরম-মহনীয়-রমণীয়-শোভা-ধারণ-পূর্ব্বক নিরতিশয়-প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অধিক কি বলিব? যে যে গণ-সকল শ্রীশঙ্করদেবের সেবার্থ সদাকাল তদন্তিকে নিবাস করিয়া থাকেন, তাঁহারাও তৎকালে শত-সহস্র-দিবাকর-তুল্য তেজস্বী শ্রীশঙ্করদেবকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব যখন প্রগাঢ়-সমাধিযোগানুশীলন দ্বারা নির্ধূতমল-মানসটীকে নিজ-পূর্ব্বতন-ব্রহ্মাত্মচৈতন্যে সম্যক্ নিবেশিত করিয়া, অদ্বিতীয়-জ্যোতীরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, প্রণবকোদণ্ডের কোটিদ্বয়ে বিবেক, বৈরাগ্য ও বিচারজ-জ্ঞান, এই গুণ-ত্রিতয়-নির্ম্মিত-শিঞ্জিনী-সমারোপণ-পূর্ব্বক তন্মধ্যস্থলে উপাসা-শাণিত আত্ম-শর আরোপিত করিয়া, অপ্রমত্তাবস্থায় নিজ-পূর্ব্বসিদ্ধ অখণ্ড-সচ্চিদানন্দময়-ব্রহ্মস্বরূপ-লক্ষ্য-বেধ-পুরঃসর যখন শরবৎ তন্ময়ভাবে অবস্থিতি করিতে-ছিলেন, তৎকালে ভৃশং সমাধি-সংসক্ত-মানস-শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে তাঁহার স্বতঃ-সিদ্ধ-বাস্তব-পরমব্রহ্মময়-রূপ অপরোক্ষ-জ্যোতীরূপে আবিভূর্ত হওয়ায়, ধূর্জ্জটিদেব দুর্নিরীক্ষ্যতররূপে প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বব্যাপনশীল-শ্রীপরমব্রহ্মদেব স্বয়ং শ্রীমন্মহাদেবের শরীরাভ্যন্তরে জ্যোতিঃস্বরূপে প্রবেশ করিয়া, যখন সর্ব্বাবভাসকরূপে অবস্থিত হইলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব নিজ-পূর্ব্বতন-সচ্চিনানন্দলক্ষণ-পরমজ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্মস্বরূপের সহস্রাংশু-সমুজ্জ্বল অমল-সুধা-ধবল-বিমল-বিপুল আলোক-কলাপ-সাহায্যে স্বীয়-জঠর-বিবর-প্রদেশে যথারীতি পূর্ব্ব-তন-সৃষ্টিক্রম অবলোকন করিলেন।

সূক্ষ্মদর্শী ব্রহ্মবিদ্‌গণের বিচারে নির্ণীতার্থক-নারায়ণ-শব্দ-প্রতিপাদ্য অব্যয়-ব্রহ্ম-স্বরূপের আবির্ভাব-বশে আলোকিত স্বীয় উদর-বিবরমধ্যে শ্রীশঙ্করদেব যখন প্রাক্তন-সৃষ্টিক্রম দর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে প্রথমতঃ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দেখিলেন, স্থৌল্য-বিবর্জ্জিত, সৌক্ষ্ম্য-সম্পর্ক-বিরহিত, বিশেষণ-নিচয়ের অগোচরীভূত, নিত্যানন্দময়, সর্ব্বথা আতঙ্কশূন্য, সর্ব্বদা একরূপ, বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-স্বভাব, মনোবাক্যের অতীত, অন্যান্য ইন্দ্রিয়নিচয়ের অবিষয়ীভূত, অতএব অদৃশ্য, অথচ সর্ব্বদ্রষ্টা, নির্গুণ, অথচ গুণ-ভোক্তা, মুমুক্ষুগণের পরম-পদ-স্থানীয়, পরমানন্দময়, জগৎকারণ-কারণ শ্রীপরমাত্মদেব সমাসীন রহিয়াছেন। শ্রীশম্ভুদেব এই পরমাপূর্ব্ব-পরমরমণীয়-স্বস্বরূপভূত শ্রীপরমাত্মদেবকে অবলোকন করিয়া, তথা সর্ব্বথা বহির্জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া, স্বাত্মভূত সেই পর-ব্রহ্মদেবের বিশুদ্ধ-বিজ্ঞান-ময়-বিগ্রহে সংযম-পূত-মনঃ-সাহায্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনরপি দেখিলেন, দিবাকরের কর, চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও অনলের দাহিকাশক্তি-প্রভৃতির ন্যায় আধার হইতে অভিন্না হইলেও, শ্রীপরমব্রহ্মদেবেরই রূপভূতা, তথা অভিন্না হইলেও, সৃষ্ট্যর্থে ভিন্নতাগতা, অতএব পৃথক্‌ভূতাপ্রায় একাকিনী প্রকৃতিদেবী জ্যোতির্ম্ময়-পরমেশ্বরদেবের অভ্যাসবর্ত্তিদেশে অবস্থিতি করিতেছেন।

পুনশ্চ, শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, অগ্নির স্থূল অতিস্থূল কণাসকল হইতে ইন্ধনদোষ, অথবা মুদ্গরাদি-প্রহারবশে অজস্র-সমুৎপন্ন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতরাকার-বহ্নিকণাসকল স্থূল-পাবক-কণার অভ্যাসবর্ত্তিদেশে ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ অবস্থায় যেমন পতিত থাকে, সেইরূপ সেই পরমজ্যোতির্ম্ময়-পরমব্রহ্মদেবের সৈন্ধবঘনবৎ বাহ্যাভ্যন্তর একরস-চৈতন্যপিণ্ড হইতে প্রকৃতি-কৃত-প্রেরণাবশে সৃষ্টিপ্রারম্ভাবসরে শ্রীপরমেশ্বরদেবের সিসৃক্ষা-প্রণোদিত চৈতন্যময় অসংখ্য অনন্ত পুরুষ, বা জীবগণ নিরন্তর সমুৎপন্ন হইয়া, তাঁহারই পার্শ্বদেশে ইতস্ততঃ বিকীর্ণভাবে নিবাস করিতেছেন। পুনশ্চ, শ্রীচন্দ্রশেখরদেব দেখিলেন যে, নিজ-জঠর-বিবরাস্তরালে স্ব-স্বরূপে আবির্ভূত সেই অপরোক্ষ-স্বানুভূতিমাত্র-সম্বেদ্য পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরমদেব শ্রীপরমেশ্বরই সৃষ্টিযোগ, স্থিতিযোগ এবং অন্তযোগ-সকলের

অবচ্ছেদ-সাধনদ্বারা কারণভূত অখণ্ড-দণ্ডায়মান কালরূপে মুহুর্ম্মুহুঃ আভাসিত হইতেছেন। কিঞ্চ, শ্রীচন্দ্রশেখরদেব পুনরপি অবলোকন করিলেন যে, একমাত্র সেই পরম-পুরুষ শ্রীপরমেশ্বরদেব সর্ব্ব-বিকার-বর্জ্জিত সর্ব্ব-বাধা-বিনির্ম্মুক্ত অদ্বিতীয় একরস কূটস্থ-চৈতন্য-স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণ তাঁহারই শ্রীরূপ হইতে প্রকৃতি-পুরুষ ও সৃষ্টি-স্থিতি এবং অন্তকর্ত্তৃগণের, তথা অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের বিলয়াধার কাল মুহুর্ম্মুহুঃ ভাসমান হইতেছেন।

যদিচ অনন্ত অক্ষয় অব্যয় অদ্বয় শ্রীপরমব্রহ্মদেবের শ্রীরূপসাগরে তরঙ্গাকারে সমুত্থিতা এই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল শ্রীপরমেশ্বরদেবের শ্রীরূপ-সাগর হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন, তথাপি শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন যে, তাঁহারই পূর্ব্বতন-সচ্চিদানন্দলক্ষণ-পরম-ব্রহ্মস্বরূপ হইতে উৎপন্না এই প্রকৃতি, পুরুষ ও কাল সর্গার্থে কখনও ভিন্নতা-প্রাপ্ত হইতেছেন, আবার কখনও বা "সাগর-বক্ষসি" বিলসিত-তরঙ্গরাশির ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকার্য্য-সমাপনান্তে ব্যবহার-দশায় পৃথক্-ভূতরূপে প্রতীত হইয়াও, মহাপ্রলয়াবসরে প্রয়োজনের অভাব-বশতঃ পরম-ব্রহ্মচৈতন্য-শরীরে বিলীন হইয়া, পুনরপি অভিন্ন-ভাব ধারণ করিতেছেন। অতএব এক্ষণে সুনিশ্চিতরূপে অবধৃত হইতেছে যে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বসংসারের সমুৎপত্তির পূর্ব্বকালে মহাপ্রলয়-সময়ে শ্রীশঙ্করদেবের পূর্ব্বতন শান্ত, শিব, অদ্বিতীয়, পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরমব্রহ্মলক্ষণ-পরমমহেশ্বরাখ্য-স্বরূপ ভিন্ন স্থিরচরসুরনরাত্মক, মায়া-কল্পিত-স্রগ্‌ভুজঙ্গোপম-বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত কোন পদার্থই বিদ্যমান ছিল না এবং "একমেবাদ্বয়ং" ব্রহ্মস্বরূপ পরমমহেশ্বর-দেবই "স্বে মহিম্নি" প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। অনন্তর মহাপ্রলয়াবসানে সৃষ্টিকাল সমাগত হইলে, প্রভু-পরমেশ্বরদেব স্বয়ংই প্রধান-স্বরূপে, তথা কালরূপে প্রতিভাস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, পরমানন্দ-ব্রহ্মস্বরূপ-মহামহেশ্বরদেবের মানসে সুপ্তপ্রতিবুদ্ধ-ন্যায়ে নৈসর্গিক-নিয়ম বলে সৃষ্টিবাসনা, বা প্রবৃত্তি জাগরিতা হইবামাত্র সংসারার্থ মহামহেশ্বরদেব স্বয়ং পুরুষ-রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক শশ্বদ্‌ভোগ-সম্পাদনার্থ

মূর্দ্ধ-সীম-বিদারণ-পুরঃসর প্রাণিগণের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া, হৃদয়-কন্দরে অবস্থিতি সহকারে স্ত্রী, পুত্র, বধূ, বস্ত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্রক্, চন্দন, প্রাসাদ, উপবন, যান, বাহন, তথা মণি-রত্নাদি-বিবিধ-বিচিত্র ঐহিক ও আমুষ্মিকবিষয়-ভোগার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, সংসার-সুখে রত হইলেন দেখিয়া, শ্রীশঙ্করদেব পরম-বিস্ময়-মহার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

পুনশ্চ, ধ্যানমার্গগত শ্রীহরদেব আশুগতি অবলোকন করিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বতন-স্বরূপভূত সেই সচ্চিদানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-পরম-মহেশ্বর-দেবই আত্মীয়-পরম-মাহেশ্বরী-শক্তির গর্ভে স্বীয়-সচ্চিদানন্দময়-ব্রহ্মস্বরূপের প্রতিবিম্ব-সমর্পণ-দ্বারা কখন প্রকৃতি-সজ্জায় সজ্জিত হইতেছেন, কখনও বা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমো-গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা-স্বরূপিণী চিদানন্দ-ময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা প্রকৃতিদেবীকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও অবিশুদ্ধি-দ্বারা দ্বিধা বিভক্তা করিয়া, সত্ত্ব-গুণের শুদ্ধিতা বা প্রাধান্য-বশতঃ মায়া এবং সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধিতা বা মালিন্য-বশতঃ অবিদ্যা-নাম-ধারণ-পূর্ব্বক মায়া এবং অবিদ্যার গর্ভে নিজ-প্রতিবিম্ব সংক্রামিত করিয়া, যথাক্রমে মায়াকে স্ববশে আনয়ন-পুরঃসর ঈশ্বর, তথা স্বয়ং অবিদ্যার বশবর্ত্তী হইয়া, কারণ-শরীরাভিমান-নিবন্ধন প্রাজ্ঞ-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইতেছেন। যিনি প্রকৃতি, তিনিই মায়া এবং যিনি মায়া, তিনিই কদাচিৎ সতীরূপে, কদাচিৎ বা পার্ব্বতীরূপে শ্রীশঙ্করদেবকে মোহিত করিতেছেন, কদাচিৎ কমলারূপে শ্রীবিষ্ণুদেবের বক্ষোবিলাসিনী হইয়া, তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, কদাচিৎ বা সাবিত্রীস্বরূপে লোকপিতামহ-শ্রীচতুরাননদেবকে বিমোহিত করিতেছেন।

কিন্তু, পুনরপি শ্রীশঙ্করদেব যোগমার্গানুসরণে অবলোকন করিলেন যে, সেই মায়াখ্যা-প্রকৃতিদেবী স্ত্রীরূপ-সাহায্যে সদাকাল লক্ষ্মী-স্বরূপিণী হইয়া, যেমন শ্রীহরিপ্রিয়ারূপে বৈকুণ্ঠে বসতি করিতেছেন, সেইরূপ বিবিধ-জাতীয়-স্ত্রীরূপ-সাহায্যে বিবিধ-জাতীয়-জন্তু-সকলকে সম্মোহিত করিতেছেন। তথা নানারূপে সমুৎপন্না সেই একমাত্র প্রকৃতি-দেবী কদাচিৎ সাবিত্রী, কদাচিৎ রতি, কদাচিৎ সন্ধ্যা, কদাচিৎ সতী, কদাচিৎ পার্ব্বতী, কদাচিৎ বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী, কদাচিৎ বীরিণী

নামে অভিহিতা হইতেছেন এবং কদাচিৎ বা স্বয়ং বুদ্ধিরূপা প্রকৃতিদেবী চণ্ডিকা নামে পরিগীতা হইতেছেন। অতঃপর ধ্যানমার্গগত ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং স্বাত্ম-যোগাবলম্বনে উক্তরূপে মহদাদি-প্রভেদবশে বহুধা-প্রভিন্ন-যথাপূর্ব্ব সৃষ্টিক্রম, তথা কাল, প্রকৃতি ও পুরুষ-সকলকে নিজ-জঠরাভ্যন্তরে সন্দর্শন করিয়া, পুনরপি স্ব-শরীর-মধ্যে অন্যরূপে ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান-সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাদশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োদশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান-সন্দর্শন অবসরে পুনরপি অবলোকন করিলেন যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পীয় ব্রহ্মাণ্ড, বর্ত্তমানকল্পীয় এই ব্রহ্মাণ্ড ও তোয়রাশিমধ্যে অবস্থিত সেই সুমহৎ হৈম অণ্ড অত্যন্ত বিবৃদ্ধ হইয়া, ক্রমে ক্রমে সেই সমস্ত জলরাশি নিজগর্ভে গ্রহণ করিল। এইরূপে বিবৃদ্ধ-হৈমাণ্ড-গর্ভে জল-সকল সংস্থিত হইলে, বারি, বহ্নি, বায়ু ও আকাশ-দ্বারা বহির্দ্দেশে সংচ্ছন্ন শ্রীশর্ব্ব-পার্শ্বে সংস্থিত অতুল-ব্রহ্মাণ্ডকে নিজ-মায়া-সাহায্যে ধারণ-পূর্ব্বক স্বয়ং পরমব্রহ্মস্বরূপধৃক্ শ্রীমন্মহামহেশ্বরদেব ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, দৈব-বর্ষকাল অবস্থিতি-পুরঃসর যথারীতি ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া, পশ্চাৎ "প্রবিভেদ তদণ্ডকম্।" শ্রীমৎপরমমহেশ্বরদেবকর্ত্তৃক অতুল-হৈম-ব্রহ্মাণ্ড প্রভিন্ন হইবামাত্র সমুৎপন্ন-মেরুর উপরিভাগে তৎকালোৎপন্ন-মহেশ্বরাখ্য-অব্যক্ত-ভাবাপন্ন ব্রহ্মশরীর দর্শন করিয়া, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশঙ্করদেব পরমমহেশ্বরদেবের ইচ্ছাবশে ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ক্রমে বিকাশভাবাপন্ন-পদ্মগর্ভাভ, স্রষ্টব্য-পদার্থ-সকলের প্রকাশার্থ জ্যোতীরূপ, তথা সৃষ্টিকার্য্য-সম্পাদনার্থ শ্রীমন্মহা-মহেশ্বরদেবের "একমেব" অদ্বিতীয়-পরমানন্দ-জ্যোতির্ম্ময়-সনাতন-ব্রহ্ম-স্বরূপ হইতে ভিন্নতা বা পৃথকৃত্ব-প্রাপ্ত, কমলাসনে সমুপবিষ্ট, নিজ-দেহ-কান্তির অত্যুজ্জ্বল-ছটা-সাহায্যে দশদিক্ বিভাসিতা করিয়া, জ্যোতি-র্ম্মণ্ডল-মণ্ডন-মণ্ডিত-মহনীয়-মাধুর্য্য-সম্পন্ন-মধুর-শরীর-সৌন্দর্য্যে সর্ব্বথা প্রকাশমান, ভুজ-চতুষ্টয়ে বিলসিত, ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত, বিস্পষ্ট-শরীরধারী, জগৎপতি, চতুরানন ব্রহ্মাকে মুহুর্ম্মুহুঃ বিলোকন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব যখন জগৎপতি-ব্রহ্মার অতুল-রূপরাশি বিলোকন করিতেছিলেন, তৎকালমাত্রেই পুনরপি তিনি অবলোকন

করিলেন যে, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে সেই ব্রাহ্ম্যবপুঃ সহসা ত্রিধা বিভক্ত হইয়া গেল। তথা পুনরপি শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন যে, ঊর্দ্ধমধ্যান্তভাগত্রয়ে ত্রিধা-বিভক্ত ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক ব্রাহ্ম্যশরীরের ঊর্দ্ধভাগ ক্ষণ-কাল-মধ্যেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইলেন, মধ্যভাগ বিষ্ণুভূত হইলেন এবং অন্তভাগ ঝটিতি স্ব-স্বরূপে পরিণত অর্থাৎ শম্ভুতা প্রাপ্ত হইলেন। অপিচ, শ্রীহরদেব যখন নিজ-উদর-বিবরান্তরালে এই সম্পূর্ণ-ব্রহ্মাণ্ডের—সমগ্র-জগতের যথাপূর্ব্বং সন্নিবেশ-সন্দর্শনে তৎপর ছিলেন, তৎকালে তিনি অতি ত্বরিতগতি পুনরপি দর্শন করিলেন যে, একমাত্র সেই ব্রাহ্ম্যশরীর মুহুর্মুহুঃ ত্রিধাভূত হইয়া, ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক শরীর-ধারণপূর্ব্বক কদাচিৎ ব্রাহ্ম্যকলেবরে বৈষ্ণবকায় বিলীন হইতেছেন, কদাচিৎ বৈষ্ণব-কলেবরে ব্রাহ্ম্যকায় বিলয়প্রাপ্ত হইতেছেন, তথা কদাচিৎ শাম্ভব-শরীরে বৈষ্ণব-কায় বিলীন হইতেছেন, কদাচিৎ শাম্ভব-শরীর বৈষ্ণব-বিগ্রহে অভিন্নভাব ধারণ করিতেছেন, এইরূপ ব্রাহ্ম্যকায় শাম্ভব-শরীরে মিলিত হইতেছেন, তথা বৈষ্ণব-বিগ্রহ ব্রাহ্ম্যশাম্ভব-কলেবরে একীভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। পুনশ্চ, শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, তাঁহাদিগের পরস্পরের শরীর পরস্পরের শরীরে মুহুর্মুহুঃ বিলীন হইয়া, একতাপ্রাপ্ত হইতেছেন এবং একতা-প্রাপ্ত হইয়া, পরক্ষণেই আবার পৃথগ্‌গত হইতেছেন। এইরূপে শ্রীবামদেব দেখিলেন, ব্রাহ্ম্য, বৈষ্ণব এবং শাম্ভব-শরীর ক্ষণে পরমাত্মদেবের শ্রীবিগ্রহে বিলীন হইয়া, অপৃথগ্‌গত হইতেছেন, আবার অপরক্ষণে পরম-মহেশ্বরদেবের জ্যোতির্ম্ময়-কলেবর হইতে নির্গত হইয়া, সৃষ্টি, স্থিতি ও অন্তকার্য্য-সম্পাদনার্থ ভিন্নভাব ধারণ করিতেছেন।

অপিচ, অন্যদিকে পরাবৃত্ত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেব অবনত-নয়নে দেখিলেন, ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জলে বিততা এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীদেবী বিরল-প্রচার-মহাপর্ব্বত-সঙ্ঘাত-দ্বারা বিধৃতা হওয়ায়, ইতস্ততঃ সঞ্চলন, বা অধোগমন হইতে বিরতি অবলম্বন-পূর্ব্বক স্থগিতভাব ধারণ করিয়াছেন। অনন্তর পুনরপি শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দর্শন করিলেন যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা আদিতঃ সৃষ্টিকার্য্য-সম্পাদন করিতেছেন, গরুড়াসন-বিষ্ণু ব্রহ্ম-সৃষ্ট-প্রাণি-নিবহের, তথা সমগ্র-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বতোভাবে পরিপালন-কার্য্য

সম্পন্ন করিতেছেন, তথা শ্রীশঙ্করদেব স্বয়ং স্থির-চর-সুর-নরাত্মক সম্পূর্ণ-জগন্মণ্ডলের নিরবশেষ-সংহারসাধন করিতেছেন। তথা অন্যত্র শ্রীশঙ্করদেব অবলোকন করিলেন যে, প্রজাপতি দক্ষ, তথা নিজ-গণসকল, মরীচ্যাদি-দশ মানস-পুত্র, তথা বারিণী, সতী, সন্ধ্যা, রতি, তথা সশৃঙ্গার সবসন্তক কন্দর্প, তথা হাব, ভাব এবং মারগণ, ঋষিগণ, দেবগণ, ও মরুদ্‌গণ, তথা মেঘসকল, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বল্লী ও তৃণ সকল, তথা সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ যক্ষগণ, রাক্ষসগণ ও কিন্নরগণ, তথা মানুষ, ভুজঙ্গ, গো, গ্রাহ, মৎস্য ও কচ্ছপ, তথা উল্কা, নির্ঘাত, কেতু এবং কৃমি, কীট ও পতঙ্গ সকল, পৃথিবীতলে অবস্থিত রহিয়াছে। অন্যতঃ শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, কোন বনিতা নিজ-কান্তের সহিত প্রেম-পুলকিত-কলেবরে আনন্দ-ভরে দ্বন্দ্বভাব করিতেছেন, তথা কেহ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ উৎপন্ন হইতেছে, কেহ বা বিপন্ন হইতেছে, তথা কেহ বা হাস্য করিতেছে, কেহ কেহ বা ক্রীড়া করিতেছে, কেহ কেহ বা বিলাপ করিতেছে, কেহ কেহ বা ইতস্ততঃ ধাবন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা স্থির-শান্তভাব-ধারণপূর্ব্বক শ্রীপরমেশ্বরদেবের সর্ব্ব-জন-বন্দিত-চরণ-চিন্তন সার ভাবিয়া, শ্রীপরমেশ্বরদেবের করুণা-প্রার্থনা করিতেছেন।

তথা পুনরপি শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, হেম-মণি-রত্নময়-দিব্য অলঙ্কার-নিকরে সংচ্ছন্না, মাল্য-চন্দন-নিচয়ে চর্চ্চিতা, ললিতললনাললামভূতা বহ্বী বরস্ত্রী শ্রীশম্ভুদেবের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন, আবার কোন কোন বর-রমণী তাঁহাদিগের কাম-ক্রীড়া-সন্দর্শনে স্বয়ং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক ক্রীড়িতা হইতে ইচ্ছা করিতেছেন। কোন কোন বর-কামিনী শ্রীশম্ভুদেব-দ্বারা পুনঃ পুনঃ ক্রীড়িতা হইয়া, প্রেম ও আনন্দভরে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-যুগলের সুশীতল-ছায়াতলে উপবেশন করিয়া, স্তুতি-প্রস্তুতি-সাহায্যে জগৎপতি শ্রীপশুপতিদেবের মানস-রঞ্জনে যত্ন করিতেছেন। তথা পুনরপি শ্রীমন্মহেশ্বরদেব দেখিলেন, কমলালয়া লক্ষ্মী, তথা সাবিত্রীদেবী বিষ্ণু ও ব্রহ্মদেবানুষ্ঠিত-ক্রীড়া-দ্বারা পরিতৃপ্ত-প্রাণে শ্রীবিষ্ণু ও ব্রহ্মদেবের স্তুতিপ্রণয়ন-পূর্ব্বক তাঁহাদিগের চিত্তবিনোদন করিতেছেন। তথা অপরত্র শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, তপোবনে তপোধন মুনিগণ একাগ্র-মানসে

তপস্যার আচরণ করিতেছেন। কোন কোন মহাত্মা ঋষিগণ নদীতীরে পর্ণকুটীরে যোগাসনে সুখাসীন হইয়া, সংযত-অন্তঃকরণে শ্রীপরমেশ্বরদেবের ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা স্বাধ্যায়-বেদপাঠে নিরত রহিয়াছেন। কেহ কেহ বা স্বাধ্যায়-বেদাদির পাঠনে যত্নপ্রকাশ করিতেছেন। তথা অপরদিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক শ্রীশঙ্কর-দেব দেখিলেন, দধি, দুগ্ধ, সুরা, সর্পিঃ, ইক্ষু, লবণ এবং স্বাদুজলে পরিপূর্ণ সপ্তসমুদ্র, গঙ্গা-যমুনা-গোদাবরী-সরস্বতী-নর্ম্মদা-সিন্ধু-কাবেরী-প্রভৃতি-নদীসকল, তথা মানস-পম্পা-বিন্দু-কচ্ছ-প্রভৃতি দেব-সরোবর-সকল যথাবিভাগ অবস্থিত হইয়া, বসুধাদেবীর মেখলা, হার, কুণ্ডল, মৌক্তিক ও বসন-কার্য্য সম্পাদন করিতেছে।

শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি স্ব-স্বরূপ-ধ্যান-বলে স্বীয় উদরবিবরান্তরালে অবলোকন করিলেন যে, তিনি যেন স্বয়ং কদাচিৎ কৈলাসে, কদাচিৎ সুমেরু-পর্ব্বতে, কদাচিৎ হিমবান্ পর্ব্বতের শিখরোপরি অবস্থিত হইয়া, স্ব-স্বরূপ-পরমমহেশ্বরদেবের ধ্যান করিতেছেন এবং তাঁহারই সেই পূর্ব্বতনী সচ্চিদানন্দময়ী ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি হইতে মায়াখ্যা-প্রকৃতি-দেবী কদাচিৎ লক্ষ্মী-স্বরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক বিষ্ণুদেবকে সম্মোহিত করিতেছেন, কদাচিৎ সতীরূপ-ধারণ-পুরঃসর শ্রীমন্মহাদেবের সহিত বিবিধ-ক্রীড়া করিয়া, তাঁহাকেও মুগ্ধ করিতেছেন। শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, স্বয়ং সম্মুগ্ধ অন্তঃকরণে সতীদেবীর সহিত কদাচিৎ শৃঙ্গাররসসেবিত দেববনে, কদাচিৎ মন্দরপর্ব্বতে, কদাচিৎ সুমেরুশিখরে, কদাচিৎ কৈলাসাচল-শৃঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন। তথা শ্রীমহেশ্বরদেব পুনরপি দেখিলেন যে, সহসা সতীদেবী দেহত্যাগ করিয়া, হিমালয়-গৃহে মেনকা-গর্ভে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক উমারূপে উৎপন্না হইলেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি যেরূপে পার্ব্বতীদেবীকে প্রাপ্ত হইলেন, যেরূপে অন্ধকাসুরকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তথা কার্ত্তিকেয়দেব সমুৎপন্ন হইয়া, যেরূপে তারকাখ্য অসুরের বিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন, কিম্বা নরসিংহ-স্বরূপ-ধারণ-পূর্ব্বক যেরূপে বিষ্ণুদেব হিরণ্যকশিপুকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তথা শ্রীবিষ্ণুদেব কর্ত্তৃক যেরূপে কালনেমি-হিরণ্যাক্ষ-প্রভৃতি নিহত

হইয়াছিলেন, তথা বিষ্ণুদেব পূর্ব্বকালে দানব-নিবহের সহিত যাদৃশ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তথা যে যে দানব বা অসুরগণকে যে যে ভাবে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তৎসমুদয় পূর্ব্ববৎ অবলোকন করিলেন।

এইরূপে বহুতর-জগৎপ্রপঞ্চ, ব্রহ্মাদিদেববৃন্দ, নক্ষত্রনিকর, গ্রহ, মানুষ-সমূহ, তথা যক্ষ-সিদ্ধ-বিদ্যাধরাদি-যাবতীয়-জীবগণকে বারম্বার পৃথক্ পৃথক্রূপে সবিস্তর সম্যক্ দেখিয়া দেখিয়া, পরিশেষে বালেন্দুশেখর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব পুনরপি দেখিলেন যে, স্বয়ং আকর্ণান্ত আকর্ষণ-বশে মণ্ডলীকৃত-পিনাক-কোদণ্ড-ধারণ-পূর্ব্বক সমস্ত-জগৎ-প্রপঞ্চের, তথা যাবতীয়-জীববৃন্দের সংহারসাধন করিতেছেন। অপিচ, সংহারান্তে শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, চরাচরাত্মক এই জগৎ সর্ব্ববিধ-সংস্থান বা সন্নিবেশ-দ্বারা বিহীন, বা শূন্য হইয়া গিয়াছে। কিঞ্চ, এই সমগ্র-জগন্মণ্ডল একেবারে শূন্যতা-প্রাপ্ত হইলে, শ্রীহরদেব দেখিলেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু-শরীরে লীন হইলেন, তথা শ্রীবিষ্ণুদেব শ্রীশঙ্কর-শরীরে বিলয়প্রাপ্ত হইলেন এবং একমাত্র শ্রীশম্ভুদেব পূর্ব্বকথিত-মহেশ্বরাখ্য অব্যক্ত-ব্রহ্মস্বরূপে স্বয়ং অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর একমাত্র মহেশ্বরাখ্য অব্যক্ত-ব্রহ্মমূর্ত্তি-ভিন্ন যখন অন্য কিঞ্চিন্মাত্র বস্তুও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন যে, তাঁহার সেই অব্যক্ত-ভাবাপন্ন-মহেশ্বরাখ্য-ব্রহ্ম-শরীর পরম-মহেশ্বরাখ্য শ্রীপরমাত্মদেবের সর্ব্বাধার-সর্ব্বময়-সনাতন-সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপে প্রবেশ করিতেছেন।

পুনশ্চ, উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেব স্ব-স্বরূপভূত-সর্ব্বব্যবহারাতীত-স্বীয়-পূর্ব্বতন-সনাতন-জ্যোতীরূপ-পরমতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া, শ্রীপরমব্রহ্মদেবের পরমানন্দ-জ্ঞানময়-নিত্য-স্বরূপে যখন ভাসমান হইলেন, তৎকালে কেবল, জ্ঞানগম্য, আদ্যন্তহীন-পরমাত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন, অন্য কোন পদার্থ তাঁহার নয়ন-গোচর হইল না। শ্রীশঙ্করদেব এইরূপে স্বশরীর-মধ্যে অদ্বিতীয়-পরমাত্মস্বরূপে জগতের সর্গ, স্থিতি ও অন্ত, তথা একত্ব, পৃথক্ত্ব ও সংযম-প্রভৃতি অবলোকন করিয়া, পশ্চাৎ অতীন্দ্রিয়-নিত্য-শান্ত-স্বপ্রকাশ-স্বরূপ-পরমাত্মভূত "একমেব" অদ্বয়-ব্রহ্ম-মাত্র-সন্দর্শন করিয়া, নিষ্কল-নিরবদ্য-নিরঞ্জন-সচ্চিদানন্দঘনরূপে অবস্থিত হইলেন এবং অব্যয় অদ্বয়-ব্রহ্মস্বরূপ

ব্যতীত অন্য কিঞ্চন বস্তন্তর দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেব মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, দিবাকরের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অংশুমালীর সহস্র-সহস্র-কিরণ-রেখা যেমন শতসহস্রধারে সমন্তাৎ প্রসৃতা হয়, তথা অস্ত-সময়ে অদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে যেমন জগতীতলে শতসহস্রধা-বিকীর্ণ-কিরণ-রেখা অন্তর্হিতা হইয়া থাকে, সেইরূপ সংসার-লীলানুরাগ-সমুদয়ের সহিত আমারও নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, কারণের কারণ, ভাসকের ভাসক, সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপ হইতে লীলোপকরণ-রূপে যে সকল-বস্তু আত্মপ্রকাশ লাভ করিয়াছিল, অধুনা মদীয়-লীলানুরাগের উপশান্তি-কালে তাহারা সকলেই কমঠ-শরীরে কূর্ম্মাঙ্গ-নিচয়ের সম্প্রবেশবৎ মৎস্বরূপে সম্প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব এক্ষণে "কো বা বিষ্ণুর্হরঃ কো বা ? কো ব্রহ্মা ? কিমিদং জগৎ ?" এই সকল-বিষয়ে আমি কিছুমাত্র ভেদ দেখিতেছি না। জলে জল, অনিলে অনিল, আকাশে আকাশ সম্প্রবিষ্ট হইলে, যেমন তাহাদের কোনরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ অবিদ্যা-কল্পিত নামরূপাত্মক এই সমগ্র-জগৎ অধিষ্ঠান-তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার-সমুদয়ে রজ্জু-পরিকল্পিত-সর্পের রজ্জু-মাত্রত্ব-প্রাপ্তিবৎ মৎস্বারূপ্য-প্রাপ্ত হওয়ায় স্রগ্‌-ভুজঙ্গোপম-জগৎপ্রপঞ্চের কিছুমাত্র ভেদ পরিলক্ষিত হইতেছে না।

উক্তরূপে পরমাত্মা শ্রীশম্ভুদেব যখন ধ্যানযোগাবলম্বনে স্বীয়-পরম-ব্রহ্মময়-স্বরূপ-সন্দর্শন, তথা জাগতিক-পদার্থ-সকলের অনন্যতাপ্রাপ্তি-বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে ক্ষিপ্রগতি মেঘ-মধ্যে বিদ্যুদ্বিলাসের ন্যায় তাঁহার মনোমধ্যে সহসা শ্রীমতী সতীদেবীর বিকসিত-নবযৌবন-লাবণ্য বিলসিত হওয়ায়, তৎক্ষণাৎ শ্রীশঙ্করদেবের সমাধিভঙ্গ হইল এবং শরীরাভ্যন্তরপ্রদেশ হইতে তাঁহার মানস নিঃসৃত হইয়া, যখন বহি-র্জগতের বাহ্য-সৌন্দর্য্যাবলম্বনে পুনরপি লীলা-রসাস্বাদনার্থ ধাবিত হইল, তৎকালে শ্রীমতী মহামায়া দেবী সতীরূপে তাঁহার মানস অধিকার করিয়া, হৃদয়মধ্যে নিজ আসন সংস্থাপিত করিলেন। কমলাপতি জনার্দ্দনদেবের পরামর্শানুসারে ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করদেব উক্তরূপে জগৎপ্রপঞ্চের অনন্যত্ব ও পৃথক্ত্ব সন্দর্শন করিয়া, যখন অদ্বিতীয়-পরম-ব্রহ্মলক্ষণ-স্বীয়-কূটস্থ-

চৈতন্য-শরীর হইতে দ্রুততরবেগে বহির্ভূত হইলেন, তৎসমকালেই চলিতাত্মা, অতএব ত্যক্তসমাধি, মহামায়া-বিমোহিত শ্রীহরদেব আশুগতি শ্রীমতী মহামায়া-স্বরূপিণী-সতীদেবী-কর্তৃক অধিকৃত হইয়া, দাক্ষায়ণী-দেবীর প্রবুদ্ধ-কমলাকার-মনোহর-বদন তদ্গত-মানসে মুহুর্ম্মুহুঃ অব-লোকন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব প্রজাপতি দক্ষ, মরীচ্যাদি-দশ মানসপুত্র, নিজ-গণ-সকল, কমলাসন প্রজাপতি ব্রহ্মা, কমলাপতি বিষ্ণু, তথা সতী, রতি, মদন, বসন্ত ও মারগণ-প্রভৃতিকে সেই স্থানে দর্শন করিয়া, মনে মনে আশ্চর্য্যান্বিত না হইলেও, বহির্দ্দেশে যেন অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর কমলাপতি শ্রীজনার্দ্দনদেব বিস্ময়াবিষ্ট-মানস অথচ স্মিত-প্রফুল্ল-বদন বৃষভ-বাহন শ্রীমন্মহাদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে ভগবন্ শঙ্কর! আপনি পরম-ব্রহ্ম শ্রীপরমেশ্বরদেবের একতা ও বিভিন্নতা বিষয়ে ইতঃপূর্ব্বে মদীয়-জ্ঞান-বিজ্ঞান-পরীক্ষার্থ যে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, হে মহেশ্বর! অধুনা আপনি ভবদীয়-সনাতন-পরম-মহেশ্বর-স্বরূপ হইতে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক-রূপত্রয়ের বিভিন্নতা বা অভিন্নতা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন ত? প্রকৃতি, পুরুষ, কাল, তথা মায়া-প্রভৃতির যথাযথ-স্বরূপ নিজান্তরে অর্থাৎ স্বীয়-জঠর-বিবরাভ্যন্তরে ধ্যান-মার্গ অবলম্বনে বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়াছেন ত? হে বিশ্বমূর্ত্তে! হে নিত্যৈশ্বর্য্যশালিন্! আপনি নিজ-জঠর-বিবরান্তরে স্বীয়-বিভূতি-স্বরূপে যে যে পদার্থ অবলোকন করিয়াছেন, তাহারা কে? এবং কীদৃশ? হে মহাদেব! আপনি আপনার নিত্য-যোগৈশ্বর্য্য তথা স্বাভাবিক জ্ঞান, বল ও ক্রিয়াশক্তিবশে হৃদয়-কমল-মধ্যে যে এক, অদ্বিতীয়, সদা-শান্ত, নিত্য-নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, তথা পরম-মহৎ শ্রীপরম-ব্রহ্মদেবকে দর্শন করিয়াছেন, তিনি কিরূপে ভিন্নতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন? আপনি তাঁহাকে কীদৃশ অবলোকন করিলেন?

ভগবান্ বিষ্ণুদেব-কর্ত্তৃক ভগবান্ বৃষভধ্বজদেব উক্তরূপে পরিপৃষ্ট হইয়া, বিকসিত-সিত-সুন্দর-সরসিজ-সৌন্দর্য্যানুকারী অথচ প্রসন্ন-গম্ভীর আননে মৃদু-মন্দ-মধুর হাস্য করিয়া, জনার্দ্দনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক এই বাক্য

বলিলেন যে, হে হরে! তোমার শিবপ্রেম, বা শঙ্করানুরাগ যে এত সুদৃঢ়, শিবতত্ত্বনিষ্ঠা যে এতাদৃশী বলবতী, তাহা যদিচ আমি পূর্ব্ব হইতেই বিশেষরূপে অবগত ছিলাম, তথাপি তোমার শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠা, বা সুদৃঢ়-শিবানুরাগ-প্রযুক্ত বশীকৃত-মানসে প্রীতি-প্রকাশার্থ আমি তোমাকে যে অন্যের অপ্রাপ্য-জ্ঞান-শক্তি-প্রদান করিয়াছি, সেই জ্ঞান, বা বিচার-শক্তির তুমি কীদৃশ অনুশীলন করিয়াছ? তাহা পরীক্ষা করিবার জন্যই আমি সকলের সম্মুখে, বিশেষতঃ তোমার সমক্ষে ব্রহ্মাকে নিহত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কন্দর্পের মোহন-হর্ষণাদি-বাণ-প্রভাবে সম্মুগ্ধ ব্রহ্মা স্বীয়-কন্যা অত্যন্ত রূপবতী সন্ধ্যার প্রতি অবশ্য সৃষ্টি-কার্য্যে সহায়তাকল্পে সমাসক্ত হইলে, লোক-বেদ-বিরুদ্ধ তাদৃশ-নিন্দিত কার্য্যের প্রতিরোধ-বাসনায় প্রতিবাদ অভিপ্রায়ে আমি যে পদ্মাসনের চরিত্র-শোধন উদ্দেশ্যে তৎপ্রতি তিরস্কার-বচন বা উপহাস প্রযুক্ত করিয়াছিলাম, তাবন্মাত্রে লজ্জিত, তথা উপহসিত চতুরানন ব্রহ্মা অন্ততঃ লোকলজ্জা-ভয়ে তথাকথিত পাপকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিলেন।

পরন্তু তিনি আমাকেও নিজ-দল-ভুক্ত করিয়া, কিসে যে আমাকে সংসারসুখাসক্ত করিবেন, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইয়া, মদনের আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক আমার সংসারানুরাগ আকর্ষণার্থে মদনকে অনুরোধ-বচনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিলেও, ভার্য্যা-বিনিশ্চয় বিনা মদীয়-যোগভঙ্গে অসম্মত মদনের পরামর্শ অনুসারে মদীয়া মাহেশ্বরী শক্তি ব্যতীত আমার বীর্য্য-বেগ-ধারণে, অথবা মন্মানস-মোহনে অন্যের সামর্থ্য না থাকা প্রযুক্ত, সেই মহাদেবীরই মর্ত্ত্যাবতরণ ইচ্ছা করিয়া, যাহাতে তিনি দক্ষকন্যারূপে ধরাধামে অবতীর্ণা হইয়া, আমার বামার্দ্ধাঙ্গে ভার্য্যাত্ব-স্বীকার-পূর্ব্বক শোভা-সম্পাদন করেন, নিজতনয়-প্রজাপতিমুখ্য দক্ষের প্রতি তথাবিধ-প্রযত্নাবলম্বন-পুরঃসর সুদৃঢ়-তপস্যার দ্বারা মহামায়ার সন্তোষ-সাধনে আদেশ-প্রদানের অনন্তর ব্রহ্মা স্বয়ং মহারমণীয় "পুণ্যাৎ" পুণ্যতর-মন্দর-পর্ব্বতাভ্যাসে গমন করিয়া, দেব-পরিমাণের শত-সম্বৎসরকাল কঠোর-ব্রতাচরণ-সহকারে বেদসার-বিবিধ স্তুতি-বচনে যে জগজ্জননী পরম-ব্রহ্ম-মহিষীকে ত্রিভুবনমহারাজ-গৃহিণীরূপে এই মহীমণ্ডলে অবতারিতা

করিয়াছেন, সেই এই দেবী জগদ্ধাত্রীর প্রতি ইদানীং ব্রহ্মা যে স্বেচ্ছাবশে কোনরূপেই এ জাতীয় কুৎসিত অভিলাষ পোষণ করিতে পারেন না, ইহা আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি।

অপিচ, কান্তাভিলাষী হইয়া, আমি কিরূপে দারপরিগ্রহ করি, তদবলোকনার্থ হৃদয়ে সমুৎসুক, মানসিক-গর্ব্ব-পরায়ণ ব্রহ্মার মানস-গর্ব্বাপনয়নার্থ, তথা মেঘ-সমুৎপাদন দ্বারা সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা-দানার্থ শাম্ভবীমায়া-সাহায্যে মানস চাঞ্চল্য-সম্পাদন-দ্বারা আমি তদবস্থাপন্ন-ব্রহ্মাকে বধ করিতে সমুদ্যত হইলে, হে বিষ্ণো! ব্রহ্মা-বধ-ব্যাপার হইতে আমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য, তুমি তৎকালে অন্যান্য যে সকল কথা বলিয়াছিলে, তৎশ্রবণে আমি মানসে সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া, পুনরপি তোমার মুখে অন্যবিধ-বাক্য-শ্রবণার্থ, তথা প্রতিজ্ঞা-পূরণার্থ ব্রহ্মা-বধে সমুদ্যত হইলে, বধ-নিবারণার্থক তোমারই মুখ-নির্গত "প্রতিজ্ঞাপূরণং কর্ত্তুং যোগ্যমাত্মনি নো ভবেৎ", এই বাক্যে আক্ষেপাভিপ্রায়ে মদুক্ত "কথমাত্মা বিধির্ম্মমঃ ? লক্ষ্যতে ভিন্ন এবাসৌ প্রত্যক্ষেণাগ্রতঃ স্থিতঃ।" ইত্যাদি-প্রশ্নবাক্যের যথাযথ উত্তর-দান অবসরে দেবত্রয়ের ভিন্নত্ব ও অভিন্নত্ব-প্রতিপাদন-পূর্ব্বক তুমি যে আমার সনাতন-স্বতঃসিদ্ধ-পরম-মহেশ্বরাখ্য-স্বরূপের যথাশাস্ত্র যথারীতি সুচারুভাবে সমর্থন করিয়াছ, তথা মদীয়-পূর্ব্বতন-পরম-মহেশ্বর-মূর্ত্তির স্বরূপতঃ নিরূপণ-প্রসঙ্গে প্রকৃতি, মায়া, কাল ও পুরুষ-সকলের যে স্বরূপ-নির্ণয় করিয়াছ, তৎশ্রবণে তোমার জ্ঞান-বিজ্ঞান-শক্তির যথেষ্ট-গভীরতা উপলব্ধি করিয়া, আমি পরম আহ্লাদ-সরোবরে নিমগ্ন হইয়াই যেন সহস্রলক্ষবার অনুভূত নিজ-স্বভাব-সিদ্ধ-রূপ-সকল ধ্যান-নিমীলিত-নয়নে এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতেছিলাম।

হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি ধ্যান-যোগ-সাহায্যে দেখিলাম, "ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ ন বিশেষণগোচরম্। নিত্যানন্দং নিরাতঙ্কং একং শুদ্ধং অতীন্দ্রিয়ম্। অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং নির্গুণং পরমং পদম্। পরমাত্মানমানন্দং জগৎকারণকারণম্॥" তথা "একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং ব্রহ্মাস্তি তস্মান্ন হি কিঞ্চিদীদৃশম্। তস্মাদভিন্নং সকলং জগদ্ধরে

কালাদি-রূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥" অর্থাৎ হে হরে! এক, অদ্বিতীয়, শিব-স্বরূপ, শান্ত, অনন্ত ও অচ্যুত-স্বভাব আমার সত্য-সনাতন পরম-মহেশ্বর-মূর্ত্তি-লক্ষণ-সচ্চিদানন্দময়-ব্রহ্মমাত্রই আছেন এবং আমার তথাভূত-পরম-মহেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিন্ন ঈদৃশ, তাদৃশ, অনীদৃক্, অতাদৃক্, ইত্যাদিরূপে নির্দ্দেশার্হ অন্য কিঞ্চিন্মাত্রও বস্তু নাই। অতএব সৃষ্টি-হেতু-কালাদি-রূপ-সকল, তথা সৃষ্ট এই সমগ্র-জগন্মণ্ডল ব্যবহারকালে সত্য, বা ভিন্নবৎ প্রতীত হইলেও, বাস্তবিকপক্ষে শুক্তি-শকলে অধ্যস্ত রজতখণ্ড, মরুক্ষেত্রে কল্পিতা মরীচিকা এবং রজ্জ্বধিষ্ঠানে আরোপিত ভুজঙ্গম-সকল প্রতিভাসকালে প্রাতিভাসিক সত্ত্বসম্পন্ন হইয়াও, যেমন পরমার্থতঃ অধিষ্ঠান-শরীর হইতে ভিন্ন, বা পৃথক্ নহে, সেইরূপ সংস্ফুরদাত্মতত্ত্ব-লক্ষণ-মদীয়-মহামহেশ্বর-স্বরূপ হইতে সর্ব্বথা অভিন্ন। হে বিষ্ণো! সমস্ত-ভূত প্রভব-নিত্য-নিরঞ্জন অদ্বিতীয়-মদীয়-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপেরই অংশভূত এই জীব, ঈশ্বর ও জগদাকৃতি মৎস্বরূপ হইতে ভিন্না নহে। কিঞ্চ, হে কমলাপতে! তোমা-কর্ত্তৃক কথিত-প্রতিপাদিত-সৃষ্টি-স্থিতি-সংহৃতি-কর্ত্তৃ-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মক এই রূপত্রয় যদিচ সর্গার্থে ভিন্নতা-প্রাপ্ত হইয়া, পৃথক্ বিভাত হইতেছে, তথাপি আমার সেই সদ্ভূত-স্বরূপের অংশরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

হে বিষ্ণো! আমার সেই সদ্ভূত-সত্য-সনাতন-সচ্চিদানন্দময়-কারণত্রয়-হেতুভূত-পরম-মহেশ্বরাখ্য-স্বরূপের স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াত্মিকা শক্তির প্রেরণা ব্যতীত কি তুমি, কি আমি, আর কি এই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা, অথবা প্রকৃতি, কাল ও পুরুষগণ, কিম্বা অন্য যে কেহ, আমরা প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রূপ-ধারণ-পূর্ব্বক সদ্রূপে প্রতীত হইয়াও, স্বতন্ত্রভাবে এই জগন্মণ্ডলে কিঞ্চিদপি কার্য্য করিতে সমর্থ নহি। অতএব আমার সনাতন-স্বরূপ হইতে ব্রহ্মা ভিন্ন নহেন এবং তুমিও ভিন্ন নহ। তথা ব্রহ্ম-শরীর হইতে, অথবা বিষ্ণু-শরীর হইতে আমিও ভিন্ন নহি। অপিচ, উক্তরূপে আমাদিগের অভিন্নত্ব সনাতন বলিয়া, পরিগৃহীত, বা অবধৃত হইলে, অধুনা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, "প্রধানস্যাপ্রধানস্য ভাগাভাগস্বরূপিণঃ। জ্যোতির্ম্ময়স্য ভাগো

মে যুবামেকোহমংশকঃ। কস্ত্বম্? কোহঞ্চ? কো ব্রহ্মা? মমৈব পরমাত্মনঃ। অংশত্রয়মিদং ভিন্নং সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারণম্। চিন্তয় স্বাত্মনাত্মানং সংস্তবং কুরু চাত্মনি। একত্বং ব্রহ্মবৈকুণ্ঠ-শম্ভূনাং হৃদ্গতং কুরু। শিরোগ্রীবাদিভেদেন যথৈকস্যৈব ধর্ম্মিণঃ। অঙ্গানি মে তথৈকস্য ভাগত্রয়মিদং হরে॥ যজ্জ্যোতিরগ্র্যং স্বপরপ্রকাশং কূটস্থমব্যক্তমনন্তরূপম্। নিত্যঞ্চ দীর্ঘাদিবিশেষণাদ্যৈর্হীনং পরং তচ্চ বয়ং ন ভিন্নাঃ॥"

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, পুণ্ডরীকাখ্য বিষ্ণু কহিলেন, ভগবন্! আপনি যখন স্বয়ং এইরূপ তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশপর-বচন-কীর্ত্তন করিতেছেন এবং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাত্মক এই রূপত্রয় যখন আপনার সেই চিরন্তন-পরম-মহেশ্বর-স্বরূপেরই অংশভূতমাত্র, তখন এই বিরিঞ্চি সর্ব্বথা আপনার অবধ্য। কিঞ্চ, হে দেববর! এই কমলাসনদেব যদি আপনার সনাতন-সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপের অংশভূত, বা ভাগমাত্রই নিশ্চিত হন, যদি ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাত্মক-রূপত্রয়ের একতা শাস্ত্রতাৎপর্য্যানুমতা, তথা ব্রহ্মবিদ্-গণের সর্ব্বথা সাক্ষাৎকারাত্মক-জ্ঞানদ্বারা হৃদয়ে বিদিতা, বা জ্ঞাতা বলিয়া, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, এই ব্রহ্মা কোনরূপেই আপনার বধ্য হইতে পারেন না। অনন্তর অমিততেজাঃ শ্রীমন্মহাদেব জনার্দ্দন-দেবের উক্তরূপ-বচন-শ্রবণ করিয়া, নিজ-পরম-মহেশ্বর-স্বরূপে একতাপন্ন-বিধির বধ-ব্যাপার হইতে বিরতি অবলম্বন-পূর্ব্বক বিবাহ-কালিক-কৌতুকোৎসবে মনোনিবেশ করিলেন। প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! এই আমি আপনাদের মানস-সন্তোষ-সম্পাদনার্থে, তথা গ্রন্থের মহনীয়তা-বিবর্দ্ধনকল্পে, যথাবুদ্ধি শ্রীপরম-মহেশ্বরদেবের সচ্চিদানন্দময়-স্বরূপে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-হরাত্মক-রূপত্রয়ের অভিন্নত্ব কীর্ত্তন করিলাম।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ —চতুর্দ্দশ অধ্যায়

"একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং ব্রহ্মাস্তি তস্মান্ন হি কিঞ্চিদীদৃশম্। তস্মাদভিন্নং সকলং জগদ্ধরে কালাদি-রূপাণি চ সৃষ্টিহেতুঃ ॥ সমস্তভূত-প্রভবং নিরঞ্জনং বয়ং চ তস্যৈব সদাংশরূপিণঃ। সৃষ্টি-স্থিতিং সংযমনং তদীরিতং রূপত্রয়ং তস্য বিভাতি ভেদতঃ ॥ নাহং ন চ ত্বং ন হিরণ্য-গর্ভো ন কালরূপং প্রকৃতির্ন চান্যৎ। তৎপ্রেরণাং কর্ত্তুমলঞ্চ কিঞ্চিৎ বিনাপি রূপং সদপীহ তস্য ॥" ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও পিনাকী দেবের একতা হৃদ্গতা করিতে অভিলাষী হইয়া, প্রসঙ্গ-ক্রমে প্রস্তুত-বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি বলিয়া, আমি এক্ষণে প্রস্তাবিত-বিষয়ের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকৃষ্টা করিতেছি। শব্দ-সংযুক্ত সম্বর্ত্ত, আবর্ত্ত, পুষ্কর ও দ্রোণনামা মেঘ-সকল ব্রহ্ম-বীর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়া, জল-ধারা-বর্ষণ-সহকারে যখন সাগর-গর্জ্জন-সদৃশ ঘোর-গভীর-গর্জ্জন করিতে করিতে, আকাশতল আচ্ছাদিত করিয়া, নৈশ অন্ধকারের গাঢ়তা-সম্পাদন করিল, তৎকালে সতীপতি শ্রীমন্মহাদেব নিজ-গণসকলকে আহ্বান করিয়া, কৈলাস-যাত্রার্থ যথাবিধি আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর দিনাদিকালে নির্ম্মল-পূর্ব্ব-গগন-গাত্রে সুবর্ণ-বর্ণ-কর-নিকর-বিকীর্ণ করিয়া এবং ক্রমশঃ সুধা-ধবল-সমুজ্জ্বল-ভাস্বর-সৌর-কিরণ-কলাপ-সাহায্যে দশ-দিক্ সমুদ্ভাসিতা করিয়া, দিবাকরদেব সমুদিত হইলে, প্রমথ-গণ-কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া, প্রমথাধিপতি-ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব আমোদশালিনী শ্রীমতী ত্রিভুবন-মহারাজ-গৃহিণী সতীদেবীকে পর্ব্বতাকার-শ্বেত-বৃষভবরের তুঙ্গোত্তুঙ্গ-পৃষ্ঠদেশে আস্তীর্ণ কাঞ্চন-মণি-মাণিক্যাদি বিবিধ-মহামূল্য-রত্নরাজি-বিরাজিত-পাদপীঠ-পরিশোভিত-বরসিংহাসনে সমারো-পিতা করিয়া, স্নেহ, আদর ও প্রীতি-সম্ভাষণাদিদ্বারা সম্যক্ আপ্যায়িত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেববৃন্দকে স্ব-স্ব-স্থানে গমনার্থ আদেশ-প্রদান-পূর্ব্বক স্বয়ং হিমবান্ পর্ব্বত অভিমুখে গমন করিলেন।

রম্য-কুঞ্জ-সমন্বিত-হিমবৎ-প্রস্থে গমনোন্মুখ শ্রীশঙ্করদেব যখন বৃষভবরের পৃষ্ঠদেশে আরোহণপূর্ব্বক শ্রীমতী সতীদেবীর দক্ষিণ-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন, তৎকালে চন্দ্রাস্তে কালিকোপমা বৃষভস্থা চারুহাসিনী সুদতী শ্রীমতী সতী দেবী রজত-ভূধর-শ্বেত-কলেবর-শ্রীশঙ্করদেবের সমীপে নিরতিশয় শোভা প্রাপ্তা হইলেন। অনন্তর শ্রীবিভূতি-ভূষণদেবের সতী-শোভিত-সুন্দরাতিসুন্দর-রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-প্রবরগণ, মরীচি আদি মানসপুত্রগণ, দক্ষ আদি প্রজাপতিগণ, নারদাদি দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণ, তথা অন্যান্য-সুরাসুরগণ, সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রমুদিত-মানসে কোমল-মধুর-স্বরে বিশ্ব-বন্দিত শ্রীবিশ্বনাথদেবের জয়-গাথা-গান করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, কেহ কেহ শঙ্খ-বাদনে তৎপর হইলেন, কেহ কেহ হাস্য করিতে লাগিলেন, গণ-সকলের মধ্যে কেহ কেহ তাল-স্বন করিতে লাগিলেন, তথা কেহ কেহ বীণা-ধ্বনি-সাহায্যে মধুর-সঙ্গীতামৃত-বর্ষণে তৎপর হইলেন। এইরূপে হয়, হস্তী, রথ, রথী, ধ্বজ, পতাকা, দাস, দাসী, মণি-কাঞ্চন-খচিত-বিচিত্র-রত্ন-স্তম্ভ-শোভিত-সর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-পূর্ণ-কিঙ্কিণীজাল-সমাচিত-শত-সহস্র-দেব-বিমান-প্রভৃতি উপকরণ-সম্ভারে অতি সমৃদ্ধিশালিনী-শোভাযাত্রার সহিত দেব-দানব-মানবগণ শ্রীশঙ্করদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক ইতঃপূর্ব্বে বিসৃষ্ট হইয়াও, পুনরপি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেব-শ্রেষ্ঠগণ পরম-মোদযুক্তমানসে বিবিধোপচারভূয়িষ্ঠ-পূজা-মান-জয়-কীর্ত্তন-প্রভৃতি-পুরঃসর শ্রীভবানী-শঙ্করদেবের অনুগমনে তৎপর হইয়া, অনন্তর কিয়দ্দূর-পর্য্যন্ত অনুগমন করিয়া, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ, মরীচি আদি মানসপুত্রগণ ও নারদাদি মহামুনিগণ প্রণাম-বিনীত-সম্ভাষণ-প্রস্তুতি-প্রভৃতি-সাহায্যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতি ত্রিভুবন-মহারাজোচিত-বিশিষ্ট-সম্মানসম্বর্দ্ধনাদি-লক্ষণ-শিষ্ট-ব্যবহার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক শ্রীআশুতোষদেবের পরিতোষ-সম্পাদনের অবসানে, পুনরপি তৎকর্ত্তৃক-স্নেহাশীর্ব্বাদ-বচনে বিসৃষ্ট হইয়া, আশুগামী দিব্য-বিমানবরে আরোহণ করিয়া, স্ব-স্ব-স্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপ দেবগণ,

সিদ্ধগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষ-বিদ্যাধরগণ এবং বিশিষ্ট-প্রভাব-সম্পন্ন অন্যান্য যে যে সম্প্রদায়-গত যে কোন ব্যক্তি শ্রীদক্ষ-ভবনে ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের বিবাহ-মহোৎসবে যোগদানার্থ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট ও অনুজ্ঞাত হইয়া, নিজ-নিজ আস্পদ অভিমুখে গমন করিলেন।

শ্রীবৃষভধ্বজদেবকে কৃতদার দেখিয়া, চিরাভিলষিত-কার্য্য-পরিসমাপ্তি-নিবন্ধন বিপুলামোদযুক্ত আনন্দপূর্ণ অন্তঃকরণে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ নিজ-নিজ আলয়াভিমুখে প্রস্থিত হইলে, স্ব-গণ-সহিত শ্রীশঙ্কর-দেবও চিত্ত-প্রমোদন-কুঞ্জ-কানন-সমন্বিত-কৈলাসাখ্য-স্বস্থান প্রাপ্ত হইয়া, বৃষভবরের ধরাধর-শিখর-সমান-তুঙ্গ-পৃষ্ঠদেশ হইতে নিজ-প্রিয়া শ্রীমতী সতীদেবীকে অবতারিতা করিলেন। অনন্তর বৃষভ-বাহন শ্রীবিরূপাক্ষদেব মনোবৃত্ত্যনুসারিণী দেবী-দাক্ষায়ণী সতীনাম্নী পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া, নন্দী আদি স্বীয়-গণ-সকলকে কৈলাস-গিরি-কন্দর হইতে বিসর্জ্জন করিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেব অতি সুনৃত-বাক্যে পূর্ব্বোক্ত নন্দী আদি নিজগণ-সকলকে এই কথা বলিলেন যে, ভো ভো গণ-সকল! আমি যে যে সময়ে তোমা-দিগকে এই কৈলাস-শিখরে সমাগত হইবার জন্য স্মরণ করিব, মৎকৃত-স্মরণ-প্রযুক্ত তোমরা চলমানস হইয়া, সেই সেই সময়ে আমার পার্শ্বে সমাগত হইবে, অন্য সময়ে নহে। শ্রীমদ্ বামদেব-কর্ত্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট হইয়া, শ্রীমান্ নন্দী ও ভৈরবাদিগণসকল কৈলাসপতি-ত্রিভুবন-মহারাজের আজ্ঞাবচন "শিরসি" ধারণপূর্ব্বক শীঘ্রগমনে হিমালয়-পর্ব্বতস্থ-মহাকোষী-নামে প্রসিদ্ধ-প্রপাত উদ্দেশে গমন করিলেন। এদিকে পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবও নন্দি-প্রভৃতি-গণ-সকল-কর্ত্তৃক কৈলাস-পর্ব্বত পরিত্যক্ত হইলে, নির্জ্জন-গিরি-প্রদেশে দাক্ষায়ণী দেবী সতীর রূপ, লাবণ্য ও নব-যৌবন-বিলাস-সৌন্দর্য্যে পরিমোহিত হইয়া, অনুদিন মনোরমা প্রিয়তমা পত্নীর সহিত সুচিরকালযাবৎ বিমল-ক্রীড়া-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলেন।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেব সতীনাম্নী প্রিয়তমা পত্নীকে প্রাপ্ত হইয়া, নির্জ্জন-কৈলাস-গিরি-কন্দরে সতীসহ নিরন্তর সাতিশয় ক্রীড়াসক্ত অবস্থায়

নিমিষপ্রায় দিবস-সকল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। রমণীয়গিরি-কুঞ্জ-সকলে অবস্থিতি-পুরঃসর পুষ্পাভরণ-সর্ব্বাঙ্গী শ্রীমতী সতীর সহিত যানে, উপবেশনে, শয়নে, ভোজনে, ভ্রমণে, অবস্থানে, চেষ্টিতে, লীলানুকরণে, তথা অন্যান্য-কার্য্য-সকলের অনুষ্ঠান-কালে বিবিধরূপে বিহার করিয়াও, শ্রীশঙ্করদেব পরিতৃপ্তিলাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর বৃষধ্বজদেব প্রকারান্তরে বিবিক্তপ্রদেশে বিহার-সুখানুভবার্থ হিমবৎ-পর্ব্বতে মহাকোষী-নদী-প্রপাত-সন্নিধানে গমন করিলেন। তথায় শ্রীশঙ্কর-দেব কদাচিৎ স্বহস্তে রচিত-কুসুম-মালা-সমূহ-দ্বারা শ্রীমতী সতীদেবীর বরতনু, তথা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল ভূষিত করিয়া, কদাচিৎ সতীদেবীর নীলবর্ণ-কমল-কলিকা-তুল্য-কুচ-দ্বয়ে মৃগনাভিদ্বারা ভ্রমরাকার-বিশেষক, বা তিলক রচনা করিয়া, তথা কদাচিৎ আলাপ, কদাচিৎ বীক্ষণ, কদাচিৎ হাস, কদাচিৎ সাদর-সম্ভাষণপ্রভৃতি-সাহায্যে সতীদেবীর মানস-হরণ করিয়া, দেব-পরিমাণে চতুর্ব্বিংশতি-বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চদশ অধ্যায়

অনন্তর কদাচিৎ জলদাগমকালে কাক ও চকোর-প্রভৃতিরও নীড়-নির্ম্মাণ-কার্য্য অবলোকন করিয়া, দক্ষ-তনয়া সতীদেবী অভিমত-বাস-ভবন-নির্ম্মাণার্থ অনুরোধ-পুরঃসর শিখরি-প্রস্থে অবস্থিত শ্রীবৃষভধ্বজদেবকে প্রশ্নবচনে কহিলেন, হে দেবদেব! আপনি গৃহ বিনা কিরূপে সুখ-শান্তির সহিত সংসার-সৌভাগ্য অনুভবে সমর্থ হইবেন? হে পিনাক-ধৃক্! পরমদুঃসহ এই সম্প্রাপ্ত-ঘনাগম-কালে মেঘোত্থা-মহতী-ভীতি আমাকে নিতান্ত ব্যথিতা ও বাধিতা করিতেছে। অতএব আপনি আমার প্রার্থনা-বচনানুসারে অচিরকাল-মধ্যে বাস-ভবনার্থে যত্ন অবলম্বন করুন। কৈলাস-পর্ব্বতে, হিমাদ্রি-শিখরে, মহাকোষী-প্রপাত-সমীপে, সুমেরু-শৃঙ্গে, অথবা ক্ষিতিতলে, হে দেববর! যেখানে আপনার ইচ্ছা হয়, সেই প্রদেশে আপনার উপযোগ্য-মনোনুকূল-বাসভবন-নির্ম্মাণ করুন। এইরূপে শ্রীমতী-দেবী-দাক্ষায়ণী-কর্ত্তৃক একবারমাত্র অভিহিত হইয়া, শীর্ষস্থ-চন্দ্ররশ্মি-সিতানন শ্রীশম্ভুদেব ঈষৎ-হাস্য-পূর্ব্বক মন্দ-স্মিত-বিকসিত ওষ্ঠসম্পুট বিশেষতঃ উদ্ভিন্ন করিয়া, পরমেশ্বরী সতী-দেবীর মানস-সন্তোষণার্থে তাঁহাকে এই বাক্য বলিলেন যে, হে মনোহরে! আমি তোমার প্রীতির জন্য যে স্থানে বাসভবন-নির্ম্মাণ করিব, কদাচিদপি সেই স্থানে, এই সকল-মেঘ গমন করিতে সমর্থ হইবে না। হে মৎপ্রাণাধিকপ্রিয়ে! মেঘ-সকল বর্ষা-কালেও মহীধর-হিমালয়ের নিতম্বপ্রদেশ পর্য্যন্ত সঞ্চরণ করে। হে মনোহারিণি! তথা এই সকল-মেঘ কৈলাস-পর্ব্বতের মেখলা-প্রদেশ-পর্য্যন্ত সঞ্চরণে সমর্থ এবং তদূর্দ্ধে গমন করিতে কদাচ কুশল নহে। তথা হে মহাদেবি! পুষ্করাবর্ত্তকাদি-জলদ-জালও সুমেরু-পর্ব্বতে জানু-মূল-পর্য্যন্ত গমনে সমর্থ এবং তদূর্দ্ধে গমন করিতে কদাচন সমর্থ নহে। হে প্রিয়ে! এই সকল-গিরিবরের মধ্যে যেখানে তোমার বাস করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা আমাকে শীঘ্র বল। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ সুমহাত্মা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের উক্তরূপ-

বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, স্বেচ্ছাপ্রকাশনার্থে শ্লক্ষ্ণ-মধুর-বাক্যে শ্রীমতী দেবী দক্ষায়ণী ধীরে ধীরে শ্রীমন্মহাদেবকে বলিলেন, হে অমরমণে! আমি আপনার সহিত এই মহাগিরি-হিমালয়েই বসতি করিতে ইচ্ছা করি। আপনি অচিরকালমধ্যে এখানে বাসভবন স্থাপন করুন।

দেবী-দাক্ষায়ণীর তথাবিধ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রমুদিত-মানসে শ্রীহরদেব সতীদেবীর সহিত হিমাদ্রি-পৃষ্ঠে সর্ব্বোচ্চ-শিখরে গমন-পূর্ব্বক মেঘ ও পক্ষিগণের অগম্য, সিদ্ধাঙ্গনা-গণ-সেবিত মরীচবনরাজিত-প্রদেশ-বিশেষ বাসার্থে নির্দ্দিষ্ট করিলেন। শৈল-রাজ-পুর-সন্নিধানে সুবর্ণ-রজত-নীলকান্ত-চন্দ্রকান্ত-পদ্মরাগ-স্ফটিক ও অয়স্কান্তাদি-নানা-ধাতু-রত্ন-চিত্রিত-বিচিত্র-শোভা-সম্পদে গৌরবান্বিত, রত্ন-কর্ব্বুর, বালার্ক-সদৃশ-তুঙ্গ-শৃঙ্গে বাসভবন স্থির করিয়া, সতীসখ শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বতঃ সুশোভন সেই স্বর্গ-সদৃশস্থানে শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত দিব্যমানে দশ-সহস্র-বৎসর যাবৎ অতীব আনন্দভরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। শ্রীশঙ্কর-দেব সেই স্থান হইতে কদাচিৎ কৈলাস-শিখরে, কদাচিৎ সুমেরু-পর্ব্বতের বিবিধ-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-শৃঙ্গবরে, কদাচিৎ দিক্‌পালগণের দেব-দেবী-পরিবৃত উদ্যান-সমূহে, কদাচিৎ বসুধাতলে, কদাচিৎ বা তথা হইতে হিমালয়-পর্ব্বতে গমন করিয়া, নিজ-বাস-ভবনে পুনঃ পুনঃ সতীদেবীর সহিত ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া, কি দিবা, কি রাত্রি, কি ব্রহ্ম, কি তপঃ, কি জপ, কি শমদমাদি-ষট্-সম্পত্তি, কিছুই পরিজ্ঞাত হইলেন না। সতী-সমাসক্ত-মানসে শ্রীশঙ্করদেব কেবলমাত্র দেবী দাক্ষায়ণীর প্রীতিবিধানে আগ্রহ-পরায়ণ হইলেন। সত্যাহিতমনাঃ শ্রীমন্মহাদেব সর্ব্বত্র সদাকাল কেবলমাত্র সতীমুখ অবলোকন করিতে লাগিলেন, এবং শ্রীমতী সতী-দেবীও সদাকাল সর্ব্বত্র শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের স্মিত-বিকসিত-সুন্দর আনন-মাত্র দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব ও শ্রীমতী সতীদেবী অন্যোন্য-সংসর্গবশতঃ সমুৎপন্ন অনুরাগ-মহামহীরুহের মূলদেশে ভাবাম্বু-সেচন-দ্বারা তাহাকে বিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে—পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—ষোড়শ অধ্যায়

সতীসখ শ্রীশঙ্করদেব ও দেবী দাক্ষায়ণী যে সময়ে পরস্পরের সংসর্গ-বশে সঞ্জাত-প্রণয়ানুরাগবৃক্ষের বিবর্দ্ধন-কল্পে ভাবাম্বু-সেচনে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে জগতের হিতকারক সুমহাত্মা দক্ষ সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ, বা সর্ব্বজীবন-নামা মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই যজ্ঞ-মহোৎসবে যাহাকে বরণ করেন নাই, তৎকালে এমন কোন দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, সিদ্ধ, আদিত্য, সাধ্য, যক্ষ, রক্ষঃ, পন্নগ, ঋষি, মনুষ্য, এমন কি, পশু, পক্ষী, মৃগ, উদ্ভিদ্, তৃণ, গুল্ম ও লতা-পর্য্যন্তও বিদ্যমান ছিল না। অপিচ, মহামুনি দক্ষ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-সমুদয়-জগৎকে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক বরণ করিয়া, সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ-যজ্ঞারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, তথা স্বীয়-তনয়া সতী কপালী মহাদেবের প্রিয়তমা-ভার্য্যা, অতএব তিনিও যজ্ঞার্হা নহেন, এইরূপ বিবেচনা করিয়া, নিজ-জামাতা শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ও আপনার প্রিয়-তনয়া শ্রীমতী সতীদেবীকে সেই যজ্ঞমহোৎসবে আহ্বান করিলেন না। শ্রীমতী সতীদেবী পিতা দক্ষ-কর্ত্তৃক-তথাবিধ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-পূর্ণ-যজ্ঞ সমারব্ধ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া এবং আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া, দোষ-দর্শন-বশতঃ পিতা দক্ষ আমাকে সেই সর্ব্বোত্তম-যজ্ঞ-মহোৎসবে আহ্বান করেন নাই, ইহা তত্ত্বানুসন্ধান-পূর্ব্বক বিশেষরূপে অবগত হইয়া, পিতা দক্ষের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধা হইলেন।

অনন্তর রক্তনেত্রাননা সতীদেবী উচ্চ-কোপ আহরণ-পুরঃসর মনে মনে ইচ্ছা করিলেন যে, শাপ-প্রদান-দ্বারা প্রজাপতি-দক্ষকে আমি এই ক্ষণেই দগ্ধ করিয়া ফেলিব। অনন্তর সতীদেবী পরম-কোপাবিষ্টা হইয়াও, পূর্ব্ব-সময় অর্থাৎ প্রজাপতি-দক্ষের প্রতি বরদান-কালীন-প্রতিজ্ঞা, নিয়ম, বা শপথ-বচন সহসা স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়ায়, মনে মনে বক্ষ্যমাণরূপ-নিশ্চয় করিয়া, অনাবশ্যক-বশতঃ আর তৎকালে দক্ষের প্রতি শাপ-প্রয়োগ করিলেন না। পক্ষান্তরে, সতীদেবী মনে

মনে এইরূপ স্থির করিলেন যে, শাপ-প্রদানের আবশ্যক নাই, আমি পূর্ব্ব হইতেই সতর্কতা অবলম্বন-পূর্ব্বক সুদৃঢ়-সময় করিয়া রাখিয়াছি যে, আমার প্রতি প্রজাপতি দক্ষের অবজ্ঞা, বা অনাদর উপস্থিত হইলেই, আমি নিশ্চিতই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি যখন তনয়ার্থী প্রজাপতি দক্ষ-কর্ত্তৃক সুদৃঢ়-নিয়মাবলম্বন-পুরঃসর সুচিরকাল যাবৎ বেদসার-স্তোত্র-দ্বারা সংস্তুতা হইয়াছিলাম, তৎকালেই আমি "ময্যবজ্ঞায়াং প্রাণান্ মোক্ষ্যে ধ্রুবং পুনঃ", এই যে সময়, বা দৃঢ়-নিয়ম করিয়াছি, এক্ষণে আমার প্রতি দক্ষের এতাদৃশী অবজ্ঞা, বা অনাদর উপস্থিত হওয়ায়, উপযুক্ত অবসরে ব্যর্থ-শাপ-প্রদানের পরিবর্ত্তে সেই পূর্ব্ব-কৃত-সময়, নিয়ম, শপথ, বা প্রতিজ্ঞা-পালন করাই সমধিক যুক্তিসঙ্গত মনে করিতেছি।

এইরূপে সমাহিতান্তঃকরণে সম্যক্ চিন্তা করিয়া, অনন্তর সেই দেবী সতী ত্রিভুবনে অতুলনীয় "উগ্রাদপি" উগ্রতর-জগন্ময়-নিজ-নিষ্কল-নিত্য-নিরঞ্জন-রূপ স্মরণ করিলেন। শ্রীমতী সতীদেবী শ্রীপরমেশ্বরদেবের যোগ-নিদ্রাহ্বয় নিজ-পূর্ব্বরূপ-স্মরণ করিতে করিতে, পুনরপি মনঃ-সাহায্যে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, চতুরানন-ব্রহ্মার উপদেশানুসারে প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক আমি যে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বকালে ঈড়িতা, বা সংস্তুতা হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্য-সকলের মধ্যে এখনও "কিঞ্চিদপি" সিদ্ধ হয় নাই। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব এখনও পুত্রবান্ নহেন। দেববৃন্দের যে সকল উদ্দেশ্য-সাধন আবশ্যক, সেই সকল লক্ষ্য, বা প্রয়োজন-রাশির মধ্যে ইদানীং এই একটীমাত্র কার্য্যের সিদ্ধি অনুভূতা, বা পরিদৃষ্টা হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব একমাত্র আমার চেষ্টা-সাহায্যেই যোষিৎ-বিষয়ে অনুরাগ-সম্পন্ন হইয়াছেন। যদিচ অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান-ব্রহ্মাণ্ডকোটিমধ্যে একমাত্র আমি ভিন্ন অন্যা কোন কামিনী শ্রীশম্ভুদেবের অনুরাগ-বর্দ্ধনে সমর্থা নহেন এবং অধুনা এরূপ কোন সম্ভাবনাও দেখিতেছি না যে, ললিত-ললনাকুল-ললামায়মানা কোন রমণী অদূর-ভবিষ্যতে, অথবা অতি দূরবর্ত্তী কালে সহসা আবির্ভূতা হইয়া, শ্রীমন্মহা-দেবের মানস-মোহনে, বা যোষিৎ-প্রেমানুরাগ-সম্বর্দ্ধনে কুশলিনী হইবেন, তথা যদিচ শ্রীমন্মহেশ্বরদেব একমাত্র আমাকে ভিন্ন অন্যা কোন রমণীকে

ভার্য্যার্থে সংগ্রহ করিবেন না, তথাপি আমি পূর্ব্ব-যোজিত-সময়ানুসারে নিশ্চিতই তনুত্যাগ করিব।

কিন্তু, আমি ভুবন-চতুর্দ্দশকের হিতের জন্য পুনরপি কমনীয়-নবকলেবরে নিজ আবির্ভাব-সাধন করিব। পূর্ব্বকালে আমি যখন হিমালয়-পর্ব্বতের দেবগৃহোপম-রমণীয়-প্রস্থ-প্রদেশে বসতি করিয়াছিলাম, তৎকালে শ্রীশম্ভুদেব আমার সহিত সুচিরকাল ক্রীড়া করিবার জন্য, আমার প্রতি সতত-প্রীতি-সংযুক্ত ছিলেন। অপিচ, তত্রস্থা চরিতব্রতা চার্ব্বঙ্গী পার্ব্বতীগণে প্রধানা পুরস্ত্রীগণে উত্তমা সুশীলা সর্ব্বতঃ সৌভাগ্য-শালিনী নগাধিরাজ-হিমালয়-মহিষী মেনকাদেবী আমাকে পুত্রীর ন্যায় ভাবিয়া, আমার প্রতি সাতিশয়-স্নেহ-প্রকাশ করিতেন। সর্ব্ববিধ-গৃহকার্য্যে সর্ব্ব-প্রকারে সামঞ্জস্য-রক্ষা করিয়া, তিনি আমাকে মাতার ন্যায় সকল-কার্য্য করিতে বলিতেন। কিন্তু, সেই মেনকাদেবী গৃহকার্য্যানুষ্ঠান-কালে আমাকে গৃহকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে বলিতেন এবং পতিসৌভাগ্যসম্ভোগ-সময়ে ভর্ত্তৃ-মনঃ-সন্তোষণোপযোগি-যথাবিহিত-ক্রীড়া-পরিহাসাদিলক্ষণ-নর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে বলিতেন।

অপিচ, নগাধিরাজ-মহিষী মেনকাদেবী মাতৃবৎ আমাকে সর্ব্বকালেই শাস্ত্রোক্ত-পাতিব্রত্য-ধর্ম্মোপদেশ-দান-দ্বারা সুশিক্ষা-প্রদান করিতেন। অধিক কি, পুরস্ত্রীগণের প্রধানভূতা সর্ব্বসৌভাগ্যশালিনী চরিতব্রতা সেই মেনকাদেবীর স্নেহ-মমতা-পূর্ণ-মাতৃ-জনোচিত-তাদৃশ-কোমল-মধুর-ব্যবহারে তাঁহার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল-কারণে আমি মনে করি যে, তিনি আমার মাতা হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্তা এবং আমারও তাঁহাকে অনেক-সময়ে মাতৃ-সম্বোধন করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব আমি অধুনা মৎপ্রতি অবজ্ঞা-পরায়ণ-প্রজাপতি-দক্ষপ্রদত্ত এই শরীর-পরিত্যাগ করিয়া, মেনকা-দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিব, তিনিই আমার মাতা হইবেন। আমি পার্ব্বতীকন্যা-গণের সহিত নিরন্তর বালিকাজনোচিত-ক্রীড়া করিয়া করিয়া, মেনকা দেবীর উত্তম-মোদ, বা পরমানন্দ-সম্পাদন করিব। অনন্তর আমি উমা, পার্ব্বতী, বা হৈমবতীরূপে পুনরপি শ্রীশঙ্করদেবের অতিবল্লভা জায়া হইব।

তৎপরে উপায়াবলম্বনে পূর্ব্বচিন্তিত দেবকার্য্যসকল নিঃসংশয় সম্পন্ন করিব।

এইরূপে চিন্তা করিতে করিতে দক্ষ-তনয়া দেবী সতী দক্ষপ্রজাপতির দারুণ-কর্ম্ম দুঃখপ্রদ-দারুণ আচরণে অত্যন্ত-মর্ম্ম-পীড়িতা হইয়া, কোপ-সমাবৃতাবস্থায় আহুতিপ্রাপ্ত-হোমানলের ন্যায় পুনরপি প্রজ্বলিতা হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দক্ষ-দুহিতা সেই দেবী সতী আরক্ত-নয়নে ক্রোধ-তাম্র-বদনে তৎক্ষণাৎ তনু-যষ্টির সমস্তদ্বার আবৃত নিরুদ্ধ করিয়া, কেবলীকুম্ভকাখ্য-যোগ আশ্রয়ণ-পূর্ব্বক একেবারে প্রাণবায়ুকে নিরুদ্ধ করিলেন। এইরূপে মহাকুম্ভকযোগাবলম্বনে প্রাণ-বায়ুর বৃত্তি-নিরোধ-সম্পাদিত হইলে, নিজ-দেহ-বিভেদনে যত্ন-পরায়ণা সেই সতী-দেবীর শরীর-যষ্টি হইতে সহসা বংশ-পর্ব্ব-স্ফোটন-ধ্বনির ন্যায় একটীমাত্র শব্দ নির্গত হইল এবং সেই সুমহান্ স্ফোটধ্বনিনির্গমের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী সতীদেবীর প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া, বহির্গত হইল। মহাশব্দ-সহকারে সতীদেবীর প্রাণবায়ুসকল যখন তাঁহার শরীরের দশম-দ্বার নির্ভেদ করিয়া, বহির্দ্দেশে নির্গত হইল, তৎকালে অন্তরীক্ষগত দেবগণ দক্ষনন্দিনী সতীদেবীকে ত্যক্তপ্রাণা অবলোকন করিয়া, শোক-ব্যাকুলিত-লোচনে হাহাকার-শব্দে কাতর-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রীমতী সতীদেবীর ভগিনীতনয়া বিজয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনিও সতীদেবীকে ত্যক্তপ্রাণা অবলোকন করিয়া, "হা সতী, হা সতী, ক্ব গতাসি ? তব কিং ত্বিদম্ ? হা মাতৃস্বসঃ," ইত্যাদি-গভীর-শোক-ব্যঞ্জক-বাক্যে উচ্চস্বরে শোকাশ্রু-পূর্ণনয়নে হৃদয়ে ও শিরোদেশে পঞ্চশাখ-কর-দ্বয়ের সাহায্যে আঘাত-পূর্ব্বক সতীবদনে নেত্রজ-শোকাশ্রু-সিঞ্চন-পুরঃসর কাতর-করুণ-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ষোড়শ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তদশ অধ্যায়

সম্প্রতি নৈসর্গিক-নিয়মানুসারে অধিকার্থ-বিজ্ঞানে তথা শাস্ত্রীয়-নিগূঢ়ার্থানুসন্ধানে সতত-তৎপর বা সমধিক-আগ্রহ-পরায়ণ বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণের মানস-সরোবরে অর্থান্তরানুসন্ধিৎসা, অথবা ঐতিহাসিক উপাখ্যানের অপরিসমাপ্তি-নিমিত্তক অপরিতোষ-লক্ষণ-সমীরণের সঞ্চার-বশে ত্রিজগজ্জননী দক্ষনন্দিনী কালী সতীদেহ-পরিত্যাগ করিয়া, পুনরায় কিরূপে গিরিরাজ-হিমালয়ের কন্যকারূপে শরীরধারণ করিলেন ? কেমন করিয়াই বা তনুত্যাগের অনন্তর দেবী দাক্ষায়ণী শ্রীশঙ্করদেবকে পুনরপি পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়াছিলেন ? শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইবার জন্য গিরিরাজনন্দিনীর প্রথম উদ্যোগই বা কিরূপ ? অন্তিম আয়োজনই বা কীদৃশ ? এবং কেমন করিয়াই বা পার্ব্বতীদেবী শ্রীপিনাকিদেবের শরীরার্দ্ধ হরণ করিয়াছিলেন ? এবম্বিধ, তথা অন্যবিধ-বহুতর-প্রশ্ন-হিল্লোল উল্লসিত হইবার সমধিক-সম্ভাবনা পরিলক্ষিতা হইতেছে। অতএব মহামতি-পাঠকবর্গের হৃদয়দেশে বিলসিত উক্তরূপ-প্রশ্ন-সকলের পরিহারার্থ উপযুক্ত অবসরে আমি যথামতি যথোচিত উত্তরবাক্য-কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়া, বোধ করি, অধুনা অভিজ্ঞ-জন-সমাজে অনাদৃত বা উপহসিত হইব না। এ স্থলে এ কথাও বলিয়া রাখা ভাল যে, বর্ত্তমান-বিংশ-পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য-বিষয়-মদন-ভস্ম-বিবরণে আমি উপরি-উক্ত-প্রশ্নপঞ্চকের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়-প্রশ্নের মাত্র পরিহার-সাধনে যথাবুদ্ধিবিভব প্রযত্ন অবলম্বন করিব এবং অষ্টাবিংশ-পরিচ্ছেদে "স্বলাবণ্যাশংসাধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ," ইত্যাদি-ত্রয়োবিংশ-শ্লোক-ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে শ্রীমতীপার্ব্বতীদেবীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেবের অনুকম্পা-প্রদর্শনাবসরে অবশিষ্ট-প্রশ্নত্রয়ের যথাসাধ্য উত্তরবচন কথন করিব।

হে মহামতে ! পাঠকমহোদয়গণ ! এক্ষণে আমি প্রথম এবং তৃতীয়-প্রশ্ন-নিরসনে অগ্রসর হইয়া, আপনাদিগের প্রদত্ত-মানসিক-প্রণিধান-মাত্র

প্রার্থনা করিয়া, উৎফুল্লান্তঃকরণে উত্তর-বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। যে সময়ে দক্ষকন্যা শ্রীমতী সতী হিমাচলে মহাকোষী-প্রপাত-সন্নিধানে বাস করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সহিত সদাকাল ক্রীড়া করিতেন, সেই সময়ে নগাধিরাজ-মহিষী মেনকা হিতৈষিণী-জননীর ন্যায় সদুপদেশাদি-দানদ্বারা নিয়ত-কাল তাঁহার হিত-সাধনে তৎপরা ছিলেন। অনন্তর দাক্ষায়ণী সতীদেবী যখন প্রজাপতি-পিতা দক্ষকর্ত্তৃক নিজযজ্ঞমহোৎসবে অনামন্ত্রণ-দ্বারা অবজ্ঞাতা হইয়া, অভিমান-ভরে তনুত্যাগে স্থিরসঙ্কল্প করিলেন, তৎকালে সেই দেবী-সতী পিতৃ-স্থানে অচলরাজ-হিমালয়কে এবং মাতৃ-স্থানে মেনকা-দেবীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া, পূর্ব্বসঙ্কল্পানুসারে প্রাণ-পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দাক্ষায়ণী-সতীদেবী এইরূপে স্বয়ং গিরিসুতাস্বরূপে আবির্ভূতা হইতে ইচ্ছা করিয়া, "তস্যাঃ সুতা স্যামিতি চাধায় মনসি," প্রাণ-পরিত্যাগ-পুরঃসর হিমাচলকন্যকারূপে উৎপন্না হইয়াছিলেন। কিন্তু, পূর্ব্বকালে দেবী-দাক্ষায়ণী পিতা দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ যখন প্রাণ-সকলকে পরি-ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই সময়েই পর্ব্বত-রাজ-মহিষী মেনকা-দেবী শ্রীমতী শিবা-দেবীকে আরাধনা-দ্বারা সন্তুষ্টা করিতে ইচ্ছা করিয়া, সপ্ত-বিংশতি-বৎসর-পর্য্যন্ত বিবিধ উপচার-সমর্পণ-পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন। মেনকা-দেবী চৈত্র-মাসের শুক্লাষ্টমী-তিথিযোগে উপবাস করিয়া, নবমী-দিবসে গন্ধপুষ্পধূপদীপ-মোদক-পিষ্টক-পায়স-প্রভৃতি-বিবিধ-পূজো-পহার-সমর্পণ-সহকারে গঙ্গাতীরে ওষধিপ্রস্থে ও অন্যান্য-স্থানে অবস্থা-পিতা মহীময়ী শ্রীশিবামূর্ত্তির শ্রীচরণারবিন্দে ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত সতত প্রণাম করিতেন। মেনকাদেবী পুত্রার্থিনী হইয়া, ওষধিপ্রস্থে গঙ্গাতীরে মৃত্তিকাময়ী শ্রীশিবামূর্ত্তি-নির্ম্মাণ করিয়া, যখন অন্বহ শুচিতার সহিত সেই মহামায়া জগদ্ধাত্রী যোগনিদ্রাস্বরূপিণী সনাতনী সর্ব্বভূতমোহিনী ত্রিদিব-বাসী দেবগণের শরণভূতা মহাদেবীর পূজা করিতেন, তৎকালে শ্রীশিবা-দেবীর শ্রীচরণ-যুগলে বিন্যস্ত-মানসা শ্রীশিবানুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী মেনকাদেবী কদাচিৎ নিরাহারে, কদাচিৎ ব্রত-ধারণ-বশতঃ সংযতাহারে কদাচিৎ ফল-মূল-ভোজনে, কদাচিৎ স্বয়ং বিশীর্ণ-বৃক্ষপত্রাশনে, কদাচিৎ জল-মাত্রাহারে

শরীরেন্দ্রিয়-শোষণাত্মিকা তপস্যার অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক মনে মনে পরমা বিভূতি, বা মহত্তর ঐশ্বর্য্য-প্রার্থনা করিয়া, শ্রীমতী শিবাদেবীর উদার-পাদারবিন্দযুগল হৃদয়ে চিন্তা করিতেন।

এইরূপে কঠোরতর-তপঃ, শৌচ, সন্তোষ, জপ ও সর্ব্ব-বর্ণবন্দিত-দেবী-চরণে চিত্ত-প্রণিধান-প্রভৃতি-পুরঃসর পুত্রার্থিনী ও পরমৈশ্বর্য্যাভিলাষিণী হইয়া শিবা-বিন্যস্ত-মানসা মেনকাদেবী যখন দীর্ঘ-কাল-ব্যাপিনী মহীয়সী আরাধনা-সাহায্যে শ্রীশিবা-দেবীর সন্তোষ-সম্পাদনার্থ সপ্ত-বিংশতি-বৎসর-কাল-পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলেন, তৎকালমাত্রেই শ্রীআশুতোষজায়া মহামায়ার আসন চঞ্চলভাব ধারণ করিল। জগন্ময়ী জগন্মাতা মহাদেবী আর স্থিরভাবে থাকিতে পারিলেন না, তিনি ভক্তাধীনতা-বশতঃ ভক্তিগুণে আকৃষ্টা হইয়া, অতীব সুপ্রীতান্তঃকরণে সপ্ত-বিংশতি-বৎসরান্তে মেনকাদেবীর প্রত্যক্ষতা প্রাপ্তা হইয়া, মৃদুমন্দ হাস্য ও প্রসন্নতা-সুন্দর আননে মেনকাদেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন যে, হে দেবি! তুমি তপোঽনুষ্ঠানকালে সতত হৃদয়ে যাহা প্রার্থনা করিতে, অধুনা তোমার হৃদয়ের সেই প্রার্থিত বর আমার নিকট হইতে প্রার্থনা কর। হে মেনকে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রীতা হইয়াছি, অতএব তোমার হৃদয়ে যাহা কিছু বাঞ্ছিত হইবে, তৎসমুদায় তুমি অবিশঙ্কিত-চিত্তে অবিলম্বে প্রার্থনা কর, তোমার হৃদয়ে যাহা কিছু অভীপ্সিত হইবে, তৎসমস্তই আমি তোমাকে প্রদান করিব।

অনন্তর হিমালয়-মহিষী মেনকা প্রত্যক্ষতাগতা কালিকাদেবীকে দর্শন করিয়াই, দণ্ডবৎ ভূমিতলে নিপতিতা হইয়া, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। অতঃপর ভক্তিগদগদ-বচনে দেবী-মেনকা এই অর্থবৎ-বচনে কহিলেন যে, হে শিবে! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্না হইয়া থাকেন, তবে অধুনা আমি আপনার এই যে অপরূপ রূপ প্রত্যক্ষতঃ অবলোকন করিলাম, হে দেবি! আপনার এই অপরূপ রূপের স্তুতি করিয়া, আমি আপনাকে অধিকতর প্রসন্না করিতে ইচ্ছা করি। হিমাচলমহিষী মেনকা-দেবীর প্রেম-মধুর উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, চিরবিরহাতুরা সেই সর্ব্ব-মোহিনী দেবী-কালিকা "মাতরিত্যুক্ত্বা", অত্যন্ত

আগ্রহভরে মৃণালায়ত-চারু-বৃত্ত-বাহুযুগল-দ্বারা মেনকাদেবীকে আলিঙ্গন করিলেন। এইরূপে সর্ব্ব-মোহিনী দেবী-কালিকা-কর্ত্তৃক পরিষ্বক্তা হইয়া, পশ্চাৎ দেবী-মেনকা প্রত্যক্ষতঃ সমবস্থিতা শিবা পরমেশ্বরী শ্রীমতী কালিকাদেবীকে ইষ্ট-বচন-সম্ভার-সাহায্যে স্তুতি দ্বারা সুপ্রসন্না করিতে প্রবৃত্তা হইলেন।

মেনকাদেবী বলিলেন, হে ত্রিজগন্নিবাসভূতে! আপনি প্রত্যেক জীবের দেহাদি-পঞ্জর-যন্ত্রে অভিমান-প্রবর্ত্তন-দ্বারা আরোহণ করিয়া, অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিতি-পুরঃসর নিয়মনাত্মিকা শক্তির সঞ্চালন-সাহায্যে স্ব-স্ব-কর্ম্মানু-সারিণী বুদ্ধি-বৃত্তির প্রেরণা-সাধন-পূর্ব্বক অন্তর্যামিণী, লোকধারিণী, চণ্ডিকা, তথা সর্ব্বকামার্থসাধনী জগদ্ধাত্রীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, অতএব আমি আপনাকে করজোড়ে প্রণাম করিতেছি। হে মহামায়ে! আপনি অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডপ্রসবিনী, অনাদি অনন্ত পরমপুরুষ শ্রীপরমেশ্বরদেবের যোগনিদ্রাস্বরূপা, স্বয়ং জ্ঞানময়ী, তথা নিত্যানন্দ-স্বরূপিণী, আমি ঈদৃশী বিধিশৌরিশিবাত্মিকা বিশুদ্ধ-স্বভাবা শ্রীশিবাদেবীকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিতেছি। অপিচ, হে নির্ব্বিকারাত্মিকে! আপনি ভক্তজনের শোকবিনাশিনী, বহুবিধ-বিচিত্র-মায়াশক্তিময়ী; সুতরাং মহামায়াস্বরূপিণী, তথা আপনি চিৎস্বরূপা, শিবাত্মিকা, ভদ্রাভিধানা এবং স্মরহর-বনিতা মহাদেবী, অতএব আমি আপনাকে যুক্তকরে প্রণাম করিতেছি। হিমালয়মহিষী মেনকা-কর্ত্তৃক উক্তরূপে তথা অন্যরূপে বিবিধ-স্তুতিবচনে সংস্তুতা হইয়া, পুনরপি ত্রিজগজ্জননী দেবী-কালিকা পর্ব্বতরাজ-পত্নী মেনকা-দেবীকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! মেনকে! "বাঞ্ছিতং বরয়," অর্থাৎ তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

অনন্তর যশস্বিনী মেনকা প্রথমতঃ বীর্য্যবান্, আয়ুষ্মান্, ঋদ্ধি-সিদ্ধি-সমন্বিত, ভগবদ্ভক্তি-নীতি-জ্ঞান-বিজ্ঞানযুক্ত-পুত্রশত-প্রাপ্তিলক্ষণ বর প্রার্থনা করিলেন। তথা পশ্চাৎ ভুবন-ত্রয়-দুর্লভা, কুল-দ্বয়ানন্দকরী, সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-শালিনী, রূপ-সার-সৌন্দর্য্যমণ্ডিতা, চিরায়ুষ্মতী, সর্ব্বতঃ সুরূপা একটীমাত্র কন্যা বররূপে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে ভগবতী

শ্রীশিবাদেবী কিঞ্চিৎ হাস্য-পূর্ব্বক তৎকালমাত্রেই যেন মেনকার মনোরথ পূর্ণ করিয়া, মুনি-সন্নিভা তুহিনাচল-মহিষীকে কহিলেন, হে দেবি! তোমার একশত বলবান্ পুত্র উপপন্ন হইবে এবং তোমার প্রথমোৎপন্ন পুত্র বলবান্দিগের মুখ্য বা প্রধান হইবে। কিঞ্চ, তোমার, তথা দেব-নিবহের, মানুষ-সকলের, রাক্ষস আদি অসুরগণের এবং চতুর্দ্দশ-ভুবনের হিতের জন্য আমিই তোমার তনয়ারূপে শরীর-ধারণ করিব। হে দেবি মেনকে! তুমি আমার প্রসাদবশে নিত্য সুখপ্রসবা, তথা নিত্যই পাতিব্রত্যশালিনী, অম্লান-পঙ্কজ-মালাবৎ সর্ব্বথা শোভা-সৌন্দর্য্য-মণ্ডিতা, রূপলাবণ্যসম্পন্না এবং সুভগা হইবে। এইরূপে মেনকাদেবীকে বাঞ্ছিত-বর-প্রদান করিয়া, জগদ্ধাত্রী শ্রীমতী শিবাদেবী সেই স্থানেই সহসা অন্তর্হিতা হইলেন, এবং মেনকাদেবীও বাঞ্ছিত-বরপ্রাপ্তি-নিবন্ধন প্রকৃষ্ট-প্রমোদলাভ করিয়া, স্বস্থানে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর কালক্রমে মেনকাদেবী পুত্র-শত-জ্যেষ্ঠ অচলোত্তম মৈনাক-নামে সুপ্রসিদ্ধ এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পর্ব্বত-প্রবর যে মৈনাক স্পর্দ্ধার সহিত সমাগত দেবেন্দ্রের দর্প-খর্ব্ব করিয়া, স্বয়ং অখর্ব্ব-সর্ব্ব-গর্ব্ব-প্রদর্শন-পুরঃসর বিজিত দেবেন্দ্রকে অগ্রাহ্য করিয়াই যেন, ত্রিভুবন-প্রকম্পনকারী স্বীয়-পক্ষ-যুগল সহ সিন্ধুমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তথা কাল সম্প্রাপ্ত হইলে, সতী মেনকাদেবী ক্রমে ক্রমে সর্ব্বতো গুণ-সম্পন্ন, মহাসত্ত্ব, মহাবীর্য্যবান্, অন্যান্য একোন-শত-পুত্র প্রসব করিলেন। অনন্তর কালপ্রাপ্ত হইলে, জগন্ময়ী যোগ-নিদ্রাস্বরূপিণী সেই কালিকাদেবী, অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বকালে পিতা দক্ষের প্রতি কোপ-বশতঃ সতীরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই মহাদেবী শিবা জন্মগ্রহণার্থ মেনকা-গর্ভে গমন করিলেন। পশ্চাৎ ক্ষীরোদ-সমুদ্র-মন্থন-সময়ে সাগর-গর্ভ হইতে সমুৎপন্না শরীরিণী শ্রীর ন্যায় অনুরূপ-সময়ে শ্রীশিবাদেবী মেনকা-জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া, যথাসময়ে সমুৎপন্না হইলেন। বসন্ত-সময়ে মৃগ-শিরো-নক্ষত্রযুক্তা নবমী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, অর্দ্ধরাত্রিকালে শশি-মণ্ডল হইতে সমুৎপন্না, শশধরশোভী শ্রীশঙ্কর-দেবের শিরোমণ্ডল-বিহারিণী গঙ্গাদেবীর ন্যায় মহামায়া শ্রীশিবাদেবী

প্রথম আবির্ভাব দ্বারা লোকলোচনের আনন্দ-মহোল্লাস-সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর শ্রীমতী শিবাদেবীর জন্মগ্রহণমাত্রেই দিক্‌সকল প্রসন্নভাব ধারণ করিল, শুভগন্ধবান্ অনুকূল গম্ভীর বায়ু বহমান হইল, মেঘগণ শুভপুণ্য-সলিল-সিঞ্চন করিয়া, ধরণীতলস্থ-ধূলিরাশিকে প্রশমিত করিল, দেবগণ বর্ষণান্তে সুপরিচ্ছন্ন-নীল-গগন-গাত্রে অবস্থিত হইয়া, পুণ্য-পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, যাজ্ঞিকগণের যজ্ঞশালাস্থ আহবনীয়াদি শান্তভাবাপন্ন অনল-সকল প্রজ্বলিত হইয়া, ঊর্দ্ধদেশে শুভ-সূচনী শত-শত-শিখার বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক আনন্দ-প্রকাশনার্থ যেন হাস্য করিতে লাগিলেন, মেঘ-সকল সুমধুর-বাদ্যধ্বনির অনুকরণে ঘন ঘন মৃদুমন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল, অধিক কি বলিব? শ্রীশিবাদেবী সঞ্জাতা হইবামাত্র শ্রীমতী সতী-দেবীর বিরহে বিপন্ন ও অস্বস্থভাবাপন্ন সমগ্র জগৎ যেন নষ্টস্বাস্থ্য পুনঃ-প্রাপ্ত হইয়া, নবীকৃত-সৌন্দর্য্যভারে সর্ব্বথা ফুল্ল বা বিকসিত হইয়া উঠিল।

নীলোৎপলদল-সদৃশ-শ্যাম-সৌন্দর্য্য-শালিনী শ্যামা উমাদেবীকে তথা-প্রকারে সঞ্জাতা হইতে দেখিয়া, অতিহর্ষিতা পর্ব্বতরাজ-মহিষী মেনকা-দেবী পরম-মোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিঞ্চ, দেবগণও গগনগাত্রে অবস্থিতি-পূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ অতুলনীয় হর্ষ-সৌভাগ্য-সুখে নিমগ্ন হইয়াই যেন নিরতিশয় আনন্দের সহিত শ্যামা-দেবীকে স্তুতি দ্বারা সুপ্রসন্না সুসন্তুষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তথা অন্তরীক্ষ-তলে এবং গিরিরাজ-পুর-প্রদেশে অবস্থিত সিদ্ধ-বিদ্যাধরগণ ও গন্ধর্ব্বাপ্সরোগণ নীলোৎপল-দল-শ্যাম-শোভা-শোভনা হিমাচল-সুতা সেই শ্যামাদেবীকে স্তুতি-প্রণতি-প্রভৃতি-সাহায্যে প্রসন্না করিতে সমুদ্যত হইয়া, বিবিধ-রুচি-রুচির-বিচিত্র স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। পিতা স্বয়ং হিমবান্ চতুর্থ-দিবসে নিজ-সুতা-শ্যামাদেবীকে "কালী", এই নামে আহ্বান করিলেন এবং বান্ধব-গণও পিতৃ-কৃত কালী-নামে, তথা শ্যামা-পার্ব্বতী-প্রভৃতি নামে তাঁহাকে অভিহিতা করিতে লাগিলেন। এইরূপে শুভ-গিরিরাজগৃহে বর্দ্ধিতা নগাধিরাজ-নন্দিনী "কালীতি চ তথা নাম্না কীর্ত্তিতা" হইয়া, ক্রমশঃ অধিকতর-বৃদ্ধির পথে অগ্রেসরা হইলেন।

কিঞ্চ, সমস্ত-বান্ধব-জন, তথা পিতা হিমবান্-কর্ত্তৃক কালী ও পার্ব্বতী-নামে অভিহিতা সেই দেবী কালিকা বর্ষাসময়ে হিমাচল-চ্যুতা স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তী-ভগবতী-ভাগীরথী-দেবী যেমন অনন্ত-লহরীলীলা-লাস্যপ্রদর্শন করিতে করিতে বর্দ্ধিতবেগে উভয়-তট-প্রদেশ প্লাবিত করিয়া, দ্রুততর-গমনে সাগরাভিমুখে ধাবিতা হইয়া থাকেন, অথবা শরৎকালীন-নিতান্ত-নির্ম্মল-নীল-নভোমণ্ডলে কি পশ্চিম আকাশে, কি পূর্ব্বাকাশে সমুদিত-শারদচন্দ্রের চন্দ্রিকা যেমন অনুদিবস বৃদ্ধিপ্রাপ্তা হয়, সেইরূপ অনুদিন বর্দ্ধমান-শরীরে মুহুর্ম্মুহুঃ বৃদ্ধি-শীল চারু অঙ্গ-সমুদায়ে বিবৃদ্ধি-জনিত-নব-নব-চারুতা ধারণ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ-ভাগ-দ্বারা পরিমিতা আধারশক্তিরূপা, ক্ষয়োদয়রাহিত্য-প্রযুক্ত নিত্য-ভূতা, স্রক্-সূত্রবৎ সর্ব্বকলা-শরীরে অনুস্যূতা অমা-নাম্নী মহাকলার অধস্তনী চন্দ্রমণ্ডলের পঞ্চদশ-কলাত্মিকা, ক্রিয়ারূপা, অমাবস্যা নাম্নী কৃষ্ণ-পক্ষান্ত-তিথির ভোগাবসানে শুক্লাপ্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া, পূর্ণিমা-পর্য্যন্ত পশ্চিম আকাশে, মধ্য-গগনে, অথবা পূর্ব্ব-গগনে সমুদিত, ক্রমশঃ উপচীয়মান-চন্দ্র-বিম্ব যেমন নিত্য-নূতন-কলা-ধারণ করিয়া, চারুতা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ অনুদিন এধমানা, চার্ব্বঙ্গী, পার্ব্বতী-প্রধানা কালিকা-দেবীও অনুদিবস উপচিত-শরীরাবয়ব-মাধুর্য্য-সৌকুমার্য্য-সৌন্দর্য্যে মুহুর্ম্মুহুঃ চারুতা-ধারণ করিতে লাগিলেন। সেই পার্ব্বতীপ্রধানা "গঙ্গেব বর্ষাসময়ে শরদিবাথ চন্দ্রিকা" অনুদিবস এধমানা চার্ব্বঙ্গী-কালীদেবী ক্রমশঃ বালভাব-প্রাপ্তা হইয়া, পার্ব্বতী-সখী-সকলের সহিত নিত্য-নিত্য-নব-নব-ক্রীড়ারস অনুভব করিতে করিতে, সরিদ্‌ব্রজসহ সমাগতা কালিন্দী অর্থাৎ শ্যাম-সলিল-শোভনা যম-সহোদরা যমুনা-নদীর ন্যায় বিপুল-প্রীতি প্রাপ্তা হইলেন।

প্রাবৃট্‌কাল সমাগত হইলে, কালিকা অর্থাৎ মেঘাবলি যেমন গগন-গাত্রে স্বয়ং উপস্থিতা হয়, শরৎকাল উপস্থিত হইলে, মরাল-মালা যেমন স্বয়ং গঙ্গা-সলিলে ভাসমানা হয়, রাত্রিকাল সংপ্রাপ্ত হইলে, মহৌষধি-সকল যেমন বিনা-প্রযত্নে আত্মীয়-দীপ্তি-নিচয়ে প্রদীপ্ত হয়, অথবা ক্ষণদাচরগণ ক্ষণদা-সমাগমে যেমন আত্মীয়-বিপুলবলে

নৈসর্গিক-নিয়মানুসারে সহসা বলীয়ান্ হয়, সেইরূপ স্থিরোপদেশা-চার্ব্বঙ্গী-পার্ব্বতীদেবীও উপদেশকালে ব্রহ্ম-বিদ্যাদিবিবিধ-বিষয়িণী বিদ্যা ও ষড়্‌বিধ-গুণ অর্থাৎ নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা, এই ষড়্‌বিধ-দোষের পরিবর্ত্তে বা বৈপরীত্যে অযথা নিদ্রা, অযথা তন্দ্রা, অযথা ভয়, অযথা ক্রোধ, অযথা আলস্য এবং অযথা দীর্ঘসূত্রতা-পরিহার-লক্ষণ-ষাড়্‌গুণ্য, কিম্বা রাজগণের রাজ্যরক্ষণে উপায়ভূত প্রসিদ্ধ সন্ধানাসন অর্থাৎ সন্ধি করিয়া অবস্থান, যাত্রাসন্ধান অর্থাৎ যুদ্ধার্থ অভিযান, বিগৃহ্যাসন অর্থাৎ বৈর করিয়া অবস্থান, যাত্রাসংপরিগৃহ্যাসন অর্থাৎ শত্রুবর্গকে ভীতি-প্রদর্শনার্থ রিপু-সকলের ভয়সমুৎপাদনের জন্য যুদ্ধার্থ-যান-প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রত্যবস্থান, দ্বৈধীভাব অর্থাৎ উভয়ত্র সন্ধিকরণ, তথা অন্য-সংশ্রয় অর্থাৎ প্রাকার-গুপ্ত্যাদিরক্ষা-বিধান-সহিত-সুদৃঢ়-দুর্গ বা প্রবল-পরাক্রম অথবা অধিক-শক্তি-সম্পন্ন কোন মহারাজ-চক্রবর্ত্তীর আশ্রয়গ্রহণ-লক্ষণ-গুণষট্‌ক, অপরথা মহামুনিজনোচিত উপনিষৎ-প্রতিপাদিত আচার্য্য-বোধিত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, অর্থাৎ চিন্তা-বিলাপরহিত অবস্থায় অপ্রতীকার-পূর্ব্বক সর্ব্ব-দুঃখ-সহন-লক্ষণা ত্যাগেচ্ছা, তথা সমাধান ও শ্রদ্ধা, এই ষট্-সম্পত্তি-লক্ষণ-ষড়্‌বিধ-গুণভাব অর্থাৎ আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, নিষ্ঠা-বৃত্তি, তপস্যা ও দানাদি-সর্ব্ববিধ-স্বয়মাগত-পূর্ব্ব-জন্ম-বশীকৃত সদ্‌গুণ-রাশি অনায়াসে প্রাপ্তা হইলেন।

অপিচ, সেই দেবী-হৈমবতী প্রাক্তনজন্ম-বশীকৃত-সর্ব্ববিধ-সদ্‌গুণ-সকলকে অচিরকালমধ্যে অধিকার করিয়া, নিজ-গুণ-গ্রাম-সাহায্যে অনতি-বিলম্বে দেব-কন্যাগণকে অতিক্রম করিলেন, তথা, নিজ-রূপসৌন্দর্য্য-দ্বারা অপ্সরোগণকে তিরস্কৃত করিলেন এবং স্বীয়-সঙ্গীত-নৈপুণ্য-সহায়তায় গন্ধর্ব্বকন্যাগণকে পরাজিত করিলেন। চার্ব্বঙ্গী পার্ব্বতীদেবী বাল্যকাল হইতেই সততকাল বন্ধুবর্গের শুভদায়িনী ও অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন। কিঞ্চ, নিজ অতুলনীয়-গুণ-সম্পত্তি-সাহায্যে পার্ব্বতীদেবী বাল্যকালেই যেমন আত্মীয়-বন্ধুবর্গকে সুপ্রীত করিয়াছিলেন, সেইরূপ সর্ব্বথা মাতা ও পিতারও সন্তোষসাধন করিয়াছিলেন। এইরূপে জগন্মাতা পার্ব্বতী-দেবী

তৎকালে সর্ব্বদা পিতৃপূজনে ও মাতৃস্তবনে তৎপরা হইয়া, নিত্যই ভ্রাতৃগণের সহিত ক্রীড়ারসাস্বাদন-দ্বারা মাতাপিতার লোচনানন্দোৎসব-সম্পাদন-পূর্ব্বক ক্রমশঃ বাল্যকাল অতিবাহিত করিলেন। পিতা বিভাবসুদেবের সমীপে সতত বসতিপরায়ণা কালিন্দীর ন্যায় কন্যারূপিণী জগন্মাতা সেই পার্ব্বতী দেবীও পিতা হিমাচলের সমীপে সর্ব্বদা সমুপস্থিতা থাকিতেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তদশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাদশ অধ্যায়

অনন্তর একদা নগাধিরাজ-হিমালয় তনয়গণের সহিত সঙ্গত হইয়া, জগজ্জননী-নগ-নন্দিনী-শ্রীমতী পার্ব্বতী-দেবীকে নিজ-নিকটে স্থাপিতা করিয়া, পরম-কৌতুকোৎসব-সহকারে অবস্থিতি-পুরঃসর পুত্র-কন্যা-গণের পুণ্য-জনক-পবিত্র-গাত্র-রেণু-সংস্পর্শ-বশে বিমল আত্মানন্দ অনুভব করিতেছেন, এমন সময়ে মহামুনি নারদ দেবলোক হইতে সহসা সেই স্থানে সমাগত হইয়া, কন্যা-পুত্রগণের সহিত সুখাসনে সমাসীন গিরি-রাজ-হিমালয়কে অবলোকন করিলেন। প্রত্যক্ষতঃ প্রতীয়মান-দিবা-কর-দেব-সকাশে সমবস্থিতা কালিকা অর্থাৎ কন্যকা-কালিন্দী-দেবীর ন্যায় তথা শরৎ-কালীন-রজনীযোগে সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্তা সুধাংশু-দেব-সম্বন্ধিনী অমৃতময়ী-জ্যোৎস্নার ন্যায় পিতা-হিমাচলের পার্শ্বদেশে সম-বস্থিতা কালী-দেবীকে দর্শন করিয়া, দেবর্ষি-নারদ মনে মনে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সহসা দেবর্ষি-নারদকে সমাগত হইতে দেখিয়া, গিরিরাজ-হিমালয় ক্ষিপ্রগতি গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে পাদ্য-অর্ঘ্যাদি-প্রদান-পুরঃসর দেবর্ষি-প্রবর-নারদের যথোচিত-পূজা করিয়া, অনন্তর তাঁহাকে উপবেশনার্থে আসন-প্রদান করিলেন। মহর্ষি-নারদ গিরিরাজ-হিমালয়-কর্ত্তৃক সংপূজিত হইয়া, আসন-পরিগ্রহণ-পূর্ব্বক সম্মুখে সমাসীন-নগাধিরাজ-তুষার-ধবল-তুহিনালয়কে এই সকল-পুত্র-কন্যা-প্রাপ্তির পূর্ব্ববৃত্তান্ত কি ? তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন।

কিঞ্চ, পশ্চাৎ হিমালয়-প্রমুখাৎ সমস্ত-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, বাক্য-বিশারদ বিদিত-বৃত্তান্ত মহামুনি নারদ হিমালয়-মহিষী মেনকা-দেবীকে হর্ষ-যুক্তা করিয়াই যেন এই কথা বলিলেন যে, হে দেবি ! মেনকে ! আপনার এই কন্যা রূপে, গুণে ও সর্ব্ববিধ-সৌভাগ্যে অতীব প্রশংসনীয়া এবং শারীর-গঠন-সৌন্দর্য্যদর্শনেও অতিরমণীয়া। শরীরলক্ষণ-দৃশ্য দর্শনেও মনে হইতেছে যে, এই কমনীয়া কন্যা যেন সুধাংশুদেবের কিরণ-সুধা-দ্বারা বর্দ্ধিতা হইয়াছেন। পুনশ্চ, শৈলরাজ-হিমালয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক

দেবর্ষি নারদ কহিলেন যে, হে শৈলরাজ! আপনার এই সর্ব্ব-সুলক্ষণ-শালিনী কন্যা মহামায়ার আদ্যা কলাস্বরূপা জানিবেন। আপনার এই সর্ব্ব-সৌভাগ্যশালিনী রত্নভূতা কন্যা অদূর-ভবিষ্যতে শ্রীশম্ভু-দেবের দয়িতা-ভার্য্যা হইয়া, সর্ব্বদা অনুকূল-ব্যবহার-দ্বারা শ্রীহরদেবের মনোহরণ করিবেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেবের ভবিত্রী-দয়িতা-ভার্য্যা-স্থানীয়া আপনার এই তপস্বিনী কন্যা শ্রীহরদেবের প্রতি অনুকূল-ব্যবহার করিয়া, এরূপভাবে শ্রীশঙ্করদেবের মানস বশীকৃত করিবেন যে, সেই শ্রীশঙ্করদেব এই শ্যামা শিবা-দেবী ভিন্ন অন্য কাহাকেও উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া, ভার্য্যা বা দয়িতা জায়ারূপে গ্রহণ করিবেন না।

অপিচ, হে নগরাজ! আপনার এই কন্যা এবং শ্রীশঙ্করদেব, এই দুইজনের মধ্যে যাদৃশ প্রেমানুরাগ আবির্ভূত হইবে, এই চতুর্দ্দশ-ভুবন-মধ্যে তাদৃশ-প্রেম আর কাহারও কখনও হয় নাই, হইবেও না, তথা বর্ত্তমানেও তাদৃশ প্রণয়-প্রকর্ষ অন্যত্র কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হইতেছে না। হে গিরিরাজ! আপনার এই কন্যা ভবিষ্যতে বহুতর-সুরকার্য্য সম্পাদন করিবেন, এবং এই কন্যা-দ্বারাই শ্রীশঙ্করদেব অর্দ্ধনারীশ্বর হইবেন। অত্যন্ত-সৌহার্দ্দ-বশতঃ অমৃতাত্মা চন্দ্র যেমন কদাপি জ্যোৎস্নাকে পরিহার করেন না এবং জ্যোৎস্নাও যেমন কদাপি সুধাকর-দেবকে পরিত্যাগ করিয়া, অবস্থিতি করিতে সমর্থা নহে, সেইরূপ ভবদীয়া কন্যারূপিণী এই শ্যামা শিবাদেবীও শ্রীশঙ্করদেবের সহিত অত্যন্ত-সৌহার্দ্দ-বশতঃ নিজাস্পদে অর্থাৎ স্বীয়-শরীরের দক্ষিণার্দ্ধ-ভাগে শ্রীহরদেবের শরীরার্দ্ধ গ্রহণ করিবেন, এইরূপ শ্রীশঙ্করদেবও প্রীতি-বাহুল্য-বশতঃ নিজ-শরীর-বামার্দ্ধভাগে এই শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর শরীরার্দ্ধ-গ্রহণ-পূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বর-রূপে ত্রিলোকীতলে বিখ্যাত হইবেন। হে নগশ্রেষ্ঠ! আপনার এই শ্যামা-শিবা-কন্যা তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে যখন পতিরূপে প্রাপ্তা হইবেন, তৎকালে ইনি শ্যাম-শোভা-পরিত্যাগ করিয়া, সুবর্ণাভা স্বর্ণ--গৌরীরূপে পরিণতা হইবেন। হে অচলরাজ! আপনার এই কালী-পুত্রী উদ্বাহ-সম্মিলনের অনন্তর বিদ্যুদ্বদ্ গৌরাঙ্গী হইবেন। অপিচ, হে গিরিবর! আপনার

এই কালী-পুত্রী পশ্চাৎ সুবর্ণাভা স্বর্ণগৌরী বিদ্যুদ্দেগৌরীরূপ ধারণ করিয়া জগতীতলে গৌরীনামে পরিচিতা হইবেন। অতএব আপনি এই কন্যা কালিকাদেবীকে অন্য কাহারও হস্তে সম্প্রদান করিবার জন্য যেন মনন করিবেন না। হে নগাধিনাথ! আমি অতিগুহ্য পরম-রহস্য আপনার নিকটে কীর্ত্তন করিলাম। দেখিবেন, আপনি যেন ভ্রমক্রমেও পরমপবিত্র এই গুহ্য রহস্য দেবগণেরও নিকটে প্রকাশ করিবেন না।

দেবর্ষি-নারদের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, বাক্য-বিশারদ হিমবান্ মুনির প্রতি এই বাক্য কহিলেন যে, ভগবন্! আমি শুনিয়াছি, ত্যক্তসঙ্গ-দেবদেব যতাত্মবান্-মহাদেব অন্যান্য-দেবগণেরও অগোচরে অতি নির্জ্জন-প্রদেশে তপশ্চরণ করিতেছেন। যে মহামহিম-মহাদেব স্বাত্মভূত-পরম-ব্রহ্মস্বরূপে মনঃসমর্পণ-পুরঃসর সদাকাল ধ্যান-মার্গে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সদাকাল স্বাত্মারাম সর্ব্বদেবশিরোমণি মহাদেব কেমন করিয়া, পরম-ব্রহ্মার্পিত নিজমানসটীকে ভ্রংশিত করিবেন? হে দেবর্ষে! এই বিষয়ে আমার সুমহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কিঞ্চ, হে দ্বিজবর! আমি কিন্নরগণের "প্রমুখাৎ" শ্রবণ করিয়াছি যে, শ্রীশঙ্করদেব প্রদীপকলিকোপম অক্ষর-পরমব্রহ্মাত্মক-স্বীয়-সনাতন-চৈতন্যমাত্র সর্ব্বদা সমাহিতান্তঃকরণে অবলোকন করিয়া থাকেন। কিঞ্চ, সর্ব্বজ্ঞ সেই সর্ব্বেশ্বরদেব সর্ব্বত্র আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতিঃ-সত্তামাত্র উপলব্ধি করিতেছেন এবং বাহ্য-দৃষ্টি-শূন্য হওয়ায়, তিনি বাহ্যবস্তুমাত্রও নিরীক্ষণ করেন না।

যদি বাস্তবিকপক্ষে এইরূপ হয় যে, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব নিত্যকালই শান্ত-শিবাত্মক অদ্বৈত-তত্ত্বে বিরাজিত রহিয়াছেন এবং বাহ্যবস্তুমাত্রও তিনি অবলোকন করেন না, তবে সর্ব্বযোগীশ্বর-গুরু সেই সত্য-সনাতন মহাযোগী শ্রীমহেশ্বরদেব স্বস্বরূপাখণ্ড-পরম-ব্রহ্ম-চৈতন্য-জ্যোতির্ম্মধ্যে নিজমানসটীকে সুসমাহিত করিয়া, পুনরপি কিরূপে পরম-ব্রহ্মার্পিত তাদৃশ-মানসের বিভ্রংশ-সাধন করিবেন? বিশেষতঃ আমি শ্রুত হইয়াছি যে, পূর্ব্বকালে শ্রীশঙ্করদেব কদাচিৎ ক্রীড়াবসরে অতীব-সুপ্রীত-মানসে

দেবী-দাক্ষায়ণীর সহিত শপথপূর্ব্বক কোন একটী প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন। হে মহামুনে! সেই প্রতিজ্ঞা কি? তাহা আমি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রতিজ্ঞাবচনে শ্রীশঙ্করদেব কহিলেন, হে দাক্ষায়ণি! সতি! প্রিয়ে! আমি তোমাকে সত্য করিয়া, এই বাক্য বলিতেছি যে, একমাত্র তুমি ভিন্ন অন্য-স্ত্রীজনকে ভার্য্যার্থে বনিতারূপে আমি সংগ্রহ করিব না। হে দেবর্ষে! এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব যখন পূর্ব্বকাল হইতেই সতীদেবীর সহিত উক্ত-রূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছেন, তখন তিনি সত্যভঙ্গ না করিয়া, সেই দেবী-সতীর শরীরত্যাগাবসানে কেমন করিয়া, অন্যস্ত্রীজনের পাণিগ্রহণ করিবেন?

মহামুনি নারদ কহিলেন, হে গিরিরাজ! আপনি এ বিষয়ে কোন চিন্তা করিবেন না। অপিচ, আপনি নিশ্চিত জানিবেন যে, দাক্ষায়ণী-সতীদেবীই শ্রীশঙ্করদেবের সহিত পুনঃ সম্মিলিতা হইবার জন্যই, এই ভবদীয়া কালীনাম্নী কন্যারূপে সমুৎপন্না হইয়াছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এই কথা বলিয়া, সেই দেবর্ষি-নারদ সতী যে প্রকারে মেনকাগর্ভে সমুৎপন্না হইয়াছেন, তদ্বিষয়ক-পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সকল গিরিরাজের প্রতি কথন করিলেন। অচলরাজ-হিমালয়ও মহা-মুনি-নারদের "প্রমুখাৎ" সেই সমস্ত পূর্ব্ববৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কলত্র ও পুত্রগণের সহিত তৎকালমাত্রেই সংশয়-শূন্য হইয়া, পরমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর কালিকাদেবীও নারদ-"প্রমুখাৎ" স্ব-বিষয়িণী কথা-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, তৎকালে স্মিত-বিস্তারিত আননে অত্যন্ত-লজ্জা-প্রযুক্ত অধোমুখী হইয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। গিরিরাজ-হিমালয় দিবাকর-কর-বিকসিত-নীল-শতদল সুন্দর-মধুরাননে লজ্জাবনত-বদনে সম্মুখে কালীদেবীকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, আদরাতিশয়-সহকারে কর-প্রসারণ-পূর্ব্বক আকর্ষণ-দ্বারা তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া, তথা তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে নিজ-বাম-করতল-স্থাপন-পুরঃসর দক্ষিণ-হস্তে কন্যা-কালীদেবীর চিবুক-প্রদেশ-স্পর্শন-দ্বারা সিত-স্মিত-বিকসিত-বদন-কমল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া,

মূর্দ্ধ-প্রদেশে সম্যক্ উপাঘ্রাণ-সহকারে তাঁহাকে নিজ-সিংহাসনে সন্নিবেশিতা করিলেন।

অনন্তর দেবমুনি-নারদ তনয়-গণের সহিত দেবী মেনকা এবং গিরিরাজকে হর্ষযুক্ত করিয়াই যেন এই কথা বলিলেন যে, হে শৈলরাজ! আপনার এই রত্নসিংহাসনদ্বারা এই কালিকা-দেবীর কি হইবে? কিন্তু, আমি আপনার নিকটে এই অতিসত্য এবং সারবৎ বাক্য কথন করিতেছি যে, স্বয়ং ত্রিভুবন-সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী এই কালীদেবী ত্রিভুবন-মহারাজ-শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত বাম ঊরু-প্রদেশে অচিরকালমধ্যে নিজযোগ্য আসন স্থাপন করিবেন। হে নগরাজ! এই দেবী পার্ব্বতী দেবগণের যে যে প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার জন্য এই শরীর ধারণ করিয়াছেন, আপনার মণিরত্নময় এই দিব্য-সিংহাসনে সমুপবিষ্টা হইলে, সেই সকল-প্রয়োজনের মধ্যে কোন একটী প্রয়োজনও সিদ্ধ হইবে না। হে গিরিরাজ! এই জন্যই আমি বলিতেছিলাম যে, শ্রীশঙ্করদেবের বামোরু-প্রদেশই সদাকালের জন্য এই দেবী পার্ব্বতীর সর্ব্ব-সৌভাগ্য-দায়ক যোগ্যতর আসন বা উপবেশনাধাররূপে পরিকল্পিত হইবে। হে গিরিবর! শ্রীশঙ্করদেবের ঊরুলক্ষণ আসন প্রাপ্ত হইয়া, আপনার এই তনয়া সন্তত যাদৃশী তুষ্টি অনুভব করিবেন, অন্যত্র কুত্রাপি আসনে তাদৃশী তুষ্টি অনুভব করিতে সমর্থা হইবেন না। দেবমুনি-মহাত্মা-নারদ শৈলরাজ-হিমালয়-সন্নিধানে উক্তরূপ উদার-বচন কথন করিয়া, তৎক্ষণাৎ দেবযানারোহণে ত্রিদশালয়ে গমন করিলেন। এদিকে গিরিপতি হিমালয়ও চিন্তা, হর্ষ এবং সম্মোহযুক্ত অন্তঃকরণে অচলা জায়ার সহিত পদ্ম-গর্ভ নিজান্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাদশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনবিংশ অধ্যায়

এদিকে সতীবিরহে সমাকুল সতীপতি শ্রীশঙ্করদেব শোকাকুলিত-মানসে বিরহ-কাতর-হৃদয়ে হা সতি! হা সতি! ক্ব সতি! ক্ব সতি! ইত্যাদি-করুণ-বিলাপ-বচনে সতী-নাম উচ্চারণ-পুরঃসর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, কদাচিৎ হিমালয়-পর্ব্বত-প্রস্থে শিপ্র-সরোবরের তট-প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া, অন্তিকস্থ-সরোবর-শোভা দর্শন করিতেছিলেন। ইত্যবসরে ত্রিভুবন-মহারাজ-শ্রীশঙ্করদেবের সতী-বিয়োগ-জাত-শোকাপনয়ন ও তদীয়-মানসে সান্ত্বনা-প্রদানাভিলাষে তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন-পরায়ণ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্র আদি দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়া, শিপ্র-সরোবরের প্রাণ-মনোবিমোহন অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে সমাসক্ত শ্রীমন্মহাদেবকে অনেক-প্রকারে অনুনয়-বিনয়-সান্ত্বনা ও প্রবোধ-বচন-প্রভৃতি-সাহায্যে যোগাবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া, যখন দেখিলেন যে, শ্রীসতীপতি শিপ্র-সরঃ-শোভা-দর্শন করিতে করিতে, অচিরকালমধ্যে ধ্যান-যোগাবলম্বনে "আত্মানমাত্মনা দ্রষ্টুমাত্মন্যেব বিশেষতঃ" যত্ন করিয়া, ধ্যানে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে নারায়ণ-দ্রুহিণাদি-দেবগণ তাঁহাকে ধ্যান-নিবিষ্ট-চিত্ত অবলোকন করিয়া, কৃতকৃত্যতা অনুভব-পুরঃসর প্রীতি-যুক্ত অন্তঃকরণে প্রদক্ষিণ ও প্রণামান্তে স্ব-স্ব-স্থানে গমন করিলেন।

প্রণাম-প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণ ধ্যানাসক্তমনাঃ মৌনী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে প্রহ্বীভাব-বিনয়াদি তৎকালোচিত-বিজ্ঞাপ্য-বিষয়-সকল বিজ্ঞাপিত করিয়া, স্বকীয়-স্বকীয়-বাসভবনাভিমুখে গমন করিলে পর, শ্রীশঙ্করদেব সেই হিমালয়-পর্ব্বত-প্রস্থে শিপ্র-সরস্তট-প্রদেশে নির্ব্বিকল্প-সমাধি-যোগে দিব্য-মানে এক সহস্র-বৎসর-পরিমিত-কাল অতিবাহিত করিয়া, পশ্চাৎ কপর্দ্দী শ্রীবৃষভবাহনদেব কদাচিৎ ধ্যানভঙ্গে দেবগণের কল-কল-ধ্বনি-শ্রবণে সহসা কোলাহল-পূর্ণ শিপ্র-সরস্তট-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উপযুক্ত অবসরে ক্ষিপ্রগতি হিমালয়-পর্ব্বতের

গঙ্গাবতরণ-নামে প্রসিদ্ধ অপর একটী উত্তম-প্রস্থ-প্রদেশে গমন করিলেন। পূর্ব্বকালে যেখানে ব্রহ্মপুর হইতে নিঃসৃতা হইয়া, ভগবতী ভাগীরথী গঙ্গা দেবী পতিতা হইয়াছেন, ঔষধী-প্রস্থ-নগর অর্থাৎ গিরিরাজ-হিমালয়ের রাজধানী হইতে অনতিদূরে অবস্থিত গঙ্গাবতার-নামে বিখ্যাত সেই উত্তমোত্তম-সানুপ্রদেশে ভগবান্ শ্রীভর্গদেব দৃঢ়াসনে উপবিষ্ট হইয়া, একাগ্র-মানসে সর্ব্বথা দ্বৈতহীন এবং সর্ব্ব-বিশেষ-শূন্য, তথা জগন্ময় ও প্রদীপাভ, নিরাকুল ও জ্যোতীরূপ, নিত্য এবং জ্ঞানময়, "পরমাৎ" পরম-কূটস্থ ও অক্ষরভূত, স্বীয়-সনাতন-পরমাত্ম-চৈতন্য-স্বরূপ-ধ্যানে তৎপর হইলেন।

বৃষভবাহন ভগবান্ শ্রীহরদেব গঙ্গাবতারপ্রস্থে উক্তরূপে ধ্যানতৎপর হইলে, তাঁহার গণ-সকলের মধ্যে কেহ কেহ ধ্যান-পরায়ণ হইলেন। প্রমথ-গণের মধ্যে কেহ কেহ দূর-দূরান্তর-প্রদেশে অবস্থিত হইয়া, ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ দ্বারদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন, নন্দী ও ভৃঙ্গী প্রভৃতি গণাধ্যক্ষগণ ধ্যান-তৎপর হইলেও, তাঁহাদিগের সুদৃঢ়-শাসন-প্রতাপ স্মরণ করিয়া, অন্যান্য যে সকল গণ পূর্ব্বাদি-দ্বার-প্রদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে কেহ কোনরূপ কথোপকথন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত না করিয়া, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ ও নিঃশব্দে সংস্থিত হওয়ায়, সেই গঙ্গাবতার-প্রস্থ-প্রদেশে তাঁহাদিগের কিঞ্চন-কূজিত শ্রুতিগোচর হইল না। এইরূপে পূর্ব্বাদি-দ্বার-দেশে নিযোজিত মহাভাগ দ্বারপাল-ভূত-প্রেত-পিশাচ-গণ যথারীতি আশ্রম-রক্ষা-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অপর যে সকল-গণ দূর-বিদূরবর্ত্তিদেশে ক্রীড়া করিতেছিলেন, সেই সকল-ভক্তগণের মধ্যে স্নান-ছলে কোন কোন ভক্ত গিরিপ্রস্রবণোদক-সাহায্যে জল-ক্রীড়ায় মত্ত হইলেন। কোন কোন ভক্ত গিরিপ্রস্রবণের বিমল-জলে সুচারুরূপে অভিষেক-কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া, পশ্চাৎ পর্ব্বত-মস্তকে প্রস্ফুটিত-বিবিধ-জাতীয়-সুগন্ধি-কুসুম-দামে নিজ-কলেবর বিভূষিত করিলেন। কেহ বা নব-নির্গত-বিবিধ-বিচিত্র-পত্র-দল-দ্বারা বিশোভিত হইলেন। কেহ বা কুঞ্জ-কানন-গত, দল-ফল-ভরে নম্র-সুশিখ, বহুল-কলকূজদ্দ্বিজ-গণে পরিবৃত

ঘনচ্ছায়া-চ্ছন্ন-তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া, গঙ্গাদেবীর শতধার-সৌন্দর্য্য ও পার্ব্বত্য-তরুরাজি-বিরাজিত বন-নিবহের নয়নানন্দ-সম্পাদক, অনির্ব্বচনীয়, অপূর্ব্বতর, শোভাসমূহ সন্দর্শন করিয়া, প্রাণে প্রাণে পরমা-পরিতৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা প্রস্রবণ-জলে স্নান ও ফল-মূল ভোজন করিয়া, তথা পত্রপুষ্পে স্বীয়-শরীর-শোভা-সম্পাদন করিয়া, তথা দেহ-প্রদেশস্থ-পত্র-পুষ্পান্তরালে গরিক-বর্ণে স্বীয়-শরীর-ভাগ অনুরঞ্জিত করিয়া, তথা বিবিধ-বিচিত্র-মহামূল্য-রত্ন-সকল চয়ন করিয়া, প্রচুরতর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।

গিরিরাজ-হিমালয় সগণ-শ্রীশঙ্করদেবকে নিজ-পুরী-সন্নিধানে তপস্যা করিতে দেখিয়া, স্বস্থান অর্থাৎ ঔষধী-প্রস্থ-নগর হইতে নির্গত হইয়া, নিজ-পারিষদ-গণসমভিব্যাহারে স্বীয়-বিষয়ে সমাগত-শ্রীহরদেবের পূজনার্থ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কিঞ্চ, শৈলরাজ-হিমালয়-প্রযুক্তা যথাযোগ্যা ত্রিভুবন-মহারাজোচিতা সুমহতী পূজা প্রাপ্ত হইয়া, ভক্তাধীনতা-নিবন্ধন যথারীতি শ্রীশঙ্করদেব পরমানন্দ-সহকারে সেই পূজা গ্রহণ করিলেন। পরাপর-পতি পরম-পুরুষ কূটস্থভূত শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বকালে এই গঙ্গাবতার-প্রস্থে অবস্থিত হইয়া, যেমন শিরোদেশে ত্রিভুবন-তারিণী-দেবী-ভগবতী-তরলতরঙ্গা গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি-পূর্ব্বক পরম-প্রেম-সমাকৃষ্ট-হৃদয়ে পর্ব্বতরাজ-হিমালয়-কর্ত্তৃক-প্রদত্ত-সুবিপুল-পূজা-সম্ভার স্বীয় সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদ শ্রীচরণে ধারণ করিয়া, তৎকর্ত্তৃক সর্ব্বথা সম্পূজিত-ধ্যান-যোগস্থ-জগৎপতি শ্রীশঙ্করদেব সহসা গিরিরাজ-হিমালয়কে যেন বিস্মাপিত করিয়া, এই কথা বলিলেন যে, ভো নগাধিরাজ! আমি তোমার এই অতীব-মনোরম তথা নির্জ্জন-গঙ্গাবতার-প্রস্থে তপস্যা করিবার জন্য সমাগত হইয়াছি, যাহাতে আমার তপোনুষ্ঠানে কোনরূপ বিঘ্ন না ঘটে এবং আমার নিকটে কোন ব্যক্তি সমাগতা না হয়, তদ্বিষয়ে যথোচিতা সুব্যবস্থা করিয়া, তুমি আমাকে তপশ্চরণে সহায়তা দান কর।

কিঞ্চ, হে হিমালয়! তুমি মহাত্মা এবং জগতের ধাম বা আশ্রয়-স্বরূপ, মহাত্মা মুনিগণ সদাকাল তোমার আশ্রয়ে নিবাস করিয়া থাকেন, দেবগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, তথা দ্বিজাতিগণ নিত্য-কালের

জন্য তোমার সুবিপুল-বিষয়-বিভাগে আবাস-ভবন-স্থাপন করিয়া, সুখে-স্বচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন, বিশেষতঃ তোমার এই সুবিশাল-কলেবর নিত্যদা পুণ্যপ্রদ-সুনির্ম্মল-গঙ্গা-জলে বিধৌত, অতএব পূততম। হে গিরিশ্রেষ্ঠ! তোমার এই পুরবরের সন্নিকটে গঙ্গাবতারণপ্রস্থে তপশ্চরণার্থ আমি সম্প্রতি আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছি। হে অচলরাজ! এক্ষণে তুমি নিজ-বুদ্ধিবিচার-বিবেক-বিজ্ঞান-বিভবানুসারে যাহা উপযুক্ত, বা যোগ্য বিবেচনা করিবে, তাহা করিতে পার। শিরোদেশে শশাঙ্কার্দ্ধ-শোভী, ত্রিভুবনাধিনাথ-শ্রীশঙ্করদেব নয়ন-ত্রয়-ভূষিত-চারুমুখে হিমালয়ের প্রতি উক্তরূপ বাক্য-সকল কথন করিয়া, ভ্রূযুগলের নিম্নদেশবর্ত্তী স্বাভাবিক-লোচনদ্বয়, তথা বিধু-খণ্ডবিমণ্ডিত-ললাটতট বা বিশাল-ভালচত্বরস্থ-তৃতীয়লোচন নিমীলিত করিয়া, তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে, মুখ-পদ্ম-বিরাজিত-কোটিবিধু শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীবদন-মণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত-বাক্-কলসোজ্‌ঝিত-সুধা-সম-শান্তি-প্রীতিপ্রদ-পরমানুগ্রহামৃত-সলিল-সিঞ্চিতরোমাঞ্চিত-কলেবরে মানসে অপূর্ব্ব-স্বর্গীয়-সুশীতলতা অনুভব করিয়া, তৎকালে গিরিরাজ-হিমালয় শ্রীশঙ্করদেবের প্রতি ত্রিভুবন-মহারাজোচিত-বিশিষ্ট-শিষ্টানুমত-সম্মানপ্রদর্শন-পুরঃসর বিনয়াবনত-কন্ধরে দূরে প্রসারিত-কর-যুগলে সাগ্রহে সসম্ভ্রমে "শিরসি" অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক নিরতিশয়-শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেম-প্রণয়-প্রহ্বীভাব-সহকারে শ্রীশম্ভু-দেবকে এই বাক্য কহিলেন যে, হে ত্রিজগন্নাথ! হে পরাপরপতে! হে পরম ঈশ্বর! মদীয় এই অকিঞ্চিৎকর-বিষয়াধিকারে অদ্য আপনার বিরিঞ্চি-বিষ্ণু-বাঞ্ছিত, দেব-দেবেন্দ্রদানব-মানব-বৃন্দবন্দিত সংসার-পারাবার-পার-সাধন-সারভূত-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগলের পুণ্য-পবিত্র-সংস্পর্শ-প্রদ শুভ-সমর্পণবশে আমি পূত হইতেছি, আমার জন্ম সফল হইয়াছে, আমার জননী কৃতার্থা হইয়াছেন, আমার জীবিত সুজীবিতমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, কুল পবিত্র হইয়াছে, পিতৃ-পুরুষগণ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার-লাভ করিয়াছেন, আমার দ্বারা বসুন্ধরা পুণ্যবতী হইয়াছেন এবং সাম্প্রতং আমিও ত্রৈলোক্য-পূজ্য, তথা ধন্যাতিধন্য হইলাম। হে বিশ্বনাথ! আপনার বাক্য-প্রতিপালনাপেক্ষা অতিরিক্ত আমার আর শ্রেষ্ঠতর অপর কর্ত্তব্য কি

আছে? হে জগন্নাথ! মন্নাথ! বহুতর-যত্নপর হইয়াও নিয়মাবস্থিত দেবগণও দীর্ঘকাল যাবৎ অতিকঠোরতর-সুদুশ্চর-সুমহৎ-তপোনুষ্ঠান-সাহায্যে আপনাকে প্রাপ্ত হন না। এই জগন্মণ্ডলে ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি, বিষ্ণুপদে সমারোহণ, ও দেবেন্দ্রাধ্যুষিত-সিংহাসনে সমুপবেশন-প্রভৃতি ত্রিলোক-বাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যলাভ বরং ভবদীয়-শ্রীচরণযুগলের অনুগ্রহবলে সুখসাধ্য হইতে পারে, অনায়াসলভ্য হইতে পারে, তথা তপস্যার দ্বারা অসাধ্য বা অপ্রাপ্য কোনরূপ ঐশ্বর্য্যের সম্ভাব না থাকা প্রযুক্ত তপোবলে জগতীতলে সকলই সুলভ হইতে পারে সত্য; কিন্তু শরীরধারী জীবগণের পক্ষে ভবদীয়-দর্শন হে দেব! অত্যন্ত সুদুর্লভ।

অপিচ, শত-সহস্র-বৎসরব্যাপিনী সুদুশ্চরতরা তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াও তপোধনগণ যাঁহার দর্শন-লাভে সমর্থ হন না, হে পরমহংসা-স্বাদিত চরণ-কমল! আপনি সেই সত্য-সনাতন-ত্রিজগদ্দুর্লভ-যোগি-জন-ধ্যেয়-পরম-বস্তু-স্বরূপ-ভূত হইয়া, যখন আমার বিষয়াধিকারে স্বয়ং অনুগ্রহ-পূর্ব্বক উপস্থিত হইয়াছেন, তখন আমা অপেক্ষা অধিকতর সৌভাগ্যবান্ এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে অন্য কে আছেন? আমা অপেক্ষা অধিকতর-পরম-পুণ্যবান্ ও ধন্যতরই বা এই আখণ্ডল-পরিপালিত-জগদণ্ড-খণ্ড-কোটরে অপর কে আছেন? হে দেবদেবেশ্বর! আপনার এই অযাচিত-দর্শনলাভ যে আমার কালত্রিতয়বর্ত্তিনী যোগ্যতার পরম-চরমাভি-ব্যক্তি-সাধন করিতেছে, তদ্বিষয়ে সংশয়লেশমাত্রেরও অবসর নাই। হে পরাপরপতে! আপনি যে তপশ্চরণার্থ হিমবৎ-প্রস্থে গঙ্গাবতার-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছেন, এ জন্য আমি নিজ আত্মাকে দেবেন্দ্র হইতেও অধিকতর-পুণ্যবান্, ধন্যতর, অথবা সৌভাগ্যশালী মনে করিতেছি। হে পরমেশ্বর! আমি যখন গণ-সকলের সহিত আপনা কর্ত্তৃক কামচারতঃ অদ্য তপশ্চরণার্থ সমধিষ্ঠিত হইয়াছি, তখন আমি মনে করি, সম্প্রতি আমার সমুদীয়মান অনন্ত সৌভাগ্যরাশি বা পুণ্যপুঞ্জের সীমা-নিরূপণ করিতে অনন্তকাল-সাহায্যে অনন্তবদনে অনন্তদেবও সমর্থ নহেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে একোনবিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—বিংশ অধ্যায়

অনন্তর গিরিরাজ-হিমালয় যথোচিত-সমুদাচার-প্রদর্শন-পূর্ব্বক পরমেশ্বরদেবকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, তাঁহার অনুমতি-গ্রহণান্তে অদূরদেশে অবস্থিত ঔষধী-প্রস্থনগরে নিজ-ভবনে গমন করিলেন। কিন্তু, পর্ব্বতরাজ-হিমালয় রাজপ্রাসাদে প্রবিষ্ট হইয়া, নিজ-পরিবারবর্গকে আহ্বান পূর্ব্বক এইরূপ আদেশ প্রদান করিলেন যে, আমার শাসন ব্যতীত অদ্য-প্রভৃতি তোমরা কেহ গঙ্গাবতার-প্রস্থে গমন করিও না, যদি আমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন-পুরঃসর কেহ গঙ্গাবতারণে গমন করে, তবে আমি তাহাকে নিশ্চিতই দণ্ডিত করিব। এইরূপে স্বীয়-পরিবারবর্গকে তথা গণ-সকলকে শাসন-বাক্যে নিয়মিত করিয়া, আশুগতি তিল-কুশ-পুষ্প-ফল-প্রভৃতি উপহার-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজতনয়া-সমভিব্যাহারে পর্ব্বতরাজ-হিমালয় শ্রীহরদেবের সন্নিধানে পুনরপি গমন করিলেন। অনন্তর তনয়া-সহিত-গিরিশ্রেষ্ঠ-হিমালয় শ্রীশঙ্করদেবান্তিকে গমন করিয়া দেখিলেন, শ্রীহরদেব ধ্যাননিমীলিত-নয়নে স্পন্দন-শূন্য-শরীরে অবস্থিতি করিতেছেন। হিমালয় তৎকালে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে ধ্যানপরায়ণ অবলোকন করিয়া, সর্ব্ব-গুণান্বিতা-কালীনাম্নী-নিজতনয়া-পার্ব্বতীদেবীকে কহিলেন, কন্যকে! তুমি ধ্যানপর-জগন্নাথ-শ্রীহরদেবকে পরম-শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে প্রণাম কর। এইরূপে কালীদেবীকে শ্রীমন্মহাদেব উদ্দেশে প্রণাম করাইয়া এবং তিল-পুষ্পাদি যে যে পূজোপহার লইয়া গিয়াছিলেন, সেই সেই পূজা-সামগ্রী-সকল শ্রীত্রিলোচনদেবের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া, পশ্চাৎ স্বয়ং শৈলরাট্ হিমালয় "অগ্রে কৃত্বা নিজসুতাং" শ্রীপরমেশ্বরদেবকে এই কথা বলিলেন যে, হে ভগবন্! আমার এই তনয়া কালীদেবী আপনাকে আরাধনা দ্বারা সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেবর্ষি-নারদ কর্ত্তৃক সমাদিষ্টা হওয়ায়, মৎকর্ত্তৃক ভবদীয় আশ্রম-মণ্ডলে সমানীতা হইয়া, আপনার অনুজ্ঞা অপেক্ষা

করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন। হে জগন্নাথ! আমার প্রতি যদি আপনার কিঞ্চিন্মাত্রও অনুগ্রহ থাকে, তবে তৎফলে আপনার আরাধনা-মাত্র-কাঙ্ক্ষিণী মদীয়া সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা এই কন্যা প্রতিদিন সহচরীদ্বয়ের সহিত আপনার যথাযোগ্য-সেবা করুন, এবং আপনি মদীয় কন্যাকে নিজ সেবার্থে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

অনন্তর করুণাময়-শ্রীশঙ্করদেব প্রথমারূঢ়যৌবনা সেই কালীদেবীকে দর্শন করিলেন। পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব দেখিলেন, পার্ব্বতীপ্রধানা নগরাজনন্দিনী কালীদেবী শারীর-বর্ণে ফুল্লেন্দীবর বা বিকসিত-নীল-শতদলদলাভা, আনন-মণ্ডলে শারদপূর্ণ-শশধরসন্নিভা, নীল-কুঞ্চিত-কেশসমূহে প্রাপ্তবেশ-বিজৃম্ভিকা, গ্রীবাদেশে শঙ্খবৎ রেখাত্রয়-শোভনা, ললিতলোচন-সৌন্দর্য্যে বিশালা, চারু-কর্ণযুগলে বিচিত্র-মণি-রত্নখণ্ড-খচিতকুণ্ডলযোগে সাতিশয়-সমুজ্জ্বলা, মৃণালায়ত-কোমল-পর্য্যন্তস্থানবর্ত্তিবাহুযুগলে পরমমনোরমা, পয়োধর-সৌন্দর্য্যে রাজীব-কুট্মল-প্রখ্য-ঘনপীনোন্নত-স্তন-যুগল-ভারে অবনতা, শরীরমধ্যদেশে ক্ষীণা, পাণিতলদ্বয়ে রক্তাভা, মনোরম-পাদযুগলে স্থলপদ্মপ্রতীকাশা, জঙ্ঘাযুগলে বৃত্ত-স্থূল-ঘন-সমুজ্জ্বল-শোভাশালিনী, ঊরু-যুগলে নাগনাসাকল্পা, নাভিমণ্ডলে নিম্ননাভিবিভূষিতা, নাভি আদি প্রদেশ-ত্রয়ে গম্ভীরা, পাদাঙ্গুষ্ঠ, ঊরু ও নিতম্ব-প্রভৃতি-প্রদেশ-ষট্কে সমুন্নতা, সৌভাগ্যসম্পৎ-চিহ্নে সর্ব্বলক্ষণ-সম্পূর্ণা, মনো-মোহন-বিষয়ে ধ্যান-পঞ্জরে নিবদ্ধ-মুনিজন-মানস-লক্ষণমদমত্ত-মাতঙ্গেরও সহসা দর্শনমাত্রেই শীঘ্রগতি-বিভ্রংশনে কুশলিনী, পরাক্রমপ্রকাশে মহাসত্ত্বা, প্রাধান্যে যোষিদ্গণ-শিরোমণি এবং অধিগমাংশে লোকত্রিতয়ে দুর্লভা, তথা তপোনিরত-ধ্যাননিষ্ঠ-যোগিজনেরও মনোমোহিনী, বিবেক-বৈরাগ্য-জ্ঞান-ধ্যান-যোগ-মার্গে বিবিধ-বিঘ্ন-জননে হেতুভূতা, সর্ব্বথা সুখ-সৌভাগ্য-সম্ভোগ-রাগ-বর্দ্ধিনী কামরূপিণী সেই তুহিনালয়-তনয়াকে অবলোকন করিয়া, বৃষভবাহন শ্রীশঙ্করদেব গিরিরাজের বচন-গৌরব-প্রযুক্ত তদীয়া তনয়াকে পর্য্যেষণার্থে পরিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব হিমালয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে শৈলাধিরাজ! তব সুতা পার্ব্বতী দেবী সখীদ্বয়ের সহিত নিত্যই আমার সেবা-বিষয়ে যত্নশীলা

হইয়া, নির্ভয়ে এই আশ্রমপদে অবস্থিতি করুন। এই কথা বলিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব আরাধনা বা সেবার্থ সমাগতা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীকে নিজ-পরিচর্য্যার্থে আশ্রমবাসে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, নারীকুলে প্রধানভূতা প্রথমারূঢ়যৌবনা রাজকন্যা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীকে স্বয়ং যোগি-জন-গণ-গুরু তপস্বিপ্রবর শ্রীশঙ্করদেব নিজ আশ্রম-মণ্ডলে পরিচর্য্যার্থ বাস করিতে অনুমতি-প্রদান করিলেন কিরূপে? আশ্রম-পদে মোক্ষ-দ্বার-মার্গে অর্গল-স্থানীয়া কামিনীর বাস ত কুত্রাপি সমর্থিত হয় নাই; প্রত্যুত সর্ব্বত্র বেদ-স্মৃতি-পুরাণাদি-শাস্ত্রে কামিনী-কাঞ্চন-সঙ্গের পরিবর্জ্জনীয়তাই প্রতি-পাদিতা হইয়াছে; সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে যে, স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞতা-নিবন্ধন সমস্ত জানিয়া শুনিয়াও, যোগ-বিঘ্নকারিণী মোক্ষ-পরিপন্থিনী পরমা সুন্দরী পার্ব্বতী-দেবীকে শ্রীশঙ্করদেব আশ্রমবাসার্থে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন কিরূপে?

উক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি-মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন, "ইদমেব মহদ্ধৈর্য্যং, যদ্বিঘ্নো ন হি বিঘ্নয়েৎ।" অর্থাৎ সর্ব্ববিধ-বিঘ্ন বা উপদ্রব-রহিত-স্থানে অবস্থিতি-পুরঃসর কোন ধৈর্য্যবান্ মনস্বী যোগ-জপ-ধ্যান-জ্ঞানাদি-রূপ আত্মকার্য্য নির্বিবঘ্নে নিরুপদ্রবে সাধন করিতে সমর্থ হইলেও, সেই ধৈর্য্য-পরায়ণ মনস্বিজনের প্রকৃতপ্রস্তাবে তখনই প্রকৃষ্ট-ধৈর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, যখন তিনি সর্ব্ববিধ-বিঘ্ন, উপদ্রব, কোলা-হল, বিবিধ-বাদ্যোদ্যম, বিভিন্ন-জাতীয়-সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রলোভন-প্রভৃতিদ্বারা পরিপূর্ণ, নিরন্তর-বাধা-সমাকুল স্থানে চিরনিবাস করিয়াও, অবিচলিত-চিত্তে আত্ম-কার্য্য-সাধনে সমর্থ হন। আপৎকাল-সমাগমে যেমন মিত্র পরীক্ষিত হইয়া থাকেন, হয়-হস্তি-রথ-রথিসঙ্কুল-সমর উপস্থিত হইলে, যেমন শূরবরের পরীক্ষা গৃহীতা হয়, রহঃপ্রদেশে যেমন আচার-সম্পন্ন-শুচি-সজ্জনগণ-পরীক্ষিত হন, বিভব-বিনাশ-কালে যেমন ভার্য্যার পরীক্ষা-গ্রহণ সুপ্রশস্ত এবং দুর্ভিক্ষ-কালে যেমন আতিথ্যপ্রদানপটু আতিথেয় বা অতিথিপ্রিয়জনগণ পরীক্ষিত হইয়া থাকেন, সেইরূপ সর্ব্ববিধ-বাধাবিঘ্ন ও উপদ্রব-প্রলোভনপূর্ণস্থানে নিবাস করিয়াও, সর্ব্বদা

বাধা-বিঘ্ন-বিবিধ-বিচিত্র উপদ্রব ও প্রলোভনের বিষম-ঘাতপ্রতিঘাতে নিত্যকাল আহত-প্রতিহতাকৃষ্ট-বিকৃষ্ট হইয়াও, অবিচলিতান্তঃকরণে যিনি তপস্যার সম্যক্ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, বিঘ্নসকল যাঁহাকে বিহত বা বিঘ্নিত করিতে সমর্থ হয় না, পর্ব্বতবৎ অপ্রকম্প্য অটল অচল স্থির ধীর সেই সুমহাত্মা তাপস-জনেরই প্রকৃতপক্ষে ধৈর্য্যের প্রশংসা বা মহত্ত্ব লোকমুখে শ্রুত বা কীর্ত্তিত হইবার উপযুক্ত। নির্ব্বিঘ্ন স্থান প্রাপ্ত হইয়া, দ্বিজগণ যে তপস্যা করেন, সেই তপস্যা অপেক্ষা সবিঘ্ন-স্থানে বিঘ্ন-হেতু-সকলকে পরিভূত করিয়া, পরম-ধৈর্য্য-পরায়ণ দ্বিজগণকর্ত্তৃক যে তপস্যা অনুষ্ঠিতা হয়, সেই কঠোরাতি-কঠোরতরা তপস্যার গৌরব বা মহত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক এবং তাদৃশ তাপসজনেরই ধীরতা বা মহত্ত্ব অতীব প্রশংসনীয়।

অতএব তপস্বিজনোচিত-তাদৃশ-মহত্ত্ব বা সুমহৎ ধৈর্য্যের একনিলয় শ্রীশঙ্করদেব আরাধনকাঙ্ক্ষিণী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীকে নিজ আশ্রম-মণ্ডলে বাসার্থ অনুমতি দান করিয়া, কোনরূপ অন্যায়সঙ্গত কার্য্য ত করেনই নাই, বরং তাঁহাকে বাস করিতে অনুমতি দান করিয়া, নিজ-মহত্ত্ব ও সুমহৎ পরমধৈর্য্যের প্রকৃষ্টরূপ পরিচয়ই প্রদান করিয়াছেন। বিকারহেতু সমবধান সত্ত্বেও যাঁহাদিগের চিত্ত বিকৃত হয় না, তাঁহারাই কি বাস্তবিক-পক্ষে ধীর-পদ-বাচ্য নহেন? অত-এব নিজ-মহত্ত্ব ও পরমধৈর্য্যবত্ত্ব-প্রকাশপূর্ব্বক অনুগ্রহ-বুদ্ধি-প্রণোদিত-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সেবার্থে শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী পরিগৃহীতা হইলে, অনন্তর পরিচারকগণে পরিবৃত-গিরিরাজ-হিমালয় নিজ-পুরাভিমুখে গমন করিলেন। এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও পূর্ব্ববৎ যথারীতি ধ্যান-যোগাবলম্বনে স্বরূপভূত-পরম-ব্রহ্মচৈতন্য-চিন্তনে সমাসক্ত হইলেন এবং শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীও শ্রীমন্মহাদেবের স্নান-সন্ধ্যার্থ গমনাগমন-সময়ে সাবধানে অবস্থিতিপূর্ব্বক সখী-দ্বয়ের সহিত মিলিতা হইয়া, প্রত্যহ শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের যথোচিত-সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে বিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—একবিংশ অধ্যায়

এইরূপে শুশ্রূষমাণা সুকেশী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী সমাধিপ্রত্যর্থিভূতা হইলেও, শ্রীগিরিশদেব-কর্ত্তৃক সেবার্থে অঙ্গীকৃতা হইয়া, যখন শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের সেবায় প্রাপ্তাবসরা হইলেন, তৎকালে সেবার্থে লব্ধাবকাশা সেবমানা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী সখীদ্বয়ের সহিত মিলিতা হইয়া, কদাচিৎ বলিপুষ্পাবচয়নে কুশলতা, কদাচিৎ বেদী-সম্মার্জ্জনে দক্ষতা, কদাচিৎ নিয়ম-বিধিবলে অপেক্ষিত জলসকলের, তথা বর্হিঃসমূহের উপনয়নে নিপুণতা-প্রকাশ করিয়া, যদিচ সময়ে সময়ে পরিশ্রমবোধ করিতেন, তথাপি সেই পর্ব্বতরাজনন্দিনী কালী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের শিরোদেশে সমবস্থিত-চন্দ্র-পাদসমূহ-দ্বারা পরিখেদ বা পরিশ্রম নিয়মিত বা নিবর্ত্তিত করিয়া, প্রতিদিন শ্রীগিরিশদেবের শুশ্রূষণে অধিকতর আগ্রহ পোষণ করিতে লাগিলেন।

কিঞ্চ, কদাচিৎ কালিকাদেবী সহচরীগণের সহিত সঙ্গতা হইয়া, কুশ-পুষ্প-সমিধ্-বারি-প্রভৃতি আহরণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে সমর্পণ-পুরঃসর বিপুলা প্রীতি অনুভব করিতেন। কদাচিৎ বা পার্ব্বতীদেবী সখীদ্বয়ের সহিত স্নানকার্য্য সমাপনান্তে শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রভাগে আজ্ঞা-প্রাপ্তি-বাসনায় অবস্থিতি করিতেন। কদাচিৎ বা শ্রীশঙ্করদেবকে নিতান্ত আনন্দিত করিবার জন্য শ্রীমতী কালীদেবী তাঁহার সমক্ষে সখীদ্বয়ের সাহচর্য্য-গ্রহণ-পূর্ব্বক পঞ্চম-স্বরে অত্যুচ্চতরতান তুলিয়া, শুভ-সঙ্গীত-বিস্তার-সাহায্যে শ্রীহরদেবের চিত্তাকর্ষণে যত্ন করিতেন। কদাচিৎ সখীকুল-সমভিব্যাহারে স্নান-সৎকারাবসানে নীল-কুঞ্চিত-কেশ-পাশের সংস্কারসাধন, তথা সুবাসিত-রঞ্জিতকৌষেয়-সূক্ষ্ম-নব-বসন-ধারণ-পূর্ব্বক নিয়ত-মানসে শ্রীমন্মহাদেবের অগ্রভাগে অবস্থিতি করিতেন। তথা কদাচিৎ সকামা কালিকাদেবী উক্তরূপে শ্রীমন্মহেশ্বর-দেবের সমক্ষে উপবিষ্টা হইয়া, শ্রীচন্দ্রধর-দেবের নয়ন-ত্রয়-শোভিত-চারু-মুখ-কমল নিরীক্ষণ করিতে করিতে, মনে মনে শ্রীচন্দ্রশেখরদেবের

মুনি-জন-মানস-মোহিনী মঙ্গলময়ী বিশুদ্ধ-শ্বেত-মূর্ত্তি চিন্তা করিয়া, পরমা প্রীতি, পরম আনন্দ প্রাপ্তা হইতেন। অপিচ, শ্রীমতী নগাধিনাথ-নন্দিনী পার্ব্বতীদেবী শ্রীশঙ্করদেবের সেবাকার্য্যে যখন মানসে ব্যগ্রা থাকিতেন, তৎকালে দেবী কালী সেই সেবাকার্য্য-মাত্রেই যত্ন করিতেন, আর যখন সেই পার্ব্বতীপ্রধানা দেবী কালী কৃত্যহীনাবস্থায় অবস্থিতি করিতেন, তৎকালে সেই পার্ব্বতীদেবী বিশ্ব-বন্দিত দেব-গণার্চ্চিত ত্রিলোক-পালক-ত্রিলোচনদেবের শ্বেত-সুন্দর-রূপের মাধুরী-মধুর-লীলা-বিলাস-মাত্র বহির্দৃশ্যে অবলোকন করিয়া, নিমীলিত-নয়নে তাবন্মাত্রেরই চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন।

কিন্তু, দেবী পার্ব্বতী সময়ে সময়ে এরূপ চিন্তা করিতেন যে, হায়! এই চন্দ্রার্দ্ধরাজিত-বিভূতি-ভূষিত-মুনিজন-পূজিত-শ্বেত-সুন্দর-মহামহিম-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব কত দিনে আমার পাণিগ্রহণ করিবেন? কত দিনে আমাকে পাণিগৃহীতিকা করিয়া, এই শ্রীসর্ব্বভূতেশ্বরদেব নানা-সদ্ভাব-ভাবনদ্বারা আমার সহিত ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইবেন? এইরূপে সদাকাল শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের চিন্তনে তৎপরা দেবী কালী স্বপ্ন-যোগেও শ্রীপরমেশ্বরদেবকে অনুরাগ-চন্দনে চর্চ্চিত, তথা বিবিধ-ভাব-কুসুম-সাহায্যে পরম-যত্ন-সহকারে পূজাযুক্ত করিয়া, তাঁহার অভয়-চরণে মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিতেন। শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সম্মুখে অবস্থিতা হইয়া, যখন দেবী কালী নিজ-হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে সমারোপিত করিয়া, প্রযত-মানসে প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করিতেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব সেই দেবী কালীর মনোভাব সম্যক্‌রূপে অবগত হইতেন। পরন্তু শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে এইরূপ মনে করিতেন যে, এই দেবী পার্ব্বতী এখনও পর্য্যন্ত গর্ভ-গত-বীজ-দ্বারা দেহ ধারণ করিতেছেন। অতএব নিসর্গ-পরিস্থিতা অর্থাৎ স্বভাবতঃ সুন্দরী হইলেও, অধৃতব্রতা এই দেবী অধুনা ভার্য্যার্থে আমার গ্রাহ্যা নহেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, শ্রীগিরিশদেব পার্ব্বতীদেবীর মনোগতভাব অবগত হইয়াও, নিসর্গসুন্দরী সেই দেবীকে যদিচ তৎকালে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিলেন না, তথাপি শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর প্রতি মনে মনে

অনুরক্ত শ্রীগিরিশদেব তাঁহাকে তদবস্থাপন্না অবলোকন করিয়া, তৎকালে পুনরপি প্রবলতর অনুরাগ-বশতঃ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেন যে, হায়! কত দিনে এই গিরিসুতা দেবী পার্ব্বতী তপশ্চর্য্যাব্রত-ধারণ করিয়া, ক্ষিপ্রগতি নিজ-শরীরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদন করিবেন? কত দিনে দেবী পার্ব্বতী তপশ্চর্য্যাদ্বারা গর্ভ-গত-বীজ-দোষ-বিবর্জ্জিতা হইয়া, আমার প্রতি অনুরাগ-প্রকাশ করিবেন? কত দিনে কেমন করিয়া, আমি কৃতব্রতা গর্ভবীজ-বিবর্জ্জিতা এই কালিকাদেবীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিব? যদিচ এই দেবী কালী কালপরম্পরাক্রমে আমারই দয়িতা ভার্য্যা, তথাপি আমি এই যোনিজা অতিদূষিতা কালীদেবীকে অধুনা কেমন করিয়া ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিব? ব্রতাচরণ, তথা সংস্কার-দ্বারাই গর্ভগত-বীজ-দোষ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায়, হায়! দেবী পার্ব্বতী কত দিনে তপশ্চর্য্যা-প্রভাবে নিজ দেহের পবিত্রতা-সম্পাদন করিবেন? অতএব এই কালিকাদেবী যাহাতে গর্ভ-গত-দোষ-পরিহারার্থ শীঘ্রগতি ব্রতাচরণে আত্মনিয়োগ করেন, তদুপযোগিনী ব্যবস্থার প্রণয়ন অত্যন্ত আবশ্যক হইতেছে।

অপিচ, যাবৎ পর্য্যন্ত পার্ব্বতী-প্রধানা এই দেবী কালী ব্রতাচরণ-তপশ্চর্য্যা-প্রভৃতি-দ্বারা আত্ম-সংস্কার-সাধন না করিতেছেন, তাবৎ-পর্য্যন্ত গর্ভবীজ-বিবর্জ্জিতা না হওয়ায়, আমি কেমন করিয়া এই চার্ব্বঙ্গী দেবী পার্ব্বতীকে পাণিগৃহীতিকা করিয়া, দয়িতা-ভার্য্যার আসনে উপবেশন করাইতে পারি? গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতা হইলেই, আমি সানন্দে এই কালীদেবীকে স্বীয় দয়িতা-ভার্য্যার স্থানে উপবেশন করাইতে পারি, কিন্তু যোনিজাতা অতএব অতিদূষিতা নিসর্গসুন্দরী হইলেও, অধৃতব্রতা এই চার্ব্বঙ্গী পার্ব্বতীদেবীকে অধুনা কখনই আমি পাণিগৃহীতিকা দয়িতা-ভার্য্যার পদে প্রতিষ্ঠাপিতা করিতে পারি না। "তস্মাদ্ব্রতং যথা কালী কুর্য্যাৎ তদ্যুজ্যতে কথম্?" এইরূপ চিন্তা করিয়া, সর্ব্বভূতেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে ধ্যানাসক্ত-মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে, যদিচ শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে ধ্যানসাধনে নিজ মানস নিযোজিত করিলেন বটে; তথাপি স্বস্বরূপাখণ্ড-পরম-জ্যোতির্ম্ময়-

সচ্চিদানন্দময়ানন্তাত্মক-শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ-চিন্তনের পরিবর্ত্তে ধ্যানাসক্ত-মনাঃ শ্রীমন্মহাদেবের চিত্তে কেবলমাত্র কালী-চিন্তা প্রবল-বেগে প্রবাহিতা হইল এবং প্রবল-কালী-চিন্তা-প্রবাহ-বেগে স্বরূপ-চিন্তা, কিম্বা অন্য-সর্ব্ববিধ-চিন্তা একেবারে ভাসিয়া গেল। অধিক কি, ধ্যানাসক্ত সেই শ্রীশঙ্কর-দেবের মানসে অন্য কোন চিন্তা স্থানাধিকার করা ত দূরের কথা, নিজ আবির্ভাবমাত্রও সাধন করিতে সমর্থা হইল না।

চাক্‌চিক্যশালি-স্বাভাবিকসৌন্দর্য্য-রমণীয়-বাহ্য-বস্তুমাত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধা করিয়া, বাহ্য-বিশ্ব-সৌন্দর্য্য-সমাসক্ত-মানসে অশেষানর্থহেতু-শরীর-সম্বন্ধ-সহকৃতানির্ব্বচনীয়-দ্বৈত-প্রপঞ্চ-সমাশ্রয়ণে অসার-সংসার-ভাব-বিলসিত-বিচলিতচিত্তে প্রদীপ-প্রভা-সমাকৃষ্ট-শলভ-শ্রেণীবৎ বাহ্য-রূপ-সৌন্দর্য্য-মোহে মুগ্ধ-প্রাণে স্ব-স্ব-সম্প্রদায়-প্রচলিত-বিবিধ-রুচি-বিচিত্র-তত্তদ্বিভাবোদ্বোধিত-ভাবানুশীলনে সমধিক আগ্রহ-পরায়ণতা-নিবন্ধন অনাদি-কর্ম্ম-বাসনা-বাসিত-হৃদয়ে প্রসঙ্গানুসারে যাঁহারা "ধ্যানাসক্তস্য তস্যাথ নান্যচিন্তা ব্যজায়ত" এই শ্লোকাংশের তাৎপর্য্য-কথনাবসরে উপরি-উক্ত পক্ষান্তরীয়াভিপ্রায়ানুসরণ-পূর্ব্বক এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করেন যে, পাণিগ্রহণ-বিষয়ে তদানীং পার্ব্বতীদেবীকে অযোগ্যা বিবেচনা করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব বিষয়-প্রদেশ হইতে নিজ-মানস-সংযমন-পুরঃসর ধ্যানাসক্ত হইলেও, তৎকালে তাঁহার হৃদয়ে কালীর রূপ, কালীর গুণ, কালীর সৌকুমার্য্য, কালীর যৌবন, কালীর লাবণ্য, কালীর অঙ্গচেষ্টা, কালীর লীলা-বিলাস এবং কালীর কোমল-মধুর উদার সদয় ও সময়োপযোগী সাধু-জন-সম্মত অনুরাগ-ব্যঞ্জক ব্যবহার এককথায় কালীবিষয়িণী চিন্তা ভিন্ন অন্য কোন চিন্তা স্থান প্রাপ্তা হয় নাই, কাব্য-কলা ও নাটকীয়-রসভাব-ভাবিত সেই সকল মহানুভবকে আমরা এই মাত্র বলিতে ইচ্ছা করি যে, ইন্দ্রিয়-প্রীণন-পরায়ণ, বিষয়-ভোগ-লম্পট, সাধারণ-জনগণের সম্বন্ধে উক্তরূপ অর্থ সঙ্গত-রূপে প্রতিভাত হইলেও, পরম-বশি-প্রবর পরম ঈশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের সম্বন্ধে উক্তরূপ অর্থ অসঙ্গত-বোধোপহতত্ব-নিবন্ধন কল্পনীয় হইতে পারে না।

আর এক কথা এই যে, কৃমি-কীটাদি-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-পর্য্যন্ত-দেবগণেরও

চিত্তপ্রমথনকারী স্বয়ং কন্দর্পদেব যৌবন-লাবণ্যবতী চার্ব্বঙ্গী পার্ব্বতী দেবীর সমক্ষে যাঁহাকে নিজ শরপাতপথবর্ত্তী করিতে অগ্রসর হইয়া, অচিরকালমধ্যে স্মর্ত্তব্যাত্মা বা স্মরণীয়-দেহে পরিণত হইবেন, সেই স্মরহর শ্রীশঙ্করদেব যে স্বরূপভূত-পরম-ব্রহ্ম-চৈতন্য-চিন্তনাবসরে যোনি-জাতা অতিদূষিতা অধৃতব্রতা কালীদেবীর রূপ-গুণ-যৌবন-বিলাস-চিন্তা করিয়া, স্বাত্মচিন্তা বিসর্জ্জন করিবেন এবং কামকৃত-বিকারবশে বিকৃত-চিত্তে কালীদেবীর রূপধ্যানে সমাসক্ত হইয়া, আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইবেন, এইরূপ উন্মত্তজনোচিত, দেবদেব-গৌরববিঘাতক-নিকৃষ্টার্থ-প্রকল্পন নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

ফলতঃ যোনিজাতা অতিদূষিতা অধৃতব্রতা পার্ব্বতীদেবীকে পাণি-গৃহীতিকা পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, যখন শ্রীশঙ্করদেব স্বাত্মভূত-পরম-ব্রহ্ম-স্বরূপ-চিন্তনে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে ধ্যানাসক্ত শ্রীশঙ্করদেবের মানসে সচ্চিদানন্দময়-জ্যোতীরূপ-পরম-ব্রহ্ম-চিন্তন-ভিন্ন অন্য কোন বাহ্য--বিষয়িণী চিন্তা একেবারেই স্থান প্রাপ্তা হয় নাই। এইরূপে অন্য-চিন্তা-পরিহার-পূর্ব্বক ধ্যানাসক্তমনাঃ শ্রীশঙ্করদেব সমাধি-যোগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীমতী কালীদেবীও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে মানসে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, পরম-ভক্তি-শ্রদ্ধা-সহকারে, তথা নিরতিশয় অনুরাগের সহিত অনুদিন শ্রীশঙ্করদেবের সেবায় মনঃ-প্রাণ সমর্পিত করিলেন। কিন্তু, সর্ব্বদেব-প্রবর সুমহাত্মা শ্রীশঙ্করদেবের শুভ্রাতিশুভ্র-শ্বেত-সৌন্দর্য্য-বিকসিত-মনোমোহন-মধুর-মূর্ত্তি-চিন্তা করিতে করিতে যে সময়ে শ্রীমতী পার্ব্বতী-দেবী শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সেবাকার্য্যে নিযুক্তা ছিলেন, তৎকালে ধ্যান-পরায়ণ শ্রীহরদেব নিত্যকালই প্রত্যক্ষতঃ অবস্থিতা শ্রীমতী কালিকা-দেবীকে যেন দেখিয়াও দেখিতেন না, পূর্ব্ববৃত্তান্ত-সকল যেন স্মরণ করিয়াও স্মরণ করিতেন না, কেবলমাত্র নিজনিত্য-সিদ্ধ-সত্য-সনাতন অদ্বিতীয়-জ্যোতির্ম্ময়-ব্রহ্ম-রূপ চিন্তনে নিয়তকাল নিমগ্ন থাকিতেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে একবিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাবিংশ অধ্যায়

এতস্মিন্নন্তরে অর্থাৎ যে সময়ে ধ্যান-নিমগ্ন শ্রীশঙ্করদেবের পরিচর্য্যা-কার্য্যে শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী নিযুক্তা ছিলেন, তাদৃশ অবসরে তারক নামে সুপ্রসিদ্ধ দৈত্যরাট্ লোকপিতামহ ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, তথা নিরতিশয় দর্পিত হইয়া, দেব-গণকে তথা লোক-সকলকে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলস্থ প্রাণি-বর্গকে যৎপরোনাস্তি বাধিত বা উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। অধিক কি বলিব? সেই দৈত্যরাট্ তারক তৎকালে এই ত্রিভুবনকে স্ববশে স্থাপিত করিয়া, স্বয়ং ইন্দ্রপদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। কিঞ্চ, তারক তত্তৎপদে অধিষ্ঠিত দেবগণকে বিদ্রাবিত করিয়া, স্বীয় অনুগত দৈত্যগণকে সেই সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। এইরূপে দৈত্যরাজ-তারক ইন্দ্র-পদে অভিষিক্ত হইলে, এবং তৎকর্ত্তৃক শাসন-দণ্ড পরিচালিত হইলে, ধর্ম্মরাজ-যম নিজ ইচ্ছামত লোক-সকলকে শাসন করিতে পারিতেন না, সূর্য্যদেব স্বেচ্ছাবশে লোক-সকলকে তাপ-প্রদান করিতেন না, তথা চন্দ্রদেব ইন্দ্রাসনাধিষ্ঠিত তারকের ভয়ে নিজ রশ্মি-সমূহের বিস্তার-সাধন-পূর্ব্বক দৈত্যরাজের নর্ম্ম-সাচিব্য করিতে করিতে, বায়ুর সহিত সঙ্গত হইয়া, নিরন্তর অসুররাজ-তারকের সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপ পবনদেবও স্বয়ং সদা সৌগন্ধ্য-গাম্ভীর্য্য-শৈত্য-স্নিগ্ধত্বসম্পন্ন হইয়া, সেই ত্রিলোকীরাজের শাসনানুসারে তাঁহাকে অভিবীজিত করিয়া, মৃদু-মন্দ-সঞ্চারে বহমান হইতে লাগিলেন। স্বয়ং ধনাধিপতি-কুবের যথাসার-ধনরত্ন-সকল গ্রহণ করিয়া, সাবধানে তারকাসুরের সেবা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা-বর-দর্পিত অসুররাট্ তারক-কর্ত্তৃক শক্র-পুরোগম দেবগণ অভিবাধিত হইয়া, প্রতিকার-প্রত্যাশায় ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন।

অনন্তর পুরুহূত-পুরোগম অনাথ-দেবগণ নাথোত্তম-সর্ব্বলোকপিতামহ-ব্রহ্মার শরণাগত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম-পূর্ব্বক, এই কথা বলিলেন যে, হে লোকেশ্বর! হে মহাত্মান্! আপনার বরবলে অতিশয়-দর্পিত

তারকাসুর আমাদিগকে নিজ-নিজ-বিষয় হইতে বিচ্যুত করিয়া, বল-পুরঃসর আমাদিগের সমস্ত অধিকার স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছে। কিঞ্চ, কেবলমাত্র আমাদিগের বিষয় হরণ করিয়া, দৈত্যরাজ তারক নিশ্চিন্ত নহে, পরন্তু আমরা যেখানে সেখানে অবস্থিতি করিয়াও, সতত-সচেষ্ট তারককৃত অত্যাচার-ভয়ে উদ্বেগশূন্য হইতে পারিতেছি না, তারকাসুরের ভয়ে আমরা পলায়িত হইয়াও, যেন সমস্ত-কাষ্ঠা-শরীরে তারকাসুরকে অবলোকন করিতেছি। তারক দিবারাত্রি অনুসন্ধান করিয়া, আমাদিগকে উৎপীড়িত করিতে চেষ্টা করিতেছে। হে লোকেশ্বর! অগ্নি-যম-বরুণ-নির্ঋতি-বায়ু-কুবের-চন্দ্র-প্রভৃতি দেবগণ নিজ-নিজ-পরিবার-বর্গের সহিত সেই দুষ্ট-দানব-প্রবর-তারক-কর্ত্তৃক অতিশয় নিপীড়িত হইয়া, তাহারই শাসনানুসারে প্রবলতরা-অনিচ্ছা সত্বেও, তদভিপ্রেত-কার্য্য-সকলে নিয়ত আত্ম-নিয়োগ-পুরঃসর তদীয় অনুজীবিজনের মধ্যে পরিগণিত হইতেছেন।

অপিচ, ত্রিদশালয়ে যে সকল-দেব-বনিতা বাস করিতেছিলেন, তথা অবিরত অনন্ত আত্মীয় অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-ছটা-সাহায্যে সমন্তাৎ দেবলোকের অসীম-শোভা-সম্পাদন-পূর্ব্বক যে সকল অপ্সরোবরা স্বর্গলোকে নিবাস করিতেছিলেন, সেই সমস্ত-দেববনিতাপ্রধানাকে, তথা অপ্সরোগণকে দৈত্যরাজ-তারক গ্রহণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন আপনার সৃষ্ট-লোক-সমুদায়ে যাহা কিছু সারভূত রত্ন সঞ্চিত ছিল, তৎসমস্তও দুষ্ট-দৈত্যরাজ-তারক হরণ করিয়াছে। হে পিতামহ! অধুনা যাজ্ঞিকগণ যজ্ঞ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করেন না। তাপস-গণ তপস্যার অনুষ্ঠান হইতে বিবিধরূপে বিঘ্ন-বিহত অবস্থায় বিরত হইয়াছেন। তথা ত্রিভুবনে দান-ধর্ম্মাদি-কার্য্যানুষ্ঠানার্থ আর কেহই প্রবৃত্ত হয় না। হে ব্রহ্মন্! এইরূপে জগতীতলে দান-ধর্ম্ম-যাগ-যোগ-জপ-তপঃ-প্রভৃতি-সমুদায়-সৎকর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। হে কমলাসন! সেই দৈত্য-পতি-তারকের ক্রৌঞ্চ-নামে প্রসিদ্ধ এক সেনাপতি আছে। প্রবল-প্রতাপান্বিত এই সেনাপতি পাতালতলে পর্য্যন্ত গমন করিয়া, অহর্নিশ প্রজা-সকলকে বাধিত করিতেছে। এই সেনাপতি ক্রৌঞ্চের

বাহু-বলেই দৈত্যরাজ-তারক-কর্ত্তৃক ভুবন-ত্রয়াত্মক এই সমস্ত-সাম্রাজ্য আহৃত হইয়াছে। হে প্রভো! দুষ্কৃতকারিগণের অত্যাচারে উৎপীড়নে আপনার সৃষ্ট এই সমগ্র-জগৎ দারুণ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, নিকটবর্ত্তী বিনাশের পথে শীঘ্রগতি অগ্রসর হইয়াছে।

হে পিতামহ! আপনার আদরের ধন এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের এই নিদারুণ-দুঃসময়ে আপনি যদি কৃপা-কটাক্ষ-পাত-পূর্ব্বক পাপ-তারকের হস্ত হইতে এই ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের পরিত্রাণ-বিধান না করেন, তবে এই ধ্বংসোন্মুখ-জগতের রক্ষা-বিধান আর কে করিবেন? অতএব হে জগদ্গুরো! লোকনাথ! আপনি এই বিশ্বম্ভরা-মণ্ডলের পরিত্রাণ-বিধান-প্রণয়ন-পুরঃসর আপনার বর-দর্পিত-তারকাসুর-কর্ত্তৃক বল-পূর্ব্বক স্ব-স্ব-স্থান হইতে প্রচ্যাবিত হইয়া, আমরা যে এই যেখানে সেখানে পরিভ্রমণ-পূর্ব্বক অতিকষ্টে দীনাতিদীনভাবে দিনাতিপাত করিতেছি, আমাদের এই দুঃখদুর্দ্দশা দূরীকৃতা করুন এবং আমাদিগের পূর্ব্ব-বাসস্থানের উদ্ধার-সাধন, অথবা তদনুরূপ অপর-বাসস্থানের বিনির্দ্দেশ করুন, যেখানে আমরা সুখে স্বচ্ছন্দে নিবাস করিতে সমর্থ হইব। হে প্রজাপতে! আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি, শাস্তা, ত্রাতা, পিতা ও প্রসূ, তথা আপনি এই ভুবন-সকলের স্থাপক, পালক এবং কৃতী। অতএব হে পিতামহ! যাবৎ আমরা তারকাখ্য-প্রচণ্ড-দাবানলে দগ্ধ হইয়া, অচিরকালমধ্যে ভস্মীভূত না হই, অধুনা আপনার তাদৃশী ব্যবস্থা-প্রণয়ন করাই যুক্তি-সঙ্গত হইতেছে।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে দ্বাবিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

লোকপিতামহ-ব্রহ্মা সুরগণের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, শক্র-পুরোগম-সুর-সকলকে সম্বোধন-পূর্ব্বক তৎকাল-সদৃশ এই বাক্য বলিলেন যে, হে ত্রিদিববাসিন্! দেবগণ! আমারই বর-দান-প্রভাবে এই তারকাখ্য-মহাসুর সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মদীয়-হস্তে তারকের মরণ যুক্তি-সঙ্গত বিবেচিত হইতেছে না। আমি অবশ্য তোমাদের প্রতি আপদ্-বিপদে প্রতীকার করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি সত্য; কিন্তু বর্ত্তমান এই বিপদে তোমরা সহস্রবার অনুরোধ করিলেও, আমি তোমাদিগকে এই বিপৎ হইতে সম্যক্‌রূপে উদ্ধৃত করিতে, অথবা এই বিপদের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ নহি। হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের দ্বারা বারম্বার প্রচোদিত হইয়াও, যদিচ এই উপস্থিত-বিপদে কোনরূপ প্রতীকার করিতে সমর্থ হইতেছি না, তথাপি আমি তোমাদিগকে এরূপ উপদেশ বা পরামর্শ প্রদান করিতেছি যে, যদি তোমরা সেই উপদেশ বা পরামর্শানুসারে সুচারুরূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তবে তোমাদের মনোরথ-দ্রুম অবশ্য ফলবান্ হইবে এবং তারকাখ্য-দৈত্যরাজ অতি সত্বর স্বয়ং সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে বিবুধবৃন্দ! আমাকে কেবলমাত্র উপদেশ-কারক জানিয়া, মৎপ্রদত্ত উপদেশ-গ্রহণ-পূর্ব্বক তোমরা যথাবিধি কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, যত্ন-সহকারে যথা-বিধান কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে, তোমাদিগের অভিপ্রায়-সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী।

হে বাসব! তারকাসুর মৎপ্রদত্ত-বরবলে এইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমা হইতে প্রাপ্তশ্রী অর্থাৎ লব্ধোদয় তারক আমা হইতেই সংক্ষয় প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত নহে। কারণ, বিষ-বৃক্ষকেও নিজহস্তে সম্বর্দ্ধিত করিয়া, স্বয়ং ছেদন করা যুক্তি-সঙ্গত নহে। তথা বন-মালা-ধারী শ্রীজনার্দ্দনদেবও সেই অসুর-প্রবর-তারকের নিধন-সাধনে সমর্থ

নহেন। যদিচ বনমালী শ্রীহরির কর-কমলে অবস্থিত শ্রীশঙ্করদেব-প্রদত্ত জগৎ-রক্ষণার্থক সুদুর্দ্দর্শ-সুদর্শন চক্রে সর্ব্বতোভাবে দেবগণের জয়াশা নির্ভর করিয়া থাকে, তথাপি কিন্তু এক্ষেত্রে সে সম্ভাবনাও সুদূর-পরাহতা হইয়াছে। শুনিয়াছি, তারক-দৈত্যের শিরশ্ছেদনার্থ শ্রীবিষ্ণু-দেব-কর্ত্তৃক-প্রেরিত সেই সুদর্শন-চক্র দৈত্যরাজ-তারকের কণ্ঠপ্রদেশ-প্রাপ্ত হইয়া, "নিষ্কমিব" অর্থাৎ উরোভূষণাকারে অবস্থিতি করিতেছে। তথা এই তারকাসুর সর্ব্বদেব-শিরোমণি-শ্রীশঙ্করদেবেরও বধ্য নহে এবং অন্যান্য দেবগণও এই তারকাসুরের নিধন-সাধনে সমর্থ হইবেন না। তারকাসুর যখন অন্যের অনাচরিত-দুশ্চরতরা তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছিল, তৎ-কালে তাহার অতি কঠোর-তপঃ-প্রভাব-সমুত্থ অতিবিপুল-তেজোরাশি যেন এই লোকসকলকে দগ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছিল। এই কারণে আমি তাহার প্রার্থনানুরূপ-বর্ত্তমান-কালীন দেব-সমূহের অবধ্যত্ব-রূপ-বর-প্রদান-দ্বারা লোক-সকলের রক্ষণার্থ তাহাকে তপস্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছি। তপঃ-পরায়ণ তারকাসুরকে যখন আমি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেব, তথা ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণের অবধ্যত্ব-লক্ষণ বর-দান করিয়াছি, তখন হে সুরোত্তমগণ! তারকাসুরের বিনাশার্থ পূর্ব্ব হইতেই যে উপায় চিন্তিত বা অবধৃত হইয়া রহিয়াছে, তোমরা সেই উপায়ের সম্যক্ অনুষ্ঠান কর।

পূর্ব্বকালে ত্যক্তদেহা-দাক্ষায়ণী-সতী পুনরপি জন্মগ্রহণার্থ শৈলরাজ-হিমালয়ের মহিষী-মেনকাদেবীর প্রতি গমন করিয়াছেন। কিঞ্চ, গিরি-রাজ-হিমালয়ও নিজ-মহিষী-মেনকা-দেবীর পবিত্র-জঠর-বিবরে তাঁহাকে অর্থাৎ দক্ষনন্দিনী-সতীদেবীকে সমুৎপাদিতা করিয়াছেন। যেমন পুরা-কালে আমার নিজ-তনয় ভৃগু খ্যাতি-নাম্নী-স্বকীয়া-জায়ার গর্ভে লক্ষ্মী-দেবীকে সমুৎপাদিতা করিয়াছিলেন, সেইরূপ হিমালয়-কর্ত্তৃক মেনকা-গর্ভে সমুৎপাদিতা শ্রীরূপিণী সেই কালীদেবীকে শ্রীমন্মহাদেব অবশ্যই পাণিগৃহীতিকা করিবেন। যাহাতে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব শীঘ্রগতি চার্ব্বঙ্গী-পার্ব্বতীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন, হে সুরগণ! তোমরা তথাবিধ উপায় অবলম্বন কর, তাহা হইলে, অচিরকালমধ্যে

তোমাদিগের মনোরথ পূর্ণ হইবে। হে দেবগণ! এতাবান্ প্রবন্ধ-সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র শ্রীশিব-বীর্য্যই তোমাদের উপস্থিত এই বিপদের প্রতীকারকর্ত্তা। সদাকাল ঊর্দ্ধরেতাঃ সেই শ্রীশঙ্করদেবকে একমাত্র পার্ব্বতীদেবীই প্রচ্যুতবীর্য্য করিতে সমর্থা। হে সুরোত্তমগণ! এই পরিদৃশ্যমান-বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে ললিত-ললনাকুল-ললামায়মানা রমণী-মণিভূষণভূতা যে সকল স্ত্রী আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে একমাত্র এই শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী ভিন্ন অপরা এমন কোন প্রবলা অবলা নাই, যিনি শ্রীশঙ্করদেবকে তেজশ্চ্যুত করিতে পারেন। শ্রীশঙ্করদেবের পরিচ্যুত যে বীর্য্য, সেই শ্রীশিব-বীর্য্য হইতে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তারকাখ্য অসুররাজের হন্তা হইবেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্কর-তেজঃসম্ভূত সন্তান ভিন্ন এই ত্রৈলোক্য-মণ্ডলে বিদ্যমান অপর কোন বিখ্যাত বীরই তারকাসুরের বধসাধনে সমর্থ হইবেন না। হে সহস্রাক্ষ! সম্প্রতি সেই নগরাজ-নন্দিনী চার্ব্বঙ্গী পার্ব্বতী-দেবী নবযৌবনে আরোহণ করিয়াছেন এবং হিমালয়-পর্ব্বতে গিরিপ্রস্থে গঙ্গাবতারে ঔষধীপ্রস্থনগরের অনতিদূরে তপঃপরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের পর্য্যেষণা-কার্য্যে নিত্য নিরতা রহিয়াছেন। পিতা হিমবানের বাক্য-গৌরবের বশবর্ত্তিনী কালীনাম্নী সেই পার্ব্বতীদেবী সখীদ্বয়ের সহিত নিত্য মিলিতা হইয়া, ধ্যানস্থ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীপরমেশ্বরদেবের সেবা করিতেছেন। অগ্রতো বর্ত্তমানা ত্রিলোকবরবর্ণিনী সেই পার্ব্বতীদেবীকে কিন্তু শ্রীশঙ্কর-দেব মনে মনেও ইচ্ছা করেন না। শেখরপ্রদেশে অর্দ্ধচন্দ্রসাহায্যে সুশোভিত ধ্যানাসক্ত শ্রীমন্মহাদেব যাহাতে সেই কালীদেবীকে পাণি-গৃহীতিকা ভার্য্যারূপে গ্রহণ করেন, হে ত্রিদশেশ্বর! তোমরা সকলে একযোগে বিশেষ যত্ন সহকারে অচিরকালমধ্যে তাদৃশী ব্যবস্থা কর। হে নির্জ্জরগণ! আমার পরামর্শানুসারে কার্য্যসাধনার্থ তোমরা হৃষ্টচিত্তে গমন কর এবং আমিও তোমাদের মঙ্গলের জন্য তারকের সহিত সঙ্গত হইয়া, তোমাদিগের পূর্ব্বাধিকৃত স্বর্গস্থান হইতে অচিরকালমধ্যে তাহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিব।

এই কথা বলিয়া, শতমখ-মুখ্য-দেবগণকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক

সর্ব্বলোকেশ্বর-শ্রীকমলাসনদেব তারকালয়ে উপস্থিত হইলেন এবং তারকাসুরের সহিত মিলিত হইয়া, সম্বোধন-পুরঃসর তারকাসুরকে এই কথা বলিলেন যে, ভো ভোঃ তারক! তুমি দেবগণের অধিকৃত এই স্বর্গরাজ্যে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিও না। কিঞ্চ, তুমি স্বর্গরাজ্য-ভোগ করিবার জন্য তপস্যার অনুষ্ঠান কর নাই, অতএব তুমি স্বর্গরাজ্যে অবস্থিতি-পূর্ব্বক স্বর্গরাজ্য-ভোগ করিবার উপযুক্ত নহ। পূর্ব্বে তুমি যখন তপস্যা করিয়াছিলে, তৎকালে বর-প্রার্থনাবসরে তুমি আমার নিকটে স্বর্গরাজ্যতা-লক্ষণ-বর-প্রার্থনা কর নাই এবং আমিও তোমাকে তাদৃশ-স্বর্গরাজ্যতা-লক্ষণ-বর প্রদান করি নাই। অতএব হে তারক! তুমি স্বর্গরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষিতিতলে রাজত্ব কর। হে অসুর! তুমি ভূমিতলে রাজ্য-শাসনকালে সেই মর্ত্ত্যলোকেই আবশ্যকমত সর্ব্ববিধ-দেবভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবে, তোমার রাজ্যে সকল-প্রকারের দেবভোগ্য বস্তু সমুৎপন্ন হইবে, তোমার কোন চিন্তা নাই, তুমি স্বর্গরাজ্য-পরিত্যাগ করিয়া, পৃথিবীতলে রাজ্য-বিস্তারার্থ গমন কর। এই কথা বলিয়া, সর্ব্বলোকেশ্বর ব্রহ্মা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

এদিকে অসুররাজ-তারকও স্বর্গ-রাজ্য-পরিত্যাগ করিয়া, ক্ষিতিতলে গমন-পূর্ব্বক তথায় নিজ মনোমত রাজ্য সংস্থাপিত করিয়া, মর্ত্ত্য-লোকেই অবস্থিতি-পুরঃসর নিত্যশঃ দেবগণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। মহাবলবান্ তারকাসুর মহাবল-শক্রকে করপ্রদ ও নিদেশস্থ করিয়া, তাঁহাকে সেবাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রও তারক-কর্ত্তৃক সেবক-পদে নিযুক্ত হইয়া, তথা যথাশক্তি সেবা করিয়াও ঈশ্বর-স্থানীয়-প্রভু তারকাসুরকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। সেবমান ইন্দ্রাদি-দেবগণ বিবিধ-দেবভোগ্য-পদার্থ-সমূহ সতত-সমানয়ন-পূর্ব্বক সমর্পণ করিয়াও, যখন প্রভু-তারকের সন্তোষ-সাধনে সমর্থ হইলেন না, তখন পরম অসন্তুষ্ট মন্যু-পরীতাত্মা সেই দৈত্যরাজ-তারক-কর্ত্তৃক দেবগণ পরিপীড়িত হইয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মার উপদেশ অনুসারে ত্রিভুবন-মহারাজ ত্রিলোক-পালক ত্রিভুবন-তারক শ্রীত্রিলোচনদেবের দার-পরিগ্রহ-বিষয়ে সুমহান্ যত্ন অবলম্বন করিলেন। অনন্তর শ্রীহরাদ্ধ্য

যত্ন-পরায়ণ ইন্দ্র সুরাচার্য্য-বৃহস্পতি-সকাশে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সঙ্গত হইয়া, তদীয় মন্ত্রণানুসারে কুসুমেষু-মদনকে আহ্বান করিলেন। তারকার্দ্দিত-মন্যুপীড়িত অতএব শ্রীশঙ্করান্বয়-সম্পাদনে সমুৎসুক বা কৃতনিশ্চয় ইন্দ্র-কর্ত্তৃক সমাহূত কামদেব তৎক্ষণমাত্রেই শতমখ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, আহ্বান-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অঞ্জলি-বন্ধন-পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া, মহেন্দ্র-সমীপে অবস্থিত-কামদেব ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হে দেবরাজ! আপনি কি জন্য আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? অধুনা আপনার এমন কি গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে? হে দেবেশ! তাহা আপনি কীর্ত্তন করুন, আমি আপনার সেই কার্য্য-সম্পাদন করিবার জন্যই আপনার সমক্ষে সমুপাগত হইয়াছি, এই কথা বলিয়া, রতিসহ মদন তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

প্রাঞ্জলি পুষ্পধন্বা কামদেবকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া, শচীপতি মদনের প্রীতি-বিবর্দ্ধন-কল্পে তৎকালোচিত স্তুতিবাক্যে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন যে, হে পঞ্চসায়ক! হে মহাত্মন্! কন্দর্প! আমি তোমার প্রশ্নবচন শ্রবণ করিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি এবং তোমার যুক্ত-যুক্ততর-প্রশ্ন-বচনের উত্তরে আপাততঃ আমার এইমাত্র বক্তব্য বিবৃত করিতেছি যে, হে মকরধ্বজ! তোমার এই আরম্ভ সাধু, অধুনা তোমার কর্ত্তব্যরূপে যে কার্য্য সমুপস্থিত হইয়াছে, সেই কার্য্য-সাধন করিতে তুমি যে সমুদ্যত হইয়াছ, এজন্যও তুমি শত-ধন্যবাদার্হ। অধুনা মদীয়-প্রস্তুত-বাক্য কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। হে অনঘ! মদীয়-কার্য্য এবং ত্বদীয়-কার্য্য ভিন্ন নহে, অতএব মদীয় যে কার্য্য, তাহা ত্বদীয়-কার্য্যরূপেই তুমি অবগত হইবে। হে মদন! আমার অনেক মিত্র আছেন বটে; কিন্তু তোমার তুল্য মিত্র আমার আর একজনও নাই এবং তোমার তুল্য আর একজন মিত্র প্রাপ্ত হইবার আশা আমি কদাচ মনে মনেও পোষণ করি না। আমার অন্যান্য মিত্র-বর্গের মধ্যে বজ্র এবং তুমি, তোমরা দুইজনেই প্রধান। আমার সর্ব্বকালীন-বিজয়-লাভার্থ বিধাতা যে দুইটী প্রধান অস্ত্রের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী অস্ত্রোত্তম বজ্র, তথা "অন্যদস্ত্রং ভবানেব।" কিন্তু, বজ্র

অস্ত্রোত্তম হইলেও, উহাকে হিংসাত্মক বলিতে হইবে এবং অস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইলেও, তুমি হিংসাত্মকতা-পরিহার-পুরঃসর যেহেতু সুখকর-রূপে পরিণত হইয়াছ, অতএব তোমার প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

অপিচ, বজ্রাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, কখনও কখনও তাহার নিস্ফলতা পরিদৃষ্টা হইয়া থাকে, কিন্তু তুমি যাহার উদ্দেশেই প্রযুক্ত হও না কেন, তোমার নিস্ফলতা কদাপি পরিদৃষ্টা নহে। হে মনোভব! এই কারণ-বশতঃ মদীয়-যাবতীয় অস্ত্রের মধ্যে বজ্র এবং তুমি, তোমরা দুইজনেই শ্রেষ্ঠ হইলেও, তোমাদের দুইজনের মধ্যেও আমি আবার তোমাকেই সর্ব্বাস্ত্রসত্তম বা সর্ব্বাস্ত্র শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি; সুতরাং আমার অসংখ্য মিত্র থাকিলেও, তুমি যে আমার সর্ব্ব-মিত্র প্রধান মিত্রসত্তম, তদ্বিষয়ে সন্দেহলেশমাত্রেরও অবসর নাই। যাহা হইতে সদাকাল হিতেরই উৎপত্তি সাধিতা হয়, তাহা অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, অধিকতর শ্রেষ্ঠ মিত্র অন্য কে হইতে পারেন? অতএব হে রতিপতে! তুমি যখন আমার মিত্রবর, তখন তুমি অবশ্যই আমার অভিপ্রেত কার্য্যসাধন করিবে, আমি এরূপ আশা করিতে পারি। বহুকাল হইতেই আমার একটী দুরপনেয়-দুঃখ সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই অসাধ্য-দুঃখের দূরীকরণ একমাত্র তুমি ভিন্ন অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। হে মন্মথ! দুর্ভিক্ষ সমুপস্থিত হইলে, দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট-নরগণ-কর্ত্তৃক দাতার পরীক্ষা গৃহীতা হইয়া থাকে, তথা সংগ্রামাবসরে শূরজনের, আপৎ উপস্থিত হইলে মিত্রজনের, পতিদেবতার সর্ব্ব-বিষয়িণী অশক্তির সমাগমে স্ত্রীজনের, বিপৎকালে স্বীয় শোভনকুলের, পরোক্ষ-ব্যবহারে স্নেহের এবং সঙ্কট সমাগত হইলে, যেমন সত্যের পরীক্ষা গৃহীতা হয়, সেইরূপ "পরীক্ষা তু ত্বদীয়াদ্য মিত্রবর্য্য ভবিষ্যতি।" অর্থাৎ হে মিত্রবর্য্য! অদ্য ত্বদীয়া পরীক্ষা গৃহীতা হইবে।

কিঞ্চ, হে পঞ্চশর! আমি যে কার্য্যের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যটী কেবল আমারই নহে, কিন্তু সর্ব্বদেবগণেরই সুখাবহ কার্য্য বলিয়া জানিবে। তথা আমরা আমাদিগের অভিপ্রেত-প্রতিকার্য্যে শুভ-ফলের যাচক মাত্র; পরন্তু হে মকরধ্বজ! "কার্য্যং

কার্য্যং ত্বয়া শুভম্"। আমাদিগের এইরূপ প্রার্থনার কারণ এই যে, দেবগণের সর্ব্ববিধ-কার্য্যে সর্ব্বথা শুভ-ফল-সম্পাদন-দ্বারা এযাবৎ হে কুসুমায়ুধ! তোমাকর্ত্তৃক এই জগৎ পরিপালিত হইতেছে এবং তোমাকর্ত্তৃক এই বিশ্বমণ্ডল প্রসূত হইতেছে। কিঞ্চ, তুমিই পূর্ব্বকালে ব্রহ্মদেব, বিষ্ণু ও শ্রীশঙ্করদেবের প্রীতি-হেতু হইয়াছিলে। হে মদন! তোমারই পুষ্পবাণপ্রভাপে স্মরায়ত্ত-মানসে ব্রহ্মা যেমন প্রীতি-পূর্ব্বক চরিতব্রতা-সাবিত্রীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, তথা তোমারই শরব্যভূত-বিষ্ণু যেমন পূর্ব্বকালে ক্ষীরোদতনয়া রমা শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে প্রীতি ও অনুরাগরঞ্জিত-হৃদয়ে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়াছেন, কিঞ্চ, হে কুসুমায়ুধ! তোমারই পুনঃ পুনঃ শরপাত-পথবর্ত্তী শ্রীশঙ্করদেব যেমন মন্মথোন্মথিত-মানসে আগ্রহ-ভরে দাক্ষায়ণী শ্রীমতী সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তোমারই সায়ক-সকলের সম্মান-সংরক্ষণার্থে লোকপিতামহ ব্রহ্মা, বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণু এবং কৈলাসপতি-মহারাজ-শ্রীশঙ্করদেব চরিতব্রতা-সাবিত্রী, সাগরসুতা-কমলা ও দাক্ষায়ণী-সতীকে দয়িতা-বনিতারূপে গ্রহণ করিয়া, বিপুল-প্রীতি অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সাবিত্রী, সাগরসুতা ও সতীদেবীকে হে মনসিজ! তুমি যেমন পূর্ব্বকালে সেই দেবেশ্বর-সকলের প্রীতি-পাত্রী-ভূতা করিয়াছিলে, হে কাম! সেইরূপ সম্প্রতি তুমি আমার, অন্যান্য দেবগণের, তথা জগতীতলস্থ অন্যান্য-প্রাণধারী জীবগণের সদাকাল বিপুলতরা প্রীতি সমুৎপাদন কর।

হে বসন্তসখ! কি স্বর্গলোকে, কি পাতালতলে, কিম্বা ধরণীতলে, অথবা অন্য যে কোন স্থানে প্রাণধারী যে কোন জীব বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে কে এমন প্রাণী আছে, হে কাম! যাহার নিকটে তুমি প্রিয় নহ? হে রতিপতে! ফলতঃ তুমি কাহারও প্রিয় নহ, একথা ত সম্ভবপরা হইতেই পারে না। পক্ষান্তরে, হে মনোভব! তুমি সতত সকলের প্রিয়, ত্রিভুবনের প্রিয়, জগতের প্রিয়, তথা দেব-দানব-যক্ষ-রক্ষঃ-গন্ধর্ব্ব-কিন্নর-মানুষগণেরও একমাত্র তুমিই পরম-প্রিয়তমরূপে সম্মত হইয়াছ। অপিচ, হে মনোজ! তুমি এই

জগতের কর্ত্তা এবং পালক, তথা তুমি সর্ব্বজীবের হৃদয়-সিংহাসনে মানস-সরসিজাসনে মনসিজরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া, সম্পূর্ণবিশ্বপ্রপঞ্চে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ। হে পুষ্পায়ুধ! কৃমি, কীট, পশু, পক্ষী ও মানবাদির কথা, দুর্দ্দমনীয়দৈত্য-দানবাদির কথা, তথা পূজ্যতম-দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি ও সাধারণ-মুনি বা ঋষিগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি, শ্রীশঙ্করদেব-পর্য্যন্ত তোমার পুষ্পময়-শরনিকরের প্রবল-প্রতাপে ক্ষণকালমধ্যেই বিচলিত হইয়াছেন। অতএব হে পঞ্চসায়ক! তোমাকে ত্রিজগজ্জেতা বলিলে, অত্যুক্তি-দোষের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। হে কুসুমচাপ! তুমি মহাত্মা মুনিগণের, মানুষগণের, যক্ষগণের, দানবগণের, দেবনিবহের, সমগ্র জগৎব্রহ্মাণ্ডের হিতের জন্য, তথা আমার প্রীতির জন্য, নিজ-মনোজ্ঞ-চেষ্টিত-সকল অবিলম্বে অবলম্বন কর।

অনন্তর মকরধ্বজদেব দেবরাজ-শক্রের এইরূপ বচন-সকল শ্রবণ করিয়া এবং শতক্রতুকৃত-স্তুতি-বাক্যরূপ-কলস-মুখ-নির্গতশতধার অমৃত-সিঞ্চনে সিঞ্চিত, তথা অতীব-সুপ্রীত হইয়া, হাস্য-বিকসিত-সুন্দর-মধুর-বদনে গম্ভীর-বচনে সুরারাধিত-সুরেন্দ্রকে বিনয়-বিনম্র-ভাবে স্নিগ্ধান্তঃকরণে এই কথা বলিলেন যে, হে দেব! "মদীয়ঞ্চৈব যৎ কার্য্যং তৎ ত্বদীয়ং ন চান্যথা।" এই বাক্যদ্বারা আপনি "নান্তরং হ্যাবয়োরিহ", অর্থাৎ আমাদিগের শরীর পরস্পর-বিভিন্ন হইলেও, কার্য্যতঃ আমাদিগের মধ্যে অন্তর, ভেদ, অথবা কোনরূপ পার্থক্য নাই, এ কথা বলিতেছেন কেন? হে প্রভো! অনুগ্রহ-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, আপনি যেমন বলিতেছেন যে, "মদীয়ঞ্চৈব যৎ কার্য্যং তৎ ত্বদীয়ং ন চান্যথা," সেইরূপ আপনারই শাসন-দণ্ড-পরিচালন-গুণে এই অধীন-জনও স্বয়ং এইরূপ অবগত হইতে পারে যে, "ত্বদীয়ং চৈব যৎ কার্য্যং তন্মদীয়ং ন চান্যথা।" সুতরাং স্বতন্ত্র-প্রযত্নাবলম্বন-পূর্ব্বক আপনার এ কথা বলিবার আবশ্যক নাই যে, "মদীয়ঞ্চৈব যৎ কার্য্যং তৎ ত্বদীয়ং ন চান্যথা"। কিঞ্চ, হে শচীপতে! বিশিষ্ট-বাক্যবিশারদ কোন ব্যক্তি-বিশেষ যদি কখনমাত্র সাহায্যে লোকে উপকৃৎ বলিয়া কথিত হন, তবে

অবশ্যই বাগ্‌ব্যাপার মাত্র দ্বারা উপকারকর্ত্তা সেই মিত্র লোকসমাজে কৃত্রিমরূপে পরিদৃষ্ট বা বিবেচিত হইবেন, সন্দেহ নাই। কারণ, যিনি কণ্ঠমাত্র সাহায্যে কেবল কথন করিয়া থাকেন, তিনি লোকের আর কার্য্যতঃ কি উপকার করিবেন ?

অতএব হে মহারাজ! আমি উচ্চ-কণ্ঠে আত্মশ্লাঘা বা দর্পোক্তি-পুরঃসর বলিতে ইচ্ছা করি না যে, আপনার কোন শত্রু যদি মুক্তি-মার্গে সমারূঢ় হইয়া থাকেন, তাহা হইলেও, আমি তাঁহাকে পাতিত করিব, কিম্বা এরূপও বলিতে ইচ্ছা করি না যে, যদি কোন ব্যক্তি দারুণ-তপোনুষ্ঠান-দ্বারা আপনার ইন্দ্রপদ আকর্ষণ, বা অধিকার করিতে সমুদ্যত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও আমি স্ত্রীজনের কটাক্ষমাত্র-সাহায্যে ক্ষণকালমধ্যেই বিনিপাতিত করিব। অপিচ, হে দেব! আমি এরূপও বলিতে ইচ্ছা করি না যে, কি দেবগণ, কি দানবগণ, কি ঋষিগণ, তথা কি মানুষগণের মধ্যে যদি কেহ আপনার শত্রু হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার বিনিপাতনের জন্য, আমি কোনরূপ চিন্তাই করি না, অথবা তাদৃশ ক্ষীণ-জনের বিনিপাতন-বিষয়িণী কোনরূপ গণনা আমার সম্মতা নহে। অথবা হে দেবসত্তম! আমি এরূপও আত্মাভিমান-প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না যে, আপনার অন্যান্য অনেকশঃ শস্ত্র, তথা বজ্রও "দূরে তিষ্ঠতু", আমার ন্যায় মিত্র যখন আপনার সহায়করূপে উপস্থিত রহিয়াছে, তখন ঐ সকল অস্ত্র-শস্ত্রে আপনার প্রয়োজন কি ? এবং তাহারাই বা আপনার কীদৃশ উপকার-সাধন করিবে ? আমি যদি মনে করি, তবে আপনাকে আর অধিক কি বলিব ? অথবা অপর-সাধারণ-দেব-দানবাদি-জীব-নিবহের গণনাই বা কি করিব ? সাক্ষাৎ পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেবও যদি আপনার প্রতিপক্ষতাচরণ করেন, তবে তাঁহাকেও আমি অবিলম্বে বিনিপাতিত করিব, পরন্তু আমি আপনাকে এতাবন্মাত্র বলিতে পারি যে, হে শতক্রতো! যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে আমি ঈশিতা ঈশন-শীল পরিচালনকর্ত্তা প্রভু বা অধিপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছি, অবশ্যই সেই কার্য্যটী আপনি মানসে বিদিত আছেন। কিঞ্চ, হে দেবরাজ! আপনি যদি আপনার অভিপ্রেত কার্য্যটী মৎ-কর্ত্তৃকই সাধনীয় বিবেচনা করেন,

আমি যদি সেই কার্য্য-সাধনে কুশল বা উপযুক্ত হই, তবে অবশ্যই আমার শক্য বা মমোচিত কার্য্যে আমি আপনাদের, তথা জগতের হিতের জন্য, আত্ম-শক্তির নিয়োগ করিব। হে শতক্রতো! এক্ষণে সেই কার্য্যটী কি? তাহা আপনি নির্দ্দেশ করুন।

হে বলসূদন! আমার সাংগ্রামিক উপকরণ-সকলের মধ্যে পাঁচটী-মাত্র বাণ মদীয়-তূণীরে নিহিত আছে, সেই বাণ-পঞ্চক অতীব মৃদু, অর্থাৎ পুষ্পময়তা-নিবন্ধন কুসুম-কোমল জানিবেন। পুষ্পময়-বাণপঞ্চকের আসন-স্থানীয় চাপও আবার আমার অতীব কোমল, বা পুষ্পময়তা-প্রযুক্ত অতি মৃদু। হে পাকশাসন! আমার পুষ্পময়-শরাসনে উভয় কোটিপ্রদেশে গুণ-স্থানীয়া যে শিঞ্জিনী সংলগ্না রহিয়াছে, তাহাও আবার ভ্রমরাত্মিকা; সুতরাং শিরীষ-পুষ্প-কোমলা, বা অতি মৃদ্বী। তথা রতি-নাম্নী মদীয়া দয়িতা জায়া, বসন্তনামা মদীয়-সচিব, মলয়জ-বায়ু মদীয়-যন্তা, সুধানিধি-চন্দ্র মদীয়-মিত্র, পুরুষের স্ত্রীজনে এবং স্ত্রীজনের পুরুষে পর-স্পর-সংযোগ-বিষয়িণী যে স্পৃহা, রতি-ক্রীড়াদি-কারণীভূত-তথাবিধ-স্পৃহা-ত্মক শৃঙ্গার মদীয়-সেনাপতি, তথা হাব ও ভাব সকল মদীয়-সৈনিক-পুরুষ-স্থানীয়। হে ত্রিদশাধিনাথ! এইরূপে আমার সর্ব্ববিধ-সাংগ্রা-মিক উপকরণই অত্যন্ত-মৃদুভাবাপন্ন, তথা সর্ব্বথা-ক্রূরতা-শূন্য এবং আমিও তথাবিধ, অর্থাৎ অতীব-মৃদু-স্বভাব ও ক্রূরতা-বিহীন। হে ধীমন্! যে যেমন ব্যক্তি, যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, তাদৃশী স্বরূপ-সতী ব্যক্তি ও কার্য্য-বিষয়ে বিশেষ-বিবেচনা করিয়া, যোগ্য-ব্যক্তির হস্তে উপযুক্ত-কার্য্য-সম্পাদনের ভার সমর্পণ করাই বিশেষজ্ঞ-জনের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অতএব হে বিজ্ঞতম! ধীমান্ জনগণ যখন যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, তাহার প্রতি তাদৃশ-কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন, তখন আপনিও আমার যোগ্য যে কর্ম্ম, সেই কার্য্যে আমাকে নিযোজিত করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মনোভব! আমি যে কার্য্য তোমার দ্বারা সম্পাদন করাইতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই কার্য্যটী তোমারই উপযুক্ত। কিন্তু, হে মন্মথ! তুমি তাদৃশ-সমুচিত-কার্য্যে পূর্ব্ব হইতেই পরিবৃত

হইয়াছ। অপিচ, হে কাম! আমি যে কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, সেই কার্য্য তুমি অনেকবার করিয়াছ; সুতরাং তুমি কৃতকর্ম্মা এবং সেই কার্য্যে তুমি কৃতী, অতি কুশল, বা অত্যন্ত বিচক্ষণ; পরন্তু একমাত্র তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা সেই কার্য্য কদাপি সম্পাদনীয় নহে, অথবা সেই কার্য্যটী অন্যের পক্ষে একরূপ দুঃসাধ্য বলিতে হইবে। হে রতিপতে! এই কারণ-বশতঃ আমি তোমাকে তাদৃশ কার্য্যে নিযোজিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। হে কন্দর্প! আমি পরস্পর লোকমুখে শ্রবণ করিতেছি যে, হিমালয়-পর্ব্বতের গঙ্গাবতার-নামে সুপ্রসিদ্ধ-প্রস্থ-প্রদেশে শ্রীবৃষভধ্বজদেব বধূকৃতি-বিষয়ে নিতান্ত-নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া, সর্ব্ববিধ-বিষয়-ভোগে অত্যন্ত-নিস্পৃহা-ন্তঃকরণে ধ্যানাসক্ত-মানসে অবস্থিতি-পুরঃসর অতি দুশ্চরতরা তপস্যার অনুষ্ঠান করিতেছেন। এইরূপে গঙ্গাবতার-প্রস্থে ধ্যান-পরায়ণ শ্রীশঙ্কর-দেবের পরিচর্য্যার্থ "দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ" আরূঢ়-যৌবনা নিজ-কন্যা চার্ব্বঙ্গী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীকে নিযুক্তা করিয়াছেন। কিঞ্চ, পার্ব্বতী-প্রধানা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী কালীদেবীও পিতা হিমালয়ের বচনানুসারে শ্রীশঙ্করদেবের যথোচিত-শ্রদ্ধা-ভক্তি-সহকারে অনুরাগাঞ্চিত-মানসে নিয়তকাল সেবা করিতেছেন। অপিচ, পিতা হিমালয়ের নিয়োগ-বশতঃ শ্রীশঙ্করদেবের অনুমতি-গ্রহণ-পূর্ব্বক তদীয় আশ্রম-পদে অবস্থিতি-সহকারে সখী-দ্বয়ের সহিত নিত্য-মিলিতা হইয়া, যদিচ অধুনা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী পরম ঈশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অবিরতভাবে পর্য্যেষণা করিতেছেন, তথাপি "আরূঢ়যৌবনাং তাস্তু স্ত্রীরত্নমপি সুন্দরীম্। ধ্যানা-সক্তো মহাদেবো নেহতে মনসাপি চ॥"

অর্থাৎ ধ্যানাসক্ত শ্রীমন্মহাদেব নব-যৌবন-শালিনী স্ত্রী-রত্ন-ভূতা ত্রিলোক-সুন্দরী বিশ্বোদরী রমণী-কুল-শেখর-মণিভূতা সেই দেবী পার্ব্বতীকে মানসেও ইচ্ছা করিতেছেন না। অতএব হে পঞ্চশর! যাহাতে শ্রীমন্মহাদেব অতি সত্বর পার্ব্বতীপ্রধানা কামিনী-মণিভূতা সেই কালী-দেবীর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হন, জগতের তথা দেবগণের হিতের জন্য, তুমি তথাবিধ বিহিত উপায় অবলম্বন কর, যে উপায় অবলম্বনে তুমি

পূর্ব্বকালে দেবী দাক্ষায়ণী সতীর প্রতি শ্রীশঙ্করদেবকে অনুরক্ত করিয়াছিলে, তোমার যাদৃশ বিধান-প্রবর্ত্তন-সাহায্যে সানুরাগ শ্রীশঙ্করদেব সতীদেবীর সহিত তথাবিধ-বিহার, বা কামক্রীড়া করিয়াছিলেন, হে রতিনাথ! "সাম্প্রতমপি" তুমি তদনুরূপ এমন কোন বিধান প্রবর্ত্তিত কর, তোমার প্রণীত, বা প্রবর্ত্তিত যে বিধানবলে শ্রীশঙ্করদেব পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাৎ সতীদেবীর সহিত যেমন বিহার করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই গিরিজা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর সহিত সততকাল কাম-ক্রীড়া-রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হন। শ্রীমন্মহাদেবের সহিত রমণ-প্রসঙ্গে পার্ব্বতীদেবীকৃত-প্রযত্ন-বাহুল্য-বশে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের যে তেজঃ প্রচ্যুত হইবে এবং সেই শ্রীশিব-বীর্য্য হইতে ত্রিভুবনে অতুলনীয়-বল-পৌরুষশালী যে কুমার উৎপন্ন হইবেন, তিনিই আমাদিগকে তারকাসুরের করাল-কবল হইতে উদ্ধৃত করিবেন।

অনন্তর রতিসহায়বান্ মনোভব দেবরাজ ইন্দ্রের উক্তরূপ-বচনাবলী শ্রবণ করিয়া, মনে মনে ব্রহ্মকৃত-শাপবাক্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বকালে যখন কমলাসনদেবের মানসী-কন্যা সন্ধ্যা ও লোক-পিতামহ-ব্রহ্মার প্রতি নিজ অস্ত্রের প্রভাব-পরীক্ষা করিবার জন্য, কামদেব পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চক-সাহায্যে সন্ধ্যা ও বিধাতাকে প্রহার করিয়াছিলেন, তৎকালে কামাসক্তমনাঃ উদীরিতেন্দ্রিয় সন্ধ্যাসঙ্গমার্থী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা গগন-গাত্রে অবস্থিত শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উপহসিত হইয়া, তথা নিজ-কন্যার প্রতি কাম-কৃত-বিকার-বশে চাঞ্চল্য বা অনুরাগ-প্রকাশ-লক্ষণ আত্মীয় অপরাধ উপলব্ধি করিয়া, লজ্জিতান্তঃকরণে এবং ক্রোধ-পরীত-মানসে কথঞ্চিৎ নিজ-মর্য্যাদা-সংরক্ষণাভিপ্রায়ে ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত-রোষকষায়িত-লোল-লোচনে শ্রীশঙ্করদেবকে সম্বোধন-পূর্ব্বক "হে দেবদেব! মহাদেব! যেহেতু আপনার সমক্ষেই অতিদর্প-মোহিত এই কন্দর্প পুষ্পেষু-সমূহ-সাহায্যে মদীয়-মর্য্যাদা-ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব অতি দুষ্করকর্ম্ম-সাধন করিয়া, আপনারই ললাট-লোচন-নির্গত-তীব্র অনলদাহে নির্দ্দগ্ধ হইয়া, এই অখর্ব্ব-গর্ব্ব-মণ্ডিত সদর্প-কন্দর্প নিজ-নিন্দিত-কর্ম্মের উপযুক্ত-ফল প্রাপ্ত হইবে", এবম্বিধ যে শাপ-প্রদান করিয়াছিলেন, প্রাপ্তকাল বা ফলদানোন্মুখ সেই শাপ-বচন স্মরণ করিয়া, মনোভবদেব মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

অপিচ, মনোভবদেব "তুমি শ্রীশঙ্করদেবের তৃতীয়-নেত্রানলে নির্দ্দগ্ধ হইবে," ব্রহ্মকৃত এই শাপ-বচন শ্রবণ করিয়া, মনে মনে যেমন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, সেইরূপ "শ্রীশঙ্করদেব যখন গিরিসুতা শ্রীমতী পার্ব্বতী-দেবীকে পাণিগৃহীতিকা করিয়া, তাঁহাকে দয়িতা-ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবেন, তৎকালে তুমি শরীর-দ্বারা সমগ্রতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ পূর্ণ-রূপে উপচিত-শরীরাবয়বে তুমি সম্পূর্ণ দেহবান্ হইবে", ব্রহ্মকৃত এইরূপ শাপ-পরিহার বা বিমোচন-বচন শ্রবণ করিয়া, হৃদয়ে অপেক্ষাকৃত উৎসাহ-সমন্বিত হইলেন। তথা মকরধ্বজদেব বিধি-প্রদত্ত উক্তরূপ-শাপ-সংবাদ স্মরণবশতঃ মনে মনে প্রভীত হইলেও, শক্রবাক্যের গৌরব অনুভব করিয়া, শ্রীশঙ্করদেবকে নগাধিরাজ-নন্দিনী শ্রীমতী কালীদেবীর সহিত সংযোজিত করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, উৎসাহ-সমন্বিত-মানসে মনোভবদেব তৎকালসদৃশ-বাক্যে অমরাবতীপতিকে প্রোৎসাহিত করিয়া, সম্বোধন-পূর্ব্বক এই কথা বলিলেন যে, হে শক্র! আমি আপনার আদেশ-বচনপ্রতিপালন-পূর্ব্বক পূর্ব্বকালে দেবী দাক্ষায়ণী-সতীর সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে যেমন সংযোজিত করিয়াছিলাম, সেইরূপ বর্ত্তমান-সময়েও গিরিজা-কালীদেবীর সহিত শ্রীহরদেবকে সংগমিত করিব। কিন্তু হে দেববর! বাসব! আমার এই একটী কথা হইতেছে যে, আমি যখন শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমে গমন-পূর্ব্বক শ্রীহর-সম্মোহনে যত্ন-পরায়ণ হইয়া, প্রথমতঃ হর্ষণ-সায়ক-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের মানসে হর্ষের সঞ্চার করিয়া, পশ্চাৎ সম্মোহনাখ্য-শর-সন্ধান-পুরঃসর শ্রীমন্মহাদেবকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিব, তৎকালে আপনি আমার সাহায্য করিবেন। অপিচ, হে দেবেন্দ্র! অচিরকাল-মধ্যে বসন্তের সহিত শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, শ্রীহর-দেবের মনোবিকার-সম্পাদন-পূর্ব্বক সম্মোহনাস্ত্রের প্রয়োগ-পুরঃসর যখন আমি শ্রীবৃষভধ্বজদেবকে সুদৃঢ়রূপে সম্মোহিত করিব, তৎকালে যাহাতে আমি সুস্থ-শরীরে শ্রীহরসম্মোহনে সফলতা-লাভে সমর্থ হই, তথাবিধরূপে আপনি আমাকে আপ্যায়িত করিবেন। কিঞ্চ, হে দেব! পুরন্দর! কাল সম্প্রাপ্ত অর্থাৎ ক্রুদ্ধ-শ্রীশঙ্করদেবের নেত্রানলে দাহ-কাল উপস্থিত হইলে, আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন এবং আমার পালন-বিষয়ে যত্ন করিবেন। হে শচীপতে! আমি অধুনা রতি, বসন্ত ও মারগণ-প্রভৃতির সহিত আপনার আদেশপালনার্থে তথা শ্রীশঙ্করদেবের মোহসম্পাদন করিবার জন্য, শ্রীমন্মহাদেবের শুভ আশ্রমপদে গমন করিতেছি। বল-সূদন শক্রকে এই কথা বলিয়া, অনন্তর মদনদেব শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

এদিকে শচীপতি ইন্দ্রও তৎকালমাত্রেই সমস্ত-ত্রিদশ-সমাজকে

আহ্বান করিয়া, তৎকালোচিত-বাক্যে এই কথা বলিলেন যে, হে সুরগণ! আপনাদের কার্য্য-সাধনার্থে মনোভব অধুনা যে যে স্থানে গমন করিবে, আপনারা সকলে সেই সেই স্থানে মদনের অনুগমন পূর্ব্বক তাহাকে সাহায্য দান করুন। কিন্তু, এই সর্ব্বজনপ্রিয়-মনোভব যখন শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমপদে গমন করিয়া, স্বীয়-সম্মোহন-বাণ-সাহায্যে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মানসটীকে সম্মোহিত করিবেন, তৎকালে আপনারা যথোচিত-সতর্কতার সহিত উপযুক্ত-সময়ে আমাকে সেই সংবাদ প্রদান করিবেন। কারণ, আমি আপনাদিগের দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া, যথোচিত অবসরে বল, তেজঃ, যথাবিধি আহারদান, তথা অমৃত-সিঞ্চন-দ্বারা মদনকে আপ্যায়িত করিবার জন্য, তথায় স্বয়ং গমন করিব, ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব হে সুরগণ! আপনারা যেন সময় থাকিতে আমাকে সংবাদ প্রদান করিতে, অথবা আমাকে প্রতি-বোধিত করিতে বিস্মৃত হইবেন না। এইরূপে সুররাজ শক্রদেব-কর্ত্তৃক অভিহিত তথা প্রচোদিত হইয়া, দেবগণ মনোভবদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্কর-সম্মোহনে সম্প্রবৃত্ত কুসুমায়ুধদেবও হিমভার-ধারী হিমালয়-পর্ব্বতের গঙ্গাবতরণ-নামে সুপ্রসিদ্ধ-সানু-প্রদেশে যেখানে ধ্যান-নিমীলিত-লোচনে শ্রীত্রিলোচনদেব অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গমন করিয়া, নিজ-সখা-বসন্তকে ঋতুরাজ-কালোচিতা সম্যক্ বাসন্তী-শোভার বিস্তারার্থ নিযোজিত করিলেন। অনন্তর কামদেবের নিয়োগানু-সারে ঋতুরাজ বসন্ত হিমালয়ের গঙ্গাবতার-প্রস্থে গমন-পূর্ব্বক আত্ম-প্রকাশে তৎপর হইলে, অচিরকালমধ্যেই তরু, গুল্ম ও লতা-সকলে সহসা বসন্তের লক্ষণ-নিচয় পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তত্রস্থ কিংশুক-কেতকাদি-বৃক্ষে নব-পত্র ও কুসুম-নিচয় উদ্গত হইল, মঞ্জুল-নিকুঞ্জ-কানন-সমূহ অচিরাৎ অপূর্ব্বা শ্রীধারণ করিল, স্বচ্ছ-সলিলরাশি-পরিপূর্ণ-সরোবর-নিকরে প্রস্ফুটিত-পদ্ম-সকল ভাসমান হইয়া, শ্বেত, রক্ত, ও নীল-শোভার বিস্তার-সাধন করিল; পুষ্পিত-তরুসকলের পুষ্প-সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া, পরিমল-লোভে গুঞ্জন-মত্ত-অলিকুল সমাগত

হইয়া, পুষ্প-রস-পান করিতে লাগিল, গুঞ্জন-মত্ত-মধু-ব্রত-ব্রাতের মধুর-গুঞ্জনে আকৃষ্টহৃদয় বিরহিজনগণের বিরহ-ব্যথা দ্বিগুণিতা হইল, তত্রস্থ-জনগণের হৃদয়-কন্দরে কাম-বিকার আবির্ভূত হইল, জন্তুগণ সবিকারান্তঃকরণে নিজ-নিজ-কান্তা-জনের সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য, ইতস্ততঃ বিধাবিত হইতে লাগিল, পুষ্প-রেণু-সম্বন্ধ-বশতঃ গন্ধিল-গম্ভীর-মলয়-পবন বহমান হইল, পুষ্পপরাগ-প্রকরের প্রাচুর্য্য-বশে সুগন্ধি-মলয়ানিল প্রশিথিল-বেগে বহমান হইয়া, সুখকরভাবে শনৈঃ শনৈঃ তত্রস্থ-জীবগণের মানসসকলকে পুনঃ পুনঃ আকর্ষণ করিতে লাগিল, সুখকর-মলায়ানিল-সংস্পর্শে মানসে আকৃষ্ট পশু, পক্ষী ও মৃগগণ, তথা সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ এবং অন্যান্য প্রাণধারী জীবগণ প্রত্যেকেই নিজ-নিজ-কান্তা-জনের সহিত দ্বন্দ্বভাবের বিস্তার-সাধন করিল, তত্রস্থ-চূত-বৃক্ষ-সকল কুসুমিত হইয়া, অভিনব-স্তবকনিবহে বিভূষিত হইল, এইরূপ অশোক, পাটল, নাগকেশর, তথা করুণাদি-বৃক্ষসকল নবনব-পল্লবনিবহে ও পুষ্পস্তবকে বিমণ্ডিত হইয়া, অপূর্ব্ব-শ্রীসম্পন্ন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে-শ্রীশঙ্করদেবের প্রমথাদিগণ-সকলও তৎকালে মানসে বিপুল-বিকার-পোষণ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, যদিচ শ্রীশঙ্করদেবের গণ-সকল শ্রীকামদেব ও তদীয়-সহচর-বসন্ত-প্রভৃতির আবির্ভাব বশতঃ কাম-কৃত-বিকার-প্রভাবে মানসে বিকৃত হইলেন, তথাপি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ভয়ে তাঁহারা প্রত্যক্ষতঃ কোনরূপ কাম-কৃত-চাঞ্চল্য-প্রকাশে সাহস করিলেন না বটে; কিন্তু ভ্রমর-কুল নিজ-নিজ-জায়াজন-সমভিব্যাহারে বিবিধ-কুসুমোদ্ভব-রস-পান করিয়া, মধুর-গুঞ্জন-সহকারে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে, সহসা চূত-মুকুলের মনোনুকূল সদ্‌গন্ধে সমাকৃষ্ট হইয়া, প্রতি-চূত-তরুর প্রতি শাখা-প্রশাখার অগ্রভাগে স্বল্পতরায়তন-মন্দির-চূড়াকারে অবস্থিত-চূতাঙ্কুর-প্রকর-সমীপে উৎপতন-নিপতন-ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইল। এইরূপে সুরভি-বসন্তের পূর্ণমাত্রায় আবির্ভাব হইলে, হাব-ভাব-যুক্ত শৃঙ্গার নিজ-পরিজন সহ শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর স্বয়ং কামদেব তৎকালে শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, দীর্ঘকাল

যাবৎ শ্রীহরদেবের সন্নিধানে অবস্থিতি করিয়াও, তাঁহার কোনরূপ ছিদ্রাবলোকনে সমর্থ হইলেন না। অথবা যাদৃশ-ছিদ্রপথ অবলম্বনে কামদেব শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করিবেন, যদিচ তাদৃশ ছিদ্র কোন সময়ে প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি তৎকালে ভয়-বিমোহিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। অর্থাৎ অত্যন্ত সতর্কভাবে চিরকাল-নিবাস-পুরঃসর বহু অনুসন্ধান করিয়াও, শ্রীশঙ্কর-হৃদয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত বিবর প্রাপ্ত না হইয়া, কামদেব কদাচিৎ উৎসাহ-শূন্য অন্তঃকরণে, দুঃখিত-মানসে অবসন্ন-শরীরে কালযাপন করিতেন। আবার কদাচিৎ উপযুক্তাবসর-লক্ষণ-বিবর প্রাপ্ত হইলেও, ভয়-বিমোহিত মদন রতি-কর্ত্তৃক সনির্ব্বন্ধ-নিবারিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের অগ্রভাগে অগ্রসর হইতেন না।

এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের ছিদ্রান্বেষী মদন প্রভূতকাল অতিবাহিত করিলেন, পরন্তু সাবধানে প্রভূত-কাল প্রতীক্ষা করিয়াও, যতিবর-শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত অবসর, বা ছিদ্র-পথ প্রাপ্ত হইলেন না। জ্বলৎ-কালাগ্নি-সঙ্কাশ ভানু-লক্ষ-সমপ্রভ দুশ্চর-তপশ্চরণ-পরায়ণ ধ্যানস্থ-শ্রীশঙ্করদেবকে রোচন-হর্ষণ-মোহন-প্রভৃতি-বাণ-পাত-পথবর্ত্তী মুগ্ধ-হৃদয় অথবা স্মরাবেশ-বশতঃ বিকৃত-মানস করিতে সমর্থ না হওয়ায়, মদনকে নির্ব্বীর্য্য বলা যাইতে পারে না। কারণ, এই জগন্মণ্ডলে কে এমন বীরবর আছেন ? যিনি তদবস্থাপন্ন-কোটি-সূর্য্য-প্রতীকাশ শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহার ছায়া-স্পর্শ করিতে সমর্থ হন ? উক্তরূপে সর্ব্বথা-বিফল-প্রযত্ন মদন যতি-প্রবর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের হৃদয়ে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত-ছিদ্র-নিরূপণে অসামর্থ্য-নিবন্ধন বিষণ্ণ-বদনে চিন্তান্বিত-চিত্তে কালযাপন করিতেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ একদিন কামদেব দেখিলেন যে, গিরিসুতা শ্রীমতী কালী তাঁহার প্রতিদিনের কর্ত্তব্য-পরীষ্টি অর্থাৎ পরিচর্য্যাত্মক-নিয়মিত-কার্য্য-সকল সমাপ্ত করিয়া, সখী-দ্বয়ের সহিত শ্রীশঙ্করদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহার পুরোভাগে অবস্থিতি করিতেছেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও ধ্যান-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ক্ষণকাল যাবৎ জ্যোতিশ্চিন্তা-বিবর্জ্জিতাবস্থায় নিজ-গণ-সকলকে

যথোচিত-কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, বহির্দৃশ্য-বিলোকনে তৎকালে আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

অনন্তর মদন বহু--সৌভাগ্য-বলে তথাবিধ-ছিদ্র প্রাপ্ত হইয়া, পার্শ্বস্থ-মনোহর-লতা-নিকুঞ্জে আত্ম-গোপন-পুরঃসর প্রথমতঃ হর্ষণাখ্য-বাণ-সাহায্যে পার্শ্বদেশে সমবস্থিত শ্রীশঙ্করদেবকে হর্ষিত করিলেন। এইরূপে শ্রীচন্দ্রশেখরদেব হর্ষিত হইলে, কামদেবের সেনাপতি-শৃঙ্গার হাব-ভাবাখ্যসৈনিকপুরুষগণের সহিত, তথা মূর্ত্তিমান্ বসন্ত-সমভিব্যাহারে শ্রীশঙ্করদেবের আশ্রম-সমীপে গমন-পূর্ব্বক বীরবর-কামদেবের সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু, তৎকালে মদন-প্রেরিত-হর্ষণ-বাণ-সাহায্যে অত্যন্ত হর্ষিত, তথা শৃঙ্গারাদি-দ্বারা সম্যক্‌রূপে নিষেবিত হইয়া, শ্রীশঙ্কর-দেব আদরাগ্রহানুরাগ-প্রণয়াভিপ্রায়সহ শ্রীমতী কালীদেবীর শরচ্চন্দ্র-সুন্দর-পরমাহ্লাদজনক-বদন-বিম্ব বারম্বার বিলোকন করিতে লাগিলেন। ছিদ্রান্বেষী কামদেব এরূপ উপযুক্ত অবসরে তথাকথিত বিবর প্রাপ্ত হইয়া, ললিত-যোষিদ্-ভ্রূলতা-চারু-শৃঙ্গ-শোভী পুষ্পময়-চাপ রতি-বলয়-পাদাঙ্ক-শোভিত-কণ্ঠ-প্রদেশ হইতে অবতারিত করিয়া, কৌসুম-কোদণ্ডে সহচর-মধুর হস্ত হইতে পূর্ব্বোপন্যস্ত-চূতাঙ্কুর-লক্ষণ অস্ত্র-গ্রহণ-পূর্ব্বক আরোপিত করিলেন এবং কুসুম-চাপ-সংলগ্ন-ভ্রমরাত্মিকা শিঞ্জিনীর মধ্য-দেশে সমারোপিত-চূতাঙ্কুরে পুষ্প-মালা-বিবদ্ধিত পুষ্প-শত-পরিবৃত-সম্মোহনাস্ত্রের আবির্ভাব-সাধন করিয়া, দক্ষিণ-পার্শ্বে রতিদেবীকে, বাম-পার্শ্বে প্রীতি-দেবীকে, তথা পৃষ্ঠ-প্রদেশে সহচর-বসন্তকে অবস্থিত্যর্থে আদেশ-প্রদান-পুরঃসর স্বয়ং পুষ্প-নির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে সুচারুরূপে অলঙ্কৃত হইয়া, বিচিত্র-কুসুম-শত-শোভিত তূণীর-গ্রহণ-পূর্ব্বক সংযতান্তঃ-করণে সবিশেষ-যত্ন-সহকারে আকর্ণপূরিত অর্থাৎ কর্ণপূর-প্রদেশ-পর্য্যন্ত-সমাকর্ষণে পৌষ্প-চাপ-প্রবরকে বলয়াকারে বা মণ্ডলাকারে পরিণত করিয়া, প্রত্যালীঢ়-পদে অবস্থিত কুসুমায়ুধদেব যখন লক্ষ্যস্থির করিতে-ছিলেন, তৎকালে বসন্তানিল তাঁহাকে সাহায্য-দান করিবার জন্য, সহসা দক্ষিণ-দিক হইতে সমাগত হইয়া, অপূর্ব্বতর আনন্দের সঞ্চার-সাধন করিল।

অনন্তর কুসুমায়ুধদেব-কর্ত্তৃক অভিমন্ত্রিত-সম্মোহনাখ্য-কুসুমময়-শর যখন শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গের সহিত মিলিত হইল, তৎকালে জাতেন্দ্রিয়-বিকার বা উদীরিতেন্দ্রিয় শ্রীচন্দ্রশেখরদেব শ্রীমতী গিরিজা-দেবীকে সঙ্গমাভিপ্রায়ে মনে মনে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু, কুসুমায়ুধদেব-কর্ত্তৃক পুষ্প-চাপ-নির্ম্মুক্ত-পুষ্প-শত-শোভিত-সম্মোহন-বাণ-দ্বারা বিদ্ধ-সম্মোহিত শ্রীশঙ্করদেবও তৎকালে সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী-পার্ব্বতীদেবীর সুন্দর সুন্দর অঙ্গসমুদায়ের বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আহা! পার্ব্বতী-দেবীর এই অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য-মণ্ডল-মণ্ডিত-বদন-বিম্বের স্বর্গীয়-রমণীয়তা-দর্শন করিয়াই কি সুধাকর-শশাঙ্কদেব লজ্জা বা ঈর্ষ্যাবশতঃ মর্ত্ত্যলোক-পরিত্যাগ করিয়া, মনের দুঃখে গ্রহনক্ষত্র-নিচিত অন্তরীক্ষ-লোকে নিরন্তর ভ্রমণ করিতেছেন? তথা উৎপল-দল-সদৃশ আকর্ণ-বিশ্রান্ত বিশাল-নয়ন-যুগলের লোকোত্তর-চমৎকারিণী শোভা-সন্দর্শন করিয়াই কি কমল-কুল সদাকাল সলিলরাশির উপরে ভাসমান রহিয়াছে? আহা! এই পার্ব্বতীদেবীর রমণীয়তর-বক্র-ভ্রূযুগল কি কামদেবের পুষ্পময়-চাপবরের গঠনানুকরণে রচিত হইয়াছে?

আহা! এই পার্ব্বতীদেবীর সুন্দর ওষ্ঠাধর-বিম্বের বিপুল-শোভা দর্শন করিয়াই কি পক্ক-বিম্বফল বনে বাস করিয়াছে? আহা! পার্ব্বতী-দেবীর মনোহর-নাসা-শোভা-বিলোকন করিয়াই কি চঞ্চুকা-সৌন্দর্য্য-গর্ব্বে গর্ব্বিত-শুক-কুল গর্ব্ব-পরিহার-পূর্ব্বক তরু-শাখান্তরালে আত্ম-গোপন করিয়াছে? আহা! কোকিল-কুল কি এই পার্ব্বতীদেবীর সুমিষ্ট-স্বরালাপ-কৌশল-শিক্ষা করিয়া, চূতাঙ্কুর-রস-পানপূর্ব্বক সহকার-তরু-শাখা-প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া, পঞ্চম-স্বরে সুমধুর আলাপ করি-তেছে? আহা! পার্ব্বতীদেবীর বলি-ত্রয়-শোভিত-শরীর-মধ্য-দেশের গঠন-প্রণালী অনুসরণ করিয়াই কি আথর্ব্বণিক-গণের উত্তর-বেদি অপেক্ষা মধ্য-বেদির কৃশ-মধ্যতা অনুকৃতা হইয়াছে? আহা! এই পার্ব্বতীদেবীর বিপুলায়তন-গুরু-গম্ভীর-নিতম্ব-বিম্বের ভারাতিশয্য-বশতঃ মন্থর-গমনের অনুকরণেই কি নাগেন্দ্র-কুল, বা মরাল-মালা গতি-কৌশল

শিক্ষা করিয়াছে ? আহা ! এই পার্ব্বতীদেবীর রূপ-মাধুর্য্যবিষয়ে মুহুর্ম্মুহুঃ অধিক কি বলিব ? মনে হইতেছে, যেন বিশ্বমণ্ডলের অন্তর্গত-সুন্দর-সুন্দরতর-যাবতীয়-মনোহরপদার্থ-গত-লালিত্য-সমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া, একাধিকরণে সর্ব্ববিধ-সৌন্দর্য্য বা চারুতা-বিলোকন-বাসনাবশবর্ত্তী হইয়াই, দেববর-বিধাতা পার্ব্বতীদেবীর বর-তনুর বিনির্ম্মাণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

এইরূপে শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর বিচিত্র-পুষ্পময় আভরণ, বিচিত্র-কৌষেয়-বসন, তথা রূপ-লাবণ্য-বর্ণনা করিয়া, তপস্যা হইতে বিনিবৃত্ত-মোহপ্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রশেখরদেব যখন শ্রীমতী গিরিজাদেবীকে "জাতেন্দ্রিয়-বিকারঃ সন্ জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ," তৎকালে শতক্রতুসহিত অমরগণ বিয়দ্গত হইয়া, মনোভবদেবের কার্য্যকুশলতা অবলোকন করিয়া, মনে মনে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন যে, এরূপ গুরুতর-সুরকৃত্যে উপযুক্ততর-মদনকে নিবেশিত করিতে উপ-দেশ-প্রদান করিয়া, লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজ-শতধৃতিত্বের প্রকৃষ্টতর পরিচয়-প্রদান করিয়াছেন। ঘন-সন্নিবিষ্ট-ঘোর-ঘন-ঘটা-গর্ভ বিদীর্ণ করিয়া, ক্ষণ-কালের জন্য যেমন বিদ্যুৎ-পুঞ্জ বিকশিত হয় এবং পর-ক্ষণেই মেঘ-গর্ভে বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ ক্ষণকালের জন্য দেব-গণের হৃদয়-গগন-গত-নিরানন্দ-মেঘান্ধকার দূর করিয়া, ক্ষণ-কালের জন্য সকৃদ্বিভাসিতা শ্রীশঙ্কর-ভার্য্যানুরাগ-দর্শন-সমুত্থ-পরমানন্দসন্দোহসৌদা-মিনী-ধারা অচিরকাল-মধ্যেই দেবগণের হৃদয়-গগন-গাত্র-গত-ঘন-ঘোর-গভীর- নিরানন্দ-মেঘ-মধ্যে নিমগ্না হইয়া গেল, দেবগণ দেখিলেন, সহসা শ্রীশঙ্করদেবের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

শীতাবসানসময়ে নৈসর্গিক-নিয়মানুসারে ধূম-মহিষীর আবির্ভাব যদিচ অবশ্যম্ভাবী, তথাপি প্রাচী-দিক্-সীমন্তিনীর প্রশস্ততর ললাট-পট্ট-প্রদেশে বিশাল-সিন্দূর-গোলকাকারে সমুদিত-দিবাকর-দেবের ক্রমশঃ খর-তর-কর-প্রকর-সংস্পর্শমাত্রেই যেমন কুজ্ঝটিকা-রূপিণী ধূমমহিষীর তিরোভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ মনোভবদেবের হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-বাণ-প্রভাব-বশে সমুৎপন্ন শ্রীশঙ্কর-হার্দ্দ-গগনাভোগ-বিসারিণী

মোহ-কুজ্‌ঝটিকা সত্য-সনাতন-স্বপ্রকাশ-জ্যোতির্ম্ময়-পরমানন্দ-স্বভাব-নিত্য-নিরঞ্জন-চিদ্‌ঘন-লক্ষণ-সকৃদ্‌- বিভাত- সতত- বিমুক্ত-পরমাত্মতত্ত্ব-প্রকাশক-বিমল-বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানাঞ্চিত-বোধ-ভানু-সমুদয়ে তদীয়-খর-তর-কিরণ-কলাপ-সংস্পর্শ-বশতঃ অচিকাল-মধ্যেই বিলীন হইয়া গেল, শ্রীশঙ্করদেব বিস্মৃত-পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, বিস্ময়ান্বিত-মানসে নিম্নোক্তরূপা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে—চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চবিংশ অধ্যায়

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব সম্যক্‌রূপে পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া, কাম-বেগ-চঞ্চল-চিত্তকে সংযত করিয়া, তথা উদীরিত ইন্দ্রিয়ের বিকারকে নিগৃহীত করিয়া তৎকালে সহসা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সঙ্গম-কাম-পরবশ হইয়া, কেন আমি হঠাৎ যোনিজা-গিরিজা তপো-ব্রত-বিবর্জ্জিতা কালী-দেবীকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি ? আমি ত পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছি যে, তপশ্চরণ-সংকৃতা দেবী দাক্ষায়ণী সতীকে ভার্য্যার্থে যেমন পূর্ব্বকালে গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ তপো-ব্রতপবিত্রাঙ্গী পার্ব্বতী-প্রধানা চার্ব্বঙ্গী-কালীদেবীকে স্বয়ং ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিব ; পরন্তু সম্প্রতি আমি এরূপ বিকৃতকাম অর্থাৎ বিকৃতাভিলাষসম্পন্ন হইতেছি কেন ? আমি ত স্বপ্নযোগেও কখনও কালিকাদেবীর প্রতি সম্ভোগ-বিষয়ক বিকৃতাভিলাষ পোষণ করি নাই, তবে কেন আমার চিত্ত সহসা এরূপ বিকৃতভাব ধারণ করিতেছে ? তবে কেন আমার চিত্ত এরূপ আকস্মিক-কাম-কৃত-চাঞ্চল্য-বশে কামোপভোগার্থ বিচলিত হইতেছে ?

আমার মনে হইতেছে যে, আমি যেন কোন রস-সাগর-নাগর-রাস-রস-রসিক-চতুর-চূড়ামণি, কিম্বা রাস-রমণ-রস-রসিত-রসিকেশ্বর, অথবা রমণীয়-রমণী-রমণজ-রসাস্বাদ-সুখ-সৌভাগ্য-ভোগভাগ্যবান্ কপট-লম্পট-নায়ক-কুল-শেখর-মণিভূত-ধূর্ত্ত-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, কালীদেবীর সহিত সঙ্গমোদ্ভবসুখ-রস-সেবন করিতে ইচ্ছা করিতেছি। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি বিচার করিলেন যে, আমি যদি এই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী-পার্ব্বতীদেবীকে বস্ত্রাঞ্চলে আকর্ষণ করিয়া, হৃদয়ে আলিঙ্গন করি, তবে তাদৃশ আলিঙ্গন-দ্বারা এমন বিশেষ-সুখ কি হইবে ? যদিচ অঙ্গনা-লিঙ্গনাদি-জন্য-সুখ-বিশেষকে অল্পপ্রজ্ঞ-লোকে স্বর্গ-স্বরূপ মনে করিয়া থাকে, তথাপি সেই সুখ ত অতি অল্পকালের জন্যই হইয়া থাকে।

এরূপ ক্ষণমাত্রভাবী যে সুখ-সম্ভোগ, তদ্দ্বারা ক্ষণিকানন্দ-প্রাপ্তি ভিন্ন পরম-পরিতৃপ্তিলাভ ত কখনই সম্ভবপর নহে। আর এক কথা এই যে, আমি কি মোহপ্রাপ্ত হইয়াছি? নচেৎ আমি আনন্দের সহিত মুহুঃ পরাঙ্গ সংস্পর্শন-প্রার্থনা করিব কেন? আমি যদি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও, মুহুঃ পরাঙ্গ-সংস্পর্শন-প্রার্থনা করি, তাহা হইলে, ক্ষুদ্র-চিত্ত-ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন অন্যতম-ক্ষুদ্রজন কেন না সর্ব্ববিধ অপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে? অতএব আমার এরূপ ক্ষুদ্রতর-জনোচিত-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া, কখনই সমুচিত হইতে পারে না।

ক্ষণকালমাত্র উক্তরূপে বিচার করিয়া, প্রাপ্ত-বিবেক শ্রীশঙ্করদেব সুদৃঢ়-পর্য্যঙ্কবন্ধন রচনা করিলেন। পরম আনন্দের বিষয় এই যে, সর্ব্বাত্মা ঈশ্বরদেবের পতন নিতান্ত অসম্ভব-গ্রস্ত বা সুদূর-পরাহত হইয়া থাকে। অপিচ, এইরূপে শ্রীশঙ্করদেব ইন্দ্রিয়ের বিকার-হেতু-নিশ্চয় করিয়া, চঞ্চল-লোচনে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে দেখিলেন, পুরোভাগে সংহিতেষু-মনোভব অবস্থিতি করিতেছেন। কিঞ্চ, হর্ষণ-মোহনাদি-কুসুম-শর-প্রভাব-বশে কথঞ্চিৎ হর্ষিত, তথা মোহিত-শ্রীত্রিলোচনদেবকে তদবস্থাপন্ন-দর্শন করিয়া এবং গগনাঙ্গনে ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণকে সমাগত হইতে দেখিয়া, কিঞ্চিৎ সাহস-সহকারে আত্ম-গুপ্তি-প্রক্রিয়া-পরিহার-পুরঃসর মদনদেব যেমন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অগ্রভাগে আগমন করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্মহাদেবের দৃষ্টি তদুপরি পতিতা হইল। শ্রীশঙ্করদেব সম্মুখাগত-কুসুমশর-কন্দর্পদেবকে অবলোকন করিয়া, বক্ষ্যমাণ-রূপে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে পদ্মাসন-ব্রহ্মা গগন-গাত্রে শতমখ-সুধানিধি-প্রমুখ দেব ও দেবানুচরগণকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, ত্রিলোচনদেবের লালাটিক-লোচন-নির্গত-বিপুল-জ্বালামালা সমাকুলদেহে অনলদাহে দগ্ধীভূত-মদনের ভস্মীভাব-প্রাপ্তির উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে অবগত হইয়া, কন্দর্পের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ স্বস্থান হইতে প্রচলিত-পদে ক্ষিপ্রগতি অম্বরতল-গত-সুর-সমাজে সমাগত হইলেন।

অনন্তর অত্যন্ত-কুপিত শ্রীশঙ্করদেব সন্ধিতেষু-মনোভবদেবকে

অসহ্যবেগে কর্ণান্তাকৃষ্ট-পুষ্প-প্রকর-মণ্ডিত-মণ্ডলীকৃত-কোদণ্ড-ধারণপূর্ব্বক পুরোভাগে সদর্পে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, বলপূর্ব্বক তাঁহাকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রাতর্হুতহুতাগ্নি-সদৃশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। কিঞ্চ, জ্বলিত-জ্বলন-প্রখ্য শ্রীশঙ্করদেব তৎকালে মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, এই কামহতক পার্ব্বতী-সমাগম-সমন্বিত উপযুক্ত সময় বিজ্ঞাত হইয়া, আমাকে সম্মোহনাখ্য-পুষ্পশরসাহায্যে সম্মোহিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, আমার মানসকে স্ববশে স্থাপিত করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব আমি এই দুরাচার-পরায়ণ মদনকে শীঘ্রগতি যমক্ষয়ে প্রেরণ করিব।

পুনশ্চ, বিচারে তৎপর শ্রীশঙ্করদেব স্বীয়-ধৈর্য্যচ্যুতি অবলোকন করিয়া এবং কারণ-সমবধান ব্যতীত কখনই এইরূপ মদীয় ধৈর্য্যের চ্যবন সম্ভবিত নহে, স্থির করিয়া, যখন চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তৎকালে পুরোভাগ হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, বাম-ভাগে আলীঢ়-পদে বাণ-কর্ষিত-মদনকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, পরম-কোপ-সংযুক্ত অবস্থায় মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, অহো! এই দুষ্ট ক্ষুদ্র কামহতক অন্যান্য-সুরগণের ন্যায় আমাকেও বিষয়-বিলাসী মনে করিয়া, পুনরপি আমার প্রতি বাণক্ষেপণার্থ প্রস্তুত হইতেছে। অতএব এই দুরাচার-দুরাসদ-দুর্ব্বিনীত-মদনকে যম-সদনের অতিথিরূপে প্রেরণ করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি। এইরূপ চিন্তা করিয়া, সঞ্জাতক্রোধ শ্রীশঙ্করদেব নিজ-ললাট-নেত্রোদ্ভাবিত-তেজোদ্বারা পূর্ব্বোৎপন্ন-ক্রোধের বিবৃদ্ধি-সম্পাদন-পূর্ব্বক বর্দ্ধিত-জ্বলনাকারে পরিণামিত সেই ক্রোধ-বহ্নিকে নেত্ররন্ধ্র হইতে পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে শ্রীকমলাসনদেব আকাশাঙ্গনতলে অবস্থিত হইয়া, যখন নিশ্চিতরূপে অবগত হইলেন যে, অবিলম্বে উচ্ছিখ-জাতবেদঃ-স্বরূপী বিপুল-শাঙ্কর-ক্রোধ লালাটিক নেত্র-বিবর-দ্বারা নিঃসৃত হইয়া মদনকে ভস্মীভূত করিবে, তৎক্ষণমাত্রেই তিনি কামদেবের পুষ্পময়-বাণ-সকল, পুষ্পময়-চাপ, শক্তি, প্রাণ-সকল, তথা আত্মাকে বল-পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া, পরিপালন করিলেন এবং পিতামহ বিধি তৎকালে

ঋতুরাজ-বসন্তকেও তথা হইতে উৎসারিত করিলেন। এইরূপে পিতামহ ব্রহ্মা নিজ-শক্তি-বলে শ্রীশঙ্করদেবের ক্রোধ হইতে মনোভবদেবকে রক্ষা করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ক্রোধোপশমন-তৎপর-মানসে চিত্তপ্রসাদনকল্পে যখন স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে আকাশগত মহেন্দ্র ও উপেন্দ্র-প্রমুখ দেবগণও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে ক্রুদ্ধ অবলোকন করিয়া, তাঁহার চিত্তবিনোদনকল্পে স্তুতি-বচনে কহিলেন যে, হে ত্রিভুবননাথ! হে ত্রিজগদ্‌গুরো! আপনি প্রসন্ন হউন এবং কামের প্রতি পরিত্যক্ত-ক্রোধানলের উপসংহার-সাধন করুন। হে ত্রিভুবনৈকনাথ! আপনি পূর্ব্বকালে জগৎস্রষ্টৃরূপে যাদৃশরূপ এবং কর্ম্মসাহায্যে মনোভবকে উৎপাদিত করিয়াছেন এবং আপনা-কর্ত্তৃক-সৃষ্ট মনোভব যাদৃশ কার্য্যে আযোজিত হইয়াছে, মনোভব তদনুরূপ কার্য্য করিতেছে, এজন্য মনোভবের অপরাধ কি আছে? অতএব হে সর্ব্বভূতেশ! আপনি মদনের প্রতি উৎসৃষ্ট ক্রোধাগ্নির উপসংহার করুন। হে শম্ভো! আমরা সকলে ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন।

এইরূপে অমরগণ যাবৎকাল স্তুতি-বাক্য-কথন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সন্তোষসাধন করিতেছিলেন, তাবৎকালের মধ্যে শ্রীমন্মহাদেবের তৃতীয়-ললাট-লোচন-সম্ভূত উচ্ছিখ অনল-রাশি মনোভবকে ভস্মসাৎ করিল। শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক তৃতীয়-ললাট-লোচন-দ্বারা বিসর্জ্জিত-জ্বালামালা-বিদীপিত-শত-শিখ অনলরাশি কামকে দগ্ধ এবং ভস্মীভূত করিয়া, যখন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের প্রতি প্রতিগমন করিতে সমুদ্যত হইল, তৎকালে সেই উদ্দীপিত-পাবক পদ্মাসন-ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক-সংস্তম্ভিত হইয়া, শ্রীহরদেব-সকাশে গমনে অসামর্থ্য-নিবন্ধন কামদেবের দগ্ধ ও ভস্মভাবাপন্ন-শরীরেই অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইল। এদিকে শ্রীশঙ্করদেবও যথোপযুক্ত কাল প্রতীক্ষা করিয়া, যখন দেখিলেন, উৎসৃষ্ট-ক্রোধানল মদনকে ভস্মীভূত করিয়া, প্রত্যাগত হইল না, তৎকালে সর্ব্বজ্ঞ-শ্রীমন্মহেশ্বরদেব চতুরাননদেবের চতুরতা অবগত হইয়া এবং ভস্মরাশি-মধ্যে ক্রোধানলকে অবস্থিত জানিয়া, মনোভবশরীরজ সেই

ভস্ম-গ্রহণ-পূর্ব্বক নিজ-শরীরে ভূতিলেপ করিলেন এবং সর্ব্ব-গাত্রে ভূতিলেপের অনন্তর লেপাবশিষ্ট ভস্ম-সকল নিরবশেষ সংগ্রহ করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব তৎক্ষণ-মাত্রেই বিধিসম্মত-স্থানে কালীদেবীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিজ-গণসকলের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা যখন দেখিলেন যে, শ্রীশঙ্করদেব নিজ-ক্রোধানলকে উৎসারিত করিয়া, মনোভব-শরীরজ ভস্মমাত্র সংগ্রহ করিলেন এবং শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক সর্ব্বথা-পরিত্যক্ত জ্বালামালাতিদীপিত সেই শাম্ভব-ক্রোধানলরাশি শত-শিখা-বিস্তার করিয়া, সুরসকলকে নির্দ্দয়ভাবে দগ্ধ করিতে লাগিল, তৎকালে তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, নিজ-শক্তি-সাহায্যে অচিরকালমধ্যেই সর্ব্বদেব-সমক্ষে সেই শাম্ভব-ক্রোধানলকে বড়বারূপে পরিণত করিলেন। কিঞ্চ, জ্বালা-মালা-সমাকুল শ্রীশঙ্করদেবের তৃতীয়-নেত্র-নিঃসৃত-বিপুলক্রোধানলের ভীষণ-তাপে প্রথমতঃ পীড়িত, তথা দগ্ধপ্রায়-দেবগণ তদানীং সেই শাম্ভব-ক্রোধানলকে সৌম্যা-শুভা-জ্বালামুখী-বড়বারূপে পরিণত হইতে দেখিয়া, মানসে নির্ব্বিঘ্ন, বা উদ্বেগ ও চিন্তাশূন্য হইলেন। তদনন্তর জগৎপতি ব্রহ্মা লোক-সকলের হিতের জন্য, তৎকালে সেই সৌম্যা-শুভা-জ্বালা-মুখী-বড়বাকে গ্রহণ করিয়া, সাগর-সমীপে গমন করিলেন। অপিচ, সাগর-সকাশে গমনের অনন্তর মূর্ত্তিমান্ সাগরাধিদেব-কর্ত্তৃক সসম্মানে যথাবৎ সম্পূজিত ব্রহ্মা একটী অনির্দ্দিষ্ট-সময়ের বিজ্ঞাপনপুরঃসর সাগরকে এই কথা বলিলেন যে, হে সরিৎপতে! যাবৎ আমি পুনরাগমনপূর্ব্বক তোমার নিকট হইতে ইহাকে পুনর্ব্বার গ্রহণ না করিব, তাবৎকাল তুমি শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের নেত্র-নির্গত-বড়বা-রূপধারী জ্বালামুখ এই ক্রোধানলকে সদাকাল সযত্নে ধারণ করিবে।

কিঞ্চ, হে জলনিধে! যে সময়ে আমি তোমার নিকটে আগমন-পূর্ব্বক শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের তৃতীয়-নয়ন-নির্গত এই ক্রোধকে পরিত্যাগ করিতে বলিব, তৎকালেই তুমি এই বড়বামুখ-ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবে। অন্যথা অর্থাৎ আমার পুনরাদেশ প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত, হে সরিৎপতে! তুমি কদাচ এই ক্রোধানলকে পরিত্যাগ করিবে না। হে জলনিধে!

যতদিন পর্য্যন্ত এই মাহেশ্বর-ক্রোধানল তোমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিবে, তাবৎ-পর্য্যন্ত তোমার জলমাত্রই মাহেশ্বর ক্রোধের ভোজন-রূপে পরিকল্পিত হইবে। কিন্তু, হে নদীপতে! তুমি বিশেষ-যত্ন-সহকারে আমার উপদেশমত এই বড়বানলকে ধারণ করিবে, দেখিবে, যেন তোমার জল পরিত্যাগ করিয়া, অন্তরে দূর-দূরতরদেশে কদাপি গমন না করে। পদ্মাসন-দেব-কর্তৃক উক্তরূপে সমাদিষ্ট নদী-পতি সিন্ধু তৎক্ষণমাত্রেই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ক্রোধরূপ-বড়বানলকে সযত্নে ধারণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। যদিচ শ্রীশশধরশেখরদেবের ক্রোধানলরূপ-বড়বা-বক্ত্রকে ধারণ, বা গ্রহণ করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য সাগরের নাই, বা ছিল না, তথাপি লোকপিতামহ-ব্রহ্মার বচন-গৌরব স্মরণ করিয়া, গ্রহণে অশক্য হইলেও, শীঘ্রগতি সরিৎ-পতি শ্রীশঙ্কর-দেবের ক্রোধানলরূপ-বড়বা-বক্ত্রকে ধারণার্থ অঙ্গীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অন্তনর বড়বামুখ-নামক পাবক জ্বালামালাবিদীপিত-বেগ-দীর্ঘীকৃত-বিশাল-শরীরে জলধিগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া, সাগরসলিলসমূহ সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিতে লাগিলেন।

পক্ষান্তরে, যে সময়ে শ্রীশঙ্করদেবের নয়ন-নির্গত-ক্রোধানল অতিবেগে মদন-শরীরে পতিত হইয়া, মনোভবদেবকে দগ্ধ, বা সম্পূর্ণরূপে ভস্মা-বশেষ করিয়াছিল, তৎকালে যে সুমহান্ শব্দ সমুৎপন্ন হইয়াছিল, সেই প্রচণ্ড-শব্দে আকাশতল একেবারে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু, কাম-দাহ-কালীন সেই সুমহান্ শব্দ শ্রবণ করিয়া, সখীদ্বয়ের সহিত অতিভীতা কালী শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবী তৎকালে শোক-প্রভাবে অভি-ভূতা, বা বিহ্বল-ভাবাপন্না হইয়াছিলেন। এদিকে অচলেশ্বর হিমবান্‌ও সেই ঘোর-বিকট শব্দ শ্রবণে চকিত ও বিস্মিতপ্রায় হইয়া, আশুগতি শ্রীশঙ্করাশ্রমগতা-নিজসুতা শ্রীমতীকালীদেবীর নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, ভয়-শোকাকুলা শ্রীমতী কালিকাদেবী রোদন করিতেছেন। অনন্তর পর্ব্বতরাজ-হিমালয় ভয়শোকাকুলা তথা শ্রীশঙ্করদেবের বিরহ-প্রযুক্ত রোদন-চিন্তন-পরায়ণা শ্রীমতী কালিকাদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া, পরম-স্নেহ ও আদরের সহিত তাঁহার অশ্রুভারাক্রান্ত-নয়ন-দ্বয় স্বহস্ত-সাহায্যে

মার্জ্জিত করিলেন। অনন্তর "কন্যকে! কালি! তোমার কোন ভয় নাই, তুমি রোদন করিও না," এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই আশ্রমস্থা-কন্যা-কালীদেবীকে হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া, ক্রোড়ে ধারণ করিলেন এবং নিজ আলয়ে গমন-পূর্ব্বক ভয়-শোক-পীড়িতা কন্যা-কালীদেবীকে বিবিধ-মধুর-বচনে সান্ত্বনা-প্রদানে অগ্রসর হইলেন।

এইরূপে পিতা হিমালয়-কর্ত্তৃক নিজালয়ে আনীতা, তথা পরিসান্ত্বিতা হইয়াও, শ্রীশঙ্করদেব অন্তর্হিত হওয়ায়, তাঁহার বিরহ-প্রযুক্ত প্রতিদিন মলিনা কৃশা বিবর্ণা পিতৃগৃহ-নিবাসে দুঃখিতা শ্রীমতী কালীদেবী সন্তত-কাল শোক ও মোহে সমাচ্ছন্না হইয়াই, যেন কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শোক-কর্ষিতা শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে তদবস্থাপন্না অবলোকন করিয়া, শৈলাধিরাজ-হিমালয়, পরম-স্নেহময়ী মাতা মেনকা, মৈনাক-মুখ্য ভ্রাতৃগণ, তথা সখী-দ্বয়, ইঁহারা সকলেই যদিচ সততকাল সেই অদীনসত্ত্বা দেবী পার্ব্বতীকে সান্ত্বনা-প্রদানে তৎপর হইলেন, তথাপি শ্রীশঙ্করানুরাগ-রক্তা শ্রীমতী উমাদেবী শ্রীহরদেবকে হৃদয়-সিংহাসন হইতে অপসারিত করিতে, অথবা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-সরোজযুগল বিস্মৃতা হইতে সমর্থা হইলেন না।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

গন্ধর্ব্বরাজ-ভক্তপ্রবর-শ্রীমান্‌-পুষ্পদন্ত কামদেবের নিধন-প্রদর্শন-পুরঃসর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মহিম-স্তবনে প্রবৃত্ত হইয়া, "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্কচিদপি সদেবাসুরনরে", ইত্যাদি পঞ্চদশ-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, এ কথা যে আমি বর্ত্তমান বিংশ-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহা বোধ করি, পাঠক-মহোদয়গণ বিস্মৃত হন নাই। কামদেবের নিধন-প্রদর্শন করিতে হইলে, অগ্রে তাঁহার উৎপত্তি এবং সপরিবার অবস্থিতি-প্রদর্শন অত্যন্ত আবশ্যক। কারণ, যে বস্তু জন্মলাভদ্বারা আত্মসত্তা লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, তথা সম্যক্‌রূপে লব্ধ-সত্তাক ধর্ম্মী যাবৎ-পর্য্যন্ত স্থিতি-দ্বারা আত্মমর্য্যাদা সুচারুরূপে লাভ না করিতেছে, তাবৎ তথাবিধ অপ্রতিষ্ঠিত-বস্তুর নিধন-কীর্ত্তন একরূপ অসম্ভবগ্রস্ত বলিতে হইবে। এই কারণ বশতঃ মদনের ভস্মতা-প্রাপ্তি, বা নিধন-বর্ণন-প্রসঙ্গে আমি নিধনাপেক্ষিতা উৎপত্তি, স্থিতি, তথা নামকরণ, অধিকারপ্রাপ্তি, প্রভাব ও গৌরব-প্রতিষ্ঠাদি অপেক্ষিত যাবতীয় বিষয় যথারীতি উপনিবদ্ধ করিয়াছি।

অতএব ধারণাবতী-ধীশক্তি-সম্পন্ন পাঠকমহোদয়গণের মধ্যে বোধ করি, এক্ষণে আর কেহই এরূপ প্রশ্ননিচয়ের অবতারণা করিবেন না যে, মদন কে? কাহার পুত্র? কীদৃশ উপক্রমে কোন্ সময়ে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন? মদন যোনিজ? কিম্বা পিতামহের মানস-সম্ভূত? পুষ্পময়-কোদণ্ড ও পঞ্চবিধ পুষ্পবাণ মদন কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? কে তাঁহাকে বিশ্ববিমোহন-কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছেন? কে তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন? মন্মথ, কাম, মদন, দর্পক ইত্যাদি-নামের সার্থকতা কীদৃশী? বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বা রৌদ্রাস্ত্র হইতেও মদনের আশুগ-পঞ্চকের বীর্য্যাধিক্যের কারণ কি? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ব্রহ্ম-লোক, অধিক কি, যে সকল-দেশে নব-নব-বহুল-তৃণাদি সমুৎপন্ন হয়,

বা যে কোন-জাতীয় প্রাণী বাস করে, আব্রহ্মভুবন সেই সেই স্থানে প্রত্যেক-প্রাণীর হৃদয়-দেশে মদনের আবাসস্থান কে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন? শ্রীশিব-বিমোহন-কার্য্যে মদনকে কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন? শ্রীশিব-সম্মোহন কি অল্প কথা? মুখের কথা? অথবা অল্প উদ্যম-উদ্‌যোগে সম্ভবপর হইতে পারে? আর শ্রীশিবসম্মোহন বিনা এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সনাতনী-সৃষ্টিই বা সম্ভবপরা হইতে পারে কিরূপে?

অতএব সনাতনী-সৃষ্টি-প্রবৃত্তির প্রতি বিশেষতঃ সাহায্য-দানার্থ শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন অবশ্য অপেক্ষণীয় হওয়ায়, শ্রীশঙ্করসম্মোহনেরই উপোদ্‌ঘাতরূপে অন্যান্য যে যে প্রসঙ্গ সমাগত হইয়াছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে ব্রহ্ম-সংবাদ, সন্ধ্যা-সংবাদ, মনসিজ-সংবাদ, সতী-সংবাদ ও পার্ব্বতীসংবাদ, এই কয়েকটী সংবাদই শ্রীশিব-সম্মোহন-বিষয়ে অত্যন্ত উপযোগী; সুতরাং অতীব প্রয়োজনীয়। উক্তপঞ্চবিধ-সংবাদরহস্য যাঁহারা বিশেষরূপে অবগত নহেন, শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন ব্যাপারটী যে কতদূর গুরুতর, তাহা তাঁহারা জানিতে সমর্থ হইবেন কিরূপে? এবং শ্রীহিরণ্যগর্ভদেবের স্থূল-শরীরনির্ম্মাণের অনন্তরকালীন ক্রমশঃ সৃষ্টিতত্ত্বের বিকাশ কিরূপে সাধিত হইয়াছিল, তাহাই বা তাঁহারা বুঝিবেন কিরূপে? আর এক কথা এই যে, গন্ধর্ব্বরাজ-পুষ্পদন্ত কীদৃশ পৌরাণিক ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া, "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে," ইত্যাদি-পঞ্চদশ-শ্লোকটী রচনা করিয়াছেন, তাহা পরিজ্ঞাত না হইলে, শ্লোকের গুরুত্ব, বা প্রকৃত-তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যাইবে কিরূপে? যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, ইন্দ্র-চন্দ্রাদি-দেবগণের কথা দূরে থাকুক্, অনেক সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এমন কি, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক-প্রযুক্ত অস্ত্রেরও নিষ্ফলতা যখন বহুশঃ পুরাণ-প্রবন্ধে পরিশ্রুত, বা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তখন মদনেরই যে পুষ্পময় পাঁচটীমাত্র বাণ দেবাসুর-নর-সহিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল-লক্ষণ-ত্রৈলোক্য-মণ্ডলের প্রতি প্রযুক্ত হইয়া, ক্বচিদপি প্রাণিমাত্রাধিকারে, অথবা প্রতি প্রাণি-বিষয়ে অসিদ্ধার্থ অনিষ্পাদিত-প্রয়োজন অর্থাৎ অকৃত-কার্য্য অবস্থায় প্রতিনিবৃত্ত হয় না, এ কথা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? মদন এতাদৃশী সর্ব্বত্র অব্যাহত-জয়শীলতা কোথা

হইতে প্রাপ্ত হইলেন ? কে তাঁহাকে এই অব্যর্থ-বাণতা, বা দেবেশ্বর-বৃন্দের প্রতিও নিরঙ্কুশ-প্রভুতা প্রদান করিয়াছেন ? তবে পৌরাণিকী প্রাচীনতরা ইতিহাস-কথার আলোচনা ব্যতীত উপরি-উক্ত যাবতীয় প্রশ্নের যথাযথ-সদুত্তর-দান কখনই সম্ভবপর হইবে না।

কিঞ্চ, স্মরদেবের স্মর্ত্তব্যাত্মতা-সমর্থন-কল্পে অপেক্ষিত শ্রীশঙ্কর-সম্মোহনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের মিলিত-কর্ত্তৃত্বে সনাতন-সৃষ্টিকার্য্য-প্রবর্ত্তন-সৌকর্য্যার্থ কৃতদার ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাহায্য-দান সম্ভবপর হইলেও, অকৃতদার-শ্রীশঙ্করদেবের সহায়তা-দান সম্ভবপর না হওয়ায়, দার-পরিগ্রহ-কার্য্যান্তে সনাতন-সৃষ্টিকার্য্য-প্রবর্ত্তনে সাহায্য-দান আপাততঃ কারণ-স্বরূপে উপন্যস্ত হইলেও, বাস্তবিক-পক্ষে মরীচ্যাদি-মানসপুত্র-দশক, তথা দক্ষাদি-প্রজাপতি-সৃষ্টির অনন্তর ধ্যান-পরায়ণ শ্রীকমলাসনদেবের মানস হইতে সহসা দেবলোকে, মর্ত্ত্যলোকে, তথা রসাতলে দুর্লভা, সম্পূর্ণ-গুণ-শালিনী, নিসর্গ-সুন্দরী সন্ধ্যা-নাম্নী মানসী কন্যা উৎপন্না হইলে, তনুরোমাবলী-বৃতা, চারুদর্শনা, সস্বেদ-বদনা, দীর্ঘ-নয়না, চারু-হাসিনী, বর-বর্ণিনী সেই সন্ধ্যাদেবীকে দর্শন করিয়া, জগৎ-স্রষ্টা ধাতা, মরীচ্যাদি-মানস-পুত্র-গণ, তথা দক্ষাদি-প্রজাপতিগণ সমুৎসুক অন্তঃকরণে যখন "কিং কর্ম্মাস্যা ভবেৎ সৃষ্টৌ কস্য বা বর-বর্ণিনী ভবিষ্যতীতি" চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে উক্তরূপে চিন্তা-পরায়ণ ব্রহ্মার মানস হইতে "কাঞ্চনীচূর্ণ-পীতাভঃ পীনোরস্কঃ সুনাসিকঃ। পঞ্চপুষ্পায়ুধো বেগী পুষ্পকোদণ্ডমণ্ডিতঃ। কান্তঃ কটাক্ষপাতেন ভ্রাময়ন্নয়নদ্বয়ম্" পরম-রমণীয় সুন্দরাতিসুন্দর এক পুরুষরত্ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কিঞ্চ, উক্ত পুরুষরত্ন পদ্মাসনদেবকে বিনয়াবনতকন্ধরে প্রণাম করিয়া, "কিং করিষ্যাম্যহং কর্ম্ম ব্রহ্মংস্তত্র নিযোজয়। মাং ন্যায্যো পুরুষো যস্মাৎ উচিতে শোভতে বিধে। অভিধানঞ্চ যদ্‌যোগ্যং স্থানং পত্নী চ যা মম। তন্মে কুরুষ্ব লোকেশ ত্বং স্রষ্টা জগতাং যতঃ॥" এইরূপ প্রার্থনা করায়, তথাবিধ-পুরুষ-কৃত-প্রার্থনার ন্যায্যতা উপলব্ধি-পূর্ব্বক "অনেন চারুরূপেণ পুষ্পবাণৈশ্চ পঞ্চভিঃ। মোহয়ন্ পুরুষান্

স্ত্রীশ্চ কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্। ন দেবো ন চ গন্ধর্ব্বো ন কিন্নরমহোরগাঃ। নাসুরো ন চ দৈত্যো বা ন বিদ্যাধর-রাক্ষসাঃ। ন যক্ষা ন পিশাচাশ্চ ন ভূতা ন বিনায়কাঃ। ন গুহ্যকা ন বা সিদ্ধা ন মনুষ্যা ন পক্ষিণঃ। পশবো ন মৃগাঃ কীটপতঙ্গা জলজাশ্চ যে। ন তে সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন লক্ষ্যা যে শরস্য তে। অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্ব্বা পুরুষোত্তম। ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ। প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা। সুখ-হেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্। ত্বৎপুষ্প-বাণস্য সদা মুখ্যং লক্ষ্যং মনোহস্তু চ। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং নিত্যং মদ-মোদকরো ভবান্।" এইরূপে সেই পুরুষের উদ্দেশে সৃষ্টিপ্রাবর্ত্তক কর্ম্মনির্দ্দেশের অনন্তর নাম, স্থান ও পত্নী-নির্দ্দেশাভিপ্রায়-ব্যঞ্জক-নয়নে লোকপিতামহ ব্রহ্মা মরীচ্যাদি-মানসপুত্র, তথা দক্ষাদি-প্রজাপতি-গণের মুখাবলোকন করিলেন।

অনন্তর প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিপ্রায়বেদী মরীচ্যাদি-মুনিগণ "যস্মাৎ প্রমথ্য চেতস্ত্বং জাতোহস্মাকং তথা বিধেঃ। তস্মান্মন্মথনাম্না ত্বং লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি। জগৎসু কামরূপস্ত্বং ত্বৎসমো ন হি বিদ্যতে। অতস্ত্বং কামনাম্নাপি খ্যাতো ভব মনোভব। মদনান্মদনাখ্যস্ত্বং শম্ভোর্দর্পাচ্চ দর্পকঃ। তথা কন্দর্পনাম্নাপি লোকে খ্যাতো ভবিষ্যসি।" এইরূপে সেই পুরুষের নাম-নির্দ্দেশ-পুরঃসর "ত্বদাশুগানাং যদ্‌বীর্য্যং তদ্‌বীর্য্যং ন ভবিষ্যতি। বৈষ্ণবানাঞ্চ রৌদ্রাণাং ব্রহ্মাস্ত্রাণাঞ্চ তাদৃশম্।" এইরূপে তদীয় অস্ত্র-বীর্য্য-নির্দ্দেশ করিয়া, "স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে ব্রহ্মলোকে সনাতনে। তব স্থানানি সর্ব্বাণি সর্ব্বব্যাপী ভবান্ যতঃ। কিংবা চাতিবিশেষেণ সামান্যে নাস্তি তে সমঃ। যত্র যত্র ভবেৎ প্রাণী শাদ্বলা-স্তরবোহথবা। তত্র তত্র তব স্থানমস্ত্বাব্রহ্মসদোদয়ম্॥" এইরূপে সেই পুরুষের বাসস্থান-নির্দ্দেশ-সহকারে যখন সেই পুরুষকে বলিলেন যে, "দক্ষোহয়ং ভবতঃ পত্নীং স্বয়ং দাস্যতি শোভনাম্। আদ্যঃ প্রজা-পতির্যো হি যথেষ্টং পুরুষোত্তম॥" "এষা চ কন্যকা চারুরূপা ব্রহ্মমনো-ভবা। সন্ধ্যা-নামেতি বিখ্যাতা সর্ব্বলোকে ভবিষ্যতি। ব্রহ্মণো ধ্যায়তো যস্মাৎ সম্যগ্ জাতা বরাঙ্গনা। অতঃ সন্ধ্যেতি লোকেহস্মিন্নস্যাঃ

খ্যাতির্ভবিষ্যতি ॥” তৎকালে মরীচি ও অত্রি-প্রমুখ-মহামুনিগণের মুখ-নির্গত নিজ-নাম, অস্ত্রবীর্য্য, স্থান ও পত্নী, তথা বরাঙ্গনা-সন্ধ্যার নামনির্দ্দেশ-বিষয়ক উক্তরূপ-বচননিচয়-শ্রবণ-সমনন্তর কামদেবও উন্মাদন নামে বিখ্যাত কুসুমোদ্ভব কোদণ্ড, তথা হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ নামে প্রসিদ্ধ মুনিমোহকর-কৌসুম-বাণপঞ্চক গ্রহণ করিয়া, “প্রচ্ছন্নরূপী তত্রৈব চিন্তয়ামাস নিশ্চয়ম্।”

অনন্তর কামদেব নিশ্চয় করিলেন যে, “ব্রহ্মণা মম যৎ কার্য্যং সমুদ্দিষ্টং সদাতনম্। তদিহৈব করিষ্যামি মুনীনাং সন্নিধৌ বিধেঃ।” কিঞ্চ, “তিষ্ঠন্তি মুনয়শ্চাত্র স্বয়ং চাপি প্রজাপতিঃ। এষা সন্ধ্যা বরস্ত্রী চ দক্ষোঽপ্যত্র প্রজাপতিঃ। এতে শরব্যভূতা মে ভবিষ্যন্ত্যত্থ নিশ্চয়ম্। সন্ধ্যাপি ব্রহ্মণা প্রোক্তমিদানীমেব যদ্বচঃ। অহং বিষ্ণুর্হরশ্চাপি তবাস্ত্রবশবর্ত্তিনঃ। কিমন্যৈর্জন্তুভিরিতি তৎ সার্থং করবাণ্যহম্॥” এইরূপ চিন্তা ও নিশ্চয়-সহকারে পুষ্পধন্বা পুষ্প-চাপে পুষ্প-জ্যা এবং পুষ্প-বাণ যোজিত করিয়া, আকর্ষণ-দ্বারা বলয়াকার-কোদণ্ড-সাহায্যে ধাতা, মানসপুত্রগণ, প্রজাপতি-গণ, তথা সন্ধ্যা, প্রত্যেকের প্রতি পৃথক্ পৃথক্ পুষ্পশর-ক্ষেপণ-পুরঃসর সকলকেই সম্মোহিত অবলোকনে নিজ কর্ম্ম, নাম ও অস্ত্রাদির পরীক্ষা-কার্য্যে সর্ব্বথা সাফল্যলাভজনিত আনন্দ অনুভবে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে গগনগাত্রগত শ্রীশঙ্করদেব তাঁহাদিগকে তদবস্থাপন্ন অর্থাৎ “অথ ভাবযুতাং সন্ধ্যাং বীক্ষমাণঃ প্রজাপতিঃ। ঘর্ম্মাম্ভঃপূরিততনুরভিলাষমথাকরোৎ। ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মরীচ্যত্রিমুখা অপি। দক্ষাদ্যাশ্চ দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ প্রাপুর্ব্বৈকারিকেন্দ্রিয়ম্। দৃষ্ট্বা তথাবিধান্ দক্ষ-মরীচি-প্রমুখান্ বিধিং সন্ধ্যাঞ্চ”, ইত্যেবংপ্রকারে বর্ণিত-বিকৃতভাবাপন্ন দর্শন করিয়া, “অহো ব্রহ্মংস্তব কথং কামভাবঃ সমুদ্গতঃ। দৃষ্ট্বা স্বতনয়াং নৈতদ্ যোগ্যং বেদানুসারিণাম্। যথা মাতা তথা জামির্যথা জামিস্তথা সুতা। এষ বৈ বেদ-মার্গস্য নিশ্চয়স্ত্বন্মুখোত্থিতঃ। কথন্তু কামমাত্রেণ তত্তে বিস্মারিতং বিধে। ধৈর্য্যে জগদিদং ব্রহ্মন্ সমস্তং চতুরানন। কথং ক্ষুদ্রেণ কামেন তত্তে বিঘটিতং বিধে। একান্তযোগিনস্তস্মাৎ সর্ব্বদা দিব্যদর্শনাঃ। কথং দক্ষমরীচ্যাদ্যা লোলুপাঃ স্ত্রীষু মানসাঃ। কথং কামোঽপি

মন্দাত্মা প্রাপ্তকর্ম্মাধুনৈব তু। যুষ্মান্ শরব্যান্ কৃতবান্ অকালজ্ঞোঽল্প-চেতনঃ। ধিগস্তু তং মুনিশ্রেষ্ঠ যস্য কান্তাজনো হঠাৎ। ধৈর্য্যমাকৃষ্য লৌল্যেষু মজ্জয়ত্যপি তন্মনঃ॥" ইত্যুক্তরূপে দক্ষাদি-প্রজাপতি ও মানস-পুত্রগণের সহিত চতুরানন-ব্রহ্মার প্রতি বহুশঃ সাধুবাদ-প্রদান-সহকারে পুনঃ পুনঃ যে হাসোপহাস করিয়াছিলেন, তাবন্মাত্রে অত্যন্ত লজ্জিত উপহসিত ধিক্কৃত সরোজাসনদেব কথঞ্চিৎ আত্মমর্য্যাদা-পরিরক্ষণার্থে মদনের প্রতি শ্রীশঙ্করদেবের সমক্ষে "তব নেত্রাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ কন্দর্পো দর্পমোহিতঃ। ভবিষ্যতি মহাদেব কৃত্বা কর্ম্মাতিদুষ্করম্॥" এইরূপ শাপ-প্রদানের অনন্তর নিজ-শাপ-বাক্যের অব্যর্থতা-সম্পাদন এবং শ্রীশঙ্কর-দেবকৃত অপমানের প্রতিশোধ-গ্রহণতৎপরমানসে যৎকালে উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, তৎকালে তদীয়-চক্রান্তেরই ফলে এই শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন-ব্যাপারটী সংঘটিত হয় নাই কি?

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তবিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, যদি উপরি-বিবৃত উপক্রম অনুসারে শ্রীশঙ্কর-সম্মোহনরূপ অতি গুরুতর-ব্যাপারের সমুত্থান অঙ্গীকৃত হয়, তবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্তরূপ অতি দারুণ-শাপবচন শ্রবণ করিয়া, প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূত ন্যস্তাস্ত্র অতিভীত রতিপতি যখন বিনীত-ভাবে ভীতি-গদ্‌গদ-বচনে "ব্রহ্মন্ কিমর্থং ভবতা শপ্তোঽহমতিদারুণম্। অনাগাস্তব লোকেশ ন্যায়মার্গানুসারিণঃ। ত্বয়ৈবোক্তস্তু তৎকর্ম্ম যত্তু কুর্য্যামহং বিভো। তত্র যোগ্যো ন শাপো মে যতো নান্যন্ময়া কৃতম্। অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সর্ব্বে তচ্ছরগোচরাঃ। ইতি যদ্ভবতা প্রোক্তং তন্ময়াপি পরীক্ষিতম্। নাপরাধো মমাস্ত্যত্র ব্রহ্মন্ ময়ি নিরাগসি। দারুণং শময়স্বৈনং শাপং মম জগৎপতে।" এইরূপে প্রার্থনা-সাহায্যে শাপ-প্রদাতা প্রজাপতি-ব্রহ্মার সন্তোষ-সাধনে তৎপর হইলেন, তৎকালে যতাত্মা মদনের উক্তরূপ-বিনীত-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণে প্রসন্নাত্মা জগৎপতি ব্রহ্মা সদয়-হৃদয়ে "আত্মজা মম সন্ধ্যেয়ং যস্মাদেতৎসকাশতঃ। লক্ষ্যীকৃতোঽহং ভবতা ততঃ শাপো ময়া কৃতঃ। অধুনা শান্তরোষোঽহং ত্বাং বদামি মনোভব। ভবতঃ শাপশমনং ভবিষ্যতি যথা তথা। ত্বং ভস্মভূত্বা মদন ভর্গলোচন-বহ্নিনা। তস্যৈবানুগ্রহাৎ পশ্চাৎ শরীরং সমবাপ্স্যসি। যদা হরো মহাদেবঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্। তদা স এব ভবতঃ শরীরং প্রাপয়িষ্যতি॥" এইরূপে শাপোপশমন-কালের নির্দ্দেশ করিয়া, সহসা পিতৃচরণাবলোকন-পরায়ণ মুনীন্দ্র, মানসপুত্র, তথা দক্ষাদি-প্রজাপতিগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন এবং শ্রীশঙ্করদেবও মনো-মারুত-বেগে যথেষ্ট-দেশে গমন করিলেন।

অনন্তর যে সময়ে সর্ব্ব-প্রজাপতি-মুখ্য দক্ষ কন্দর্পের পত্নী-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক স্নেহ-সম্বোধন-সহকারে "মদ্দেহজেয়ং কন্দর্প মদ্রূপগুণসংযুতা। এনাং গৃহ্নীষ ভার্য্যার্থং ভবতঃ সদৃশীং গুণৈঃ। এষা তব মহাতেজাঃ

সর্ব্বদা সহচারিণী। ভবিষ্যতি যথাকামং ধর্ম্মতো বশবর্ত্তিনী।” এই কথা বলিয়া, নিজ-দেহ-স্বেদাম্বু-সম্ভবা কন্যার “রতীতি” নামকরণ-পুরঃসর যাবৎ অগ্রতঃ বরাসনে সুপবিষ্ট-কন্দর্পের করে রতিনাম্নী সেই কন্যাকে সম্প্রদান করিলেন, তাবৎ ক্ষণপ্রভাবৎ একান্ত গৌরী রতিকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া, আত্মাশুগ-বিদ্ধ মদন রতি-রাগ-রঞ্জিত-মানসে বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন এবং অতিমনোহরা রতিকে প্রাপ্ত হইয়া, উৎফুল্ল-লোচনে মোদ-ভরান্বিত-হৃদয়ে আনন্দ-বাহুল্য-নিবন্ধন প্রহৃষ্টাত্মা মদন বিধি-দত্ত সুদারুণ-শাপবচন বিস্মৃত হওয়ায়, আগ্রহভরে “অনয়া সহচারিণ্যা সম্যক্ সুন্দররূপয়া। সমর্থো মোহিতুং শম্ভুং কিমন্যৈর্জন্তুভির্বিভো। যত্র যত্র ময়া লক্ষ্যং ক্রিয়তে ধনুষোঽনঘ। তত্রানয়াপি চেষ্টব্যং মায়য়া রমণাহ্বয়া। যদা দেবালয়ং যামি পৃথিবীং বা রসাতলম্। তদৈষাপ্যস্তু সধ্রীচী সর্ব্বদা চারুহাসিনী। যথা পদ্মালয়া বিষ্ণোর্জ্জলদানাং যথা তড়িৎ। তথা মমৈষা ভবিতা প্রজাধ্যক্ষ সহায়িনী॥” ইত্যেবংরূপে প্রজাপতি দক্ষের সহিত কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন।

এদিকে শ্রীশঙ্করদেবের বাক্য-বিষে বিষমরূপে অর্দ্দিত শ্রীশিব-সম্মোহনে অত্যন্ত-চিন্তা-পরায়ণ গগন-গাত্র-গত-ব্রহ্মা সহসা ভূমিতলে অবস্থিত দক্ষাদি-প্রজাপতিকে তথা রতি-দ্বিতীয়-মোদযুক্ত-মদনকে নিরী-ক্ষণ করিয়া, ধরাতলে আগমনপূর্ব্বক আত্মকার্য্যোদ্ধারার্থ “অনয়া সহচারিণ্যা রাজসে ত্বং মনোভব। এষা চ ভবতা পত্যা যুক্তা সংশো-ভতে ভৃশম্। যথা শ্রিয়া হৃষীকেশো যথা তেন হরিপ্রিয়া। ক্ষণদা বিধুনা যুক্তা তয়া যুক্তো যথা বিধুঃ। তথৈব যুবয়োঃ শোভা দাম্প-ত্যঞ্চ পুরস্কৃতম্। অতস্ত্বং জগতঃ কেতুর্বিশ্বকেতুর্ভবিষ্যসি॥” ইত্যেবং-রূপ-মিষ্ট-বচনে মদনকে অধিকতর তুষ্ট, আপ্যায়িত, তথা পরিসান্ত্বিত করিয়া, পশ্চাৎ “জগদ্ধিতায় বৎস ত্বং মোহয়স্ব পিনাকিনম্। যথা সুখমনাঃ শম্ভুঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহম্। বিজনে স্নিগ্ধদেশে চ পর্ব্বতেষু সরিৎসু চ। যত্র যত্র প্রয়াতীশস্তত্র তত্রানয়া সহ। মোহয়স্ব যতাত্মানং বনিতাবিমুখং হরম্। ত্বদৃতে বিদ্যতে নান্যঃ কশ্চিদস্য বিমোহকঃ।

ভূতে হরে সানুরাগে ভবতোহপি মনোভব। শাপোপশান্তির্ভবিতা তস্মাদাত্মহিতং কুরু। সানুরাগো বরারোহাং যদীচ্ছতি মনোভব। তদা তবোপভোগায় স ত্বাং সম্ভাবয়িষ্যতি। তস্মাজ্জগদ্ধিতায় ত্বং যতস্ব হরমোহনে। শিবস্য ভব কেতুস্ত্বং মোহয়িত্বা মহেশ্বরম্॥" ইত্যেবংরূপ বচন-নিচয়-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবকৃত আত্মাপমানের প্রতিকারকল্পে শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন-লক্ষণ অতি গুরুতর-কার্য্য--সাধনার্থ মদনকে বিনিযুক্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে বিষকুম্ভ-পয়োমুখপ্রায়-লোক-পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীশিব-সম্মোহন-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, মদন যখন ব্রহ্মাকে বলিলেন যে, "করিষ্যেঽহং তব বিভো বচনাচ্ছম্ভুমোহনম্। কিন্তু যোষিন্মহাস্ত্রং মে তত্র কান্তাং প্রভো সৃজ। ময়া সম্মোহিতে শম্ভৌ যয়া তস্যানুমোহনম্। কার্য্যং মনোরমাং রামাং তাং নিদেশয় লোকভৃৎ।" তৎকালে কমলাসন-দেব রতি-পতির উক্তরূপ·বাক্য শ্রবণ করিয়া, গভীরতর-চিন্তায় নিমগ্ন হইলে, অনন্তর তাঁহার যে একটী সুদীর্ঘ-নিশ্বাস বিনিঃসৃত হইয়াছিল, সেই নিশ্বাসপবন হইতে তৎক্ষণমাত্রেই "শোণরাজীবসংকাশঃ ফুল্ল-তামরসেক্ষণঃ। সন্ধ্যোদিতাখণ্ড-শশি-প্রতিমাস্যঃ সুনাসিকঃ" বসন্ত উৎপন্ন হওয়ায়, ব্রহ্মা মদনকে সম্বোধন-পূর্ব্বক "এষ মন্মথ তে মিত্রং সদা সহচরো ভবেৎ। আনুকূল্যং তব কৃতৌ সর্ব্বদৈব করিষ্যতি।" তথা "অহং তাং ভাবয়িষ্যামি যা হরং মোহয়িষ্যতি।" এই কথা বলিয়া, মরীচি-প্রমুখ-মানসপুত্র, তথা প্রজাপতিমুখ্য-দক্ষ-প্রভৃতিকে সম্বোধন-পুরঃসর পরামর্শ-ছলে এইরূপ প্রশ্ন করিলেন যে, "ভবিত্রী শম্ভুপত্নী কা ? কা তং সম্মোহয়িষ্যতি ?" কিঞ্চ, পুনরপি ব্রহ্মা কহিলেন, হে দক্ষ ! আমি বিশেষরূপ চিন্তা করিয়াও, সন্ধ্যা, সাবিত্রী, তথা উমাদেবী ভিন্ন এবং জগন্ময়ী-মহামায়া ব্যতীত আর কাহাকেও শ্রীশঙ্করদেবের মোহকর্ত্রী-রূপে অবলোকন করিতেছি না। অতএব আমি মনে করিতেছি যে, সর্ব্বব্যাপনশীল সেই পরমাত্মদেবের যোগনিদ্রা-স্বরূপিণী-মহামায়াদেবীকে স্তুতি-দ্বারা প্রসন্না করিতে চেষ্টা করিব এবং "ভবাংস্তু দক্ষ তামেব যজতাং বিশ্বরূপিণীম্। যথা তব সুতা ভূত্বা হরজায়া ভবিষ্যতি।"

প্রজাপতি দক্ষ লোকপিতামহ-ব্রহ্মার উক্তরূপ-বচন শ্রবণ করিয়া, মরীচ্যাদি-মহামুনিগণ-কর্ত্তৃক ঈরিত হইয়া বলিলেন যে, আমি তথা তথা প্রকারে যত্ন অবলম্বন করিব, যাহাতে সেই দেবী মহামায়া আমার কন্যারূপে শরীর-ধারণ-পূর্ব্বক শ্রীশঙ্করদেবের মনোহরা পত্নীরূপে তাঁহার জায়াস্থান অধিকার করিতে সম্মতা হন। এই কথা বলিয়া, মরীচি-প্রমুখ-মুনিগণ তথা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত-প্রজাপতি-দক্ষ জগদম্বিকা-জগন্ময়ী-মহামায়াকে হৃদয়দেশে ধ্যান-সাহায্যে অবস্থাপিতা করিয়া, প্রত্যক্ষতো জগজ্জননীর দর্শন এবং তাঁহাকে কন্যারূপে প্রাপ্ত হইতে অভিলাষ করিয়া, ক্ষীরোদ-সাগরের উত্তরতীর-প্রদেশে অবস্থিতি-পূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলেন এবং স্বয়ং লোক-পিতামহ-ব্রহ্মাও মন্দরাচলসমীপে "পুণ্যাৎ" পুণ্যতর-প্রদেশে গমন-পূর্ব্বক জগদ্ধাত্রী-মহামায়ার মর্ত্ত্যাবতরণ কামনা করিয়া, সেই দেবীকে "তুষ্টাব বাগ্‌ভিরর্থ্যাভিরেকতানং শতং সমাঃ।" পাঠকমহোদয়গণ! আমি আপনাদিগের বিস্পষ্টতঃ অবগতির জন্য এই সকল কথা যদিচ গত-গ্রন্থে লিপিবদ্ধা করিয়াছি, তথাপি ব্যবহিত-বিষয়ের পুনঃ স্মরণার্থ তথা প্রকারান্তরে আপনাদের কথঞ্চিৎ সন্তোষ-সম্পাদনার্থ অধিগত-বিষয়ের আংশিকী-সংক্ষিপ্ততরা আলোচনা করিয়া, "অসিদ্ধার্থা নৈব," ইত্যাদি-ব্যাখ্যাস্যমান-শ্লোকের ব্যাখ্যানাংশে উপযোগিতানুসারে অধুনা উদ্ভাবিত-মদন-ভস্ম-বিষয়ক আবশ্যকানুরূপ-যাবতীয় ইতিবৃত্ত-সংগ্রহের অনন্তরবর্ত্তী গ্রন্থে কল্পিত-প্রশ্ন-সমূহের মর্ম্ম-মাত্রাবলম্বনে আমি যে অপেক্ষিত উত্তরদান করিতে চেষ্টা করিয়াছি, বা অন্যত্র কল্পিত অপর-বিধ-প্রশ্নের পরিহারার্থ যে চেষ্টা করিব, তজ্জন্য আপনারা আমার পুনরুক্তি-দোষ-মার্জ্জনা করিবেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তবিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—অষ্টাবিংশ অধ্যায়

সম্প্রতি প্রবর্ত্তিষ্যমাণ-গ্রন্থে শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন, অথবা মদন-ভস্ম-প্রসঙ্গ-সমাশ্রয়ণে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান-চিন্তন-মননে সমধিক আগ্রহপরায়ণ-বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণের মানসসমুল্লাসরূপে বর্ত্তমান-বিংশ-পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে, সেই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তরদান অবসরে আমি শাস্ত্রার্থ-কুশল-পাঠকবর্গকে এতাবন্মাত্র জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, মদন-ভস্ম বিষয়ক-বৃত্তান্তাবলম্বনে আমি যে পৌরাণিকী, পুরাতনী, প্রকর্ষশালিনী, পাপ-প্রশমনী, শুভকরী, সম্যক্ জ্ঞানপ্রদা, কামদুঘা ইতিহাস-কথা-সংগ্রহ করিয়াছি, সেই সংগৃহীত ইতিবৃত্ত-পাঠে আপনারা আপনাদের মানসে সমুল্লসিত-প্রশ্ন-সমূহের সম্যক্ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না? প্রজাপতি-দক্ষের দিব্য-মানে বর্ষ-সহস্র-ত্রয়ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান এবং লোকপিতামহ ব্রহ্মার দিব্য-বর্ষের শতসম্বৎসরব্যাপী সংস্তবন-ফলে নির্দ্দিষ্ট-সময়াবসানে উভয়ের সমক্ষে ক্রমশঃ প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূতা "স্নিগ্ধাঞ্জন-দ্যুতিশ্চারুরূপোত্তুঙ্গা চতুর্ভুজা। সিংহস্থা খড়্গনীলাব্জহস্তা মুক্তকচোৎকরা।" দেবী পারমেশ্বরী সনাতনী মহামায়া শ্রীমতী কালিকা "উৎপন্না দক্ষজায়ায়াং চারুরূপেণ শঙ্করম্। অহং সভাজয়িষ্যামি প্রতি সর্গং পিতামহ।" এইরূপে প্রতিশ্রুতি-প্রদান দ্বারা পদ্মাসনদেবের প্রার্থনা পূর্ণা করিয়া, পশ্চাৎ প্রজাপতি দক্ষের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শন-পুরঃসর "অহং তব সুতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমুদ্ভবা। হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিরাত্তু প্রজাপতে। যদা ভবান্ ময়ি পুনর্ভবেন্মন্দাদরস্তদা। দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যথবেতরা" এইরূপ বর-প্রদান-সমনন্তর পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতি অনুসারে বীরণ-তনয়া অসিক্নী এবং বীরিণী নামে প্রসিদ্ধা দক্ষ-পত্নীর গর্ভে দক্ষপ্রজাপতির প্রথম-সঙ্কল্প-মাত্রেই সদ্যঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

অনন্তর ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিতা "অতীব রূপেণাঙ্গেন সর্ব্বাঙ্গ-সুমনোহরা" দেবী মাতার অনুজ্ঞাবশতঃ নিজগৃহে শ্রীশঙ্করদেবের সম্যক্ আরাধনা-বিষয়ে তৎপরা হইয়া, এক আশ্বিন হইতে অপর আশ্বিন-পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ-মাস-সাধ্য-নন্দাব্রতাচরণ-সাহায্যে তথা কঠোরতর-তপশ্চর্য্যা-ব্রত-সাহায্যে যোনিজাতিদূষিত-গর্ভ-গত-বীজ-পরিপুষ্ট-নিজ-দেহের সংস্কার-সাধন-দ্বারা পবিত্রতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতাবস্থায় আশ্বিন-মাসীয়-শুক্লাষ্টমী-তিথি প্রাপ্তা হইয়া, উপবাস-সহকারে বিবিধ উপচার অর্পণ-পুরঃসর একান্ত-ভক্তি-ভরে দেবদেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের উপহার-বহুল-পূজাকার্য্য পরিসমাপ্ত করিয়া, নন্দাব্রতাবসানে নবমী-দিবসে দিনভাগতঃ নন্দাব্রতের পরিপূর্ণতা-নিবন্ধন-ব্রত-ফল-বিধানার্থ সমাগত প্রত্যক্ষতঃ আবির্ভূত শ্রীশঙ্করদেবের ত্রিজগদারাধ্য-শ্রীচরণ-সরোজ-যুগল অবলোকনে লজ্জাবনত-বদনে আমোদ-যুক্ত-হৃদয়ে বিনীতভাবে ভক্তি-ভরাবনত-মস্তকে প্রণামান্তে যখন স্তুতি-বচনে তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে ব্যগ্রা হইলেন, তৎকালে নন্দা-ব্রত-ধারিণী সতীদেবীর মনোগত ভাব অবগত হইয়াও, তপশ্চর্য্যা-ফলপ্রদ জগৎপতি শ্রীমন্মহাদেব-কর্ত্তৃক তদ্বাক্য-শ্রবণেচ্ছাবশে "অনেন ত্বদ্‌ব্রতেনাহং প্রীতোঽস্মি দক্ষনন্দিনি। বরং বৃণু প্রদাস্যামি যস্তবাভিমতো ভবেৎ॥" ইত্যেবংরূপে অভিহিতা হইলেও, "সাপি ত্রপা-সমাবিষ্টা নো বক্তুং হৃদয়ে স্থিতম্। শশাক বালাভীষ্টং যল্লজ্জয়াচ্ছাদিতং যতঃ।"

অর্থাৎ ত্রপা-সমাবিষ্টা বালা সতীদেবী হৃদয়ে স্থিত অভীষ্ট লজ্জার ঘন আবরণে আচ্ছাদিত হওয়ায়, বাগ্-ব্যাপার-সাহায্যে পরিব্যক্ত করিতে সমর্থা হইলেন না দেখিয়া, তথা "ত্বমেভিঃ স্বগণৈঃ সার্দ্ধং রত্যা চ মধুনা সহ। যথেচ্ছতি তথা দারান্ গ্রহীতুং কুরু শঙ্করঃ॥ যত্র যত্র প্রযাতীশ-স্তত্র তত্রানয়া সহ। মোহয়স্ব যতাত্মানং বনিতা-বিমুখং হরম্॥" ইত্যাদি ব্রহ্ম-বাক্য-প্রণোদিত, পূর্ব্ব হইতেই দক্ষ-ভবনে সমাগত, সাবধানে অবস্থিত, উপযুক্ত অবসরজ্ঞ, বসন্ত-সহচর, রতি-সহায়বান্ কন্দর্পদেব এতাদৃশাবসরে নেত্র ও বক্ত্র-ব্যাপার-লক্ষণ-লিঙ্গে লিঙ্গিত শ্রীশঙ্কর-দেবকে বামা-পরিগ্রহ-বিষয়ে অভিপ্রায়-সম্পন্ন অবলোকন করিয়া,

নেত্র-বক্ত্র-বিকার-লক্ষণ-বিবরের অপরিহার্য্যতা-নিবন্ধন অতি গোপনে উন্মাদনাখ্য-পৌষ্প-শরাসনে কুসুম-শর-সন্ধান-পূর্ব্বক হর্ষণ-বাণের আবির্ভবনাভিপ্রায়ে অভিমন্ত্রণান্তে তদ্দ্বারা শ্রীহরদেবকে হৃদয়দেশে বিদ্ধ করিলে পর, হর্ষণ-বাণ-সাহায্যে হর্ষিত শ্রীপরমেশ্বরদেব পরম-ব্রহ্ম-চিন্তন বিস্মৃত হইয়া, শ্রীমতী সতীর পূর্ণ-শশধর-সম-সমুজ্জ্বল-মুখ-মণ্ডল মুহুর্ম্মুহুঃ সতৃষ্ণ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন ।

কিন্তু, তৎকালাবসরে পুনরপি মনোভবকর্ত্তৃক মোহনাখ্য-বাণ-সাহায্যে বিদ্ধ, সুতরাং প্রথমতঃ হর্ষিত, পশ্চাৎ ভৃশং বিমোহিত শ্রীশম্ভুদেব স্বয়ং মহামায়া-স্বরূপিণী শ্রীমতী সতীদেবী-কর্ত্তৃকও পুনঃ পুনঃ বিমোহিত হইয়া, সংকোচ-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক যাবৎ হর্ষ-মোহ-সহকৃত-সম্ভোগ-সুখ-বিলাসভাব পরিব্যক্ত করিলেন, তাবৎ আত্মপ্রতিজ্ঞা-স্মরণ করিয়া, স্বীয়-লজ্জাভাব-পরিহার-পুরঃসর শ্রীমতী সতীদেবীও যেমন "মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থ-কারকং," এইরূপ বর-প্রার্থনা-বচন উচ্চারণ করিলেন, তৎক্ষণমাত্রেই সংস্কার-সংস্কৃতা তপোব্রত-বিশুদ্ধা গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতা অতএব ভার্য্যার্থে পরিগ্রহণ-যোগ্যা বিবেচনা করিয়া, সমুৎসুক-হৃদয়ে শ্রীবৃষধ্বজদেব শ্রীমতী সতীদেবীর বাক্যাবসান অপেক্ষা না করিয়াই, শ্রীমতী সতীদেবীর প্রার্থনানুরূপ বরমিত্যর্থকারক অভীষ্ট বর-প্রদানাভিপ্রায়ে মুহুর্ম্মুহুঃ "ভবস্ব মম ভার্য্যেতি", "ভবস্ব মম ভার্য্যেতি", বাক্য-কথনে প্রবৃত্ত হইলে, শ্রীশঙ্কর-দেবের উক্তরূপ অভীষ্ট-ফল-ভাবন-বচন-শ্রবণ করিয়া, মনোগত-বরপ্রাপ্তি-নিবন্ধন প্রমুদিতান্তঃকরণে স্ফটিকোজ্জ্বল-কলেবর-সকাম শ্রীহরদেবের পুরোভাগে তূষ্ণীম্ভাবাবলম্বনে অবস্থিতি, তথা স্ত্রীজনোচিত-নিজ-হাব-ভাব-প্রকাশন-পুরঃসর "চন্দ্রাভ্যাসেঽঙ্কলেখেব" শোভমানা, স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জন-প্রভা, চারু-হাসিনী, শৃঙ্গার-রস-ভাব-সমাবিষ্টা শ্রীমতী সতী পুনঃ পুনঃ কামমোহিত-শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক "মম ভার্য্যা ভব", মম ভার্য্যা ভব," এইরূপে অভিহিতা হইয়া, "পিতুর্ম্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহীষ্ব জগৎপতে।" এইরূপ পরিমিত-বচনে শ্রীহরদেবকে সমাশ্বাসনান্তে প্রণাম করিয়া, হর্ষ-মোহ-সমন্বিতাবস্থায় মাতার নিকটে গমন করিলে, পশ্চাৎ শ্রীশঙ্কর-দেবও হিমবৎপ্রস্থে নিজাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন।

পশ্চাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং নারদ, মরীচি ও অত্রি-প্রমুখ-মহামুনিগণের সমুদ্যোগে প্রজাপতিমুখ্য-দক্ষ-কর্ত্তৃক আত্মজার পাণিগ্রহণার্থে সাদরে সসম্মানে পরম-ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্বর্দ্ধনা-সহকারে সমাহূত বরাসনোপবিষ্ট ত্রৈলোক্যেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীকরকমলে "যোগযুক্তে ময়ি তথা যোগিন্যেব ভবিষ্যতি। কামাসক্তে ময়ি পুনর্ম্মোহিন্যেব ভবিষ্যতি।" ইত্যেবংবিধ-শ্রীশাঙ্করমতানুবর্ত্তিনী-নিজ-কন্যা-দাক্ষায়ণী-সতী শুভ-মুহূর্ত্তে ও শুভ লগ্নে ভার্য্যার্থে সমর্পিতা হইলে, দেবী দাক্ষায়ণী-সতী শ্রীপশুপতিদেবকে প্রাণ-পতিরূপে প্রাপ্তা হইয়া, যেরূপে অনুমোহিত করিয়াছিলেন, পাঠক-মহোদয়গণ! মদন-ভস্ম-বিষয়ক-মৎসংগৃহীত-পুরাবৃত্ত-পাঠে তাহা কি আপনারা অবগত হইয়াছেন ? বর্ত্তমান-বিংশ-পরিচ্ছেদের উপক্রমভাগে উপনিবদ্ধ-প্রশ্ন-সকলের যথাযথ উত্তর-প্রদানার্থ যখন এই মদন-ভস্ম-বিষয়িণী ইতিহাস-কথার অবতারণা করা হইয়াছে, তখন ইতিহাস-কথা-বসানে একবার ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এই ইতিহাস পাঠকবর্গের হৃদয়ে সমুল্লসিত-প্রশ্ন-সমূহের যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হইয়াছে কি না?

এই জন্যই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে, পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা এই ইতিহাস-পাঠে পূর্ব্বকালে যতিপ্রবর-পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবকে শ্রীকালিকাদেবী সতী-রূপ-ধারণ-পুরঃসর কিরূপে মোহিত করিয়াছিলেন ? সর্ব্বথা সংসার-বিমুখ-যতি-প্রবর সর্ব্বদা-ধ্যান-নিলয়ভূত-সংযমি-শ্রেষ্ঠ-শ্রীহরদেবকে সতীরূপা শ্রীমতী কালী কেমন করিয়া সংক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন? কেমন করিয়াই বা প্রজাপতি-দক্ষ-পত্নীর উদর-বিবরে শোভনা শ্রীমতী সতী সমুৎপন্না হইয়াছিলেন ? কিরূপেই বা শ্রীহরদেব দার-সংগ্রহ-কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন ? কেনই বা পিতা-দক্ষের প্রতি কোপবশতঃ পুরাকালে শ্রীমতী সতীদেবী নিজ-দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন ? পুনশ্চ, সমাগতা দেবী সতী হিমালয়-তনয়া-পার্ব্বতীরূপে কি কারণে সঞ্জাতা হইয়াছিলেন ? প্রথমতঃ শ্রীশিবমানসে সংক্ষোভ সমুপস্থিত করিয়াও, মন্মথদেব দগ্ধ, বা নিহত হইলেন না কেন ? দ্বিতীয়তই বা শ্রীশঙ্করমানসোন্মথনে প্রবৃত্ত হইয়া, কামদেব ভস্মীভূত, বা নিহত হইলেন কেন? এবং পুনরপি মেনকা-কন্যা শ্রীমতী উমাদেবী স্মর-বিনাশন শ্রীশম্ভুদেবের শরীরার্দ্ধহরণে

কিরূপে সমর্থা হইয়াছিলেন ? বর্ত্তমান-পরিচ্ছেদের আরম্ভাবসরে উপন্যস্ত এই সকল-প্রশ্নের মধ্যে অন্তিম-প্রশ্ন ব্যতীত অপরাপর-প্রশ্ন-সমুদায়ের যথাযথ উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না ?

পুনশ্চ, মদন-ভস্ম-বিষয়োপযোগী ইতিহাস-সমাপ্তির অনন্তরবর্ত্তী গ্রন্থভাগে অবতারিত মদন কে ? কাহার পুত্র ? কীদৃশ উপক্রমে কোন্ সময়ে কিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন ? মদন যোনিজ ? কিম্বা পিতামহের মানস-সম্ভূত ? পুষ্পময়-কোদণ্ড ও পঞ্চবিধ-পুষ্পবাণ মদন কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন ? কে তাঁহাকে বিশ্ব-বিমোহন-কার্য্যে নিযোজিত করিয়াছেন ? কে তাঁহার নামকরণ করিয়াছেন ? মন্মথ, কাম, মদন, দর্পক ইত্যাদি-নামের সার্থকতা কীদৃশী ? বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, বা রৌদ্রাস্ত্র হইতেও মদনের আশুগ-পঞ্চকের বীর্য্যাধিক্যের কারণ কি ? স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও ব্রহ্মালোকে, অধিক কি, যে সকল-দেশে নব-নব-বহুল-তৃণাদি সমুৎপন্ন হয়, বা যে কোন জাতীয় প্রাণী বাস করে, আব্রহ্মভবন সেই সেই স্থানে প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়-দেশে মদনের আবাস-স্থান কে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ? শ্রীশিব-বিমোহন-কার্য্যে মদনকে কে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ? শ্রীশিবসম্মোহন কি অল্প-কথা ? মুখের কথা ? অথবা অল্প উদ্যম-উদ্‌যোগে সম্ভবপর হইতে পারে ? ইত্যাদি প্রশ্নসমূহের যথাযথ-সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন কি না ? ভরসা করি, প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ ! "অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে", ইত্যাদি-পঞ্চদশ-শ্লোকের অল্পগ্রন্থ-বিবরণ-প্রণয়নাবসরে আমি মদীয় অল্পায়তন-বুদ্ধি-বিভবপ্রমাণে উক্ত-শ্লোক-সৌধের চন্দ্রশালা-পর্য্যন্ত-বিনির্ম্মাণ-ব্যাপারে মূল-ভিত্তি-প্রভৃতির দৃঢ়ীকরণ-পুরঃসর সৌন্দর্য্য-সম্পাদন-তৎপর-মানসে সুন্দর-সুন্দরাতিসুন্দরতরোপকরণ-সংগ্রহ উপলক্ষে ঐতিহাসিক-তত্ত্ব-সঙ্কলন-কালে ইতিহাস-গ্রন্থের আদ্যন্ত-ভাগে উপকল্পিত আপনাদের মানসে সমুল্লসিত, বা আশঙ্কিত-প্রশ্নসমূহের যে সংক্ষিপ্ত উত্তর-দান করিয়াছি, তাবন্মাত্রে আপনারা পরিতুষ্ট হইবেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—একোনত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশিব-মহিম-বিকাশ-গ্রন্থের বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণকে বোধ করি, আর বিশেষ করিয়া, পরিচয়-প্রদান করিতে হইবে না যে, মদন কে? স্থষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মা যথাবিধি অর্থাৎ পূর্ব্ব-পূর্ব্বকল্পীয়-বিধান, বা স্থষ্টি-প্রক্রমানুসারে দক্ষ-প্রমুখ-প্রজাপতি, তথা মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরাঃ, ক্রতু, পুলস্ত্য, বশিষ্ঠ, নারদ, প্রচেতাঃ ও ভৃগু, এই দশটী মানস-পুত্র, তথা সন্ধ্যা-নাম্নী মানসী-কন্যার সর্জ্জনাবসানে যখন এই স্থষ্ট-বিশ্ব-প্রপঞ্চে সন্ধ্যার অবশ্যকরণীয়রূপে কীদৃশ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইবে? এবং এই সন্ধ্যা কোন্ সৌভাগ্যবান্ মহাপুরুষপ্রবরের বরবর্ণিনী প্রিয়তমা পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্টা হইবেন? এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে উক্তরূপে চিন্তা-পরায়ণ ব্রহ্মার মানস-ক্ষেত্র হইতে সহজ-কবচকুণ্ডল-মণ্ডিত কুন্তীর কানীন-পুত্র-কর্ণের ন্যায় সহজ-কবচ-কুণ্ডলে-মণ্ডিত, উন্মাদনাখ্য-কুসুম-শরাসনে শোভিত, বিবিধ-কুসুম-ভূষণে ভূষিত, অতীব বেগবিশিষ্ট-পঞ্চ-পুষ্পায়ুধধারী, আকর্ণ-বিশ্রান্ত-বিশালনয়ন-দ্বয়ের পরিতো ভ্রামণ, তথা কটাক্ষ-পাত-সাহায্যে কমনীয়-দর্শন, নানাবিধ-সদ্গন্ধে পরিপূর্ণ-কুসুম-সকলের পরমাকর-ঋতু-রাজ-বসন্তনামা সহচরের ভাবী আবির্ভাব-সূচক বিবিধসদ্গন্ধশালী মলয়-মারুতোপম-নিশ্বাস-পবনে সমন্বিত, শৃঙ্গার-রস-সেবিত পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন।

যিনি উৎপন্ন হইয়াই, পিতা কমলাসনদেবের নিকট হইতে আত্মোচিত-ন্যায্য-কর্ম্ম, যথাযোগ্য-নাম, উপযুক্ত-স্থান এবং অনুরূপা-মনোরমা-চিত্তবৃত্ত্যনুসারিণী পত্নী-প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যিনি প্রণাম-সন্তুষ্ট-পিতার আদেশানুসারে সনাতনী-স্থষ্টির চিরকালাবস্থায়িত্বাভিপ্রায়ে নিজ-চারুতররূপ ও পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চক-সাহায্যে জগতীতলস্থ--বিবিধ-জাতীয়-যাবতীয়-স্ত্রী-পুরুষের সম্মোহন-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন,

দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, অসুর, দৈত্য, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পক্ষী, পশু, মৃগ, কীট, পতঙ্গ ও জলজ-জাতীয়-জীবগণের মধ্যে কেহই যাঁহার শর-পাত-পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, অন্যান্য-প্রাণিগণের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং ব্রহ্মা, বাসুদেব এবং সর্ব্বদেবেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব-পর্য্যন্ত যাঁহার কৌসুম-শর-পঞ্চকের লক্ষ্য, বা শরব্যভূত, যাঁহার পুষ্পবাণ-পঞ্চকের লক্ষ্য, বা শরব্য-ভূত নহে, এমন কোন প্রাণধারী জীব এই জগন্মণ্ডলে বিদ্যমান নাই।

যিনি প্রচ্ছন্নরূপে জীবগণের হৃদয়-দেশে প্রবেশ করিয়া, সদাকাল সুখ-হেতুরূপে আত্ম-পরিণাম-সম্পাদন-পূর্ব্বক সনাতনী-সৃষ্টির প্রতি সহায়তা করিতেছেন, যাঁহার পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চকের সদাকাল মুখ্য-লক্ষ্য-স্থল জীব-নিবহের হৃৎ-পদ্মগোলকাবস্থিত মনো-মাত্র, যিনি ইন্দ্রিয়-দশকাধিপতি হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরবর্ত্তী মনো-মাত্রকে নিজ-কৌসুম-শর-পঞ্চকের সার্ব্বকালিক-লক্ষ্য, বা শরব্যে পরিণত করিয়া, সর্ব্বজাতীয়-প্রাণিগণের নিত্যকাল মদমোদাদি-সম্পাদন-পুরঃসর আত্ম-কীর্ত্তি, আত্ম-মর্য্যাদা, তথা আত্মসত্তা প্রখ্যাপিতা করিতেছেন, যিনি ব্রহ্মদেব-কথিত সৃষ্টি-প্রাবর্ত্তক উক্তরূপ-কর্ম্ম-সমূহের নিপুণ-জনোচিত অনুষ্ঠান করিয়া, অদ্যাপি পরমারাধ্য-পিতৃদেবের আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন করিতেছেন, পরেঙ্গিতজ্ঞান-ফলপ্রসবিনী বুদ্ধির সাহায্যে কমলাসনদেবের ইঙ্গিত-পরিচালিত, পিতার অভিপ্রায়জ্ঞ-মরীচি-প্রমুখ-মহামুনিগণ কারণ-নির্দ্দেশ-সহ যাঁহার মন্মথ, কাম, মদন ও দর্পক, ইত্যাদি-সদর্থান্বিত-নাম-করণ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র ও রৌদ্রাস্ত্র অপেক্ষাও নিসর্গতঃ অতিপ্রথিত-প্রভাব-সম্পন্ন হইলেও, মরীচি-প্রমুখ-মহামুনিগণের শ্রীমুখ-পদ্ম-বিনির্গত-ব্যঞ্জক-বচন-গৌরব-বশে যাঁহার পুষ্প-ময়-বাণ-পঞ্চকের অন্যান্য-সর্ব্ববিধ অস্ত্র অপেক্ষা সমধিক-বীর্য্যবত্তা পরিলক্ষিতা হইয়াছে।

সনাতন-ব্রহ্মলোকে, স্বর্গে, মর্ত্ত্যে ও পাতালাদি-লোকে সর্ব্বত্র যাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যিনি সর্ব্বব্যাপী, বাক্যদ্বারা অতিবিশেষ করিয়া, অধিক আর কি বলিব ? সামান্যতঃ এই জগন্মণ্ডলে যাঁহার সমান

বীর অপর কেহ নাই, যেখানে যেখানে যে কোন প্রাণী বাস করে, অথবা নব-নব-তৃণাদি সমুৎপন্ন হয়, কিম্বা পত্র-পুষ্প-ফলভরাবনত-শাদ্বল-তরু-সকল-অবস্থিতি করে, "আব্রহ্ম-ভবনাৎ" সেই সকল-স্থানে আবাস-স্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, যিনি সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিয়া থাকেন, যিনি উক্তরূপে কর্ম্ম, অভিধান ও বাসস্থান প্রাপ্ত হইয়া, পিতা পদ্মাসনদেব-কর্ত্তৃক-সমুদ্দিষ্ট-নিজ-সদাতন-কর্ম্মের পরীক্ষা আবশ্যকী বিবেচনা করিয়া, উন্মাদন-নামে বিখ্যাত-কুসুমোদ্ভব-কোদণ্ড, তথা হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ-নামে প্রসিদ্ধ-কৌসুম-শর-পঞ্চক-গ্রহণ-পুরঃসর নিভৃত-দেশে প্রচ্ছন্নরূপে আলীঢ়পদে অবস্থিত হইয়া, যত্নসহকারে আকর্ণান্ত আকর্ষণ-সাহায্যে বলয়াকারে পরিণত সুতরাং মণ্ডলীকৃত-কৌসুম-কোদণ্ড-নির্ম্মুক্ত-পঞ্চ-পুষ্পবাণ-দ্বারা ব্রহ্মা, সন্ধ্যা, মরীচ্যাদি-মানসপুত্রগণ, তথা দক্ষ-প্রমুখ-প্রজাপতিগণের মধ্যে প্রত্যেক-ব্যক্তিকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিদ্ধ করিয়া, পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অর্থাৎ সন্ধ্যার প্রতি ব্রহ্মার, মানসপুত্রগণের ও দক্ষাদি-প্রজাপতিগণের, তথা ব্রহ্মার প্রতি, মরীচি-প্রভৃতি-মানসপুত্রগণের প্রতি এবং দক্ষাদি-প্রজাপতিগণের প্রতি সন্ধ্যার কাম-কৃত-চাঞ্চল্য, স্মরবিকার, বা মানসানুরাগ আপাদনের অনন্তর যাহাতে তাঁহারা সকলে যথোচিত ইন্দ্রিয়বিকার প্রাপ্ত হন, তথাবিধরূপে বিশেষ-যত্ন অবলম্বনে পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে সম্মোহিত করিয়াছিলেন।

পশ্চাৎ কন্দর্পশরবিদ্ধা সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষ-সম্পন্ন প্রবৃদ্ধ-মদন উদীরিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মা তথাকথিত অবস্থায় গগনগাত্রগত শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-পরিদৃষ্ট এবং সসাধুবাদ পুনঃ পুনঃ উপহসিত হইয়া, লজ্জিতান্তঃ-করণে ভ্রুকুটী-কুটিল আননে ক্রোধসংরক্ত-লোচনে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সমক্ষে যাঁহার প্রতি "তুমি অবশ্যই অতি দুষ্কর-কর্ম্ম-সাধন করিয়া, শ্রীত্রিলোচনদেবের ললাট-ফলকস্থ-তৃতীয়-লোচনানলে নির্দ্দগ্ধ হইবে", এই-রূপ শাপ-প্রদান করিয়াছিলেন, উক্তরূপ-শাপ-প্রয়োগপূর্ব্বক বিধাতা অন্তর্হিত হইলে, প্রজাপতি-দক্ষ, সুদারুণ-শাপ-বচন-শ্রবণে নিতান্ত-বিষণ্ণ যে পুরুষকে প্রহৃষ্ট করিবার জন্য, অগ্রতঃ অবস্থাপিত-বরাসনে আরোপিত করিয়া, নিজ-দেহ-স্বেদ-সম্ভূতা দুহিতাকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি

রতিনাম্নী দক্ষনন্দিনীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়া, মোদ-ভরান্বিত-মানসে আনন্দ-বাহুল্য-বশতঃ বিধিদত্ত-সুদারুণ-শাপ বিস্মৃত হইয়া, দক্ষ-প্রজাপতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, অধুনা আমি অন্যান্য-জন্তুগণের কথা দূরে থাকুক, এই সুন্দররূপা-সহচারিণীর সম্যক্ সহায়তায় শ্রীশঙ্করদেবকেও বিমোহিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

অনন্তর যে সময়ে গর্ভদোষ, যোনিদোষ ও বীজদোষ বিনাশ-বাসনায় নন্দাব্রতাচরণও সুদুশ্চর-তপোনুষ্ঠান-প্রভৃতি-সাহায্যে নিজ-শরীরের পরম-বিশুদ্ধতা-সম্পাদন-পূর্ব্বক দক্ষসুতা শ্রীমতী সতী শ্রীশঙ্করদেবকে পতিরূপে প্রাপ্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া, একতান-মানসে প্রেম-পবিত্র-প্রগাঢ়তরা আরাধনার পরিপাক-বশে নিজ-সুবিপুল-তপোবলে সমাকৃষ্ট-সম্মুখাগত শ্রীবিশ্বনাথদেব-সকাশে তদীয় অনুমতিক্রমে বরপ্রার্থনাবসরে মনোগত অভীষ্ট-বর-প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা থাকিলেও, লজ্জা-বশতঃ বচন-নিষ্পাদনে প্রযত্ন-সত্ত্বেও, পুনঃ পুনঃ অসমর্থা হইতেছিলেন, তাদৃশ অবসরে মহাদেবী শ্রীমতী সতীর প্রতি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতির প্ররোচনানুসারে শ্রীশঙ্করদেব অভিপ্রায়সম্পন্ন হইলে, উক্তরূপ-বিবর প্রাপ্ত হইয়া, অতি গোপনে যিনি নিজ-কুসুম-শরাসনে পুষ্পময়-শর-সন্ধান-পূর্ব্বক হর্ষণ-বাণ-দ্বারা শ্রীমন্মহাদেবকে হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়াছিলেন, যাঁহার বাণ-প্রভাবে হর্ষিত, তথা বিমোহিত শ্রীশঙ্করদেব সৃষ্টিকার্য্যে সাহায্য-দানার্থ তথা ব্রহ্ম-বচনের যাথার্থ্য-রক্ষণার্থ কাম-শর-বিদ্ধ-হৃদয়ে কন্দর্প-শর-বিদ্ধা শ্রীমতী সতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি নিজ-বাণ-প্রতাপে শ্রীশঙ্করদেবকে-পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ করিয়া, ত্রিজগজ্জয়ী বীর, বা ধন্বিবররূপে জগতীতলে পরিচিত হইয়াছেন।

অধিক কি বলিব? এই সদেবাসুর-নর-জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ দেব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, মহোরগ, অসুর, দৈত্য, বিদ্যাধর, রাক্ষস, যক্ষ, পিশাচ, ভূত, বিনায়ক, গুহ্যক, সিদ্ধ, মনুষ্য, পক্ষী, পশু, মৃগ, কীট, পতঙ্গ, জলজ-মকর-মৎস্যাদি, এমন কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি-সহিত স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ও সনাতনব্রহ্মলোকে, এক কথায় ত্রৈলোক্যোপলক্ষিত-চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক-পরিদৃশ্যমান-বিশ্বপ্রপঞ্চে যাঁহার উন্মাদনাখ্য-ধনু-গুণ-নির্ম্মুক্ত-নিত্যজয়শীল-বিশিখ অর্থাৎ হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণ-নামে

প্রসিদ্ধ-পুষ্পময়-বাণ-পঞ্চক যে কোন লক্ষ্য শরব্য অভিমুখে উৎসৃষ্ট, প্রেরিত, ক্ষিপ্ত, বা প্রযুক্ত হউক না কেন, ক্বচিদপি সময়ে, অথবা যে কোন লক্ষ্যে অসিদ্ধার্থ, অসম্পাদিত-প্রয়োজন, মোঘ-প্রয়োগ, লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, অথবা অকৃত-কার্য্য অবস্থায় কখনই নিবৃত্ত, বা প্রত্যাবৃত্ত হয় না, পরন্তু যে ত্রিভুবন-বিজয়ী বীরবরের কোদণ্ডবিনির্ম্মুক্ত সদৈব-জয়শীল উক্ত-পঞ্চবিধ-কৌসুমশর সর্ব্বথা প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া, লক্ষ্যবিদ্ধ করিয়া, উদ্দেশ্য, বা প্রয়োগের অব্যর্থতা-সম্পাদন-সহকারে সর্ব্বপ্রাণি-বিষয়ে বিশিষ্টরূপে কৃতার্থতানুভব-পুরঃসরই প্রত্যাগত হইয়া থাকে, সেই অসাধারণ-পরাক্রমশালী জিত-সুর-সাধারণ মদন সর্ব্বত্র সর্ব্বদা বিজয়-মাল্যশোভী এতাদৃশ-পৌরুষবান্ পঞ্চবাণ কামদেব প্রথম উদ্যমে বর-প্রদানকালে, তথা সতী-সম্প্রদানাবসরে হে ঈশ! আপনার প্রতি পুনঃ পুনঃ হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-বাণ-নিপাতন-পূর্ব্বক সতী-সমাগম-দর্শনে নিজ-কুসুম-শর-নিকর-নিপাতন-জনিত-বাঞ্ছাতিরিক্ত-সাফল্য-লাভ-বশতঃ হৃদয়ে অত্যন্ত উৎসাহ-পূর্ণ হইয়াছিলেন।

পুনরপি নগেন্দ্র-নন্দিনী, সুচারু-হাসিনী, গজেন্দ্র-গামিনী, পার্ব্বতী-শোভিনী, দুর্গতি-হারিণী, দীন-নিস্তারিণী, দেবী-কুলেশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী, মনোরমা, রম্যতরা, রামা, বামামুখ্যা-মহাদেবী-কৃত-ভবদীয়-হিমালয়ান্তর্গত-গঙ্গাবতার-প্রস্থ-বাস-কালীন-পরিচর্য্যা-প্রসঙ্গে হে মহেশ্বর! আপনি যে কামোপভোগার্থ কামিনী-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হন নাই; কিন্তু ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবেশ্বরগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সর্জ্জন-পালন-সংহরণাধিকারে নিযুক্ত, বা অধিকৃত-ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাখ্য-দেবত্রয়ের পরস্পর-সাহায্যে মিলিত-কর্ত্তৃত্বে প্রবৃত্ত-সনাতন-সৃষ্টিকার্য্যে সহায়তা-দানার্থই যে আপনি দার-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া, শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এ কথা বিস্মৃত হইয়া, ব্রহ্মার মানস-নন্দন মদন মদীয়-বাণ-পাত-মাত্রেই কোনরূপ প্রতীকারে অসমর্থ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও চন্দ্রাদি ইতর-সুর-সাধারণ-দেবগণ যেমন বারম্বার কাম-বিকৃত-চিত্তে বিমুগ্ধ-হৃদয়ে ভিন্ন-ভিন্নাঙ্গনালিঙ্গনাদি-জন্য, সম্ভোগ-পরিহাসাদি-সমুত্থ-সুখে সতৃষ্ণ হইয়া থাকেন, সেইরূপ এই দেববর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও যখন একবার

পুষ্পবাণ-বিদ্ধ-হৃদয়ে অত্যন্তাগ্রহ-সহকারে কাম-ক্রীড়া-রস-সমাস্বাদনার্থ দাক্ষায়ণী শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং মৎ-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পুষ্প-শর-নিকর-সাহায্যে সমাহত হইয়াও, যখন প্রতিবিধানার্থ কোনরূপ আয়াসাঙ্গীকার না করিয়া, সম্মোহিত-মানসে গিরিরাজ-পুর-সমীপে অবস্থিতি-পূর্ব্বক শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত সতীসখ শ্রীশঙ্করদেব একাদিক্রমে দিব্যমানে দশ-সহস্র-বৎসরেরও অধিক কাল তদ্গত-হৃদয়ে বিহার করিয়াছিলেন, তখন আমি যদি এই দ্বিতীয়-প্রযত্নাবলম্বনে সতী-বিরহ-কাতর শ্রীশঙ্করদেবকে মদীয়-পুষ্পবাণ-প্রভাবে বিমোহিত করিয়া, সুর-কার্য্য-সাধন, তথা দেবরাজ ইন্দ্রের কথিত তথাবিধ-বিনয় ও স্তুতি-গর্ভ-বচন স্মরণে মিত্র-জনোচিত-তদীয়-প্রীতি-সম্পাদনার্থে নিসর্গ-শোভনা, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী, চার্ব্বঙ্গী-পার্ব্বতী দেবীর সহিত পুনরপি সংযোজিত করিতে অগ্রসর হই, তবে অবশ্যই শ্রীশঙ্করদেব মৎকর্ত্তৃক হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-বাণ-বিদ্ধ-হৃদয়ে পুষ্প-শর-সমাহতা বরবর্ণিনী শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিবেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া, শ্রীশঙ্কর-সম্মোহনার্থ অগ্রসর হইলেন।

পরন্তু পরম-পরিতাপ, বা সুমহৎ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মদন মনে মনে একবারও এরূপ আলোচনা করিলেন না যে, আমি পূর্ব্বকালে যখন শ্রীশঙ্করদেবকে সম্মোহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম, তৎকালে ধৃত-ব্রতা গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতা দাক্ষায়ণী শ্রীমতী সতীদেবী তপোব্রত-বিশুদ্ধ নবযৌবন-সমাগমে সমুল্লসিত-সুন্দরাতিসুন্দর-স্বীয়-কমনীয়-কলেবর-সাহায্যে শ্রীশঙ্করদেবের অনুমোহন-কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে আমি যে শ্রীশঙ্কর-সম্মোহন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি, অধুনা মৎকর্ত্তৃক শ্রীশঙ্করদেব সম্মোহিত হইলেও, কে তাঁহার অনুমোহন-কার্য্য সম্পন্ন করিবেন? যদিচ দক্ষনন্দিনী শ্রীমতী সতী দেবী প্রজাপতি-দক্ষ-কর্ত্তৃক সমনুষ্ঠিত-সর্ব্বস্ব-দক্ষিণ যজ্ঞে অনাহ্বান-নিবন্ধন অনাদর বা অপমান-বোধে দক্ষ-প্রদত্ত শরীর-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরপি মেনকা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, পার্ব্বতীরূপে তপঃপরায়ণ শ্রীশঙ্করদেবের পরিচর্য্যার্থ অত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি পার্ব্বতীদেবী যখন

নিজ-শরীরের বিশুদ্ধতা-সম্পাদনার্থে অদ্যাপি ব্রতাচরণ করেন নাই এবং গর্ভ-গত-বীজ-দ্বারা দেহ-ধারণ করিতেছেন, তখন অধৃত-ব্রতা গর্ভ-বীজ-সমন্বিতা যোনিজা অতিদূষিতা পার্ব্বতীদেবীকে শ্রীশঙ্করদেব ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিবেন কেন ? আর যদি শ্রীশঙ্করদেব পার্ব্বতীদেবীকে ভার্য্যা-রূপে গ্রহণই না করেন, তাহা হইলে, পার্ব্বতীদেবীই বা শ্রীশঙ্করদেবের অনুমোহন-কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন কিরূপে ?

কিন্তু, আমি যখন শ্রীশঙ্করদেবকে হর্ষণ-রোচন-সম্মোহনাখ্য-পুষ্পময়-বিশিখ-সাহায্যে প্রথমতঃ হর্ষিত, অনন্তর কামোপভোগে রুচি-সম্পন্ন এবং পশ্চাৎ সম্মোহিত করিব, তৎকালে প্রবৃদ্ধ-মদন, বা উদীরিতেন্দ্রিয় শ্রীশঙ্করদেব যদি কামোপভোগের প্রধান উপকরণ কৃত-ব্রতা গর্ভ-বীজ-বিবর্জ্জিতা, সর্ব্বথা দোষ-সম্পর্ক-রহিতা, পুলকোদগম-চারুদেহা, নিসর্গ-রমণীয়া, বামদেব-বীর্য্য-বেগ-ধারণে কুশলিনী, কলকল-প্রলাপিনী, ললিত-ললনা-কুল-ললামায়মানা, কামিনী-কুল-শেখর-মণিভূতা কোন রমণীকে রমণাশা-পরিতৃপ্ত্যর্থে প্রাপ্ত না হন, তবে অকারণ আকালিক-মদনোদ্বেগ-বর্দ্ধন-বশতঃ তাঁহার ক্রোধানল সহসা প্রজ্বলিত হইবে না কেন ? এবং সেই প্রোজ্জ্বলিত শত-সহস্র-শিখা-সমাকুল হরকোপানলে আমি ভস্মী-ভূত হইব না কেন ? পরম-ক্রুদ্ধ শ্রীত্রিলোচনদেবের ললাট-লোচন-নির্গত-শত-শিখ-বিপুল-কোপানলে প্রজাপতি-কমলাসনদেবের শাপবচনা-নুসারে আমি নিঃশেষে নির্দ্দগ্ধ ভস্মীভূত অথবা স্মরণীয় শরীরে পরিণত হইব না কেন ?

সে যাহা হউক, হে চকোর-বন্ধু-শেখর ! অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী মদন দুর্ব্বুদ্ধি-বশতঃ অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, আপনাকে ইতর-সুর-সাধারণ-জ্ঞানে অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্রাদি অন্যান্য দেবগণ যেমন আমার জয্য, অর্থাৎ অনন্ত দোষ বা পাপের নিদানভূত হইলেও, মদীয়-পুষ্পবাণের বশবর্ত্তী হইয়া, গম্যাগম্য-বিচার-বিবেক-বিমূঢ় অবস্থায় পদ্মা-সন ব্রহ্মা আত্মজা সন্ধ্যার রূপলাবণ্যের রমণীয়তা-দর্শনে, তথা দক্ষ-দুহিতা সতী কালীদেবীর বিবাহমহোৎসবকালে সর্ব্ব-দেব-মুনি-সমক্ষে দেবী-দাক্ষায়ণীর নব-যৌবন-বিলাস-সন্দর্শনে যেমন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিবেক-শূন্য

হইয়াছিলেন, তথা বিষ্ণু যেমন উক্তরূপে অবোধোপহত-চিত্তে পরকীয়া-কামিনী রাধা, বৃন্দা, কুব্জা ও তুলসী-প্রভৃতির ধর্ম্ম-বিলোপ-সাধন করিয়াছিলেন, তথা ইন্দ্র যেমন বিবেক-বিভ্রষ্টাবস্থায় কামোন্মথিত-চিত্তে আচার্য্য-গৌতমের পত্নী অহল্যার সতীত্ব-হরণ করিয়াছিলেন এবং চন্দ্র যেমন কামোপহত-মানসে দেবগুরু-বৃহস্পতির পত্নী তারা দেবীর প্রতি অযথা অন্যায় আচরণের বশবর্ত্তী হইয়া, তদ্‌গর্ভে সমুৎপন্ন বুধনামা পুত্রের পিতৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এই শ্রীশঙ্করদেবও আমার পুষ্পবাণের বশবর্ত্তী হইয়া, অবশ্যই পার্ব্বতীদেবীর প্রতি কামাসক্ত হইবেন, এইরূপ দুর্ব্বিবেচনা-বশে আপনাকে ইতর-দেব-তুল্য আত্মপ্রভাবে সর্ব্বথা পরি-ভবনীয় কুসুম-শর-নিকর-সাহায্যে অনায়াসে সংগ্রহণীয় অথবা অল্পায়াস-সাধ্য মনে করিয়া, যেমন আপনার পরিভব-সাধনার্থে উদ্যত হইলেন, তৎক্ষণাৎ স্মরাপরনামা কামদেব স্মর্ত্তব্যাত্মা অর্থাৎ স্মর্ত্তব্য-স্মরণীয়-স্মরণ-যোগ্য-দেহে পরিণত হইলেন।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে একোনত্রিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রিংশ অধ্যায়

স্মরদেব স্মরণযোগ্যদেহে পরিণত হইলেন, এ কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, অপরিণতবুদ্ধি মদন শ্রীমন্মহেশ্বরদেবকে ইতর-দেব-তুল্য-জ্ঞানে দর্শন করিয়া, যেমন তাঁহার প্রতি কুসুম-বাণ-পরিত্যাগ করিলেন, তৎকাল-মাত্রেই প্রথমতঃ হর্ষণ-বাণ-সাহায্যে অতি হর্ষিত, তথা জাতেন্দ্রিয়-বিকার শ্রীচন্দ্রশেখরদেব পুষ্পমালা-বিবর্দ্ধিত পুষ্পশত-সমাবৃত-সম্মোহন-বাণের শরব্যভূতাবস্থায় যদিচ গিরিজাদেবীকে সঙ্গমাভিপ্রায়ে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তথাপি শ্রীমন্মহাদেব ইতিহাসোক্ত-প্রকারা-বলম্বনে সহসা "কথং সঙ্গমকামোঽহং ধর্ত্তুমিচ্ছামি বৈ হঠাৎ ? তপো-ব্রত-পবিত্রাঙ্গীং তপশ্চরণ-সৎকৃতাং। স্বয়মেব গ্রহীষ্যামি সতীং দাক্ষা-য়ণীমিব॥ কথং বিকৃতকামোঽহং অনিচ্ছন্নিব সাম্প্রতম্। কেনাপি চাকৃষ্ট ইব চিকীর্ষুঃ সঙ্গমোত্তবম্?" ইত্যাদিরূপ-চিন্তা-সহকৃত-বিচার-দ্বারা ইন্দ্রিয়ের বিকার-হেতু-নিশ্চয় করিয়া, তথা পার্ব্বতীবৃত্তান্ত-স্মরণ ও আত্ম-মনঃ-সংযমন-পূর্ব্বক নিজ ইন্দ্রিয়ের বিকৃতিকে বিনিগৃহীতা করিয়া এবং আত্ম-প্রদত্তবিবর বা মদনের প্রবেশাবসর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেবস্বরূপ হইয়াও, আমি কাম-কর্ত্তৃক-প্রযুক্ত হর্ষণ-বাণের প্রভাব-বশে অতি হর্ষিতান্তঃকরণে শৃঙ্গারাদি-মদন-সেনাপতি-প্রভৃতি-কর্ত্তৃক নিষে-বিত হইয়া, যখন সাদরে সাগ্রহে সাভিপ্রায়ে পার্ব্বতীদেবীর প্রফুল্ল-শতদল-সমাকার, অথবা সুন্দরাতিসুন্দর-শারদ-পূর্ণ-শশধর-সন্নিভ-মনো-মোহন বদন সম্যক্‌রূপে বিলোকন করিতেছিলাম, তৎকালেই লব্ধ-বিবরাবসর মদন আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইয়া, নিজ-মনোভব-নামের সার্থকতা-সম্পাদন করিয়াছে, এইরূপে মদনের প্রবেশাধিকার-সময়-নিরূপণ করিয়া, "কামোঽয়ং সময়ং জ্ঞাত্বা মাং মোহয়িতুমিচ্ছতি। মনো মে স্ববশং কর্ত্তুং তন্নয়ামি যমক্ষয়ম্।" এইরূপ বিচিন্তন-পুরঃসর যাবৎ ইতস্ততঃ দৃষ্টি-সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাবৎ পুরোভাগে দেখি-লেন যে, সংহিতেষু-মনোভব আলীঢ়পদে অবস্থিতি করিতেছেন।

কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব পুনরপি অবলোকন করিলেন যে, মদন আমার উক্তরূপ-বিবর প্রাপ্ত হইয়া, নিজ-পুষ্প-চাপে সম্মোহননামা-পুষ্প-বৃত পুষ্পমালা-বিবর্দ্ধিত কুসুমময় শর আরোপিত করিয়া, তথা দক্ষিণ-পার্শ্বে রতিদেবীকে, বামপার্শ্বে প্রীতিদেবীকে, পৃষ্ঠপ্রদেশে পৌষ্প-তূণীর সহ সুন্দর-সুবেশ-নিজসখা-বসন্তকে অবস্থাপিত করিয়া এবং স্বয়ং সংযত ও সযত্নাবস্থায় বাম-হস্ত-ধৃত "উন্মাদনেতি" বিখ্যাত কান্তাভ্রূতুল্যবেল্লিত কুসুমোদ্ভব কোদণ্ড উত্তোলন-পূর্ব্বক পুষ্প-চাপে অবসক্ত-পুষ্পজ্যা-মধ্যদেশে আরোপিত-শরের মূলদেশ দক্ষিণ-হস্ত-সাহায্যে গ্রহণ করিয়া, "আকর্ণপূরিতং পুষ্পং চাপমাকৃষ্য", বলায়াকারে পরিণত করিতেছেন। অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব পুরঃপ্রদেশে উক্তরূপে সংহিতেষু মনোভবকে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, "জজ্বাল জ্বলনপ্রখ্যস্তং দিধক্ষুঃ প্রসহ্য তু।" অপিচ, "তপঃ-পরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য-মুখস্য তস্য। স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত॥"

এদিকে গগন-গাত্র-গত ব্রহ্মাদিদেবগণ আদিতঃ সহস্র-নয়নকর্ত্তৃক প্রেরিত পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশেচ্ছু হরবদ্ধলক্ষ্য কামদেবের বাণাবসর-প্রতীক্ষাপূর্ব্বক শরাসন-জ্যা-সংস্পর্শন-দ্বারা মুহুর্ম্মুহুঃ আমর্শন, গৌরীদেবী-কর্ত্তৃক নিজ-তাম্র-রুচি সম্পন্ন-কর-সাহায্যে তপস্বি-প্রবর শ্রীগিরিশদেবের সমক্ষে ভানুমন্ময়ূখবিশোষিতা মন্দাকিনী-পুষ্কর-বীজ-মালার উপনয়ন, প্রণয়ি-প্রিয়ত্ব-প্রযুক্ত শ্রীত্রিলোচনদেবের গৌরীদেবীকর্ত্তৃক উপনীত-তথাবিধাক্ষমালা-প্রতিগ্রহণার্থ উপক্রমণ, পুষ্পধন্বার স্বীয়-কোদণ্ড-মণ্ডলে সম্মোহন-নামে প্রসিদ্ধ অমোঘ-বাণের আরোপণ, অনন্তর চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশির ন্যায় শ্রীশঙ্করদেবের কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যবিলোপ, "বিম্বফলাধরোষ্ঠে" উমামুখে শ্রীত্রিলোচনদেবের বিলোচন-ব্যাপার, স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্প অঙ্গসাহায্যে শৈলসুতা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর স্বীয়-হাব-ভাব-প্রকাশন, তথা শ্রীমতী পার্ব্বতীদেবীর পর্য্যস্ত-বিলোচন বা ব্রীড়া-বিভ্রান্ত-নেত্র-সৌন্দর্য্যে চারুতর-সাচীকৃত-মুখে সমবস্থান, অযুগ্মনেত্র শ্রীশঙ্করদেবের ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ, তথা বশিত্ব-প্রযুক্ত পুনরপি ক্ষুব্ধতা-প্রাপ্ত ইন্দ্রিয়ের বল-পূর্ব্বক-বিনিগ্রহণ, শ্রীশঙ্করদেবের স্বচেতো-বিকৃতির

হেতু-দিদৃক্ষা-বশে "দিশাং উপান্তেষু" দৃষ্টি-প্রসারণ, অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টি, নতাংস, আকুঞ্চিত-সব্যপাদ, চক্রীকৃত-চারু-চাপ, প্রহারার্থে সমুদ্যত, আত্ম-যোনি-মনোভবদেবের দর্শন, তথা পরিশেষে তপঃ-সমাস্কন্দন-বশতঃ প্রবৃদ্ধ-কোপ ভ্রূভঙ্গদুর্দ্দর্শানন শ্রীশঙ্কর-দেবের তৃতীয়-লোচন অর্থাৎ বিশাল-ললাট-ফলকস্থ কোপ-সংরক্ত-লোচন হইতে অতর্কিতভাবে উদ্দীপ্যমান উদ্‌ভূতজ্বাল-কৃশানুর নিশ্চিতরূপে মদনকে নির্দ্দগ্ধ করিবার জন্য, তদুপরি নিষ্পতন-পর্য্যন্ত অবলোকন করিয়া, যাবৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ক্রোধানলোপশান্ত্যর্থ স্তুতি-প্রার্থনা-বচন-প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন, তাবৎকালমধ্যে অর্থাৎ "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি যাবদ্‌ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি। তাবৎ স বহ্নির্ভব-নেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥"

অতএব উক্তরূপ-প্রমাণ-বচন-বলে, তথা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ললাট-লোচন হইতে "তং ক্রোধাগ্নিঃসরিষ্যন্তং জাতবেদঃস্বরূপিণম্‌। জ্ঞাত্বা কামস্য তান্‌ বাণান্‌ পৌষ্প-চাপ-নিষণ্ণকান্‌। শক্তিং প্রাণাংস্তথাত্মান-মাকৃষ্যাপালয়দ্বিধিঃ। উৎসারয়ামাস তদা বসন্তং স পিতামহঃ। নিজ-শক্ত্যা তদা শম্ভু-ক্রোধাদ্রক্ষন্মনোভবম্‌।" ইত্যুক্তপ্রকারে পিতামহ-ব্রহ্মকৃত সপরিবার-সসহচর-মদনের পরিরক্ষণের অনন্তর "অথাকাশগতা দেবাঃ ক্রুদ্ধং দৃষ্ট্বা মহেশ্বরম্‌। প্রসীদ জগতাং নাথ! কামে ক্রোধং পরিত্যজ। ত্বয়া যথা পুরা সৃষ্টঃ শম্ভো! রূপেণ কর্ম্মণা। যেন চাযো-জিতং কর্ম্ম তৎ করোতি মনোভবঃ। তস্মাত্ত্বং মদনে শম্ভো! ক্রোধাগ্নি-মুপসংহর। প্রসীদ সর্ব্বভূতেশ! ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ম্‌। ইতি স্ম বদতাং তেষাং অমরাণাং তদানলঃ। ললাট-চক্ষুঃ-সম্ভূতো ভস্মাকার্ষীন্মনো-ভবম্‌। দগ্ধ্বা কামং তদা বহ্নির্জ্বালা-মালাতিদীপিতঃ।" ইত্যুক্তরূপ মহামুনি-সপ্তকল্পান্তজীবি-মহর্ষি-মার্কণ্ডেয়কথিত-প্রমাণ-বচনান্তর-বলে মদ-নের ভস্মতা-প্রাপ্তি সুচারুরূপে পরিশ্রুতা তথা দৃঢ়তরভাবে সমর্থিতা হওয়ায়, স্মর্ত্তব্যাত্মা স্মরণীয়-কায় মদন সর্ব্বথা দর্শন-যোগ্যতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। হে দেববর! পরমেশ্বর! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম ও হুতাশন-প্রভৃতি-দেবগণ যাঁহার

বশবর্ত্তী, দেবাসুর-নরাদি-সহিত সমগ্র জগন্মণ্ডলে যাঁহার ধনুর্গুণ নির্ম্মুক্ত নিত্য-জয়শীল পুষ্পময়-শর-নিকর যে কোন প্রাণি-বিষয়ে কখনও প্রয়োজন-সম্পাদন না করিয়া, অকৃতকার্য্যাবস্থায় প্রতিনিবৃত্ত হয় না, নিত্য-জয়-যুক্ত সেই এতাদৃশ-পৌরুষবান্ ত্রিভুবন-বিজেতা স্মরদেব অন্যান্য দেবগণের ন্যায় আপনাকেও ইতর-সুর-সাধারণ-জ্ঞানে দর্শন করিয়াই যে স্মর্ত্তব্যাত্মা হইলেন, ইহাতে কি আপনার অচিন্ত্য-মহিমত্বের সম্যক্-পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না ?

কিঞ্চ, যদি আশঙ্কা হয় যে, শ্রীশঙ্করদেবও যখন স্মরদেবের হর্ষণ-রোচন-মোহন-বাণের গোচরীভূত হইয়া, হর্ষিত, দার-পরিগ্রহে রুচি-যুক্ত এবং পরিমোহিত অবস্থায় সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া, দেবমানে দশ-সহস্র বৎসরাধিককাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীশঙ্করদেবও কি ইতরসুর-সাধারণ-প্রায় কামদেবের বশবর্ত্তী নহেন ? যদি উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবকেও কামদেবের বশ্য, বা জয্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইতর-সুর-সাধারণ শ্রীশঙ্করদেবের অচিন্ত্য-মহিমত্ব বা নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-বশিত্বাদি স্বীকার করা যাইতে পারে কিরূপে ? তবে এতাদৃশ আশঙ্কা-লক্ষণ-প্রশ্নের এইরূপ উত্তর প্রদত্ত হইতে পারে যে, সত্য ; শ্রীশঙ্করদেব দাক্ষায়ণী সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া, সম্মোহিত অবস্থায় দশ-সহস্র-বৎসরেরও অধিক কাল পরিযাপিত করিয়াছেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, শ্রীশঙ্করদেবের এই যে সতীবিহার, ইহা কি তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত ? অথবা শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক উপ-হসিত কন্যাভিলাষী ব্রহ্মার কুহক বা চক্রান্তের ফল ? প্রথমতঃ শ্রীশঙ্কর-দেব-কর্ত্তৃক-সতীসম্ভোগ যে তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নহে, তাহা "নিতান্ত-যোগী রামাণাং নামাপি সহতে ন সঃ ॥" এইরূপ ব্রহ্মবচন, তথা "এবমেব যথাত্থ ত্বং ব্রহ্মন্ বিশ্ব-নিমিত্ততঃ। ন স্বার্থতঃ প্রবৃত্তির্ম্মে সম্যগ্-ব্রহ্ম-বিচি-ন্তনাৎ ॥" ইত্যেবংরূপ শ্রীশিব-বচন-বশে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে।

দ্বিতীয়তঃ যিনি মহা মায়াবী, মহা-কুহকী, মহা-চক্রী বা মহা ঐন্দ্র-জালিক, যিনি স্বস্বরূপভূত-পরমাত্মদেবের আত্মশক্তিভূতা মহামায়াদেবীর সাহায্যে এই মনসাপ্যচিন্ত্য-রচনা-রূপ, অনেক-কর্ত্তৃ-ভোক্তৃ-সংযুক্ত,

প্রতিনিয়ত-দেশ-কাল-ক্রিয়া-ফলাশ্রয় জগতের রচনা-কার্য্য-সমাপনান্তে প্রত্যেক-প্রাণীর হৃদয়-দেশে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া, প্রতিজীব-গত-কারণ-শরীর-লক্ষণ-ব্যষ্টিভূত অজ্ঞান-সকলের অবভাসকত্ব-নিবন্ধন স্বতঃসিদ্ধ-সর্ব্বজ্ঞান-শক্তি-বলে জীব-নিবহের হৃদ্-গত-ভাব-সমূহ অবগত হওয়ায়, লোকে ও বেদে সর্ব্বজ্ঞরূপে প্রথিত হইয়াছেন, সেই মহামায় মহাপুরুষ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সমীপে ব্রহ্মার কুহক, বা চক্রান্ত কতক্ষণ অপ্রকাশিত থাকিতে পারে ?

দিবাকরদেব যেমন তমোযুক্ত, অথবা তমোময় না হইয়াও, স্বীয়-স্বভাব-সিদ্ধ-সহস্রকর-সাহায্যে জগতের অন্ধকার দূরীকৃত করিয়া, প্রত্যেক পদার্থকে অবভাসিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ নির্গুণ-স্বরূপে মায়া, কুহক, ছল ও ইন্দ্রজাল-প্রভৃতি দ্বারা যুক্ত, অথবা তত্তন্ময় না হইয়াও, যিনি ব্যবহার-কালে নিসর্গ-সিদ্ধ অন্যত্র প্রতিফলিত আত্ম-চৈতন্য-জ্যোতিঃ-খণ্ড-সাহায্যে জগতীতলস্থ-প্রত্যেক-প্রাণীর হৃদয়বর্ত্তী হইয়া, তত্তৎপ্রাণীর উপযুক্ত-ব্যবহার্য্য-বিষয়-গত অজ্ঞানান্ধকার তত্তৎ-পদার্থাকার-বৃত্তি-সাহায্যে দূরীকৃত করিয়া, প্রত্যেক-ভোগ্য-পদার্থের প্রকাশকরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি ভাসক-সকলের ভাসক, অথচ যাঁহাকে ভাসক-সকলে ভাসিত করিতে পারে না, যিনি নিত্য-বস্তু-সকলের নিত্য-সত্য-সনাতন বস্তু, চেতন-সকলের চেতয়িতা কূটস্থ-চৈতন্য-স্বরূপ, যিনি পরমার্থতঃ একরূপ হইয়াও, জীব-সকলের কাম-সংবিধান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্ব-স্রষ্টা, সর্ব্বপাতা, সর্ব্বসংহর্ত্তা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্ব-কারণ-কারণ শ্রীসর্ব্বেশ্বরদেবের নিকটে কি কাহারও কোনরূপ মনোভাব অবিদিত থাকিতে পারে ? কখনই নহে।

অতএব "তস্মিন্ স্বর্গসমে স্থানে দিব্যমানেন শঙ্করঃ। দশবর্ষ-সহস্রাণি রেমে সত্যা সমং মুদা। স কদাচিৎ তু তৎস্থানাৎ কৈলাসং যাতি শঙ্করঃ। কদাচিন্মেরুশিখরং দেব-দেবী-বৃতং পুরা। দিক্‌পালানাং তথোদ্যানং বনানি বসুধাতলম্। গত্বা গত্বা পুনস্তত্র রেমে তেভ্যঃ সতী-সখঃ। ন জজ্ঞে স দিবারাত্রং ন ব্রহ্ম ন তপঃ শমং। সত্যাহিতমনাঃ শম্ভুঃ প্রীতিমেব চকার হ। একং মহাদেবমুখং সতী পশ্যতি সর্ব্বশঃ।

মহাদেবোঽপি সর্ব্বত্র সদাদ্রাক্ষীৎ সতীমুখম্। এবমন্যোঽন্যসংসর্গাৎ অনুরাগমহীরুহম্। বর্দ্ধয়ামাসতুঃ শম্ভু-সত্যৌ ভাবাম্বুসেচনৈঃ॥” ইত্যাদিরূপে বর্ণিত সতীদেবীর সহিত শ্রীশম্ভু-বিহার, বা শ্রীশম্ভুদেবের সহিত সতী-বিহার কখনই ব্রহ্মদেব-প্রবর্ত্তিত কুহক বা চক্রান্তের ফল-স্বরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, ব্রহ্মদেব-প্রবর্ত্তিত কুহক বা চক্রান্তের রহস্যোদ্ভেদ-সাধন-পূর্ব্বক পিতামহ-প্রতিপাদিত-যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, সনাতনী-সৃষ্টির প্রতি সাহায্য-দানার্থ বিশ্ব-হিতাভিপ্রায়ে শ্রীশঙ্করদেব দার-পরিগ্রহে সম্মত হইয়াছিলেন, এইরূপ কল্পনাই ন্যায়-সঙ্গত-বিবেচিতা হইতে পারে।

কীদৃশ উপক্রমে, কোন্ কোন্ কারণবশে, কোন্ সময়ে, কোন্ কোন্ ব্যক্তির প্ররোচনায় বা সমুদ্যোগে, কীদৃশ হেতুবাদ বা যুক্তি-নিচয়-প্রদর্শন-দ্বারা কীদৃশ-প্রয়োজন-সম্পাদনার্থে শ্রীশঙ্করদেবকৃত কীদৃশ-সর্ত্তে বা নিয়মে কোন্ কোন্ দেবেশ্বরের অনুরোধে এই শ্রীশিব-সতী-সমাগম-ব্যাপার সম্ভাবিত হইয়াছে, তাহা পাঠক-মহোদয়গণ মৎকর্ত্তৃক-সংগৃহীত এই মদন-ভস্ম-বিষয়ক ইতিবৃত্ত-পাঠে সবিস্তার অবগত হইয়াছেন বলিয়া, আমি এস্থলে আর ঐ সকল বিষয়ের পুনরুল্লেখ যদিচ অনাবশ্যক মনে করিতেছি, তথাপি শ্রীশঙ্করদেবও যখন স্মরদেবের হর্ষণ-রোচন-মোহন-বাণের গোচরীভূত হইয়া, হর্ষিত, দার-পরিগ্রহে রুচি-যুক্ত এবং পরি-মোহিতাবস্থায় সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া, দেবমানে দশ-সহস্রবৎসরাধিককাল অতিবাহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীশঙ্করদেবও কি কামদেবের বশবর্ত্তী নহেন? যদি উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবকেও কামদেবের বশ্য, বা জয্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে ইতর-সুর-সাধারণ শ্রীশঙ্করদেবের অচিন্ত্য-মহিমত্ব, বা নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-বশিত্বাদি স্বীকার করা যাইতে পারে কিরূপে? এইরূপ পূর্ব্বকৃত-প্রশ্নদ্বয়ের যথাকথঞ্চিৎ সমাধানার্থ প্রশ্ন-কর্ত্তৃমহোদয়গণকে আমি দুই একটী প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—একত্রিংশ অধ্যায়

আমার প্রথম প্রশ্ন হইতেছে যে, অচিন্ত্য-মহিমত্ব জিনিসটী কি ? এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব ও বশিত্ব কাহাকে বলে ? যদি "মহিমা মহান্ ভবতি", বা "মহিমা মহত্ত্বং", এইরূপ ভগবৎ-কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নাদি-মহাজন-বচনানুসারে শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্য বিশেষ মহিমা অর্থে পরিগৃহীত হয়, তবে তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-বলে শ্রীশঙ্করদেবের উদর-বিবরে চতুর্দ্দশ-ভুবন-সংস্থানের অবস্থান অবশ্যই সংসূচিত হইবে। কারণ, অমরকোষটীকাগ্রন্থে ভরত বলিয়াছেন, "স চ ঐশ্বর্য্য-বিশেষো মহত্ত্বং, তেন চতুর্দ্দশভুবনান্যস্যোদরে বর্ত্তন্তে।" অতএব যে বিশ্বনাথদেবের উদরাভ্যন্তরে চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিতি করিতেছে, সেই বিশ্বোদর শ্রীবিশ্বেশ্বরদেবের মহিমা, বা মহত্ত্ব যে অপার, অনন্ত, অথবা অচিন্ত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ? কিন্তু, শ্রীশঙ্করদেব যদি শ্রীমতী সতীদেবীকে ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়া, দেবমানে দশ-সহস্র-বৎসরাধিককাল অতিবাহিত করিয়াই থাকেন, তবে তাবন্মাত্রে শ্রীশঙ্করদেবের অচিন্ত্য-মহিমত্ব বিঘটিত হইল কিরূপে ? মহারাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী কৃতাভিষেকা মহিষীপ্রধানা পত্নীর সহিত বিহার করিয়া, কখনও কি লোক-সমাজে শাস্ত্রাচারের নিয়মানু-সারে পতিত, ভ্রষ্ট, বা নিজ-মহিমা হইতে পরিচ্যুত হইয়া থাকেন ? যদি রাজাধিরাজ সার্ব্বভৌম মহারাজ স্বীয়-ধর্ম্ম-পত্নী সহ পর্ব্বত-মস্তকে, কুঞ্জ-কাননে, বা নদী-তটে সুচিরকাল বিহার করিয়া, নিজ-মহত্ত্ব হইতে বিভ্রষ্ট না হন, তবে তপোব্রত-পবিত্রাঙ্গী চার্ব্বঙ্গী বস্ত্রাভরণশোভনা শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত সুচিরকাল বিহার করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব স্বীয় অচিন্তনীয়-মহত্ত্ব অর্থাৎ প্রাধান্য, ঔদার্য্য, অথবা বৃহত্ত্ব হইতে বিভ্রষ্ট হইবেন কেন ?

এই সকল প্রশ্নের প্রতিবচনে যদি এইরূপ বলা হয় যে, যদি উক্তরূপে পরিমোহিত-মানসে শ্রীশঙ্করদেব কাম-বাণ-বশবর্ত্তী হইয়া,

দশ-সহস্র-বৎসরেরও অধিককাল কাম-ক্রীড়া-রসাস্বাদনার্থ পরিষাপিত করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করা যায়, তবে কামদেবের বশ্য, বা জয্য শ্রীমন্মহাদেবের নিরঙ্কুশ ঈশিতৃত্ব, বা বশিত্ব সম্ভাবিত, অথবা সমর্থিত হইতে পারে কিরূপে? এবং ঈশিতৃত্ব-বশিত্ব-বিহীন শ্রীশঙ্করদেব কেমন করিয়াই বা পরমমহান্ হইতে পারেন? তবে উত্তরবচনে আমরা বলিব, "ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে", অর্থাৎ ভূতসকলের তন্মাত্রদ্বারক প্রভবাপ্যয় বা উৎপত্তি-বিনাশ ও ব্যূহাখ্য-সংস্থান-বিশেষে যিনি কুশল, বা সর্ব্বথা সমর্থ, তাঁহাকে ঈশিতা, বা প্রভু বলা হইয়া থাকে এবং ঈশিতৃত্ব, বা প্রভুত্ব অর্থান্তর নহে; কিন্তু একার্থক জানিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, "শরীরান্তঃকরণেষ্বীশ্বরত্বং ঈশিত্বং", অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও অন্তঃকরণ-প্রভৃতির প্রতি যে প্রভুত্ব, তাহাই ঈশিত্ব-শব্দের অর্থ-স্বরূপে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ফলতঃ ঈশিতৃত্ব অর্থে শ্রীশঙ্করদেবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত-প্রভুত্ব-লক্ষণ তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-বিশেষ বুঝিতে হইবে, যাদৃশ ঐশ্বর্য্যদ্বারা স্থাবরাদি-ভূত-সকলকে নিজ আজ্ঞাধীনতার মধ্যে অবস্থাপিত করিতে সমর্থ হওয়া যায়। এইরূপ "সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্বং বশিত্বং", অর্থাৎ সর্ব্বত্র অব্যাহত-প্রভাববত্তা বশিত্ব-শব্দার্থরূপে শাস্ত্রে পরিগৃহীতা হইয়াছে। "প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাব-বান্", এইরূপ প্রমাণানুসারে যদি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অব্যাহতাজ্ঞতা, বা অপ্রতিহত-প্রভাববত্তা-লক্ষণ আয়ত্তত্বই বশিত্ব-শব্দার্থরূপে গৃহীত হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, "সর্ব্বাণ্যেব ভূতানি" অনু-গামিত্ব-নিবন্ধন তাদৃশ-বশি-প্রবরের সর্ব্বদা অনুগমন করিয়া থাকে এবং কদাপি তাঁহার আজ্ঞাবচন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না।

অথবা "বশিত্বং ভূত-ভৌতিকেষু বশীভবতি, অবশ্যশ্চ অন্যেষাং", অর্থাৎ স্বয়ং অন্য-সকলের অবশ্য হইয়া এবং অন্য সকলকে আত্ম-বশ্যতা-স্বীকারে বাধ্য করিয়া, ব্যষ্টি-মহাভূত সমষ্টি-মহাভূত তথা ভূত-কার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদি-যাবতীয়-ভৌতিক-পদার্থে অপ্রতিহতাজ্ঞা-প্রভুত্ব-স্থাপনই যদি বশিত্ব-শব্দের অর্থ-স্বরূপে স্বীকৃত হয়, যদি ভূত-ভৌতিক-পদার্থ-নিচয়ের কারণ-তন্মাত্র-বিজয়-নিবন্ধন স্বেচ্ছাবশে ভূত-ভৌতিক-পদার্থের

যথেষ্ট-পরিণামনে সামর্থ্য-লাভই শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের অন্তর্গত ঐশ্বর্য্য-বিশেষ-লক্ষণ-বশিত্ব-সিদ্ধি-সম্পাদনের উদ্দেশ্য হয়, তবে আমরা জিজ্ঞাসা করি, ত্রিভুবন-মহারাজ্ঞীর সহিত বিশ্ব-হিতার্থে সম্মিলিত-ত্রিভুবন-মহারাজ শ্রীশঙ্করদেবের স্বতঃ-সিদ্ধ এই অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, বা মহত্ব, ঈশিত্ব ও বশিত্ব-সিদ্ধি বিনষ্টা হইল কিরূপে ?

যদি বল, কাম-বাণ-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন প্রহৃষ্টান্তঃকরণে সম্ভোগ-রুচি-যুক্ত-চিত্তে সতীসমাসক্ত-মানসে পুষ্প-শত-সমাবৃত-সম্মোহন-সম্মোহিত-হৃদয়ে দিবারাত্রি স্বাত্মভূত-পরম-ব্রহ্ম-বিচিন্তন, তপঃ, শম ও সমাধি-সাধন-প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া, সর্ব্বত্র সদাকাল একমাত্র শ্রীমতী সতীদেবীর পূর্ণ-শশধর-সমান আহ্লাদ-জনক শ্রীমুখ অবলোকনে নিরন্তর-ভাবাম্বু-সেচন-পূর্ব্বক অনুরাগ-বৃক্ষের শ্রীসৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনে তৎপরতাবলম্বন-সহকারে যিনি সহস্র সহস্র দৈব-সম্বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন, যিনি সত্যাহিত-মানসে কেবলমাত্র সতীদেবীর প্রীতি-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়া, সর্ব্বথা আত্মচরিতার্থতা অনুভব করিয়াছেন, ইতরসুরসাধারণের ন্যায় কামদেবের নিতান্ত-বশ্য-জয্য-পঞ্চশর-পরিভূত সেই শ্রীশঙ্করদেব "কথঙ্কারং" ঈশিত্ব-বশিত্ব-বিহীন হইবেন না ? ঈশিত্ব-বশিত্ব-প্রভৃতির পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই যদি শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুমত ও সর্ব্ববাদি সম্মত হয়, বাস্তবিকপক্ষে ঈশিত্ব-বশিত্ব অর্থে যদি ক্রমিক এইরূপ অর্থই পরি-গৃহীত হয় যে, "ঈশিতৃত্বং তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যূহানামীষ্টে," অর্থাৎ "তেষামিতি, তেষাং ভূতানাং তন্মাত্রদ্বারকোৎপত্তি-বিনাশয়োর্ব্যূহাখ্য-সংস্থানবিশেষে চ সমর্থো ভবতি, ভূতানাং মূল-প্রকৃতি-জয়াৎ ইতি", কিম্বা "শরীরান্তঃকরণেশ্বরত্বং ঈশিত্বং", তথা "সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্বং বশিত্বং," "প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্," অথবা "বশিত্বং ভূত-ভৌতিকেষু বশীভবতি, অবশ্যশ্চ অন্যেষাং," অর্থাৎ "ভূতভৌতিকেষু ইতি, ভূতেষু ব্যষ্টিষু ভৌতিকেষু তৎকার্য্যেষু সমষ্টিমহাভূতেষু ব্রহ্মাণ্ডাদিষু চ ইতি," তথা "বশীভবতি স্বেচ্ছয়া পরিণামনে সমর্থো ভবতি, তৎকারণতন্মাত্র-বিজয়াৎ, তথা তেষামবশ্যোঽপি ভবতি ইতি," তবে শ্রীশঙ্করদেবের এতাদৃশার্থক ঈশিত্ব ও বশিত্ব কেমন করিয়া সম্ভবপর হইতে পারে ?

কাম-বাণ-পাত-পথবর্ত্তিতা-নিবন্ধন সম্মোহিত শ্রীশঙ্করদেব যখন অবশ-শরীরে, অবশ ইন্দ্রিয়ে, অবশ প্রাণে, অবশ হৃদয়ে, একমাত্র সত্যাহিত-মানসে অনুমোহন-কর্ত্রী শ্রীমতী সতীদেবীর সুদৃঢ়-প্রেমানুরাগাকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, পরম-প্রীতির সহিত সতী-সম্ভোগ-সুখ-সৌভাগ্য অনুভব-পূর্ব্বক নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, বা মনের প্রতিও প্রভুত্ব, বা ঈশ্বরত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন, তখন তিনি কি কখনও মূল-প্রকৃতি-বিজয়োত্তর-কালভাবিনী কুশলতা অর্থাৎ ভূতসকলের তন্মাত্র-দ্বারক প্রভবাপ্যয়, বা উৎপত্তি, বিনাশ এবং ব্যূহাখ্য-সংস্থান-বিশেষে নিরঙ্কুশ-সামর্থ্য, প্রভুত্ব, অথবা ঈশিতৃত্ব লাভ করিতে পারেন? তথা যিনি নিজ-শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের প্রতিও প্রভবিষ্ণু, বা প্রভাববান্ নহেন, তিনি কি কখনও সর্ব্বত্র অব্যাহতাজ্ঞ, বা অপ্রতিহত-প্রভাব-সম্পন্ন হইতে পারেন? যাঁহার মনঃ, প্রাণ, শরীর, বা হৃদয় নিজ-মত, আজ্ঞা, বা প্রভাবের অনুগমন, বা অনুবর্ত্তন করে না, অন্যান্য-ভূত-সকল কি তাঁহার অনুগমন ও আদেশ-প্রতিপালন করিয়া থাকে? তিনি কি কখনও অন্যান্য-ভূত-সকলের মধ্যে নিজ আদেশ-প্রচার, বা প্রভাব-বিস্তার করিতে সমর্থ হন?

যিনি আত্মসংযমনমাত্রেও কুশল নহেন, তিনি কি কখনও সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্ব-লক্ষণ-বশিত্বলাভ করিতে সমর্থ হন? অতএব যিনি কাম-বাণ-বশবর্ত্তিতা-নিবন্ধন পুষ্পবাণ-বশ্য, বা জয্য, নিজ-শরীরেন্দ্রিয়, অথবা অন্তঃকরণের প্রতি প্রভুত্ব-স্থাপনে অসমর্থ; সুতরাং স্থাবরাদি-ভূত-সকলকে নিজ আজ্ঞাধীনতা, অথবা আয়ত্ততা, কিম্বা প্রভুত্বের মধ্যে অবস্থাপিত করিতে অনীশ্বর, তিনি যেমন ভূতসকলের তন্মাত্র-দ্বারক প্রভবাপ্যয়, বা উৎপত্তি, বিনাশ এবং ব্যূহাখ্য-সংস্থান-বিশেষে প্রভু, ঈশিতা, বা ঈশ্বর হইতে পারেন না, তথা যিনি স্বয়ং অন্য সকলের বশ্য, অথচ অন্য-সকলকে আত্ম-বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করিয়া, ব্যষ্টি ভূত, সমষ্টি মহাভূত, তথা ভূত-কার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদি-যাবতীয় ভৌতিক-পদার্থে অপ্রতিহতাত্ম-প্রভুত্ব-স্থাপনে অক্ষম, তিনি যেমন বশিত্ব-সিদ্ধি-লাভের অনুপযুক্ত, সেইরূপ কাম-বাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয়,

সত্যাহিত-মনাঃ, মন্মথ-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত শ্রীশঙ্করদেবও নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-বশিত্ব বিহীন হওয়ায়, বৃহত্ত্ব-বৃংহণত্ব-লক্ষণ নিজ-নিরতিশয় বা নিরবধিক-মহত্ত্ব হইতেও অবশ্যই পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত-নিত্য-সিদ্ধ-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-বশিত্ব-বিহীন শ্রীশঙ্করদেবের বৃহত্ত্ব-বৃংহণত্ব-লক্ষণ-মহত্ত্ব কদাচ সম্ভবপরই হইতে পারে না।

ইতি ত্রিংশ পরিচ্ছেদে একত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমতী সতী দাক্ষায়ণী কালীদেবী-কর্ত্তৃক ব্রত-পরিপালন বা সুদুশ্চর-তপশ্চর্য্যা-প্রভৃতি-দ্বারা সম্যক্‌রূপে আরাধিত, তথা "মমেষ্টং দেহি বরদ! বরমিত্যর্থকারকম্", ইত্যেবংরূপে প্রার্থিত হইয়া, স্বাত্মারাম শ্রীশঙ্করদেব "ভবস্ব মম ভার্য্যেতি", প্রার্থনানুরূপ-বর-প্রদান-পূর্ব্বক বিশ্ব-হিতার্থে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া, লোকবৎ লীলা-কৈবল্য-ন্যায়ে শ্রীমতী সতী-দেবীর সহিত দশ-সহস্র-বৎসরেরও অধিককাল ক্রীড়া-বিহার করিয়া-ছিলেন বলিয়া, যাঁহারা শ্রীশঙ্করদেবের উক্তরূপ-বিবরানুসন্ধান-পুরঃসর তাঁহার অচিন্ত্য-মহিমত্ব, বশিত্ব, ও ঈশিত্ব-প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য বিঘটিত, বিদলিত, তিরস্কৃত, বা বিলুপ্ত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কাম-মোহিত-মানসে সতীদেবীর সহিত বিহার করিয়া, শ্রীশঙ্করদেব যদি বাস্তবিকপক্ষেই নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-নিরঙ্কুশ মহিমা, বা মহত্ত্ব হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তবে সত্যযুগাবসানে ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসকালে সীতাহরণের অনন্তর মহামুনি অগস্ত্যের উপদেশ অনুসারে শ্রীরামচন্দ্র যখন সমুদ্র-শোষণাদি-কার্য্য-সম্পাদন অভিপ্রায়ে অস্ত্রলাভার্থ শ্রীশঙ্করদেবের শরণাগত হইয়াছিলেন, তৎকালে শ্রীশঙ্করদেব শ্রীরামচন্দ্রকে প্রার্থিত অস্ত্র, বা বর-প্রদান-পূর্ব্বক শস্ত্রাস্ত্রের উপসংহার-সমন্বিত-প্রয়োগ-বিষয়ক উপদেশদানাবসানে "অথবা কিং বহূক্তেন ময়ৈবোৎপাদিতং জগৎ। ময়ৈব পাল্যতে নিত্যং ময়া সংহ্রিয়-তেপি চ। অহমেকো জগন্মৃত্যুর্ম্মৃত্যোরপি মহীপতে!। গ্রসেঽহমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্। মম বক্ত্রগতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা যুদ্ধ-দুর্ম্মদাঃ। নিমিত্তমাত্রং ত্বং ভূয়াঃ কীর্ত্তিমাপ্স্যসি সঙ্গরে॥" ইত্যাদি-বাক্য-সকল কথন করিলেন কিরূপে?

কিন্তু, আবহমান-কাল হইতে অনেক-সময়ে অনেককেই যেমন আত্ম-গুণ-গানে শতমুখ হইতে দেখা গিয়াছে, সেইরূপ শ্রীশঙ্করদেবও বাক্য-মাত্রে আত্ম-সামর্থ্য প্রকাশ করিতেছেন মাত্র, এইরূপ চিন্তা করিয়া,

শ্রীরামচন্দ্র শ্রীশঙ্করদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, "ভগবন্মত্র মে চিত্রং মহদেতৎ প্রজায়তে। শুদ্ধ-স্ফটিক-সঙ্কাশস্ত্রিনেত্রশ্চন্দ্র-শেখরঃ। মূর্ত্ত-স্বন্তু-পরিচ্ছিন্নাকৃতিঃ পুরুষ-রূপধৃক্। অম্বয়া সহিতোঽত্রৈব রমসে প্রমথৈঃ সহ। ত্বং কথং পঞ্চভূতাদি-জগদেতচ্চরাচরম্। তদ্ ব্রূহি গিরিজাকান্ত! যদি তেঽনুগ্রহো ময়ি॥" শ্রীরামচন্দ্রের এইরূপ প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, তদুত্তরে শ্রীশঙ্করদেব যে আত্ম-বিভূতি-যোগ কথন করিয়াছিলেন, তাহাই বা সঙ্গত হইতে পারে কিরূপে?

অপিচ, শ্রীশঙ্করদেব-কথিত আত্ম-বিভূতি-যোগ-বর্ণন-মূলক অনায়াসে সংসার-পারাবার-পার-প্রাপক ব্রহ্মচর্য্য-সাহায্যে ধারণীয় অমরগণেরও অত্যন্ত-দুর্জ্ঞেয় পরম-তত্ত্বভূত "দৃশ্যন্তে পঞ্চভূতানি যে চ লোকাশ্চতুর্দ্দশ। সমুদ্রাঃ পর্ব্বতা দেবা রাক্ষসা ঋষয়স্তথা। দৃশ্যন্তে যানি চান্যানি স্থাবরাণি চরাণি চ। গন্ধর্ব্বাঃ প্রমথা নাগাঃ সর্ব্বে তে মদ্বিভূতয়ঃ। আসং প্রথমমেবাহং বর্ত্তামি চ সুরেশ্বরাঃ। ভবিষ্যামি চ লোকেস্মিন্ মত্তো নান্যোঽস্তি কশ্চন। অহং যোনিমধিতিষ্ঠামি চৈকো, ময়েদং পূর্ণং পঞ্চবিধঞ্চ সর্ব্বম্। মামীশানং পুরুষং দেবমিত্থং, বিচার্য্যমাণং শান্তিমত্যন্তমেতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্ম মাং জ্ঞাত্বা ন বিভেতি কুতশ্চন।" ইত্যাদি-বচন-সকল শ্রবণ করিয়াও, বচনমাত্রবোধে শ্রীরামচন্দ্র নিজ-কৃত-প্রশ্নের পরিতোষ-জনক-সন্দেহ-নিবারক প্রত্যক্ষতঃ অনুভবযোগ্য উত্তরের অপ্রাপ্তি-নিবন্ধন যখন নিঃসন্দিগ্ধ অন্তঃকরণে শ্রীচন্দ্রশেখরদেব-প্রোক্ত বেদ-সার-বচন-নিচয়ে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং অপরিতুষ্ট-চিত্তে স্বীয়-সংশয়-নিরসন-কল্পে পুনরপি কৃতাঞ্জলি-পুটে যখন "ভগবন্! যন্ময়া পৃষ্টং তত্তথৈব স্থিতং বিভো! অত্রোত্তরং ময়া লব্ধং ত্বত্তো নৈব মহেশ্বর! পরিচ্ছিন্ন-পরীমাণে দেহে ভগবতস্তব। উৎপত্তিঃ সর্ব্বভূতানাং স্থিতির্ব্বা বিলয়ঃ কথম্। স্বস্বাধিকারসম্বদ্ধাঃ কথং নাম স্থিতাঃ সুরাঃ। তে সর্ব্বে ত্বং কথং দেব ভুবনানি চতুর্দ্দশ। ত্বত্তঃ শ্রুত্বাপি দেবাত্র সংশয়ো মে মহানভূৎ। অপ্রত্যায়িতচিত্তস্য সংশয়ং ছেত্তুমর্হসি॥" এইরূপে শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-প্রান্তে নিজ-মনোভাব বিস্পষ্টভাবে

বিজ্ঞাপিত করিলেন, তৎকালে ভগবান্ শ্রীশঙ্করদেব অপ্রত্যায়িত-চিত্ত শ্রীরামচন্দ্রের চিত্ত-প্রত্যায়নার্থ অগ্রসর হইলেন।

অনন্তর শ্রীশঙ্করদেব "ময়ি সর্ব্বং যথা রাম জগদেতচ্চরাচরম্। বর্ত্ততে তদ্দর্শয়ামি ন দ্রষ্টুং ক্ষমতে ভবান্। দিব্যং চক্ষুঃ প্রদাস্যামি তুভ্যং দশরথাত্মজ। তেন পশ্য ভয়ং ত্যক্ত্বা মত্তেজোমণ্ডলং ধ্রুবম্। ন চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং শক্যতে মামকং মহঃ। নরেণ বা সুরেণাপি তন্মমানুগ্রহং বিনা।" এই কথা বলিয়া, প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে দিব্য-চক্ষুঃ-প্রদান-পুরঃসর "অথাদর্শয়দেতস্মৈ বক্ত্রং পাতালসন্নিভম্। বিদ্যুৎকোটি-প্রভং দীপ্তমতিভীমং ভয়াবহম্।" অনন্তর "তদ্দৃষ্ট্বৈব ভয়াদ্রামো জানুভ্যামবনীং গতঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ তুষ্টাব চ পুনঃ পুনঃ। অথোত্থায় মহাবীরো যাবদেব প্রপশ্যতি। বক্ত্রং পুরভিদস্তাবদন্তর্ব্রহ্মাণ্ড-কোটয়ঃ। চটকা ইব লক্ষ্যন্তে জ্বালামালাসমাকুলাঃ। মেরুমন্দর-বিন্ধ্যাদ্যা গিরয়ঃ সপ্তসাগরাঃ। দৃশ্যন্তে চন্দ্রসূর্য্যাদ্যাঃ পঞ্চভূতানি তে সুরাঃ। অরণ্যানি মহানাগা ভুবনানি চতুর্দ্দশ। প্রতিব্রহ্মাণ্ডমেবং তদ্দৃষ্ট্বা দশরথাত্মজঃ। সুরাসুরাণাং সংগ্রামাংস্তত্র পূর্ব্বাপরানপি। বিষ্ণোর্দ্দশাবতারাংশ্চ তৎকর্ত্তব্যান্যপি দ্বিজাঃ। পরাভবাংশ্চ দেবানাং পুরদাহং মহেশিতুঃ। উৎপদ্যমানানুৎপন্নান্ সর্ব্বানপি বিনশ্যতঃ। দৃষ্ট্বা রামো ভয়াবিষ্টঃ প্রণনাম পুনঃ পুনঃ। উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানোঽপি বভূব রঘুনন্দনঃ। অথোপনিষদাং সারৈরর্থৈস্তুষ্টাব শঙ্করম্॥" এইরূপে শ্রীরামচন্দ্র যখন নিজ-নলিন-নয়নে শ্রীশঙ্করদেবের বিশাল-বক্ত্রোদর-বিবরে ক্ষুদ্র-চটক-সমাকার অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিলেন, তখনই তাঁহার চিত্ত প্রত্যায়িত হইল, সর্ব্ব-সংশয় দূরীভূত হইল, শ্রবণ-নয়নের বিবাদ পরিহৃত হইল এবং জিজ্ঞাসার বিনিবৃত্তি সাধিতা হইল।

কারণ, "সা চেয়ং প্রমিতিঃ প্রত্যক্ষপরা, জিজ্ঞাসিতং অর্থমাপ্তোপদেশাৎ প্রতিপদ্যমানো লিঙ্গ-দর্শনেনাপি বুভুৎসতে, লিঙ্গদর্শনানুমিতঞ্চ প্রত্যক্ষতো দিদৃক্ষতে, প্রত্যক্ষত উপলব্ধে অর্থে জিজ্ঞাসা নিবর্ত্ততে। এস্থলে আমার প্রধানতঃ বক্তব্য এই যে, শ্রীরামচন্দ্রকৃত-পূর্ব্বোপন্যস্ত প্রশ্নের উত্তরে তথাকথিতরূপে এবং "বটবীজে সুসূক্ষ্মেঽপি

মহাবট-তরুর্যথা। সর্ব্বদাস্তেহন্যথা বৃক্ষঃ কুত আয়াতি তদ্বদ। তদ্বন্মম তনৌ রাম ভূতানামাগতির্লয়ঃ। মহাসৈন্ধবপিণ্ডোঽপি জলে ক্ষিপ্তো বিলীয়তে। ন দৃশ্যতে পুনঃ পাকাৎ তত আয়াতি পূর্ব্ববৎ। প্রাতঃ প্রাতর্যথালোকো জায়তে সূর্য্যমণ্ডলাৎ। এবং মত্তো জগৎ সর্ব্বং জায়তেঽস্তি বিলীয়তে। ময্যেব সকলং রাম তদ্বজ্জানীহি সুব্রত!” ইত্যুক্তপ্রকারে পুনঃ পুনঃ শ্রীরামচন্দ্রকে প্রতিবোধিত করিতে চেষ্টা করিয়াও, শ্রীশঙ্করদেব যখন দেখিলেন, প্রত্যক্ষতঃ অদর্শন-নিবন্ধন শ্রীরামচন্দ্র অপরিতুষ্ট অন্তঃকরণে দীনাতিদীন-বচনে “কথিতোঽপি মহাভাগ দিগ্‌জড়স্য যথা দিশি। নিবর্ত্ততে ভ্রমো নৈব তদ্বন্মম করোমি কিম্।” ইত্যুক্তরূপে নিজ-হতাশ্বাসতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন, তৎকালে তিনি স্বয়ং কৃপা-সাগরতা-প্রযুক্ত শ্রীরামচন্দ্রকে স্বীয়-দিব্যাতি-দিব্য অত্যদ্ভুত-বিশ্বরূপ-দর্শনের উপযুক্ত-দিব্য-চক্ষুঃ-প্রদান-সমনন্তর যে বিশ্ব-বিমোহন-বিশ্বরূপ-প্রদর্শন করাইয়াছিলেন, শ্রীশঙ্করদেবের বিদ্যুৎকোটি-সমপ্রভ অতিদীপ্ত অতিভীম নিরতিশয়-ভয়াবহ-পাতাল-তল-সন্নিভ-সুবিশাল-গভীর-গহ্বর-সমানাকার-বক্ত্র-বিবরাভ্যন্তরে পূর্ব্ব-কথিতানুরূপ, তথা চটকাকারে পরিলক্ষিত-তাদৃশ অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান অবলোকন করিয়া, প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধ অর্থে জিজ্ঞাসা-বিনিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতানিবন্ধন সংশয়রহিত-মানসে পরম-পরিতুষ্ট-চিত্তে কৈবল্যোত্তম-জ্ঞানগম্ভীর-হৃদয়ে সংশয়বায়ু-বিগমে স্তিমিত-গম্ভীর-জলরাশি-লক্ষণ-মহার্ণব-কল্প একান্ত-প্রশান্তান্তঃকরণে পুলকিত-কলেবরে বিপুল-বিস্ময়-বিস্ফারিত-বিলোচনে জানু-দ্বয়-সাহায্যে অবনী-তলে পরিগত হইয়া, যুক্তকরে উৎপন্ন-তত্ত্ব-জ্ঞান-রঘুনন্দন-রাম শ্রীশঙ্কর-দেবের যে স্তুতি করিয়াছেন, তদ্দ্বারাই শ্রীশঙ্করদেবের নিত্য-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ-পরম-চরম-মহত্ত্ব-বশিত্বেশিত্ব-বৃহত্ত্ব-বৃংহণত্ব-লক্ষণ- পারমেশ্বরিক-ধর্ম্ম-সকল সুসিদ্ধ, বা সুসমর্থিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামচন্দ্রকৃতা স্তুতি যথা—“দেব! প্রপন্নার্ত্তিহর! প্রসীদ, প্রসীদ বিশ্বেশ্বর! বিশ্ববন্দ্য!। প্রসীদ গঙ্গাধর! চন্দ্রমৌলে! মাং ত্রাহি সংসারভয়াদনাথম্। ত্বত্তো হি জাতং জগদেতদীশ! ত্বয্যেব ভূতানি বসন্তি নিত্যম্। ত্বয্যেব শম্ভো! বিলয়ং প্রয়ান্তি, ভূমৌ যথা বৃক্ষলতাদয়োঽপি।

ব্রহ্মেন্দ্র-রুদ্রাশ্চ মরুদ্‌গণাশ্চ, গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ। গঙ্গাদি-নদ্যো বরুণালয়াশ্চ, বসন্তি শূলিংস্তব বক্ত্রমন্তি। ত্বন্মায়য়া কল্পিতমিন্দুমৌলে!, ত্বয্যেব দৃশ্যত্বমুপৈতি বিশ্বম্। ভ্রান্ত্যা জনঃ পশ্যতি সর্ব্বমেতচ্ছুক্তৌ যথা রূপ্যমহিঞ্চ রজ্জৌ। তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং, প্রকাশমানঃ কুরুষে প্রকাশম্। বিনা প্রকাশং তব দেবদেব!, ন দৃশ্যতে বিশ্বমিদং ক্ষণেন। অল্পাশ্রয়ো নৈব বৃহন্তমর্থং, ধত্তেণুরেকো ন হি বিন্ধ্যশৈলম্। ত্বদ্‌বক্ত্রমাত্রে জগদেতদস্তি, ত্বন্মায়য়ৈবেতি বিনিশ্চিনোমি। রজ্জৌ ভুজঙ্গো ভয়দো যথৈব, ন জায়তে নাস্তি ন চৈতি নাশম্। ত্বন্মায়য়া কেবলমাত্তরূপং, তথৈব বিশ্বং ত্বয়ি নীলকণ্ঠ!। বিচার্য্যমাণে তব যচ্ছরীরং, আধারভাবং জগতামুপৈতি। তদপ্যবশ্যং মদবিদ্যয়ৈব, পূর্ণশ্চিদানন্দময়ো যতস্ত্বম্। পূজেষ্টপূর্ত্তাদিবরক্রিয়াণাং, ভোক্তুঃ ফলং যচ্ছসি শস্তমেব। মৃষৈতদেবং বচনং পুরারে!, ত্বত্তোস্তি ভিন্নং ন চ কিঞ্চিদেব। অজ্ঞানমূঢ়া মুনয়ো বদন্তি, পূজোপচারাদি-বহিঃক্রিয়াভিঃ। তোষং গিরীশো ভজতীতি মিথ্যা, কুতস্ত্বমূর্ত্তস্য তু ভোগলিপ্সা?। কিঞ্চিদ্দলং বা চুলুকোদকং বা, যত্ত্বং মহেশ! প্রতিগৃহ্য দৎসে। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমপি তজ্জনেভ্যঃ, সর্ব্বস্তুবিদ্যাকৃতমেব মন্যে। ব্যাপ্নোষি সর্ব্বা বিদিশো দিশশ্চ, ত্বং বিশ্বমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। নষ্টেঽপি তস্মিন্ তব নাস্তি হানির্ঘটে বিনষ্টে নভসো যথৈব। যথৈকমাকাশগমর্কবিম্বং, ক্ষুদ্রেষু পাত্রেষু জলান্বিতেষু। ভজত্যনেকপ্রতিবিম্বভাবং, তথা ত্বমন্তঃকরণেষু দেব!। সুসর্জ্জনে বাপ্যবনে বিনাশে বিশ্বস্য কিঞ্চিৎ তব নাস্তি কার্য্যম্। অনাদিভির্দেহভৃতামদৃষ্টৈস্তথাপি তৎ স্বপ্নবদাতনোষি। স্থূলস্য সূক্ষ্মস্য জড়স্য দেহদ্বয়স্য শম্ভো! ন চিদং বিনাস্তি। অতস্ত্বদারোপণমাতনোতি, শ্রুতিঃ পুরারে! সুখদুঃখয়োঃ সদা। নমঃ সচ্চিদম্ভোধিহংসায় তুভ্যং, নমঃ কালকণ্ঠায় কালাত্মকায়। নমস্তে সমস্তাঘসংহারকর্ত্রে, নমস্তে মৃষাচিত্তবৃত্ত্যেকভোক্ত্রে॥"

অতএব শ্রীরামচন্দ্র সুন্দরাতিসুন্দর, মধুরাতিমধুর, পরম-রমণীয়, বেদান্ত-বিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থ-নিচয়ে পরিপূর্ণ; সুতরাং নিরবশেষ-সমুদ্ধৃত এতাদৃশ যে স্তোত্র-রত্ন-রচনা করিয়াছেন, তৎপাঠে কি শ্রীশঙ্করদেবের

নিত্য-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ অচিন্ত্যমহিমা, মহত্ত্ব, বা বৃহত্ত্ব অবগত, বা সুপ্রতীত হইতেছে না? শ্রীশঙ্করদেবের মহিমা, বা নিরতিশয়-নিত্য-নিরপেক্ষ-মহত্ত্ব-বৃহত্ত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যের কি পূর্ব্ব-বিবৃতির অনুরূপ অর্থ বিস্পষ্টতঃ প্রতিভাত হইতেছে না? যদি সত্যের মর্য্যাদা-পরিরক্ষণার্থ অঙ্গীকৃত হয় যে, শ্রীরামচন্দ্রের প্রত্যক্ষতঃ দর্শন-প্রমাণ-বলে এবং বেদ-বেদান্তার্থো-পবৃংহিত-শ্রীরামচন্দ্র-মুখ-পঙ্কজ-নির্গত-পরমাপূর্ব্ব-স্তোত্র-প্রামাণ্য-সামর্থ্যে শ্রীশঙ্করদেবের প্রাগুক্ত-লক্ষণ-নিরঙ্কুশ-মহিমা, নিরতিশয়-মহত্ত্ব, বা নিত্য-নিরপেক্ষ-বৃহত্ত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য বিস্পষ্টরূপে বুদ্ধিদর্পণে প্রতিবিম্বিত, বা অনুভবারূঢ় হইতেছে, তবে কি আমরা সম্প্রতি সসম্মানে জিজ্ঞাসা করিতে পারি না যে, সত্যযুগে দক্ষ-সুতা, সতীদেবীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম-পত্নী-সহ ব্যবায়াসক্তি-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব যদি নিজ-নিত্য-সিদ্ধ মহিমা হইতে বিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আনুমানিক ত্রেতাযুগের তৃতীয়-পাদে অবতীর্ণ মহারাজাধিরাজ শ্রীরামচন্দ্রদেবের চিত্ত-প্রত্যায়নার্থ বিশ্বরূপ-প্রদর্শনাবসরে তিনি স্থির-চর-সুর-নর-নিকরা-ত্মক-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলে সর্ব্ববিধ-প্রভাব-বিশিষ্ট দেবেন্দ্র, দানবেন্দ্র, মুনীন্দ্র ও নরেন্দ্রগণেরও চিত্ত-চমৎকার-প্রদ সর্ব্বাতিশায়ী তাদৃশ মহিমা, বা মহত্ত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-প্রকাশে সমর্থ হইলেন কিরূপে?

কিঞ্চ, যেমন লোক-সমাজে আপ্তৈষণ কোন রাজা, অথবা রাজা-মাত্য সুখোল্লাসাদি-প্রয়োজনাতিরিক্ত কিঞ্চিৎ প্রয়োজনান্তর অভিসন্ধান না করিয়া, মৃগয়া, বা ক্রীড়াবিহারাবসরে কেবলমাত্র-লীলারূপ-প্রবৃত্তি-সকলের অনুশীলন-নিবন্ধন নিজ-মহিমা হইতে পরিভ্রষ্ট হন না, অথবা সর্ব্বলোকে সুপ্রসিদ্ধ উচ্ছ্বাস-প্রশ্বাসাদি যেমন জীবন-ধারণাতিরিক্ত কিঞ্চিৎমাত্রও বাহ্য-প্রয়োজনান্তরের অনুসন্ধান না করিয়া, কেবলমাত্র-স্বভাব-বশতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবও বিশ্ব-হিত-ব্যতিরিক্ত কিঞ্চিৎমাত্রও প্রয়োজনান্তরের অপেক্ষা না করিয়া, প্রতি ঋতু-লক্ষণ-কাল-প্রাপ্তি-ফলে বিভিন্ন-ঋতুধর্ম্ম, মধুমাসাদি-সম্ভূত-নব-পল্লবোদ্গমাদি-লক্ষণ-বিভিন্ন ঋতু-লিঙ্গ-সকলের আবির্ভাব-দৃষ্টান্তানুসারে "স্বভাবাদেব" কেবলমাত্র-লীলারূপ-প্রবৃত্তি-সকলের যথোচিত অনুশীলন

করিয়া, ত্রিভুবনমহারাজরূপে ত্রিভুবন-মহারাজ্ঞীর সহিত ক্রীড়াবিহারে সম্মিলিত হইয়াও, কদাচন নিজ অচিন্তনীয়-মহত্ত্ব হইতে বিভ্রষ্ট হইতে পারেন না, এইরূপ যুক্ত্যুপেত-শাস্ত্রীয়-সিদ্ধান্তে সমুপনীত হওয়াই কি প্রকৃষ্টরূপ-বুদ্ধি-মত্তার পরিচায়ক নহে ?

অতএব শ্রীপরমেশ্বরদেবের বিশ্বহিত, বা কেবল-লীলাতিরিক্ত-প্রয়োজনান্তর নিরূপ্যমাণ হইলেও, ন্যায়তঃ এবং আপ্তকাম-শ্রুতি-প্রামাণ্য-বশতঃ তাহা কোনরূপেই আত্মলাভে অগ্রসর হইতে পারে না। কিঞ্চ, স্বভাবের প্রতি যে কোন সুজন বা দুর্জ্জন-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক উপস্থাপিত কোনরূপ পর্য্যনুযোগ আত্মপ্রভাব-প্রয়োগে সমর্থ না হওয়ায়, তথা শ্রীশঙ্করদেবের বক্ত্রোদর-বিবরান্তরালে শ্রীরামচন্দ্র-কৃত-প্রত্যক্ষদর্শন-সাহায্যে চটকাকারে পরিলক্ষিত অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের সুসন্নিবেশ সুন্দররূপে সমর্থিত হওয়ায়, নিত্য-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ-মহত্ত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-ব্যঞ্জক তাদৃশ অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-সমাবেশ-দর্শন-বলে অদ্যাবধি শ্রীশঙ্করদেব যে আত্মীয়-নিত্য-সিদ্ধ-মহনীয়-মহিমা হইতে পরিচ্যুত হন নাই, তাহা অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অবনত-মস্তকে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সাহায্যে পরিদৃষ্ট-পদার্থসমূহে কোনরূপ অনুপপত্তি, বা অসম্ভাবনা অবতীর্ণা হইতেই সমর্থা নহে। অতএব সাধারণ-ব্যবহার-প্রচলিত-কথায় বিদ্বজ্জন-মুখে প্রায়শঃ "ন হি দৃষ্টে অনুপপন্নং নাম", এই সংস্কৃতা সরস্বতী পরিশ্রুতা হইয়া থাকে।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে—দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, উক্তরূপে শ্রীশঙ্করদেবের বক্ষোদর-বিবরান্তরালে চতুর্দ্দশ-ভুবনের অবস্থান, বা সন্নিবেশ শ্রীরামচন্দ্রদেবের প্রত্যক্ষতো দিব্য-দর্শন-প্রমাণ-বলে সুসমাহিত হওয়ায়, শ্রীশঙ্করদেবের নিত্যনিরতিশয় মহিমা, বা মহত্ত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঈশিত্ব, বা বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যদ্বয়ও কৈমুতিকন্যায়-সিদ্ধরূপে স্বয়ং সমাগত হইতেছে। ঈশিতা পরমেশ্বর প্রভু পরমাত্মা শ্রীশঙ্করদেব শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি-সর্ব্ব-জাতীয়-জীব-নিবহের হৃদয়-দেশে আত্ম-স্বরূপে অবস্থিতি-পুরঃসর শুভাশুভ-কর্ম্ম-বিপাক অনুসারে যেমন জন্তু-সকলকে তত্তৎ-কর্ম্ম-সমূহে নিয়মিত করিতেন, সেইরূপ বর্ত্তমান-সময়েও কি পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব ভূত-সকলের হৃদ্দেশে অবস্থিত হইয়া, নিজ-মায়াসাহায্যে যন্ত্রারূঢ়-ভূতসকলকে পরিভ্রামিত করিতেছেন না? দেহাদি-পঞ্জর-যন্ত্রে "অহং", "মম", ইত্যেবংরূপ অহঙ্কার-মমকার-বশে অভিমান-ভরে আরূঢ়-জীব-সকল কি বিহিত-প্রতিষিদ্ধ-কর্ম্ম-নিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়া, অদ্য-পর্য্যন্ত শ্রীপরমেশ্বরদেব-কর্ত্তৃক পরিভ্রামিত হইতেছে না? স্ব-স্বরূপভূতাত্মচৈতন্যে অধ্যস্ত-স্বাভাবিক-কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি-লক্ষণ-দ্বৈতরূপ-জগৎ অর্থাৎ নাম-রূপ-কর্ম্মাখ্য-বিকার-জাত একমাত্র সেই অশেষ-জগদধ্যাসাধিষ্ঠানভূত পরম ঈশ্বর শ্রীশঙ্কর-দেবের সত্য-সঙ্কল্প-বলে অঙ্গুলিসঞ্চালনমাত্রেই কি অদ্যাপি পরিচালিত হইতেছে না?

পরমাত্মভূত শ্রীশঙ্করদেবের স্বরূপ হইতে নিঃসৃত-নির্গত-স্থির-চর-সুর-নরাত্মক এই জগৎ একমাত্র সেই দেববরের ভয়েই কি অদ্য-পর্য্যন্ত চেষ্টাযুক্ত হইতেছে না? জগদুৎপত্ত্যাদি-কারণভূত শ্রীশঙ্করদেবই কি উদ্যত-বজ্রের ন্যায় মহাভয়, বা মহাভয়জনকরূপে অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছেন না? অথবা বজ্রোদ্যতকর প্রভুকে অভিমুখীভূত অবলোকন

করিয়া, ভৃত্যগণ যেমন তদীয়-শাসনাধীনে অবস্থিতি করে, সেইরূপ ইন্দ্র-চন্দ্রাদিত্য-গ্রহ-নক্ষত্র-তারকাদি-লক্ষণ-সদেবাসুর-নর-সেশ্বর-সমগ্র জগৎ নিয়মতঃ ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম না করিয়া, সততকাল সেই পরম-পিতা পরম-প্রভু পরম ঈশ্বর শ্রীশঙ্করদেবেরই শাসনাধীনে কি অদ্যাপি অবস্থিতি করিতেছে না? শ্রীশঙ্করদেবের ভয়েই কি অগ্নিদেব তাপ-প্রদান করিতেছেন না? তাঁহার ভয়েই কি সূর্য্যদেব পূর্ব্ব-গগনে সমুদিত হইয়া, সৌর-কিরণ-কলাপ-সাহায্যে সমগ্রজগৎ উদ্‌ভাসিত করিতেছেন না? পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেবের ভয়-প্রযুক্তই কি ইন্দ্র-বায়ু-মৃত্যু-প্রভৃতি নিজ-নিজ-কার্য্যসম্পাদনার্থ ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছেন না? যদি বজ্রোদ্যতকরবৎ একজন সর্ব্ব-নিয়ন্তা পরমেশ্বরের সদ্ভাব-স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে কি স্বামি-ভয়-ভীত-ভৃত্যগণের ন্যায় শ্রীসূর্য্যদেব, কিম্বা অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বা মৃত্যু-প্রভৃতি সর্ব্ব-সামর্থ্য-সম্পন্ন ঈশ্বর-স্থানীয়-লোকপালগণের নিয়তা প্রবৃত্তি উপপন্না হইতে পারে? স্থির-চর-সুর-নরাদি-ভূত-সকল কি অদ্য-পর্য্যন্ত সেই নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন, এক হইয়াও, বহুজীবের কামনা-সংবিধানকর্ত্তা শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আজ্ঞা-বচন অবনত-মস্তকে প্রতিপালন করিতেছে না?

অপিচ, "যো দেবো অগ্নৌ, যো অপ্‌সু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ। য ওষধীষু, যো বনস্পতিষু, তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ।" "য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ, সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ। য এবৈক উদ্‌ভবে সংভবে চ, য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥" "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ। প্রত্যঙ্‌জনাংস্তিষ্ঠতি সংচুকোপান্তকালে, সংসৃজ্য বিশ্বা ভুবনানি গোপাঃ॥" "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।" "ততঃ পরং ব্রহ্ম পরং বৃহন্তং, যথা নিকায়ং সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং, ঈশং তং জ্ঞাত্বা অমৃতা ভবন্তি॥" "সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ, সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ। সর্ব্বব্যাপী স ভগবাংস্তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥" "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ, সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ। সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥" "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং, সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।" "যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি

বীতশোকঃ।" "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়ব-ভূতৈস্তু, ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥" "যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো, যস্মিন্নিদং সংচবিচৈতি সর্ব্বম্। তমীশানং বরদং দেবমীড্যং, নিচায্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি॥" "যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ, বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ। হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং, স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥" "যো দেবানামধিপো, যস্মিল্লোঁকা অধিশ্রিতাঃ। স ঈশে অস্য দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥" "সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মং কলিলস্য মধ্যে, বিশ্বস্য স্রষ্টারমনেকরূপম্। বিশ্বস্যৈকং পরিবেষ্টিতারং, জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি॥" ইত্যাদি-সহস্রশঃ-শ্রুতি-প্রমাণ-বলে বিস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, "জালবান্" দুরত্যয়ত্ব-প্রযুক্ত-জাল-শব্দ-লক্ষ্য-মায়োপাধিক মায়াবী পরমেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব "ঈশনীভিঃ" স্বীয়-পরম-শক্তি-সমূহ-সাহায্যে "সর্ব্বান্ লোকান্" ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-প্রাণি-নিচয়কে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা উদ্ভব, বা বিভূতি-যোগ-বিষয়ে, তথা সম্ভব, বা প্রাদুর্ভাব-বিষয়ে এবং অন্তকালে, বা মহাপ্রলয়াবসরে "ঈশতে ঈষ্টে," নিয়মিত করিতেছেন। যেহেতু একমাত্র শ্রীরুদ্রদেব আত্মীয় ঈশনী-শক্তি-সমূহ সাহায্যে উক্তরূপে ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত প্রাণি-নিচয়কে নিয়-মিত করিয়া, সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বনিয়ন্তৃরূপে অভিহিত হইয়াছেন, অতএব যিনি "সর্ব্বাল্লোঁকানীশত ঈশনীভিঃ," সেই এক-মাত্র শ্রীরুদ্রদেব ভিন্ন, পরমার্থদর্শী ব্রহ্ম-বিচার-কুশল, পরাপরবেত্তা, ব্রহ্মবিৎ-শ্রেষ্ঠ মহামুনিগণ "ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ," দ্বিতীয় বস্ত্বন্তর, বা অন্য কাহারও কোনরূপ অপেক্ষা করিয়া, অবস্থিতি করেন না।

বাস্তবিকপক্ষে অধিদৈবত, অর্থাৎ দেবতাধিকরণক, বা অন্তর্যামি-বিষয়ক-দর্শনাধিকারে পৃথিবী, জল, অনল, অন্তরিক্ষ, পবন, দ্যৌঃ, আদিত্য, দিক্, চন্দ্র, তারক, আকাশ, আবরণাত্মক-বাহ্য-তমঃ, তথা তদ্বিপরীত-তেজঃ-পদার্থে এবং অধিভূত, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত-ভূতাধিকরণক অন্তর্যামি-বিষয়ক-দর্শনাধিকারে এবং অধ্যাত্ম, অর্থাৎ আত্মাধিকারে পঞ্চ-প্রাণ-বায়ু-সহিত ঘ্রাণ, বাক্, চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞানাত্মিকা বুদ্ধি, তথা রেতঃ, বা প্রজাননপদার্থে, অথবা

অন্যান্যবিধ-পদার্থাধিকরণে পৃথিবী-গাত্রে উপরি উপরি অবস্থিত অন্যান্য-পদার্থ-সকলের ন্যায় অবস্থিত হইয়াও, পুনরপি পৃথক্‌ভাবে উহাদিগের অভ্যন্তরে অবস্থিতি-পূর্ব্বক উহাদিগের অজ্ঞাতসারে উহাদিগকে আত্মীয়-শরীররূপে গ্রহণ করিয়া, স্বয়ং অন্তর্যামিণী দেবতা নিত্য-মুক্ত-স্বভাবতা-নিবন্ধন স্ব-কর্ম্মাভাব এবং স্ব-কর্ম্মাভাব-বশতঃ পরার্থ-কর্ত্তব্যতা-স্বভাবতা-ফলে পরকীয়কার্য্য, বা শরীর, তথা পরকীয় করণ, বা ইন্দ্রিয়-গ্রাম-সাহায্যে শরীরেন্দ্রিয়-সামর্থ্যসম্পন্ন হইয়া, পৃথিব্যাদি-প্রজননান্ত-পদার্থসমূহের অন্তরবস্থান-পুরঃসর স্বাত্মভূত-পরমেশ্বরসাক্ষিমাত্ররূপে সান্নিধ্য-প্রযুক্ত যথাকালে স্ব-স্ব-ব্যাপারে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সম্পাদন-পুরঃসর অধিদৈব, অধিভূত ও অধ্যাত্মভেদ-ভিন্ন-পদার্থ-সকলকে যদি পরিচালিত, বা নিয়মিত না করিতেন, তবে কি এতাবৎকাল মনসাপ্যচিন্ত্যরচনারূপ এই জগদ্বিম্বের অর্থাৎ হিরণ্য-গর্ভ-স্থূল-শরীর-নির্ম্মাণান্ত-সৃষ্টির অনন্তর-ভাবিনী আংশিকী-বিরচনা, বা এই পরিদৃশ্যমান-জগতের পরিচালন-ব্যাপার নিয়মিত-রূপে **সম্পন্ন** হইত ? অথবা ভবিষ্যতে নিয়মতঃ সুচারুরূপে পরিনিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিত ? অথচ শ্রীবিশ্বনাথ-বিনির্ম্মিত এই বিশ্ব-বিম্বের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-লক্ষণ-পরিচালন-কার্য্য যখন পূর্ব্বাতিপূর্ব্বকাল হইতে যথারীতি এযাবৎকাল পর্য্যন্ত সুন্দররূপে সুসমাহিত হইয়া আসিতেছে এবং সুদূর-ভবিষ্যতেও এইরূপে সুপরিচালিত হইবার সবিশেষ-সম্ভাবনা অব্যাহতা রহিয়াছে, তখন নিশ্চিতরূপেই অবগত হইতে হইবে যে, যিনি তোমার, আমার, তথা অন্যান্য-ভূত-সকলের হৃদয়-দেশে অবস্থিত হইয়া, পৃথিবী-পৃথিবীদেবতা-প্রভৃতিকে স্ব-স্ব-ব্যাপারে পরিচালিত, বা নিয়মিত করিতেছেন, সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীমন্মহেশ্বরাখ্য শ্রীশঙ্করদেব ভিন্ন সেই জালবান্ মহামায়াবী পুরুষপ্রবর অপর কেহ নহেন।

ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভু শ্রীশঙ্করদেব দারসংগ্রহের পূর্ব্বে যেমন বিশ্বৈশ্বর্য্য-সমন্বিত হইয়া, এই স্থির-চর-সুর-নর-নিকরাত্মক-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডলের ঈশিতা, নিয়ন্তা, নিয়ময়িতা, প্রেরিতা, বা প্রেরয়িতৃরূপে অবস্থিত ছিলেন, অধুনাতন-কালেও সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভূতভব্যেশান শ্রীশঙ্করদেব অনুদিতানস্তমিতত্ব

বা সকৃদ্বিভাতত্ব-প্রযুক্ত এই বিশ্ব-সংসারের সেইরূপই নিয়মন করিতেছেন। অত্র বিষয়ে স্বয়ং মাতেব হিতকারিণী "শ্রোতুর্হিতৈষিণী" শ্রুতি বলিতেছেন, "য ঈশে অস্য জগতো নিত্যমেব, নান্যো হেতুর্বিদ্যতে ঈশনায়।" তথা "ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উ শ্বঃ।" অর্থাৎ যোগি-জন-কর্ত্তৃক হৃদয়-পুণ্ডরীকাভ্যন্তরে যিনি "অধূমক-জ্যোতিরিব" লক্ষিত হইয়া থাকেন, "ভূতভব্যস্য ঈশানঃ" কূটস্থ-চৈতন্য-স্বরূপ নিত্য-সত্য-সনাতন সেই সচ্চিদানন্দময় শ্রীশঙ্করদেব অদ্য ইদানীং প্রাণিগণের হৃদয়দেশে বর্ত্তমান থাকিয়া, যেমন প্রাণিগণকে তত্তৎকর্ম্মানুরূপ-শুভাশুভ-পুণ্যাপুণ্য-ফল-ভোগে নিয়মতঃ নিয়মিত করিতেছেন, সেইরূপ "শ্বোঽপি বর্ত্তিষ্যতে", অর্থাৎ প্রাণিগণের হৃদয়-সরসিজ-সিংহাসনে সমুপবিষ্ট থাকিয়া, কালান্তরে, দিনান্তরে, পক্ষান্তরে, মাসান্তরে, ঋত্বন্তরে, অয়নান্তরে, বৎসরান্তরে, অথবা যুগান্তরে প্রাণিগণকে পূর্ব্বাচরিততত্তৎ-কর্ম্মানুরূপ-শুভাশুভ-পাপপুণ্য-ফলভোগার্থ পরিচালিত করিবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অতএব দার-পরিগ্রহ-নিবন্ধন শ্রীশঙ্করদেব নিজ-নিরঙ্কুশ-নিত্য-সিদ্ধ-বিশ্বৈশ্বর্য্য, বা যোগৈশ্বর্য্য হইতে বিভ্রষ্ট হইয়াছেন, এইরূপ কল্পনা করিতে যাওয়া নিতান্ত অন্যায়সঙ্গত, অথবা অত্যন্ত-নির্লজ্জ, বা উন্মত্ত-জনোচিত-ধৃষ্টতা, বা মস্তিষ্ক-বিকার-সম্ভূত-বাতুলতার পরিচয়-প্রদানে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ—চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের অচিন্তনীয়-মহিমা, বা নিরবধিক-মহত্ত্ব-প্রতিপাদনের অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত ঈশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য বৈদিক-প্রমাণ-বচনোদ্ধার-পুরঃসর যথারীতি নিরূপিত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করদেবের এই মহত্ত্ব ও ঈশিত্ব-নিরূপণ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত-পুরাণ-বচন ও বেদ-বচন-প্রমাণানুসারে বিচক্ষণ-পাঠক-মহোদয়গণ অবশ্যই বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন যে, একমাত্র মায়ী মহেশ্বরাখ্য শ্রীশঙ্করদেবই এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা এবং এই পরিদৃশ্যমান-জগন্মণ্ডল, অথবা সমগ্র-জগন্মণ্ডল কেন? অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল অনন্তাত্মক শ্রীশঙ্কর-চিদ্-গগনাঙ্গনে অল্পপ্রকাশ খদ্যোত, বা অল্পাবয়ব-চটকাকারে অনবরত ভ্রমণ করিতেছে।

অতএব যিনি বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা, যাঁহার পাতাল-সন্নিভ-বক্ত্রোদর-বিবরাবকাশে চটক-সমাকার অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ড বিলগ্ন, বা বিধৃত রহিয়াছে, যিনি স্বাস্যোদর-বক্ত্র-বিবরে সংলগ্ন ক্ষুদ্র-চটক-সমাকার অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের একনায়ক, নিয়ামক, বা পরিচালক বলিয়া, লোকে ও বেদে তথা পুরাণাদি-বিবিধ-শাস্ত্রে প্রথিত হইয়াছেন, যিনি নিজ আস্যোদর-সংলগ্ন অনন্ত-কোটি-ব্রহ্মাণ্ডের বিধারণ-বশতঃ নিরতিশয়-মহত্ত্ব, অথবা নিরবধিক-বৃংহণত্ব, বা বৃহত্ত্ব-লক্ষণ-নিত্য-সিদ্ধ অসীম ঐশ্বর্য্য-বিভূষণে সততকাল বিভূষিত, অর্থাৎ অল্পায়তন একটীমাত্র অণু যেমন সুবৃহৎ বিন্ধ্য-শৈল-বিধারণে সমর্থ নহে; পরন্তু বিন্ধ্য-শৈলকে ধারণ করিতে হইলে, অগ্রে যেমন সুবৃহৎ বিন্ধ্য-শৈল-ধারণোপযোগী বৃহত্তম আধারকল্পনা অবশ্যম্ভাবিনী, সেইরূপ বিন্ধ্য-মেরু-মন্দর-গন্ধমাদন-হিমালয় বা অষ্টকুলাচলাদি অসংখ্য-পর্ব্বত, সপ্ত-সাগর-প্রভৃতি-সমলঙ্কৃত এই ধরামণ্ডল, তথা অন্যান্য-ভুবন-সকল, চতুর্দ্দশ-ভুবনান্তর্গত-চতুর্ব্বিধ-স্থূল-শরীর, চতুর্ব্বিধ-স্থূল-শরীরোপযোগী বিচিত্র বস্ত্রান্নপানাদি, তথা

স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-প্রপঞ্চের সমষ্টি লক্ষণ মহান্-প্রপঞ্চ, এতৎ-সমূহাত্মক এই পরিদৃশ্যমান-ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ অতীত ও অনাগত অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মুখ-বিবর-মাত্র-সাহায্যে আধারভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, যিনি সর্ব্ব-বৃহত্তমত্ব-লক্ষণ-নিরবধিক ঐশ্বর্য্য-মণ্ডনে বিমণ্ডিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতাধিবাস, ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভু, ভূত-ভব্যেশান শ্রীশঙ্কর-দেবের নিরঙ্কুশ ঈশিত্বলক্ষণ ঐশ্বর্য্য-সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে তদবিনাভূত নিরঙ্কুশ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যও স্বয়ং সমর্থিত হইয়াছে।

কারণ, পূর্ব্বপ্রতিপাদিত-সর্ব্ব-মহত্তমত্ব-লক্ষণ-নিরবধিক-বৃহত্ত্ব এবং নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-বিভূষণে যিনি বিভূষিত, তিনি যদি বশিত্ব-রূপ ঐশ্বর্য্যালঙ্কারে অলঙ্কৃত না হন, তবে দেবেন্দ্র-দানবেন্দ্র-দৈত্যেন্দ্র-রাক্ষসেন্দ্র-প্রভৃতির মধ্যে অপর কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ত বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে পারেন না। হায়! তবে কি এই অনুত্তম-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-রত্ন অনন্তবিধ-রত্নরাজি-রাজিত-জগতীতল হইতে বিলুপ্ত, অথবা একেবারে অন্তর্হিত হইবে? যদিচ বেদ-প্রবচনে, কিম্বা পুরাণ-প্রবন্ধে ভূরিশঃ মুনি, মহামুনি, ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধ, মহাসিদ্ধ, আজান-সিদ্ধ, যোগী, মহাযোগী, বা যোগীশ্বরগণের যোগ ও তপস্যার অভ্যাসবশে কালক্রমে সমাগত-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-রত্ন-সমাবেশবশে শ্রীজগদীশ্বরদেবের জগল্লক্ষণ-রত্ন-ভাণ্ডারের অন্তর্গতা উক্ত-রত্নপদবী পূর্ণতা প্রাপ্তা হইতে পারে, তথাপি মুনি-মহামুনি-প্রভৃতি-যোগীশ্বরগণের যোগ-সিদ্ধি-বশে আবির্ভূত তথাবিধ অণিমা, লঘিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, ও কামাবসায়িত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-সকল সাবগ্রহ, অর্থাৎ সাঙ্কুশ হওয়ায়, উক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যান্তর্গত-সাবগ্রহ, বা সাঙ্কুশ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-রত্নদ্বারা নিরঙ্কুশ-বশিত্ব-রত্নাধার পূর্ণ হওয়া সম্ভবপর, বা সর্ব্বজন-সন্তোষ-জনক হইবে না।

যদি বল, যাঁহারা সগুণ-ব্রহ্মোপাসনাবশে "সহৈব মনসা" ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইতেছেন, বা হইবেন, "আপ্নোতি স্বারাজ্যং", "সর্ব্বে-হস্মৈ দেবা বলিমাবহন্তি", "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি", ইত্যাদি-প্রত্যক্ষ-শ্রুতি-প্রমাণবলে সেই সকল-মুক্ত-পুরুষগণের দ্বারা

অধিকৃত অণিমাদ্যাত্মক যে সকল-নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য, তন্মধ্যবর্ত্তী নিরঙ্কুশ, বা নিরবগ্রহ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যদ্বারা কামবশ্য-কামজয্য-কাম-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত-কামোন্মথিত-মানস শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত-নিরবগ্রহ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যস্থান অধিকৃত হইবে, তবে উত্তরবচনে আমরা বলিব, সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-সাহায্যে ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্ত-মুক্ত-মহাপুরুষগণের দ্বারা অধিকৃত অণিমাদ্যাত্মক যে ঐশ্বর্য্য, সেই ঐশ্বর্য্যাষ্টক নিম্নতন-জনাধিকৃত ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা আপাততঃ বলবত্তররূপে প্রতীত হইলেও, উক্ত ঐশ্বর্য্যাষ্টক নিরঙ্কুশ, বা নিরবগ্রহ নহে। কারণ, "মনসা সহৈব" ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্ত-মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের দ্বারা অধিকৃত উক্ত অষ্টবিধ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য জগদ্-ব্যাপার-সম্পাদনে সমর্থ নহে।

কিঞ্চ, যে ঐশ্বর্য্য-সাহায্যে জগদ্-ব্যাপার সম্পাদিত হয় না, যে ঐশ্বর্য্য কপিলাদি-সিদ্ধ-মহাজন-ব্যপাশ্রিত, যে ঐশ্বর্য্য নিষ্কাম-ধর্ম্ম, যোগ, বা তপঃ-সিদ্ধির উত্তরকালভাবী, যে ঐশ্বর্য্য ধর্ম্মাদ্যনুষ্ঠান-সাপেক্ষ, বা পশ্চিম-সিদ্ধ-পুরুষ-সমাশ্রিত, তাদৃশ-সিদ্ধ্যুত্তর-কালীন ঐশ্বর্য্যের নিরঙ্কুশত্ব কুত্রাপি স্বীকৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে, যে ঐশ্বর্য্য ধর্ম্ম, যোগ, বা তপোনুষ্ঠান-প্রভৃতির অপেক্ষাবশে আত্মলাভ করে না, যে ঐশ্বর্য্যের অপ্রতিহত-প্রভাববশে পরিদৃশ্যমান-জগৎ-প্রপঞ্চের সর্জ্জন, পরিপালন, তথা সংহরণ-কার্য্য অনায়াসে সম্পাদিত হয়, যে ঐশর্য্য একমাত্র-নিত্য-সিদ্ধ-পরমেশ্বরে সমাশ্রিত, তাদৃশ নিত্য-সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যাষ্টকই শাস্ত্রে নিরঙ্কুশ, বা নিরবগ্রহ-রূপে-সমর্থিত হইয়াছে। যদি সগুণ-ব্রহ্মোপাসনা-সাহায্যে ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের দ্বারা অধিকৃত অণিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যাষ্টকের নিরঙ্কুশত্ব-প্রতিপাদনে অত্যন্তাগ্রহ-পরায়ণতা-নিবন্ধন মুক্তাত্মগণেরও জগদুৎপত্ত্যাদি-ব্যাপারে সম্যক্ অধিকারাস্তিত্ব অঙ্গীকৃত হয়, তবে মুক্তাত্মগণের বহুত্ব এবং সমনস্কত্ব-বশতঃ অবশ্যই কখনও না কখনও তাঁহাদিগের মধ্যে অনৈকমত্য উপস্থিত হইতে পারে।

অপিচ, জগদুৎপত্ত্যাদি-ব্যাপারে অধিকৃত-মুক্তাত্ম-সকলের মধ্যে কাহারও স্থিত্যভিপ্রায়, কাহারও বা সংহারাভিপ্রায়, তথা কাহারও মতে আকাশ-পূর্ব্বিকা-সৃষ্টিকল্পনা, কাহারও মতে তেজঃ-পূর্ব্বিকা-সৃষ্টিকল্পনা,

কেহ বলিবেন, গুরু-তল্প-গমন-লক্ষণ ঈদৃশ অধর্ম্ম, বা অন্যায়াচরণ-বশতঃ ইন্দ্রের দেবরাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা উচিত নহে, কেহ বা বলিবেন, ইন্দ্রই স্বর্গরাজ্যশাসনে সম্পূর্ণ উপযুক্ত, অতএব মহেন্দ্রেরই স্বর্গীয়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকা সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, ইত্যাদি-বিরোধ, বা অনৈক-মত্যনিবন্ধন জগতীতলে অকস্মাৎ অনেকবিধ-বিপৎপাতের সম্ভাবনা, কিম্বা বিশ্ব-প্রপঞ্চে লোক-সকলের অনাশ্বাসপ্রসঙ্গ অনিবার্য্য হইবে। অথবা ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্ত মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের মধ্যে সকলেই যদি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, বা সমানভাবে সর্ব্ববিধ-নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হন, তবে উক্তরূপ-বিরোধ-বশতঃ সুন্দোপসুন্দন্যায়ে সকলেরই এককালে বিনষ্ট হওয়াও অসম্ভাবিত হইতে পারে না।

অপরথা যদি বল, মুক্তাত্মা, বিদ্বান্ মহাপুরুষগণের সর্ব্ব-বিষয়ে সম-প্রাধান্য স্বীকার করিলে, উক্তরূপে মিথঃ বিরোধ-সম্ভাবনা অনিবার্য্যা হইলেও, একের প্রতি অন্য-সকলের গুণত্ব স্বীকার করিলে, অর্থাৎ একজনের সঙ্কল্প অনুসরণ-পূর্ব্বক অন্য-সকলের সঙ্কল্প স্বীকৃত হইলে, আর পূর্ব্বপ্রদর্শিত-বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না, তবে প্রতিবচনাবসরে আমরা বলিব, উক্তরূপে অবিরোধসমর্থন অপেক্ষা একমাত্র নিত্য-সিদ্ধ-পরেশ্বর স্বীকার করিয়া, অন্য সকলের বেদোপনিষদাদি-সর্ব্বশাস্ত্র-সিদ্ধ-স্বতঃ-সিদ্ধ-সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন-তাদৃশ-প্রধান-পুরুষ শ্রীপরমেশ্বরদেবের আকূত-তন্ত্রত্ব অঙ্গীকার-পুরঃসর শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সর্ব্ব-ব্যবহারাতীত-সর্ব্বসংসারধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত-পরম-বিশুদ্ধ-পরম-মঙ্গলময়-পরম-তত্ত্বান্বেষণ-বিজিজ্ঞাসন-পূর্ব্বক ইতর-সকলের অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের অণিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যাষ্টক স্বীকার করিলেই কি সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর-রূপে সর্ব্বশাস্ত্রের পরমেশ্বরাস্তিত্ব-প্রতিপাদনপর-সর্ব্ববিধ-সিদ্ধান্তের এবং পূর্ব্বাতিপূর্ব্বতন-বশিষ্ঠ-সনৎকুমারাদি-মহামহিম-মহাজনগণ, তথা বেদান্তা-চার্য্য-গুরুস্থলাভিষিক্ত-ব্যাস-শুক-প্রভৃতি-মহামুনিগণ-কর্ত্তৃক প্রচারিতাশেষ-কল্যাণকর-পরমেশ্বর-তত্ত্ব-পরিচায়ক অজ্ঞানান্ধকারদূরীকরণে প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল-স্থানীয় দ্বৈত-বারণ-নিবারণে পটীয়ান্ পঞ্চাস্যকল্প অদ্বৈত-মতবাদের সামঞ্জস্য পরিরক্ষিত হয় না?

অতএব উক্ত মহাজনগণের সিদ্ধান্ত, তথা জগদ্‌গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং," ইত্যাদি-সূত্রভাষ্যানুসরণে "অকামেনাপি" অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, একমাত্র-নিত্য-সিদ্ধ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের সংসার-ভয়-বিনাশন অনন্ত-মহিম-শ্রীচরণ-সরোজে জগদুৎপত্ত্যাদি-সর্ব্ববিধ-ব্যাপার-সম্পাদনক্ষম-নিত্য-সিদ্ধ-নিরঙ্কুশ-নিরবগ্রহ অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাষ্টক চরম-বিশ্রান্তিলাভ করিয়াছে এবং শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণ-সেবন-বন্দন-সংস্মরণ-সমর্চ্চনাদি-সৎকর্ম্ম-পরিপাকবশে তদীয়-পরমানুগ্রহফলে লব্ধ অণিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যাষ্টক-সাহায্যে পূর্ব্বোদ্দিষ্ট মুক্তাত্মা মহাজনগণ জগদুৎপত্ত্যাদি-ব্যাপার-সম্পাদনে সমর্থ না হওয়ায়, অর্থাৎ বিশ্বোৎপত্তি, বিশ্ব-বিনির্ম্মাণ, বা রচনা-প্রকার, নদী-সমুদ্র-পর্ব্বতাদির সন্নিবেশ, ভুবন-বিন্যাস, চন্দ্র ও সূর্য্যের সংখ্যাধিক্য, অথবা স্থান-সময়-নির্দ্দেশ, দিবা-রাত্রি-ব্যবস্থা, লোকপাল-নিয়োগ, তথা শাস্ত্র-ধর্ম্ম-সদাচার-প্রবর্ত্তন, বা বর্ণাশ্রমাদি-বিভাগ-প্রভৃতি-বিষয়ে স্বরাজ্যারূঢ়-স্বতন্ত্র-নিরঙ্কুশ-নরপতিগণের স্বেচ্ছামত-স্বরাজ্য-ব্যবস্থা-প্রণয়নানুকরণে স্ব-স্ব-মত-সিদ্ধ-ব্যবস্থার প্রাধান্য-স্থাপন-পুরঃসর প্রবর্ত্তন-কল্পে বিবদমান-সমান-প্রভাব-সম্পন্ন মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের মধ্যে পরস্পরের অনৈকমত্য-নিবন্ধন বিরোধ, তজ্জনিত বিনাশ, বা জগৎ-প্রপঞ্চের দারুণ-দশা-বিপর্য্যয়-সম্ভাবনা-বশতঃ সকল-লোক-নির্ম্মাতা, সকল-লোকপালয়িতা, সকল-লোক-নিয়ন্তা, সকল-লোক-শাস্তা, সকল-লোক-সংহর্ত্তা শ্রীজগদীশ্বর-দেবের জগজ্জনীননিয়মানুসারে সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার যথারীতি সমনুশীলন-প্রযুক্ত ব্রহ্ম-সাযুজ্য-প্রাপ্ত-মুক্তাত্ম-মহাপুরুষগণের দ্বারা অধিকৃত অণিমাদ্যাত্মক ঐশ্বর্য্যাষ্টকের অন্যান্য-শক্তি-সমুদায়ের মধ্যে জগদ্ব্যাপার-বিষয়িণী শক্তি অর্থাৎ জগদুৎপাদন-পালন-নিয়মন-সংহরণ-বিষয়ক-সামর্থ্য নিরুদ্ধ হওয়ায়, মুক্তাত্ম-মহাপুরুষ-গণের দ্বারা আয়ত্তীকৃত ঐশ্বর্য্য-সকল সাবগ্রহ, সাঙ্কুশ, অস্বতন্ত্র, পরাধীন, বা পরতন্ত্র; সুতরাং পরপরিচালিত-জগদুৎপত্ত্যাদি-ব্যাপার-বিবর্জ্জিত-তথাবিধ-সাঙ্কুশ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-রত্ন-দ্বারা শ্রীশঙ্করদেব-কর্ত্তৃক-পরিত্যক্ত-নিরবগ্রহ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যের স্থান কদাপি অধিকৃত, অথবা পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পরিশেষে যাহা বক্তব্য, তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই পরিদৃশ্যমান-ব্রহ্মাণ্ডানুরূপ অতীত অনাগত অনন্তকোটি-ব্রহ্মাণ্ডের মুখ-বিবরমাত্র-সাহায্যে আধারভাব প্রাপ্ত হওয়ায়, যিনি সর্ব্ববৃহত্তমত্বলক্ষণ-নিরবধিক ঐশ্বর্য্য-মণ্ডনে বিমণ্ডিত হইয়াছেন, সেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বভূতাধিবাস, ভূত-ভব্য-ভবৎ-প্রভু, ভূত-ভব্যেশান শ্রীশঙ্কর-দেবের নিরঙ্কুশ ঈশিত্বলক্ষণ ঐশ্বর্য্য-সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে তদবিনাভূত-নিরঙ্কুশ-বশিত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্যও স্বয়ং সমর্থিত হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্ব-প্রতিপাদিত-সর্ব্বমহত্তমত্ব-লক্ষণ-নিরবধিক-বৃহত্ত্ব এবং নিরঙ্কুশ ঈশিতৃত্ব-লক্ষণ ঐশ্বর্য্য-বিভূষণে যিনি বিভূষিত, তিনি যদি বশিত্বরূপ ঐশ্বর্য্যা-লঙ্কারে অলঙ্কৃত না হন, তবে দেবেন্দ্র-দানবেন্দ্র-দৈত্যেন্দ্র-রাক্ষসেন্দ্র-প্রভৃতির মধ্যে অপর কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিই ত বশিত্বলক্ষণ ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইতে পারেন না। অপর কারণ এই যে, নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যা-ষ্টক পরস্পরের সহচর-ভাবাপন্ন হওয়ায়, এক, দুই, তিন, বা ততো-ধিক ঐশ্বর্য্য যেখানে অবস্থিতি করিবে, সেই আধার-ভাবাপন্ন সর্ব্বৈশ্বর্য্য-ভূতবাস শ্রীমন্মহেশ্বরদেব অবশ্যই বিশ্বৈশ্বর্য্য, বা অষ্টৈশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যবান্ হইবেন, সন্দেহ নাই।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

গতগ্রন্থে বারংবার অভিহিত হইয়াছে যে, "যিনি সত্যাহিত-মানসে কেবলমাত্র শ্রীমতী সতীদেবীর প্রীতি-সম্পাদনে অগ্রসর হইয়া, সর্ব্বথা আত্মচরিতার্থতা অনুভব করিয়াছেন, ইতর-সুর-সাধারণের ন্যায় কাম-দেবের নিতান্ত-বশ্য-জন্য পঞ্চশর-পরিভূত সেই শ্রীশঙ্করদেব "কথঙ্কারং" ঈশিত্ব-বশিত্ব-বিহীন হইবেন না ?" তথা পুনরপি অভিহিত হইয়াছে যে, "কাম-বাণ-বশ্য কামাধিকৃত-হৃদয় সত্যাহিত-মনাঃ মন্মথ-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত শ্রীশঙ্করদেবও নিরঙ্কুশ ঈশিত্ব-বশিত্ব-বিহীন হওয়ায়, বৃহত্ত্ব-বৃংহণত্ব-লক্ষণ-নিজ-নিরতিশয়, বা নিরবধিক-মহত্ত্ব হইতেও অবশ্যই পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন। কারণ, পূর্ব্বোক্ত-নিত্যসিদ্ধ-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ-ঈশিত্ব-বশিত্ব-বিহীন শ্রীশঙ্করদেবের বৃহত্ত্ব-বৃংহণত্ব-লক্ষণ-মহত্ত্ব কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না।" বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণ ! পূর্ব্ব-বিবরণানুরূপ মহিমা ও ঈশিত্ব-বশিত্ব-প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-সকল শ্রীমন্মহেশ্বরদেবে সম্ভবপর হইতে পারে কি না ? তাহা আমি সবিস্তার আপনাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহারা শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীচরণে ঐশ্বর্য্যাষ্টকের সমাবেশ-বিষয়ে অসম্ভবনীয়তা-প্রতিপাদনে অত্যন্ত আগ্রহ-পরায়ণ, শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের ঐশ্বর্য্যাষ্টক-বিঘটনে তৎপর, সেই সকল মহাপ্রভু-দিগের যুক্তি এই যে, শ্রীশঙ্করদেব যথারীতি বেদবিধান অনুসারে প্রজাপতি-মুখ্য দক্ষের দুহিতা শ্রীমতী সতীদেবীর পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, দাম্পত্য-সুখ-সৌভাগ্য-ভোগে ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন।

উক্তরূপ-সংক্ষিপ্ত-যুক্তিবাক্যের অন্তর্নিহিত-পূর্ব্বপ্রতিপাদিত আশয় এইরূপ যে, "কাম-বাণ-পাত-পথবর্ত্তিতা-নিবন্ধন সম্মোহিত শ্রীশঙ্কর-দেব যখন অবশ শরীরে, অবশ ইন্দ্রিয়ে, অবশ প্রাণে, অবশ হৃদয়ে, একমাত্র সত্যাহিত-মানসে অনুমোহন-কর্ত্রী শ্রীমতী সতীদেবীর

সুদৃঢ়-প্রেমানুরাগাকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, পরম-প্রীতির সহিত সতী-সম্ভোগ-সুখ-সৌভাগ্য অনুভব-পূর্ব্বক নিজ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয় বা মনের প্রতিও প্রভুত্ব ও ঈশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন তিনি কি কখনও মূল-প্রকৃতিবিজয়োত্তরকাল-ভাবিনী কুশলতা অর্থাৎ ভূত-সকলের তন্মাত্র-দ্বারক প্রভবাপ্যয়, বা উৎপত্তি-বিনাশ এবং ব্যূহাখ্য-সংস্থানবিশেষে নিরঙ্কুশ-সামর্থ্য, প্রভুত্ব, অথবা ঈশিতৃত্ব-লাভ করিতে পারেন ? তথা যিনি নিজ-শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনের প্রতিও প্রভবিষ্ণু বা প্রভাববান্ নহেন, তিনি কি কখনও সর্ব্বত্র অব্যাহতাজ্ঞ, বা অপ্রতিহত-প্রভাবসম্পন্ন হইতে পারেন ? যাঁহার মনঃ, প্রাণ, শরীর, বা হৃদয় নিজমত, আজ্ঞা, বা প্রভাবের অনুগমন, বা অনুবর্ত্তন করে না, অন্যান্য-ভূত-সকল কি তাঁহার অনুগমন ও আদেশ-প্রতিপালন করিয়া থাকে ? তিনি কি কখনও অন্যান্য-ভূত-সকলের মধ্যে নিজ আদেশ-প্রচার, বা প্রভাব-বিস্তার করিতে সমর্থ হন ? যিনি আত্ম-সংযমন-মাত্রেও কুশল নহেন, তিনি কি কখনও সর্ব্বত্র প্রভবিষ্ণুত্ব-লক্ষণ বশিত্ব-লাভ করিতে সমর্থ হন ?

শ্রীশঙ্করদেবের ঐশ্বর্য্য-বিঘটন-কল্পে যুক্তি-প্রদর্শনপর অকিঞ্চিৎকর এই সকল-প্রশ্ন-বাক্যের যথোচিত-পরিহারার্থ আমরা কি এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারি না যে, সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, পালন-কর্ত্তা বিষ্ণু, উড়ুপতি চন্দ্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র, ইঁহারা সকলে পূর্ব্ব-প্রদর্শিত অধর্ম্ম-মার্গানুসরণে নিজ-কন্যা সন্ধ্যা, পর-পত্নী রাধা, বৃন্দা, তুলসী, তথা দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা, অথবা আচার্য্য গৌতমের পত্নী অহল্যা, এই সকল অগম্য অর্থাৎ বেদশাস্ত্র-ধর্ম্ম-লোকাচার-বিরুদ্ধ-নিষিদ্ধ-স্ত্রীজনের প্রতি অবশ শরীরে, অবশ ইন্দ্রিয়ে, অবশ প্রাণে, কাম-বাণ-পাত-পথবর্ত্তিতা-নিবন্ধন অবশভাবাপন্ন-সম্মোহিত-হৃদয়ে অসদভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া, যে অন্যায় আচরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এই আধিকারিক-দেব-প্রবরগণ কি নিজ-নিজ অধিকার, তপোলভ্য-সাঙ্কুশ, বা সাবগ্রহ-যোগৈশ্বর্য্য, অর্থাৎ স্ব-স্ব-পদ, বা অধিকারোচিত-মহিমা, অথবা সর্জ্জন-পালনাদি-কার্য্যে অপেক্ষিত ঈশিত্ব-বশিত্ব-প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত, কিম্বা বিভ্রষ্ট হইয়াছেন ? যদি এই

সকল-দেব-প্রবর উক্তরূপ অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা নিজ-নিজ ঐশ্বর্য্য, বা অধিকার হইতে বিভ্রষ্ট, বা বঞ্চিত হইয়াছেন, এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে কি বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা অধুনা আর সৃষ্টি করেন না ? বিষ্ণু কি আর পালনকার্য্যে ব্যাপৃত নহেন ? পুলোমজা-পতি ইন্দ্র কি এখন আর স্বর্গ-রাজ্য-শাসন করেন না ? অথবা চন্দ্রদেব কি ইদানীং আর সোম-লোক-নিবাসী স্বর্গিগণের নিয়মনে, স্বলোকোচিত-স্বর্গীয়-সুখ-সৌভাগ্য-ভোগ-সম্পাদনে, স্বোচিতা যথোপযোগিনী ব্যবস্থার প্রণয়নে, কিম্বা প্রবর্ত্তনে ব্রতী নহেন ? শ্রীবিশ্বনাথ-দেব-সৃষ্ট এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে সর্ব্ব-বিভাগীয়-যাবতীয়-কার্য্য যখন সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে, তখন অনিচ্ছা, বা পরেচ্ছা-প্রারব্ধের ফল-ভোগাবশ্যম্ভাব-নিবন্ধনও অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে যে, উক্তরূপ অতি গুরুতর অন্যায়, অধর্ম্ম, বা পাপাচরণের আশ্রয়-গ্রহণ করিয়াও, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি দেবগণ "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা ॥" ইত্যাদি প্রমাণ-বচন-বলে দোষাসংস্পর্শন-বশতঃ নিজ-নিজ-মহিমা এবং ঈশিত্ব-বশিত্ব-প্রভৃতি-যোগৈশ্বর্য্য হইতে বিভ্রষ্ট, বা বঞ্চিত হন নাই, তথা অদ্যাপি এই গৃহীত-নামা দেব-গণ স্ব-স্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, নিজ-নিজ-যোগৈশ্বর্য্য-সাহায্যে আত্মীয় অধিকারো-চিত-সর্ব্ববিধ-কার্য্য সুপরিচালিত করিতেছেন।

কিঞ্চ, ধর্ম্ম-সেতু-সকলের বক্তা, কর্ত্তা, তথা অভিরক্ষিতা প্রজাপতি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, তথা বিশ্বামিত্র-প্রভৃতি দেবগণ, বা মুনিগণ বেদ এবং ধর্ম্ম-সংহিতা-প্রভৃতির মর্য্যাদা-বিলঙ্ঘন-পূর্ব্বক পরদারাভিমর্ষণাদিরূপ প্রতীপাচরণ করিয়াও, যদি স্ব-স্বোচিত আপেক্ষিক উচ্চাবচ ঐশ্বর্য্য-যোগ হইতে বঞ্চিত, বা বিভ্রষ্ট না হন, তবে তির্য্যক্, মর্ত্ত্য এবং ত্রিদশালয়-নিবাসী দেবাদি ঈশিতব্য অখিল সত্ত্বের অর্থাৎ কৃমি-কীটাদি-মুনি-মহর্ষি-প্রভৃতি, তথা সর্ব্বজাতীয়-দেববৃন্দ, বা জগতীতলস্থ-যাবতীয় জীবের যিনি একমাত্র ঈশিতা, সেই অখিল-চরাচর-গুরু সর্ব্বেশিতা শ্রীশঙ্করদেবের কুশলাকুশলান্বয়-প্রশ্ন কেমন করিয়া, সম্ভবপর হইতে পারে ? শাস্ত্রাচার-বিরুদ্ধ অধর্ম্ম-সঙ্গত-পরদারাভিমর্ষণাদিরূপ অতি গুরু-তর-পাপকার্য্য

করিয়াও, ব্রহ্মাদি-দেবগণ, বা বিশ্বামিত্রাদি-মুনিগণ যদি যোগ-লব্ধ ঐশ্বর্য্যাষ্টক হইতে পরিচ্যুত না হন, তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সাবিত্রী, কমলা-প্রভৃতি-দেব-দেবী-শ্রেষ্ঠ-গণের অসকৃৎ-প্রযুক্ত অনুরোধবচনে কেবলমাত্র বিশ্ব-হিতার্থে শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্ব-দেব-দেবী-মুনি-মহর্ষি-দেবর্ষি-ব্রহ্মর্ষি ও প্রজাপতিগণের সমক্ষে যথাবিধি, যথাশাস্ত্র, যথাবেদ, যথাধর্ম্ম, যথাচার, বা যথা ব্যবহার-সঙ্গত উপায়ে পিতা-দক্ষপ্রজাপতি-কর্ত্তৃক-প্রদত্তা ললিত-ললনাকুল-ললামায়মানা শ্রীমতী সতীদেবীর পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক পাণি-গৃহীতিকা ধর্ম্মপত্নীর সহিত সঙ্গত হইয়া, নিজ-নিত্য-সিদ্ধ নিরঙ্কুশ ঐশ্বর্য্যাষ্টক হইতে পরিগলিত হইবেন কেন ?

অপিচ, যাঁহার পাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেবণ-সাহায্যে পরিতৃপ্ত, তথা যোগ-প্রভাব-বশে বিধূতাখিল-কর্ম্ম-বন্ধ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও চন্দ্র-প্রভৃতি-দেবগণ এবং বিশ্বামিত্রাদি-মুনিগণ স্বৈরভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন এবং তেজস্বিত্ব-প্রযুক্ত সর্ব্বভক্ষ-হুতাশনবৎ সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত-কলেবরে অবস্থিতি-পুরঃসর পরদারাভিমর্ষণাদি অতি জুগুপ্সিত-কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিয়াও, বন্ধন প্রাপ্ত হন না, সেই সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি, আপ্তকাম, প্রধান-পুরুষেশ্বর শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ইচ্ছাবশে পরি-গৃহীত-শরীরে বিশ্ব-হিতার্থে শ্রীমতী সতীদেবীর সহিত মিলিত হইয়া, যদি বেদাদি-শাস্ত্রাচারানুমোদিত-ধর্ম্ম-পত্নী-সম্ভোগ-সুখে সৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকেন, তবে তাদৃশ অর্থাৎ ঈশ্বরসকলেরও পরমেশ্বর-স্থানীয় শ্রীশঙ্কর-দেবের বন্ধ, বা ঐশ্বর্য্য-বিচ্যুতি কিরূপে সম্ভবপরা হইতে পারে ? অতএব মহামুনি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস যথার্থই বলিয়াছেন যে, "কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তির্য্যঙ্-মর্ত্ত্যদিবৌকসাম্। ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ ?" তথা "যৎ-পাদ-পঙ্কজ-পরাগ-নিষেব-তৃপ্তা, যোগ-প্রভাব-বিধূতাখিলকর্ম্ম-বন্ধাঃ। স্বৈরং চরন্তি মুনয়োঽপি ন নহ্যমানা-স্তস্যেচ্ছয়াত্তবপুষঃ কুত এব বন্ধঃ॥" ইতি।

সম্প্রতি এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি উক্তরূপে তেজস্বী, বা সর্ব্বভুক্-পাবক-দৃষ্টান্তে ঈশ্বরগণেরও দৃষ্ট-ধর্ম্মব্যতিক্রম ও অন্যায়-সঙ্গত-সাহস দোষের কারণ না হয়, তবে "যদ্ যদ্ আচরতি

শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥”
এইরূপ ন্যায়ানুসরণে অনীশ্বর ইতর জনগণও কি পরদারাভিমর্ষণাদি-প্রতীপাচরণে তৎপর হইবে না? তথা উক্তরূপ অন্যায়, বা অকুশল আচরিত-পরিহার-পুরঃসর ধর্ম্মসেতু-বক্তা সৃষ্টি-কর্ত্তা ও জগৎপাতা ঈশ্বরগণের কি সর্ব্বথা ন্যায়-সঙ্গত-কুশল-কর্ম্মাচরণ-মাত্র-সাহায্যে লোক-শিক্ষণার্থ প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে? এবম্বিধ-প্রশ্নদ্বয়ের পরিহারার্থ উত্তরবচনে আমরা বলিব, নিরহঙ্কারী উক্ত ঈশ্বরগণ কুশলাকুশল-চরিত-দ্বারা কোনরূপ স্বার্থ-সম্পাদনে আগ্রহ পোষণ করেন না এবং বিপরীত আচরণ-দ্বারা তাঁহাদিগের কোনরূপ অনর্থাপাতেরও সম্ভাবনা নাই; সুতরাং অবশ্য-ভোক্তব্য-প্রারব্ধ-কর্ম্ম-ক্ষপণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকায়, তথা অভিমান-রাহিত্যপ্রযুক্ত তাঁহা-দিগের আচরিত-ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম, দুষ্ট-সাহস, বা কুশলাকুশল অনু-ষ্ঠানের প্রতি দৃষ্টি-পাত না করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা অভিহিত-যুক্তিযুক্ত উপদেশ-বাক্যানুসারে নিজ-নিজ-কর্ত্তব্য-বিনির্ণয়, অথবা গন্তব্য-পথের অনুসরণ করাই অনীশ্বর ইতর-জনগণের একান্ত বিধেয়।

কারণ, শাস্ত্র বলিতেছেন, অনীশ্বর ইতর-জনগণ কদাচিদপি মনঃ-সাহায্যেও ঈশ্বরীয় আচরণের পক্ষপাতী হইবেন না। যদি মৌঢ্য-প্রযুক্ত অনীশ্বর ইতর-জনগণ ঈশ্বরীয় আচরণানুকরণে প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁহাদিগের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন শ্রীশঙ্করদেবই অব্ধিজকালকূট-বিষ পান করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, যে বিষের গন্ধাঘ্রাণ, বা বায়ু-প্রবাহ-প্রভাবে বিষ্ণু নীলোৎপলদল-শ্যামল-বর্ণে পরিণত হইয়াছেন, অরুদ্র, অভাল-লোচন কোন অনীশ্বর ইতরজন শ্রীশঙ্করচরিতানুকরণে যদি তাদৃশ-ক্ষীরোদ-সাগর-মন্থনোদ্ভূত-কালকূট-মহাবিষ পান করিতেন, বা করেন, তবে কি তৎক্ষণাৎ সেই বিষ-পান-কর্ত্তার বিনাশ সুনিশ্চিত হইত না? বা হইবে না? সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, ঈশ্বরগণের উপদেশ-বাক্যই সত্য, বা শুভ-সংসূচক অবগত হইতে হইবে এবং ক্বচিৎ

ঈশ্বরীয় আচরিতও শুভাবহ হইতে পারে, ইহাও অবগত হওয়া আবশ্যক; কিন্তু বুদ্ধিমান্ জনগণ ঈশ্বরীয়-যুক্তিযুক্ত উপদেশ-বচন অনুসারেই সর্ব্বথা কর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন। অতএব অনীশ্বর ইতরজনগণের কদাপি ঈশ্বরীয় আচরণানুকরণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

পুনশ্চ, আমরা এইরূপ বলিতে ইচ্ছা করি যে, শ্রীশঙ্করদেব ইতর-সুর-সাধারণের ন্যায় কামদেবের নিতান্ত বশ্য, জয্য, কিম্বা পঞ্চশর-পরিভূত নহেন, তথা কাম-বাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয় ও মন্মথকৃত-পরিভবগ্রস্তও নহেন। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব নিজ-শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, বা মনের প্রতিও প্রভুত্ব-বর্জ্জিত হন নাই এবং তিনি আত্ম-সংযমন-বিষয়েও অত্যন্ত কুশল; সুতরাং পূর্ব্ব-বিবরণানুরূপ-নিরবধিক-মহিমা ও নিরঙ্কুশ-ঈশিত্ব-বশিত্ব-প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যালঙ্কারে "প্রভ-বিষ্ণুঃ প্রভাববান্" শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বথা সমলঙ্কৃত। অতএব শ্রীশঙ্করদেব মূল-প্রকৃতি-বিজয়োত্তরকালীন-কুশলত্ব অর্থাৎ ভূত-সকলের তন্মাত্রদ্বার-কোৎপত্তি-বিনাশ এবং ব্যূহাখ্য-সংস্থান-বিশেষে নিরঙ্কুশ-সামর্থ্য-প্রভুত্ব, অথবা ঈশিতৃত্ব লাভ করিতে পারেন। অতএব প্রভবিষ্ণু শ্রীশঙ্করদেব সর্ব্বত্র অব্যাহতাজ্ঞ, বা অপ্রতিহতপ্রভাবসম্পন্নও হইতে পারেন। অতএব অন্যান্য-ভূত-সকল শ্রীশঙ্করদেবের আজ্ঞা, বা প্রভাবের অনু-সরণ, অনুগমন, বা অনুবর্ত্তন, তথা আদেশ-প্রতিপালন করিয়া থাকে। অতএব শ্রীশঙ্করদেব অন্যান্য-ভূতসকলের মধ্যে নিজ আদেশ-প্রচার, বা প্রভুত্ব-বিস্তার করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ।

শ্রীশঙ্করদেব যে ইতর-সুর-সাধারণের ন্যায় কামদেবের নিতান্ত-বশ্য, জয্য, অথবা কামদেবকর্ত্তৃক-মোহনীয় নহেন, তাহা কামদেবের শ্রীশঙ্কর-সম্মোহনার্থ আয়োজন, বা উদ্যোগের বাহুল্য, বা প্রাচুর্য্য-দর্শন এবং "ন বিষ্ণুরস্য মোহায় ন লক্ষ্মীর্ন মনোভবঃ। ন চাপ্যহং জগন্মাতঃ!", ইত্যেবং-রূপ-ব্রহ্ম-বচন, তথা "ময়ি প্রবিষ্টে সবিধে শম্ভোঃ প্রাণী পিতামহ। কো বা ন কুরুতে দ্বন্দ্বভাবং তত্র মুহুর্ম্মুহুঃ। মম প্রবেশমাত্রেণ তথা স্যুঃ সর্ব্বজন্তবঃ। ন শম্ভুর্ন বৃষস্তস্য মানসীং বিক্রিয়াং গতৌ। ন তস্য পুনরস্মাভির্দৃষ্টং মোহস্য কারণম্। ভাবমাত্রং ন কুরুতে কামোত্থমপি

শঙ্করঃ। ইতি সর্ব্বমহং দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বা চ হরভাবনম্। বিমুখোঽহং শম্ভুমোহাৎ”, এবম্বিধ-মদন-বচনের তাৎপর্য্যার্থ-পর্য্যালোচনাবশে বিস্পষ্ট-রূপে প্রতিভাত হইতেছে। তথা শ্রীশঙ্করদেব যে কাম-বাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয়, মন্মথ-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত, বা কামোন্মথিত-মানস নহেন, তাহাও পাঠক-মহোদয়গণ শ্রীশঙ্করদেবের ব্যবহার-দর্শনে সুন্দররূপে অবগত হইয়াছেন।

অর্থাৎ শ্রীমতী-সতীদেবী-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত শ্রীশিব-সন্তোষণার্থক-নন্দাব্রত পূর্ণ হইলে, বর-প্রদানার্থ শ্রীশঙ্করদেব সতীসমীপে উপস্থিত হইয়া, “মমেষ্টং দেহি বরদ বরমিত্যর্থকারকম্,” এইরূপ শ্রীমতী-সতী কৃত-বর-প্রার্থনা-বচন-শ্রবণ-সমনন্তর “মম ভার্য্যা ভবস্বেতি,” প্রার্থনানুরূপ-বর-প্রদান-পূর্ব্বক “পিতুর্ম্মে গোচরীকৃত্য মাং গৃহ্লীষ্ব জগৎপতে!” এইরূপে শ্রীমতী সতী-দেবী-কর্ত্তৃক যখন অনুরুদ্ধ হইলেন, শৃঙ্গার-রস-হাব-ভাব-বসন্ত-রতি-মারগণ তথা মদন-কর্ত্তৃক এককালে সমাক্রান্ত শ্রীশঙ্করদেব যদি বাস্তবিকপক্ষে তৎকালে কাম-বাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয়, মন্মথ-কৃত-পরিভবগ্রস্ত, বা কামোন্মথিত-মানস হইতেন, তাহা হইলে, কাম-বাণ-বশ্য, উদীরিতেন্দ্রিয় ধাতা, কামাধিকৃত-হৃদয় বিষ্ণু, মন্মথ-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত ইন্দ্র, কামোন্মথিত-মানস চন্দ্র, কাম-বিকৃত-চেতাঃ বিশ্বামিত্র এবং কাম-কিঙ্কর রাবণ, ইঁহারা সকলে যেমন অধর্ম্ম-মার্গানুসরণে ক্রমে সন্ধ্যা ও কালী, রাধা-বৃন্দা-তুলসী, অহল্যা, তারা, মেনকা, তথা বেদবতী ও রম্ভার প্রতি সমাসক্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সতী ও পার্ব্বতীকে বল-পূর্ব্বক বেদ-মর্য্যাদা পদদলিতা করিয়া, সম্ভোগার্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন; পরন্তু পরম-বশি-প্রবর শ্রীশঙ্করদেব তাহা যখন করেন নাই, তখন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শ্রীশঙ্করদেব কাম-বাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয়, মন্মথ-কৃত-পরিভবগ্রস্ত, বা কামোন্মথিত-মানস নহেন।

তথা ত্রিভুবন-বরেণ্য শ্রীশঙ্করদেব নিজ-শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয়, বা মনের প্রতিও প্রভুত্ব-বর্জ্জিত নহেন। কারণ, ত্রিভুবন-বন্দিত শ্রীশঙ্কর-দেব যে যোগীশ্বরেশ্বরগণের অগ্রগণ্য, তাহা আপামর-সাধারণের অবিদিত

নহে। যিনি নিজ-শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, হৃদয় বা মনের প্রতি প্রভুত্ব-বর্জ্জিত, তিনি কি কখনও যোগীশ্বরেশ্বরগণের অগ্রগণ্য হইতে পারেন ? কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব যে আত্ম-সংযমন-বিষয়েও অত্যন্ত-কুশল, তাহাও যোগীশ্বরেশ্বরগণের অগ্রগণ্যত্ব-প্রযুক্ত প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কিঞ্চ, শ্রীশঙ্করদেব যদি সংযমি-শ্রেষ্ঠই না হইবেন, তবে কি কখনও তিনি পার্ব্বতী-কৃত-পরিচর্য্যাবসরে সরতি-সসখ-সগণ-মদন-কর্ত্তৃক সম্যক্ নিষেবিত, তথা হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-কুসুম-শর-নিকর-সাহায্যে পুনঃ পুনঃ অভি-লক্ষিত হইয়াও, চিন্তা-সহকৃত এইরূপ বিচার করিতে সমর্থ হইতেন যে, "কামোঽয়ং সময়ং জ্ঞাত্বা মাং মোহয়িতুমিচ্ছতি। মনো মে স্ববশং কর্ত্তুং তন্নয়ামি যমক্ষয়ম্॥"?

যদি বল, "সংহিতে পুষ্পবাণে তু গিরিজাং চন্দ্রশেখরঃ। জাতেন্দ্রিয়-বিকারঃ সন্ জিঘৃক্ষুঃ সঙ্গমেঽভবৎ॥" এইরূপ বচন-তাৎপর্য্যার্থ-পর্য্যা-লোচনা-বশে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেবও কামকৃত-পরিভব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তবে আমরা বলিব, "সুরাস্তাং তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্‌ভ্রূপ্রণিহিতাং," এইরূপ পুষ্পদন্ত-প্রণীত-প্রমাণ-বচন, তথা অন্যান্য-বহুবিধ-প্রমাণ-বচনানুসারে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা শ্রীশঙ্কর-দেবের ভ্রূবিক্ষেপ-মাত্রে তদীয়-শ্রীচরণানুগ্রহ-বশে যে পরমা ঋদ্ধি অত্যুত্তম ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে ঐশ্বর্য্য, অর্থাৎ শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের শ্রীচরণ-কমল-প্রসাদ-লব্ধ-সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব-সহিত-শাপানুগ্রহ-সামর্থ্য-বলে তিনি কাম-দেবকে তদীয়-কর্ম্ম-নির্দ্দেশ অবসরে আদেশবচনে বলিয়াছিলেন যে, "অহং বা বাসুদেবো বা স্থাণুর্ব্বা পুরুষোত্তম। ভবিষ্যামস্তব বশে কিমন্যৈঃ প্রাণধারিভিঃ॥" তথা "প্রচ্ছন্নরূপী জন্তূনাং প্রবিশন্ হৃদয়ং সদা। সুখহেতুঃ স্বয়ং ভূত্বা কুরু সৃষ্টিং সনাতনীম্॥" সেই সৃষ্টি-সামর্থ্য ও শাপানুগ্রহাদিলক্ষণ-স্বপ্রদত্ত ঐশ্বর্য্য-প্রসূত প্রজাপতিকৃত আদেশবচনের "স্বয়ং অনুতিষ্ঠন্ পরান্ শিক্ষয়তি, গ্রাহয়তি বা", এই নিয়মের অনু-বর্ত্তন-পুরঃসর মর্য্যাদা-সংরক্ষণ-কল্পে শ্রীশঙ্করদেব কথঞ্চিৎ চিত্ত-ক্ষোভ-প্রাপ্তের ন্যায় পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন সত্য; কিন্তু পুষ্পবাণ-প্রেরিত-হর্ষণ-রোচন-মোহনাদি-পুষ্পময়-বাণ-সাহায্যে আপাততঃ কিঞ্চিৎ হৃষ্ট,

সম্ভোগ-রুচিসম্পন্ন, বা মুগ্ধবৎ প্রতীত হইলেও, অত্যল্পকালমধ্যে নিজ-নিত্য-সিদ্ধ-নিরতিশয়-নিরঙ্কুশ-নিরাবরণ-জ্ঞান-বিজ্ঞানশক্তি-বলে শ্রীশঙ্করদেব "ন হি স্বাত্মারামং বিষয়-মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি", এই পরম-তত্ত্ব-সমালোচনান্তে দুর্ব্বিনীত-কামহতকের প্রতি কিরূপ কঠোরতর-দণ্ডের বিধান করিয়াছিলেন, তাহা কি একবার স্মরণ করা সমুচিত নহে? আমাদিগের কিন্তু স্মরণ হইতেছে যে, আকালিকী-বাসন্তী-প্রবৃত্তি-সমবলোকনের অনন্তর স্বাত্ম-স্বরূপ-সংস্মরণ-পূর্ব্বক তৎকালমাত্রেই ইন্দ্রিয়ের সমুৎপন্না বিকৃতিকে সংযতা, বা নিগৃহীতা করিয়া, শ্রীমন্মহাদেব সহসা এইরূপ চিন্তা করিলেন যে, তপোব্রত-বিবর্জ্জিতা-যোনিজা-গিরিজা শ্রীমতী কালীদেবীকে সঙ্গম-কাম-পরবশ হইয়া, আমি হঠাৎ ধরিতে ইচ্ছা করিতেছি কেন? তপশ্চরণ-সংকৃতা যোনি-দোষ-বিরহিতা তপোব্রত-পবিত্রাঙ্গী দাক্ষায়ণী-সতীকে পূর্ব্বে যেমন ভার্য্যার্থে গ্রহণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ বিশ্ব-হিতার্থে আমি স্বয়ংই পার্ব্বতী দেবীকে তপোব্রত-সংস্কারের অনন্তর পবিত্র-শরীরা সহধর্ম্মচারিণীরূপে গ্রহণ করিব, এইরূপ স্থির করিয়াছি। পরন্তু "সাম্প্রতম্" আমি মনে মনে ইচ্ছা না থাকিলেও, সঙ্গমোদ্ভব-সুখানুভব করিতে ইচ্ছা করিয়াই, যেন কাম-বিকৃত-মানসে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছি। এই অনিচ্ছাকৃত-কামবিকারাবির্ভাবের কারণ কি? অকালে পুষ্প-রেণু-গন্ধিল-গম্ভীর-সুখকর-গন্ধবহ মানস আকর্ষণ-পুরঃসর শনৈঃ শনৈঃ বহমান হইতেছে কেন? অশোক-পাটল-নাগকেশর-করুণ-চূত-প্রভৃতি-তরু-সকল কুসুমিত হইয়া, অভিনব-স্তবক-সমূহে অকস্মাৎ বিভূষিত হইল কেন? ভ্রমরগণ নিজ-নিজ-জায়া সহ কুসুমোদ্ভব-মধু ও চূতাঙ্কুর-রস পান করিয়া, মত্ত-মানসে আনন্দিতান্তঃকরণে সুমধুর-গুঞ্জন-পূর্ব্বক আশ্রম-মণ্ডল মুখরিত করিতেছে কেন? দেখিতেছি, কিংশুক-মঞ্জুল-কেতকাদি-বৃক্ষ-সকল সুপুষ্পিত হইয়াছে, সরোবর-সকল যেন প্রস্ফুটিত-পঙ্কজাননে হাস্য-শোভার বিস্তার করিয়া, অপূর্ব্ব-সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে, জীব-নিচয় সবিকার ভাব ধারণ করিয়াছে, পক্ষী, মৃগ এবং অন্যান্য যে কোন প্রাণধারী, তাহারা সকলেই, এমন কি, সিদ্ধগণ, কিন্নরগণ

এবং মদীয়-প্রমথাদিগণ-সকলও বিকৃত-চিত্তে যেন দ্বন্দ্বভাব বিস্তারে অগ্রসর হইয়াছে। অকালে হিম-ভার-ধারী হিমাচলের এই সানু-প্রদেশে বসন্তাবির্ভাবের কারণ কি ?

কিঞ্চ, এইরূপ চিন্তা করিয়া এবং নিজ-ইন্দ্রিয়ের বিকার-হেতু-নিশ্চয় করিয়া, শ্রীমন্মহেশ্বরদেব ইতস্ততঃ যেমন লোহিত-ললিত-লোল-লোচন-দৃষ্টি প্রসারিতা করিলেন, অমনি পুরোভাগে কমনীয়-কুঞ্জ-কাননান্তরালে সংহিতেষু-মনোভবকে অবলোকন করিলেন এবং অত্যন্ত কুপিতান্তঃ-করণে বল-পূর্ব্বক মনোভবকে দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রজ্বলিত-জ্বলন-প্রখ্য শ্রীশঙ্করদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ-প্রভৃতি-দেব-প্রবরগণের মুখ-বিবর হইতে "ক্রোধং প্রভো সংহর সংহরেতি," "প্রসীদ সর্ব্ব-ভূতেশ ! ভক্ত্যা ত্বাং প্রণতা বয়ং," ইত্যাদিরূপ আবেদন-নিবেদন, বা উপরোধানুরোধ-প্রার্থনা-সূচক-বচন-পরম্পরা নির্গতা হইয়া, যাবৎ আকাশ-প্রদেশে বিচরণ করিতেছিল, তাবৎকালমধ্যে ললাট-চক্ষুঃ-সম্ভূত অনলদ্বারা মনোভবকে দগ্ধ, বা ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। অপিচ, "মহাদেবোঽপি তদ্ভস্ম মনোভবশরীরজম্। আদায় সর্ব্বগাত্রেষু ভূতি-লেপং তদাকারোৎ। লেপশেষাণি ভস্মানি সমাদায় তদা হরঃ। সগণোন্তর্দ্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে।" অতএব "এতাবতা প্রবন্ধেন" বিস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, শ্রীশঙ্করদেব লেশাতিলেশতঃও কাম-কৃত-পরিভব প্রাপ্ত হন নাই।

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

বিংশ পরিচ্ছেদ—সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শ্রীশঙ্করদেবের সর্ব্বোৎকৃষ্টতম মহামহিম-প্রতিপাদক-মদন-ভস্ম-বিষয়ক-বিবৃত ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়াও, বিচক্ষণ-পাঠকমহোদয়গণ! আপনারা কি কাহারও মুখে এইরূপ পাপবচন শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন যে, শ্রীশঙ্করদেব ইতর-সুর-সাধারণের ন্যায় কামদেবের নিতান্ত-বশ্য-জয্য, বা পঞ্চশর-পরিভূত? অপিচ, আমি গত-গ্রন্থে বিশদভাবে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, শ্রীশঙ্করদেব ইতরসুর-সাধারণের ন্যায় কামবাণ-বশ্য, কামাধিকৃত-হৃদয়, কিম্বা মন্মথ-কৃত-পরিভব-গ্রস্ত নহেন। কিঞ্চ, ইহাও সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছি যে, "রাত্রিন্দিবস্য তুর্য্যাংশং জগন্মোহয় নিত্যশঃ। ভাগত্রয়ং শম্ভু-পার্শ্বে তিষ্ঠ সার্দ্ধং গণৈঃ সদা।" ইত্যেবংরূপে প্রজাপতি-কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, তথা "গচ্ছ ত্বং সগণৈঃ সাংর্দ্ধ যত্র তিষ্ঠতি শঙ্করঃ। দ্রুতং মনোভব ত্বঞ্চ তৎ স্থানং মধুনা সহ।" ইত্যেবংরূপে ব্রহ্ম-প্রেরিত-কামদেব শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের আশ্রম-পদে গমন করিয়া, রতি, বসন্ত, সেনাধিপ-শৃঙ্গার ও মারগণ সহ সুচিরকাল অবস্থিতি-পূর্ব্বক বহু অনুসন্ধানেও কোনরূপ বিবরপ্রাপ্ত না হওয়ায়, "যমানাং নিয়মানাঞ্চ প্রাণায়ামস্য নিত্যশঃ। আসনস্য মহেশস্য প্রত্যাহারস্য গোচরে। ধ্যানস্য ধারণায়াশ্চ সমাধের্বিঘ্নসম্ভবম্। মন্যে কর্ত্তুং ন শক্যং স্যাদপি মারশতৈরপি।" ইত্যুক্তরূপ আলোচনান্তে হতাশ-হৃদয়ে অত্যন্ত অবসাদ ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং যদি বা কামদেব কদাচিৎ শ্রীশঙ্করদেবের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম-বিবর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, যদ্দ্বারা শ্রীশঙ্করদেবের হৃদয়ে প্রবেশলাভ করিতে পারেন, তথাপি ভয়-বিমোহিত, অথবা রতি-কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া, শ্রীশঙ্করদেবের সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করেন নাই। অপিচ, যদি বা কোনরূপে সাহসে নির্ভর করিয়া, ব্রহ্মাদি-দেবগণের অনুরোধে অনাস্থা, বা উপেক্ষা-প্রদর্শনে সমর্থ না

হওয়ায়, আত্ম-বিনাশ নিশ্চিত জানিয়াও, "পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ" মদন শ্রীশঙ্করদেবের শ্রীঅঙ্গে বাণ-প্রহার করিয়াছিলেন, তথাপি দুর্ব্বিনীত নির্লজ্জ মদন উক্তরূপ-দারুণ-গর্হিত-কার্য্যের যে বিষময় ফল আত্ম-বিনাশ-লক্ষণ-পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সুন্দররূপে চিত্রিত করিয়াছি। পাঠকমহোদয়গণ! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াও, আপনারা এখনও কি বিশ্বাস করিতে পারিবেন যে, শ্রীশঙ্করদেব কামহতক-কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াছিলেন? তবে যে শ্রীশঙ্করদেব কাম-কর্ত্তৃক কথঞ্চিৎ পরিভূত-প্রায় পরিলক্ষিত হইয়াছিলেন, সে কেবল তাঁহার লীলা, উপেক্ষা, অনাদর, বা অবজ্ঞানের পরিচয়-প্রদান-ভিন্ন, আর কিছুই নহে।

শ্রীশঙ্করদেবের এই কামকৃত অলীক-পরিভব-প্রত্যাখ্যান-প্রসঙ্গে আমি দুই চারিটী প্রশ্নের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ক্রীড়া-পরায়ণ বালককে অধিকতর আনন্দ বা উৎসাহ-দানার্থে তদীয়-মাতা ও পিতা যদি ক্রীড়া-ছলে বালকের অনুবর্ত্তন করেন, তবে কি বলিতে হইবে যে, বালকভাবে ভাবুক ভূতা:বালকের মাতা ও পিতা বালক-কর্ত্তৃক পরিভব-গ্রস্ত হইয়াছেন? দ্বিতীয়তঃ সর্ব্বভোগতঃ সুপরিতৃপ্ত-সার্ব্বভৌম-মহারাজ-চক্রবর্ত্তী মানুষানন্দ-সীমা-লাভে আনন্দৈক-মূর্ত্তি-ধারণ-পূর্ব্বক সুবর্ণ-রচিত, মণি-মাণিক্য-খচিত, অমূল্য-রত্ন-রাজি-বিরাজিত-রাজসিংহাসনে সমুপবিষ্ট থাকিয়া, নিজ-বিষয়-সীমান্ত-প্রদেশে অসভ্য-বর্ব্বর-জন-কৃতা উপদ্রব-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াও, অকিঞ্চিৎকর-বোধে, অথবা তাহাদিগের পরাক্রম-পরীক্ষণার্থ যদি কিছুকাল তাহাদিগের অনুষ্ঠিত উপদ্রবে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তবে কি বলিতে হইবে যে, উক্তরূপ-বিচিত্র-বীর্য্য-সম্পন্ন, মহাপ্রভাবশালী, মহারাজাধিরাজ-চক্রবর্ত্তী মুষ্টিমেয় কয়েকজন বর্ব্বর-কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াছেন?

তৃতীয়তঃ পরাবরতত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্ব্বথা অহিংসা-পরায়ণ কোন সংযমি-শ্রেষ্ঠ-পুরুষ-প্রবরের সমক্ষে ইন্দ্রাদি-প্রেরিত-চতুর-চূড়ামণি কাম যদি কোন সময়ে ব্যাঘ্র-রূপে ব্যাদিত-দংষ্ট্রা-বিকট আস্যে তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, কিম্বা কোন সময়ে প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রমণীয়-বর্ণে শোভনা অনঙ্গ-বিলাস-ভূমি কোন অঙ্গনার সমাবেশ-সাহায্যে তথাবিধ-মহাত্ম-শ্রেষ্ঠের

মানস মুগ্ধ, বা প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে এবং সেই যোগি-জন-কুল-শেখরমণি মোহ-মুক্ত মহাপুরুষ উক্তরূপ হৃদয়কাননচারী কদাচিৎ প্রকট-ভাবাপন্ন-দুরন্ত-কাম-ব্যাঘ্রের দুর্ব্বিনীত-জনোচিত-দুর্ব্ব্যবহারের চরম-মাত্রা অর্থাৎ গ্রাসোত্থম-পর্য্যন্ত পরিদর্শন-মানসে যদি কিঞ্চিৎকাল প্রতীক্ষা করেন, কিম্বা প্রতপ্ত-জাম্বূনদ-রম্য-বর্ণা মুনিজনেরও মানস-মোহিনী অনঙ্গ-বিলাস-লীলা-ভূমি-স্বরূপিণী অঙ্গনা-গণালঙ্কারভূতা বরাঙ্গনার চতুর-স্ত্রীজন-সংগ্রণীহয়-লীলা-বিলাস-চাতুর্য্য-চূড়া-সমবলোকনার্থ কিঞ্চিৎকাল প্রশ্রয়-দান করেন, তবে কি বলিতে হইবে যে, চিন্তা-ত্যাগ-লক্ষণ-মহাস্ত্র-সাহায্যে সহসাপনেয়, অথবা "ত্বঙ্‌্মাংসরক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে। সমালোকয় রম্যঞ্চেৎ কিং মুধা পরিমুহ্যসি ॥" তথা "মাংসপাঞ্চালিকায়াস্তু যন্ত্রলোলেঽঙ্গপঞ্জরে। স্নায়্বস্থিগ্রন্থি-শালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্? তথা "নারী-স্তন-ভর-নাভি-নিবেশং মিথ্যা-মায়া-মোহা-বেশম্। এতন্মাংসবসাদিবিকারং মনসি বিচারয় বারম্বারম্ ॥" ইত্যাদি-বিচার-সহকৃত-জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহায্যে অকস্মাৎ পরিভবনীয় কামব্যাঘ্র, বা বিলা-সিনী-স্ত্রীজন-কর্ত্তৃক তথাবিধ-সংযমি-শ্রেষ্ঠ মোহ-মুক্ত-মাহাপুরুষ পরিভূত হইয়াছেন?

চতুর্থতঃ সম্বৎসর-কাল-মধ্যে একবারমাত্র রতি-কর্ত্তা দ্বিরদ-শূকর-মাংস-ভোজী পশুরাজ বলী সিংহের পরিতোষ-পূর্ব্বক আহারান্তে নিজ-গুহা-নিলয়ে সুষুপ্তি-সুখানুভবাবসরে চৌর্য্য-বৃত্তি-পরায়ণ ধূর্ত্তচূড়ামণি রাত্রি-চর পশু কুলাধম শৃগাল নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে গুহা-গৃহে প্রবেশ করিয়া, নিজ আহার্য্য অন্বেষণান্তে বিফল-মনোরথে প্রত্যাবর্ত্তনকালে দশন-সাহায্যে যদি সুপ্ত-সিংহের লাঙ্গুলাগ্রভাগ আকর্ষণ করে এবং বারম্বার লাঙ্গুলাগ্র-দেশে আকৃষ্ট হইয়া, নিদ্রা-নিমীলিত-লোহিত-লোচন-যুগল কিঞ্চিৎ উন্মী-লিত করিয়া, নেত্র-প্রান্তাবলোকনে শৃগাল-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত-লাঙ্গুলাকর্ষণ-লক্ষণ অপকর্ম্ম অবগত হইয়াও, শৃগালের অধিকতরসাহস-পরীক্ষা করিবার জন্য, অনাদর-বশতঃ যদি পশুরাজ-সিংহ কিছুকাল শৃগাল-কৃত অত্যাচার সহ্য করে, তবে কি বলিতে হইবে যে, পশুরাজ-সিংহ চতুষ্পদ-কুলের অধম-শৃগাল-কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়াছে? পঞ্চমতঃ

শ্বেত-পর্ব্বত-প্রকাণ্ড-গজরাজ ঐরাবতের বিশাল-পৃষ্ঠদেশে সংলগ্ন-রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে সমারূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রকে সমাগত হইতে দেখিয়াই, পথ-পার্শ্বে পশ্চাদ্‌ভাগস্থ-সঙ্কুচিত-পাদদ্বয়, তথা উদর-তল-সাহায্যে কৃত-শয়ন কোন সারমেয় নিমীলিত-নয়নে বক্রাবনত-তুণ্ডে সম্মুখস্থ-প্রসারিত-পদদ্বয়ের অন্তরালে বিধৃত অবস্থায় অবস্থিত মজ্জা-মাংস-হীন-দুর্গন্ধ-বিশিষ্ট, নীরস অস্থি-খণ্ড-চর্ব্বণ-জনিত আঘাত-বশে বিদীর্ণ-দন্তমূল, বা জিহ্বাদিপ্রদেশ হইতে নিঃসৃত-লবণাক্ত-রুধির-রস-সমাস্বাদনে আপনাকে অতিশয় সৌভাগ্যবান্ মনে করিয়া, আনন্দ ও অহঙ্কার-স্ফীত-হৃদয়ে স্বীয়-সৌভাগ্যাপহারক-বোধে কর্ণ-কঠোর উচ্চরবে নিজ-জাত্যুচিত-ভাষা-সাহায্যে যদি ইন্দ্রের প্রতি ক্ষিপ্রতার সহিত তিরস্কার-প্রয়োগে অগ্রসর হয় এবং কৌতুক-দর্শনাভিলাষী সহস্রলোচন ইন্দ্র যদি অবজ্ঞান-প্রযুক্ত কিছুকাল যাবৎ ঐরাবতাস্ফালন-কর্কশ-হস্ত-সঞ্চালন-দ্বারা গজরাজকে সরমানন্দনের প্রতি পরিচালিত না করেন, তবে কি বলিতে হইবে যে, দুর্গন্ধভূয়িষ্ঠ অস্থি-খণ্ড-চর্ব্বণ-পরায়ণ-কৌলেয়ক-কর্ত্তৃক শচীপতি-সুরেন্দ্র লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত, অবজ্ঞাত, অথবা পরিভূত হইয়াছেন ? কখনই নহে। প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণ! এক্ষণে বোধ করি, আপনারা বিশেষ-রূপে উপরিবিবৃত-দৃষ্টান্ত-তাৎপর্য্যানুশীলন-বশে বিস্পষ্টরূপে অবগত হইয়াছেন যে, সর্ব্ব-দেব-শিরোমণি দেবদেব শ্রীমন্মহাদেব কৌতুকোৎ-সবানন্দ-জনক-ব্যাপারসন্দর্শনাভিলাষী হইয়া, কাম-কৌলেয়ককে কথ-ঞ্চিৎ প্রশ্রয়-দান করিয়াছিলেন মাত্র ; কিন্তু কাম-হতক-কর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ-পরিমাণেও পরিভূত হন নাই।

কিঞ্চ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, অম্বু-পর্ণ-ফল-মূলাশন-বিশ্বামিত্র-পরাশর-প্রভৃতি-মুনিগণ, অথবা পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, কীট ও পতঙ্গাদি-পূর্ণ এই জগন্মণ্ডল যেমন কাম-কর্ত্তৃক নিরন্তর-কাল পরিভূত হইয়া, অবস্থিতি করিতেছে, শ্রীশঙ্করদেবও যদি সেইরূপ কাম-কর্ত্তৃক আস্কন্দিত বা পরিভূত অবস্থায় অবস্থিতি করিতেন, তাহা হইলে, এই মদন-ভস্ম-ব্যাপারটী আত্মলাভ করিতে সমর্থ হইত না। পুনশ্চ, পরিভব শব্দের অর্থ অনাদর, অবগণন, অবমনন, অবজ্ঞান, আস্কন্দন, তিরস্কার,

বা অবমান। বাস্তবিকপক্ষে পরিভবশব্দের উক্তরূপ অর্থ-সমূহাভিপ্রায়ে প্রয়োগ তাদৃশ-স্থলেই সুসঙ্গত হইতে পারে, যাদৃশ-স্থলে পরিভূত, আস্কন্দিত, অনাদৃত, অবগণিত, অবমত, অবজ্ঞাত, তিরস্কৃত, বা অবমানিত-ব্যক্তিবর্গ পরকৃত অনাদরাদ্যর্থক-পরিভবের প্রবল-প্রতিকারাভিলাষ-সত্ত্বেও, যদি নিজ-সামর্থ্য-পরিচালন-দ্বারা উক্ত-পর-প্রযুক্ত-পরিভবের পরিহার-সাধন করিতে সমর্থ না হন, তবে তাদৃশ-ব্যক্তিবর্গকেই পরকৃত-পরিভব-গ্রস্ত, বা পরিভূত বলা যাইতে পারে। অন্যথা যে স্থলে পরকৃত পরিভব অঙ্গুলি-সঞ্চালন-মাত্রেই পরিহৃত হইতে পারে, তাদৃশ-স্থলে কি পরিভবশব্দের প্রয়োগ কোন বিচক্ষণ-ব্যক্তি-কর্ত্তৃক সমর্থিত, বা সমুচিত-বিবেচিত হইতে পারে? কখনই নহে।

শ্রীমন্মহেশ্বরদেবের কাম-কৃত-পচিভব-প্রাপ্তির প্রত্যাখ্যান-প্রসঙ্গে আবশ্যকানুসারে যাহা কিছু বলিবার, তাহা যথা-বুদ্ধি-বিভব কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে নিম্নতন-গ্রন্থে শ্রীমন্মহেশ্বরদেব যে ইতর-সুর-সাধারণ নহেন, তদ্বিষয়ে দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়া, প্রিয়-পাঠকমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। শ্রীশঙ্করদেব যে কাম-কৌলেয়ক-কর্ত্তৃক আস্কন্দিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত, বা পরিভূত নহেন, তদ্বিষয়ে প্রকৃষ্ট-প্রমাণ মদনের নিধন, বা ভস্মতা-প্রাপ্তি। যিনি যৎ-কর্ত্তৃক পরিভূত হইয়া থাকেন, তিনি কখনই তাঁহার নিধন, বা তিরস্কার-সাধনে সমর্থ নহেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, বা বিশ্বামিত্রাদি-মুনিগণ যে কোন কালে মদনের নিধন-সাধন করিয়াছেন, এমন কথা অদ্যাপি কুত্রাপি পরিশ্রুতা হয় নাই। অভিভূত-পদার্থ কি কখনও অভিভাবকের অভিভব-সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে? খদ্যোত কি কখনও খ-মণির অভিভবে সমর্থ হইয়া থাকে? প্রদীপ-প্রভা-প্রভাবে প্রভাকরের প্রভাভিভব কেহ কি সম্ভাবিত বলিয়া, মনে করিতে পারেন? শ্রীশঙ্করদেব যখন মদনের নিধনকর্ত্তা, তখন শ্রীশঙ্করদেবের মদন-নিধন-কর্ত্তৃত্বই তাঁহার ইতর-সুর-সকল অপেক্ষা সর্ব্বথা অসাধারণত্ব-প্রতিপাদন করিতেছে।

কিঞ্চ, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু-প্রভৃতি-দেবগণ স্বয়ং স্বেচ্ছা, বা আগ্রহ-ভয়ে

দারসংগ্রহ-কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, হৈরণ্যগর্ভলোক অর্থাৎ ব্রহ্মলোক, বা বৈকুণ্ঠাদি-লোকের অধিপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, দিব্যাতিদিব্য অতিরমণীয়-ভোগ্য-পদার্থ-সকলের সম্যক্ উপভোগে আসক্ত হইয়াছেন, স্বর্গীয়-সৌরভ-সমন্বিত, কল্পপাদপ-প্রসূত, সূক্ষ্ম-চিক্কণ-বসন-যুগলে স্বর্গীয় সুন্দর-শরীর সমাচ্ছাদিত করিয়াছেন, কৌস্তুভাদি-মণি-রত্ন-ভূষণে নিজ-নিজ-বরতনু বিভূষিতা করিয়াছেন, এবং বিবিধ-বিচিত্র-ব্যবহারে সুখ-দুঃখ-সমাসক্ত-মানসে রতি-রাগ-রঞ্জিত-চিত্তে বিলাস-মধুর-প্রাণে ভোগাশাপহৃত, বা অপরিতৃপ্ত-হৃদয়ে অতি অল্প আয়াসে কামাধিকৃত অন্তঃকরণে নিজ-নিজ-সংসার-যাত্রা, বা আধিকারিক-পুরুষোচিত-কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতেছেন। বৈপরীত্যে শ্রীশঙ্করদেব স্বেচ্ছাবশে দার-পরিগ্রহ করেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সাবিত্রী, কমলা, দক্ষপ্রজাপতি, মরীচি ও অত্রি-প্রভৃতি মুনিগণ, স্বয়ং দেবী কালী, সখা বসন্ত, সেনাপতি শৃঙ্গার, মারগণ, তথা রতি-সহায়বান্ মদনের শত-সহস্র চেষ্টায় বহুসহস্র-দিব্য-বর্ষ-ব্যাপী সমুদ্যোগের ফলে বিশ্ব-হিতার্থে শ্রীশঙ্করদেব দার-পরিগ্রহ করিয়াছেন। অদ্য পর্য্যন্ত শ্মশানে, মশানে, হিমালয়-কৈলাসাদি-পর্ব্বত-প্রদেশে বাস করিতেছেন, দিব্যাতিদিব্য ও অতি রমণীয়-ভোগ্য-পদার্থ-সকলের সম্যক্ উপভোগাসক্তির পরিবর্ত্তে চিরকাল-যাবৎ পর-বৈরাগ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছেন, স্বর্গীয় সৌরভ-সমন্বিত, কল্প-পাদপ-প্রসূত, সূক্ষ্ম-চিক্কণ-বসন-যুগলের পরিবর্ত্তে কটি-প্রদেশে মাতঙ্গ-চর্ম্ম বসন, বা ব্যাঘ্র-চর্ম্মাম্বর ধারণ করিয়াছেন, কৌস্তুভমণি, বা রত্ন-ভূষণ, অথবা বনমালা ও মৃগমদামোদাঙ্কিত-চন্দন-প্রভৃতির পরিবর্ত্তে অর্দ্ধচন্দ্র, সর্পালঙ্কার, অস্থি-মালা, ভূতি-লেপ-প্রভৃতি ধারণ করিয়াছেন।

তথা বিবিধ-বিচিত্র-ব্যবহারের পরিবর্ত্তে একমাত্র সমাধি-সাধনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, সুখ-দুঃখ সমাসক্তি-রহিত উদাসীন-মানসে জগতের হিতার্থে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সাবিত্রী, কমলা-প্রভৃতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এবং পিতামহোপদিষ্ট-মনোভবের "রাত্রিন্দিবস্য" অর্থাৎ অহোরাত্রির ভাগত্রয়ব্যাপিনী কামোপভোগার্থা আকর্ষণ-চেষ্টার ফলে কদাচিৎ রতি-রাগ-রঞ্জিত-চিত্তে ও কদাচিৎ জ্যোতিশ্চিন্তাক্রান্তস্বান্তে সর্ব্বথা

বিলাস-বিধুর-প্রাণে স্বাত্মারামত্ব-নিবন্ধন ভোগাশাদ্বারা অনপহৃত-পরিতৃপ্ত-হৃদয়ে নিজ-সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ অর্থাৎ জগন্মাতা 'শ্রীগৌরীদেবীর সর্ব্বার্থ-কুশলতা-সাহায্যে জগতীতলস্থ-যাবতীয়-ভক্ত ও অভক্তজনগণকে তাহাদিগের প্রারব্ধ, বা শুভাশুভ-কর্ম্ম অপেক্ষা করিয়া, সকলার্থ দান করিতেছেন। তথা নিজ-পদাম্ভোজ-যুগল-সাহায্যে মোক্ষার্হজনগণকে মোক্ষ-প্রদান করিতেছেন, নিজ-পুত্র সর্ব্ব-বিঘ্ন-বিনাশন শ্রীঢুণ্ঢিরাজ-গণেশদেবের তুণ্ডাসি-সাহায্যে ভক্তাভক্ত-সকলের প্রৌঢ়বিঘ্নবন হরণ করিতেছেন, তথা স্বয়ং চর্ম্ম-কপালিকা-প্রভৃতি উপকরণগ্রহণ করিয়া, সদেবাসুর-মানুষ-জগৎকে "বৈরাগ্য-সৌখ্যাৎ পরং নাস্তি," এই পরম-তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, এইরূপে স্বীয়-সংসারযাত্রা-নির্ব্বাহ করিয়া, ত্রিভুবন-বন্দিত অন্তবিধুর অনঘ শ্রীকাশিকেশ্বর শ্রীশঙ্করদেব বিশ্বহিতার্থে আত্মপ্রাণ উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন।

এক্ষণে প্রিয়-পাঠক-মহোদয়গণ! আপনারা অকপট অন্তঃকরণে বলুন দেখি, শ্রীশঙ্করদেব দার-সংগ্রহ-ব্যাপারে, বাস-স্থানাধিকার-বিষয়ে, দিব্যাতিদিব্য-ভোগ্য-পদার্থ-সকলের উপভোগ-বিষয়ে, তথা বসনে, ভূষণে, ব্যবহারে, বৈরাগ্য-ধর্ম্মাচরণে, জগদুপকার-সাধনে, সংসার-যাত্রা-নির্ব্বাহে, বৈরাগ্য-ধর্ম্মোপদেশে, কামাধিকারে, যোগাধিকারে, কাম-পরাভব, বা নিধনাদি-সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর উৎকৃষ্টতম বৈলক্ষণ্য-বশতঃ সর্ব্বথা ইতরসুরসাধারণত্ব অতিক্রম করিয়াছেন কি না? "একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা," "একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাম্", অর্থাৎ এক বা ঈশ্বরসকলের পরম-মহেশ্বর, সর্ব্বতঃ স্বতন্ত্র, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, নিষ্ক্রিয়-জীবসকলের পতি, প্রধান-পুরুষেশ্বর ইতর-সুর-সাধারণবিলক্ষণ, গরলাশন, শ্রীশঙ্করদেবকে ইতর-সুর-সাধারণ-ভাবে ইতর-দেব-তুল্যরূপে দর্শন করিয়াই কি স্মরদেব স্মর্ত্তব্যাত্মা, বা স্মরণীয়-শরীরে পরিণত হন নাই? হে ঈশ! "তদ্বৈতৎ পশ্যন্ ঋষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে, অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ," ইতিবৎ, অর্থাৎ বামদেব-নামা ঋষি যেমন জীব-ব্রহ্মৈকত্বলক্ষণ-পরমাদ্বৈততত্ত্ব বিজ্ঞাত হইয়া, তথাভূত-পরম-তত্ত্বের দর্শন, বা অপরোক্ষ-বিজ্ঞান-মাত্রেই অব্যবধানতঃ মনু-সূর্য্যাদিভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন,

সেইরূপ আপনাকে ইতর-সুরসাধারণরূপে অবলোকনই কি অব্যবধানতঃ মদনের বিনাশহেতু নহে? "স এতাদৃশ-পৌরুষবানপি স্মরঃ যথা অন্যে দেবা মম জয্যাঃ, তথায়মপীতি ইতরদেবতুল্যং ত্বাং পশ্যন্ স্মর্ত্তব্যাত্মা অভূৎ," এই স্থলে "পশ্যন্" এই শতৃ-প্রত্যয় হেত্বর্থে বিহিত হওয়ায়, আমরা বলিব, আপনার পরিভব-সাধন ত দূরের কথা, পরিভব-সাধন উদ্দেশ্যে ভবদীয়-দর্শনমাত্রেই যে স্মরদেব স্মর্ত্তব্যাত্মা, বা স্মরণীয়দেহে পরিণত হইয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিত্য-জয়শীল যে মদনের উন্মাদন-নামে বিখ্যাত-কোদণ্ডের ভ্রমরাত্মিকা-শিঞ্জিনী-প্রদেশ হইতে পরিক্ষিপ্ত, বা নির্গত হইয়া, প্রতিনিয়তবিজয়াবহ হর্ষণ, রোচন, মোহন, শোষণ ও মারণনামক বিশিখ বা বাণপঞ্চক দেবাসুর-মানুষাদি-সহিত-জগন্মণ্ডলান্তর্গত যে কোন লক্ষ্যের প্রতি ধাবিত হউক না কেন, লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া, ক্বচিদপি কালে, কোনও প্রাণিবিষয়ে, অসিদ্ধার্থ, অকৃত-কার্য্য, বা লক্ষ্য-ভ্রষ্ট অবস্থায় প্রতিনিবৃত্ত হয় না, সেই তাদৃশ প্রতাপবান্ স্মরদেব হে ঈশ! আপনাকে ইতরসুর-সাধারণরূপে স্বকর্তৃক-পরিভবার্হরূপে ইতর-দেব-তুল্য-জ্ঞানে অবলোকন করিয়াই যে স্মর্ত্তব্যাত্মা অর্থাৎ ভবদীয়-ললাট-লোচনানলে ভস্মীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই তত্ত্বটী স্তোত্র-পাঠক-বর্গের মার্জ্জিত-হৃদয়াদর্শতলে বিস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত, বা প্রতিফলিত করিবার জন্য, স্তোত্রপ্রণেতা "কুসুম-দশন-নামা সর্ব্ব-গন্ধর্ব্বরাজঃ" কৈমুতিকন্যায়াবতারণাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন, "ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ।" অর্থাৎ যেহেতু অন্যান্য-সাধারণ-বশী, বা জিতেন্দ্রিয়-জনে পরিভব, তিরস্কার, আস্কন্দন, বা অনাদর পথ্য বা হিতজনক হয় না; পরন্তু নিজ-বিনাশেরই কারণস্বরূপ হইয়া থাকে, অতএব পরমবশি-প্রবর শ্রীপরমেশ্বরদেবের প্রতি পরিভব-প্রয়োগ উদ্দেশ্যে যে সমবলোকন, তাবন্মাত্রই যে অব্যবধানতঃ বিনাশ-কারণ হইবে, তদ্বিষয়ে আমি আর অধিক কি বলিব? আমার আর অধিক বক্তব্য কি আছে? হে দেববর! হে "ঈশ্বরাণাং" পরমমহেশ্বর! ইতর-সুর-সাধারণ-রূপে আপনার দর্শনই যখন অব্যবধানতঃ মদনের বিনাশহেতু, তখন আপনার প্রতি পরিভবাদি প্রযুক্ত হইলে,

উহা যে পরিভবাদি-প্রয়োগ-কর্ত্তার সুনিশ্চিত-বিনাশ-কারণ হইবে, অথবা অন্যান্য-জিতেন্দ্রিয়-জনে পরিভব-প্রয়োগ পথ্য অর্থাৎ হিতকর না হইয়া, যখন পরিভব-প্রয়োগ-কর্ত্তার বিনাশেরই কারণ হইয়া থাকে, তখন আপনার ন্যায় পরমবশি-প্রবর শ্রীপরমেশ্বরের প্রতি পরিভব-প্রদর্শন যে পরিভব-প্রদর্শন-কর্ত্তার অবশ্যই বিনাশকারণ হইবে, তদ্বিষয়ে স্তোত্র-কর্ত্তা পুষ্পদন্তের অপর কোনরূপ বার্ত্তাবসর না থাকিলেও, ত্বদ্দাস-দাস-দাসানুদাসের দাসত্ব-প্রার্থী এই অকিঞ্চনের বর্ত্তমানে সমারব্ধ-মদনভস্ম-বিষয়ক-প্রকরণোপসংহারকালে এতাবন্মাত্র-প্রার্থনা-বচনাবসর উপস্থিত হইয়াছে যে, লোকপিতামহ ব্রহ্মার মানস-পুত্র ত্রিজগজ্জয়ী কামদেবের উক্তরূপ ভয়াবহ-শোচনীয়-দারুণ-দশা-বিপর্য্যয় স্মরণ করিয়া, যাহাতে অপর কোন দুর্ম্মতিগ্রস্ত পুরুষাধম ভবদীয়-শ্রীচরণ-সরসিজ-যুগলে পরি-ভবাদি-প্রদর্শনে অগ্রসর হইয়া, ভবদীয়-রোষানলে দগ্ধ, বা ভস্মীভূত না হয়, তদ্বিষয়ে পরম-কৃপা পরমানুগ্রহ-পরবশতা-প্রযুক্ত এই অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল-তলে নিবসনশীল দেবাসুর-মানুষ-মুখ্য-জীবগণের প্রতি আপনি সস্নেহ-সদয়-দৃষ্টি প্রসারিতা করুন। অলমত্যন্তং পল্লবিতেনেতি শম্ ॥

ইতি বিংশ পরিচ্ছেদে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

ইতি ব্রহ্মচারি-শ্রীবিপিনবিহারি-বেদান্তভূষণ-বিরচিত শ্রীশিবমহিম-বিকাশান্তর্গত-

তৃতীয়-**মদন-ভস্ম-খণ্ড** সমাপ্ত।